তাহার প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ ব্যবহার করেন যে তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীত ও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। সে আপ্যায়িত করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে আর কোনরূপে সাহস পাইল না। এক জন অসতী যাইয়া সতীর সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিবে, একাসনে বসিবে, এ কেমন কথা? মুড়ি মিছরীর সমান দর, আলোক অন্ধকার পাপ পুণ্য তুল্য? চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দাস দাসী নিযুক্ত করা আবশ্যক। দুশ্চরিত্র দাস দাসীর সংসর্গে পরিবার মধ্যে অকল্যাণ প্রবেশ করে। দুশ্চরিত্র দাসীরা অসৎপ্রসঙ্গ ও অসৎ আলাপে কুলবধূদিগের মন কলুষিত করিয়া থাকে।

অসল্লোক সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক ধর্ম্মদ্রোহী আত্মাভিমানী ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যজীব। অপর সুরাপায়ী ব্যভিচারী পরস্বাপহারী প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াশীল। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। ইহাদের পাকচক্রে পড়িয়াই সাধারণতঃ যুবক যুবতীর বিনয় বিশ্বাস লজ্জা ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা বুদ্ধি চতুরতা বাক্‌কৌশলে সরলচিত্ত লোকদিগকে বশীভূত করিয়া বিপথগামী করে, ইহারা ধার্ম্মিকতার ছদ্মবেশ পরিয়া, ধর্ম্মের আড়ম্বর দেখাইয়াও লোকের মন ভুলাইয়া থাকে। এই প্রথম শ্রেণীর লোক, সভ্য ভব্য মান্য গণ্য শিক্ষিত লোকের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অনেকেই "বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ।" ইহারা মধুর বচন ও তোষামোদে বিলক্ষণ পটু। এই সকল লোকের কুটিল বুদ্ধি ও কুহক প্রলোভনে পড়িয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনার জালে জড়িত হইয়া কত যুবক যুবতীর ইহকাল পরকাল গেল, এই সকল ধূর্ত্ত নেকড়ে বাঘ কত নিরীহ মেষশাবককে কবলিত করিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহাকে কাল বিশ্বাসী বিনীত ধর্ম্মানুরাগী দেখিয়াছি, এই সকল অসুরের হস্তে পড়িয়া আজ দেখি সে আসুরিক প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে সে অবাধ্য হইয়াছে, তাহার বাক্যে কোমলতা নাই, মুখে বিনয়ের চিহ্ন নাই, অন্তরের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম ভয় বিলুপ্ত হইয়াছে, সে এক জন আত্মাভিমানী বড় লোক হইয়া উঠিয়াছে। সেই নরঘাতক আসুরিক প্রকৃতি লোকেরা ছলে কৌশলে কোন সরলস্বভাব দুর্ব্বলচিত্ত লোকের মনে অবিশ্বাসের গরল ঢালিয়া দিতে পারিলে, তাহার জীবনের সৌন্দর্য্য বিনয় কোমলতা হরণ করিতে পারিলে, যেন মক্কায় মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিল এরূপ বাহাদুরী মনে করে।

কত লোক কত আগ্রহ যত্ন সহকারে বহু দূরের পথ পর্য্যটন করিয়া সাধুসঙ্গ লাভ করিতে যায়, আবার অনেক আত্মপ্রতারিত সরলমতি যুবক বা যুবতী পরমাত্মীয়বোধে অসাধু কাল

সর্পদিগকে যত্নপূর্ব্বক স্বগৃহে স্থান দান করেন। ইহারা দিবা রজনী তাহার গৃহে অহঙ্কারের কথা বিস্তার করিয়া নিন্দার গরল উদ্গারণ করিতে থাকে। পাঠিকা! তুমি এই সকল কাল সর্প হইতে বিশেষ সাবধানে থাকিও। দ্বিতীয় শ্রেণীর অসাধু তাহারা, যাহারা লোক লজ্জা ভয় একেবারে অতিক্রম করিয়া সুরাপান ব্যভিচারাদি ঘোর পাপে লিপ্ত রহিয়াছে। যাঁহাদের বিন্দু মাত্র ধর্ম্মভয় লজ্জা ও ভদ্রতা আছে তাঁহারা স্বভাবতঃ এই সকল দুষ্ক্রিয়াশীল লোকের ছায়া মাড়াইতেও অপরাধ মনে করেন, সেই সকল লোকও সচ্চরিত্র যুবক যুবতীদিগের নিকটে ঘেঁসিতে সাহস পাইয়া উঠে না। এই সমস্ত কুচরিত্র লোকের ব্যবহার ও চরিত্রের প্রতি যাহার আন্তরিক ঘৃণা নাই, তাহাকেও মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করা যায় না। পাঠিকা! আমি তোমার সহচর বন্ধুগণকে দেখিয়াই তোমার চরিত্রের পরিচয় লইব, যদি দেখি তুমি আত্মাভিমানী অবিশ্বাসী বিলাসী স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ ভাল বাস, তাহাদের চরিত্রের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তাহাদের সংসর্গে থাকিতে অসুখ বোধ কর না, বরং আমোদ অনুভব কর, তবে বলিব তুমিও সেই দলের এক জন। কথায় বলে চোরের বন্ধু চোর, মাতালের বন্ধু মাতাল।

সৎ লোক বা অসৎ লোকের সঙ্গে এক গৃহে বাস কিংবা একত্র বিচরণ করিলেই যে সদসৎ সঙ্গের শুভাশুভ ফল লাভ হয় তাহা নহে। শারীরিক নৈকট্যে নয় আন্তরিক নৈকট্যেই সঙ্গের দোষ গুণ জীবনে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। আমি এক জন দূর দেশস্থ বা পরলোকগত লোকের স্বভাবকে ভাল বাসিয়া তাঁহার চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের যোগ স্থাপন করিয়া তদনুরূপ প্রকৃতি ধারণ করিতে পারি, আবার এক জনের নিকটে থাকিয়াও বীতরাগবশতঃ তাহার চরিত্রের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সম্পর্ক না থাকিতে পারে। আত্মায় আত্মায় চরিত্রে চরিত্রে মিলনই যথার্থ সংসর্গ। পাঠিকারা দূর দেশস্থ সাধু সাধ্বী নরনারীদিগের গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি পরলোক গত মহিলাগণের বিশ্বাস ভক্তি সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ স্থাপন করিয়া, তাঁহাদের আত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক সম্মিলন সাধন করিয়া তদনুরূপ উচ্চ জীবন লাভ করিতে পারেন। আবার এই প্রকার দূরস্থ বা পরলোক গত অসৎ লোকের চরিত্রের আলোচনা করিয়া তদ্রূপ দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া সাধক পুণ্যাত্মা লোকেরা যেমন চরিত্রকে শুদ্ধ রাখিতে সক্ষম হন, তুমি আমি দুর্ব্বল প্রকৃতি লোক তাহা পারি না। তেজস্বী সাধু-লোকেরা নিজের জীবনের পুণ্য প্রভাবে পাপীকে সংশোধন করিয়া

তোলেন পাষণ্ডের পাষণ্ডতা তাঁহাদের চরিত্রকে বিন্দুমাত্র কলঙ্কিত করিতে পারে না। পাঠিকা! তুমি স্পর্দ্ধা করিও না, যে আমি এক জন অবিশ্বাসী নাস্তিক পর নিন্দুকের সঙ্গে থাকিয়া ঠিক থাকিতে পারিব। জানিও শারীরিক নৈকট্যে সদসৎ চরিত্রের প্রভাব অপরের জীবনে বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া থাকে। দুর্ব্বল প্রকৃতি অবলা অসৎ লোকের চরিত্র দ্বারা সহজে পরাস্ত হয়। পরন্তু যে জন যেরূপ চরিত্রের লোক তাহার রচিত সাহিত্যাদি পুস্তকে সেই চরিত্র বিদ্যমান থাকে। অসদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা আর অসৎ লোকের সংসর্গ করা প্রায় তুল্য। অসার আমোদপ্রিয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদিগের রচিত নাটক নভেলাদি পড়িয়া কত মহিলার চরিত্র বিকৃত হইয়াছে। পাঠিকা! তুমি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক সদ্‌গ্রন্থ পড়িবে, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সৎসঙ্গ তুল্য।

হ্যামলেট।

সেক্সপীয়ররচিত কাব্যরত্ন হ্যামলেট মধ্যে কত প্রকার চরিত্রের বিচিত্রতা, *ভাবের মাধুর্য্য, চিন্তার গভীর উচ্ছ্বাস* নিহিত আছে। ইহার পত্রে পত্রে নূতন সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয়। আমরা পূর্ব্বে দুই প্রবন্ধে ইহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখনও তন্মধ্যে কত নূতন ভাবের রমণীয়তা আছে, যাহা পাঠ করিলে মন সরস হয়, কল্পনা-ক্ষেত্র প্রশস্ত হয়, হৃদয় আপনা আপনি তৎসময়ের নিমিত্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। যথার্থই সেক্সপিয়র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার কৃত উক্ত কাব্যের ভাষার সৌন্দর্য্য পর্য্যন্ত কি মনোহর। নীতিপরায়ণ হওয়ার পক্ষে, পবিত্র ও মহৎ হওয়ার নিমিত্ত, জীবনকে পরিচালিত করিবার পক্ষে, যে সমুদয় সুনিয়ম, সুশিক্ষা, সচ্চরিত্রের উদাহরণ, ও সারগর্ভ উপদেশ প্রয়োজন হয়, এই মহাকবি রচিত হ্যামলেট কাব্য মধ্যে তৎসমুদায়ই লাভ করা যায়। এক জন কবির চিত্ত কিরূপে অশেষ প্রকার মনুষ্য চরিত্রের বিভিন্নতা, ভাবের নূতনতা, চিন্তার বিচিত্রতা ও জীবনের অভূতপূর্ব্ব অবস্থা এত স্পষ্ট ও সুন্দর রূপে উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার কল্পনাশক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞানের ক্ষেত্র কত দূর প্রশস্ত ছিল। আমরা "হ্যামলেট" হইতে আর কয়েকটি সারগর্ভ উপদেশ ও গভীর চিন্তার সারাংশ প্রকাশ করিতেছি। সেক্সপিয়রের সুন্দর ভাষা ও ভাবের লালিত্য রক্ষা করা অসম্ভব। সুতরাং "হ্যামলেটের" উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সক্ষম হইব না। তথাপি যাহা ভাল, তাহার আভাস মাত্রও ভাল, যাহা সুন্দর তাহার সৌন্দর্য্যের কল্পনা ও সুন্দর।

দূরস্থ সুরভি কুসুমের মৃদু সৌরভেও চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, সুমধুর বাদ্য যন্ত্র বিনিঃসৃত রাগিণীর সম্পূর্ণতা অনুভব না করিয়া তাহার একটি শব্দেও কর্ণের পরিতোষ জন্মে; এই নিমিত্ত আমরা উপরি উক্ত কাব্যের উপযুক্ত ব্যবহারে আপনাদিগকে অক্ষম জানিয়াও তন্মধ্যস্থ অমূল্যমুক্তাফলসদৃশ বাক্যসকল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। ওফিলিয়ার পিতা রাজমন্ত্রী পলোনিয়স্ তাঁহার যুবা পুত্রের বিদেশ যাত্রা কালে যে উপদেশ দান করেন তাহা এ স্থলে প্রথমতঃ অনুবাদিত হইতেছে। আমরা দেখিতে পাইব এই উপদেশ এক জন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ সংসার জ্ঞানাভিজ্ঞ চতুর ও সতর্ক ব্যক্তির চরিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী।

পিতা পুত্রকে বলিতেছেন "এই কয়েকটি উপদেশ বাক্য সর্ব্বদা চিত্তে মুদ্রিত রাখিও, এবং তাহার অনুযায়ী কার্য্য সর্ব্বদা করিতে যত্নবান্ থাকিও। তোমার মনের চিন্তাসকল বাক্যে প্রকাশ করিও না, এবং মনোমধ্যে উদিত কোন চিন্তার অনুযায়ী কার্য্য হঠাৎ করিও না। লোকের সহিত মিশিবে, কিন্তু লঘুচেতা ও হীনের ন্যায় ব্যবহার করিবে না। যে সকল বন্ধুদিগের বন্ধুতা ও ভালবাসার প্রমাণ পরীক্ষা দ্বারা পাইয়াছ তাহাদিগকে অন্তরে দৃঢ়রূপে বদ্ধ রাখিবে কিন্তু সকল যুবা চঞ্চলমতি সঙ্গীদিগকে বন্ধুজ্ঞানে বিশ্বাস করিও না। এ রূপে সতর্ক হইবে যেন কোন বিবাদ কলহে প্রবেশ করিতে না হয়, কিন্তু একবার যদি কলহ মধ্যে প্রবিষ্ট হও তবে এরূপ ব্যবহার করিবে যেন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার নিকট পরাজিত হয় ও ভবিষ্যতে তোমাকে ভয় করিয়া চলে। সকলের পরামর্শ ও মতামত শুনিবে কিন্তু নিজের মত বা পরামর্শ কাহারও নিকট শীঘ্র প্রকাশ করিবে না। তোমার আয় অনুসারে পরিচ্ছদাদি পরিধান করিবে। বহুমূল্য হইতে পারে, কিন্তু যেন অধিক চাকচিক্যশালী না হয়, তাহা যেন সুরুচিসম্পন্ন ও ভদ্রের উপযুক্ত হয়। ঋণ করিও না, এবং কাহাকে সহজে ঋণ দিও না। কারণ ঋণ দিলে ঋণী ব্যক্তির বন্ধুতা ও প্রাপ্য অর্থ উভয়ই হারাইতে হয়। আর সর্ব্বশেষে এই শ্রেষ্ঠ উপদেশটি স্মরণ রাখিও—তোমার আপনার প্রতি যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ হও। তাহা হইলে নিশান্তে সূর্য্যোদয় যেমন নিঃসন্দেহ, তেমনি নিশ্চিত ভাবে তুমি অন্য সকলেরই প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে সক্ষম হইবে। আমার আশীর্ব্বাদে এই সমুদয় সদুপদেশ তোমার মনোমধ্যে গ্রথিত থাকুক।"

আর এক স্থলে হ্যামলেটের একটী অতি সুন্দর চিন্তা আছে আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠিকা মনে রাখিবেন তাহার অবিকল অনুবাদ সম্ভবে না। পিতার মৃত্যুর কারণ জ্ঞাত হওয়ার পর রাজপুত্র হ্যামলেটের মনে অত্যন্ত কষ্ট

উপস্থিত হয়। পিতার অন্যায় মৃত্যু ও মাতার অস্বাভাবিক আচরণ মনে দারুণ কষ্ট ও ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়। জীবন তাঁহার নিকট অত্যন্ত ভারবহ প্রতীত হয়! তিনি এই অবস্থায় একদা কোন নির্জ্জন স্থানে আপনার মনের চিন্তা এইরূপে প্রকাশ করিতেছেন;—"এ জীবন রাখিব, কি ত্যাগ করিব, ইহাই জিজ্ঞাসা। দুর্ভাগ্যের বিষম প্রহার ও তীক্ষ্ণ শরাঘাত নীরবে বহন করা অপেক্ষা কি প্রতিকূল অবস্থাসাগরের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে স্বেচ্ছায় এ জীবন শেষ করা মহত্তর নহে? প্রাণান্ত হওয়া, কাল নিদ্রায় অভিভূত হওয়া, সমুদয় সমাপ্ত করা এবং সেই শেষ নিদ্রায় যদি মানব জীবনসুলভ মর্ম্মব্যথা ও সহস্র আঘাত যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হয় তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ইচ্ছনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? প্রাণান্ত হওয়া, চির নিদ্রার বিশ্রামে মগ্ন হওয়া একই; কিন্তু যদি সেই শেষ নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখিতে হয়, তাই ভাবিলে মন কেমন করে। যখন এই দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া মৃত্যুনিদ্রায় প্রবেশ করিব, কি জানি কি প্রকারে দুঃস্বপ্ন আক্রমণ করিবে! এই সন্দেহ আমাদিগকে নিষ্ক্রিয় করে। এই ভয়েই আমাদিগকে এই দুঃখপূর্ণ জীবন এত দীর্ঘকাল বহন করিতে হয়। অত্যাচারীর অত্যাচার, প্রবলের ঘৃণা, স্নেহের অনাদর, রাজার অবিচার, ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের অবমাননা এবং নির্দ্দোষ চরিত্র সহিষ্ণু সাধুদিগের প্রতি দুর্বৃত্তের তাড়না, কে এই সমস্ত সহ্য করিত, যখন আপন ইচ্ছায় এই সমুদয় হইতে অব্যাহতি পাইবার পথ মৃত্যুর মধ্যে পরিষ্কার রূপে পড়িয়া রহিয়াছে? জীবনত্যাগের সহজ উপায় বর্ত্তমান থাকিতে কে এই দুর্ব্বিষহ জীবনের বিষম ভার মস্তকে লইয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন হইতে চাহিত? কিন্তু হায়! মৃত্যুর পর কি হইবে এই ভয়েই প্রাণ আকুল; সেই অজ্ঞাত অপরিচিত পরলোকদেশ হইতে একটি যাত্রী বা একটি পথিকও কখন এ লোকে প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগকে সংবাদ দেয় না, এই জন্য নীরবে বর্ত্তমান জীবনের যন্ত্রণাসকল সহ্য করি, কিন্তু মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চিত অবস্থা ও অপরিজ্ঞাত নূতন নূতন বিপদে বেষ্টিত হইতে চাহি না। এইরূপে চিন্তা ও সন্দেহ আসিয়া আত্মবিনাশসম্বন্ধে আমাদিগকে কাপুরুষ করিয়া ফেলে। এই প্রকার সন্দেহনিবন্ধন অনেক মহৎ প্রধান ও সাহসিক কার্য্য সম্পন্ন হয় না, এবং ইহাতেই লোকের মনের দৃঢ়তা ও উচ্চ অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়, ও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।"

আর একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রস্তাব শেষ করিতেছি। হ্যামলেটের দুরাত্মা পিতৃব্য আপন দুরভিসন্ধি সাধন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিল বটে

কিন্তু স্বভাবনিহিত বিবেকের তিরস্কার হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। একবার সে অনুতপ্ত চিত্তে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইল। প্রার্থনার পূর্ব্বে যেরূপে তাহার চিত্ত আন্দোলিত হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল। "হায় আমার পাপ কি ভয়ানক! ইহা ঈশ্বরের সমক্ষে কত দূর ঘৃণিত। আমি ভ্রাতৃহত্যারূপ মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি, প্রার্থনা করিবার যথার্থ ইচ্ছা হইলেও আমি প্রার্থনা করিতে পারিতেছি না। আমার ভয়ানক পাপের স্মৃতি আসিয়া ঈশ্বরের দয়া যাচ্ঞা করিতে আমাকে নিবৃত্ত করিতেছে। পাপের স্মৃতি ও প্রার্থনার ইচ্ছা এই দুই ভাবের মধ্যে আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

"যেমন এক সময়ে দুই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে উভয় কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না, আমারও সেই অবস্থা হইয়াছে। কিন্তু আমার হস্তদ্বয় ভ্রাতৃহত্যা অপেক্ষা মহাপাতকে যদি কলঙ্কিত হইত, তথাপি পবিত্র স্বর্গে কি এমন আশীর্ব্বাদবারি নাই যাহাতে সমুদয় কলঙ্ক ধৌত হইয়া এই হস্তদ্বয়কে তুষার অপেক্ষা শুভ্র ও নির্ম্মল করিতে পারে? দয়ার সৃষ্টি কি জন্য? কেবল অপরাধীর অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত আর প্রলোভন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা এবং পাপে পতিত হইলে ক্ষমা দ্বারায় পাপভার নিষ্কৃতি দেওয়া এই দুই কার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনার সৃষ্টি। তবে আমি কেন নিরাশ হইব? আমার গত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব? ভ্রাতৃহত্যারূপ মহাপাপের জন্য হে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা কর! না এভাবে প্রার্থনা হইতে পারে না। না, কেন না যে সকল সুখভোগের লালসায় আমি এই পাপে লিপ্ত হইয়াছিলাম সে সমস্ত ভোগ এখনও আমার অধিকৃত, আমার রাজমুকুট, আমার উচ্চপদেচ্ছা, এবং আমার রাজ্ঞী, এ সমুদয় ত্যাগ না করিলে আমি কিরূপে ক্ষমার অধিকারী হইব। এসংসারে পাপের বিচার হয় না বটে কিন্তু পরকাল তো ইহকালের মত নহে। তথায় নিজের বিরুদ্ধে নিজের পাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়। সে বিচারালয়ে সমুদয় কুকর্ম্ম স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে আমি কি করিব? দেখি অনুতাপ করিলে আমার পাপের ক্ষমা হয় কি না? অনুতাপে সকলই সম্ভব হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতাপ করিতে পারে না অনুতাপে তাহার কি ফল হইবে? আমাকে ধিক্! হায় এ ঘৃণিত কলঙ্কিত হৃদয় জালবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় যতই মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে ততই আরো দৃঢ়রূপে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। স্বর্গীয়গণ, তোমরা আমার সহায় হও। কঠিন জানুদ্বয় অবনত হও, লৌহসমান হৃদয় নবজাত সুকুমার দেহের ন্যায় সুকোমল হও, আমার আশা সফল হইবে।" কিছুক্ষণ স্থির-

ভাবে থাকিয়া রাজা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু হৃদয় অনুতপ্ত না হওয়াতে তিনি কিছুই সান্ত্বনা লাভ করিতে সক্ষম হইলেন না, তিনি নিরাশ হইয়া এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন "আমার বাক্য স্বর্গাভিমুখে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে কিন্তু আমার চিত্ত সংসার মধ্যে বহু দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। মনের ভাবের সহিত মুখের শব্দ মিলিত না হইলে সে প্রার্থনা কখনও স্বর্গে গ্রাহ্য হয় না।"

বিলম্বে ক্ষমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিশু ভ্রাতার যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র মাতার তুল্য স্নেহে কনিষ্ঠের আহার, পান, শয়ন, সমুদয় নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। কালক্রমে সুরেন্দ্র বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বিষয় কর্ম্মের ভার আপনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিবাহাদি হইল। ইহার পূর্ব্বেই জ্যোতি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে স্বাভাবিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় দিন দিন পাঠে উন্নতি লাভ করিয়া ভ্রাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তৎকালে জ্যোতির সুকুমার সৌন্দর্য্য, মুখ ও স্বভাবের প্রফুল্লতা, সকলেরই মন আকর্ষণ করিত। ক্রমে বালক যৌবনকালে পদার্পণ করিল। বিদ্যালয়ে তাহার অনেক সঙ্গী ও বন্ধু জুটিল। অনেক কুসঙ্গী জ্যোতিকে ধনীর সন্তান জানিয়া পরিবেষ্টন করিল। তাহারা বাহিরে জ্যোতির প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিয়া তাহার মন আকৃষ্ট করিল। ইহাতে অদূরদর্শী অপকবুদ্ধি যুবকদিগের যে অবস্থা ঘটে ক্রমে জ্যোতির তাহাই হইল। বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। পূর্ব্বের ন্যায় পাঠে মনঃসংযোগ করিয়া তদ্বিষয়ে পরিশ্রম ও যত্ন করিতে রুচি হয় না। কেবল আমোদে মগ্ন থাকিতে ইচ্ছা হয়। কুসঙ্গে থাকিয়া তাহার অনেক দোষ হইল। সরলমতি ভ্রাতৃবৎসল যুবার চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইল।

সুরেন্দ্র প্রথমে ভ্রাতার স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন না, মনে করিলেন যুবাবয়সসুলভ আমোদপ্রিয়তা জন্মিয়াছে, আপনিই এ দোষ দূর হইবে, কিন্তু জ্যোতির চরিত্র ক্রমেই মলিন হইতে লাগিল। বাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য আসিয়া একদা সুরেন্দ্রের নিকট নিবেদন করিল যে জ্যোতি কিছু দিন হইতে প্রত্যহ অধিক রাত্রে সুরামত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। এই দাস জ্যোতিকে পালন করিয়াছিল। তাহার প্রতি স্নেহের আধিক্য বশতঃ প্রথমে জ্যোতির বিরুদ্ধে কোন কথা সুরেন্দ্রের নিকট উল্লেখ করে নাই, নির্জ্জনে স্নেহপূর্ণ, বিনীতবচনে যুবাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিত, কিন্তু

যখন দেখিল জ্যোতির পানদোষ জন্মিয়াছে সে কোন বাধা মানে না, এবং তাহার বিশুদ্ধ চরিত্র ও স্বাস্থ্য পাপ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে পড়িয়া বিনষ্ট হইতে চলিল, তখন অগত্যা সুরেন্দ্রের নিকট সমুদয় জ্ঞাপন করিল। ক্রোধে সুরেন্দ্রের চক্ষু আরক্ত ও শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ভ্রাতাকে আহ্বান করিলেন। জ্যোতি ভ্রাতার আহ্বানে নিকটে আসিলেন। সুরেন্দ্র দেখিলেন যথার্থই জ্যোতির প্রফুল্ল মুখশ্রী পানদোষসুলভ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ওষ্ঠ শুষ্ক, গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষুঃপ্রান্ত কালিমাময়। জ্যোতির বিশুষ্ক মুখমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার ক্রোধ মনোমধ্যেই বিলীন হইল। তিনি সস্নেহে তাহাকে সম্বোধন করিয়া নানা উপদেশে তাহাকে পাপের বিপৎপূর্ণ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতার স্নেহদর্শনে জ্যোতির মনও তৎকালের নিমিত্ত আর্দ্র হইল। সে সমুদয় দোষ পরিত্যাগ করিবে মনে মনে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া ভ্রাতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিল যে আর ঘৃণিত পানদোষে লিপ্ত হইবে না। কিছু দিন গত হইল। জ্যোতির প্রতিজ্ঞা অভগ্ন রহিল। অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়াতে যে শিক্ষায় মনকে সুপথে দৃঢ় রাখিতে সক্ষম হওয়া যায়, সে ধর্ম্মশিক্ষা জ্যোতি বা সুরেন্দ্র কখনও প্রাপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মহীন স্বভাবের সচ্চরিত্রতা কত দিন থাকে। জ্যোতির প্রতিজ্ঞা কত দিন স্থির থাকিবে। তাহার দুর্ব্বল চিত্ত পুনরায় পাপের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সে আবার ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দোষে দ্বিগুণিতরূপে লিপ্ত হইল। তাহার দোষ সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। এবার এই সকল কথা সুরেন্দ্রের কর্ণ গোচর হইল তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জ্যোতিকে নিকটে আহ্বান করিয়া যারপর নাই তিরস্কার ভৎ-সনা করিলেন; এবং তাঁহাদের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক, অপমান ও লোকনিন্দার কারণস্বরূপ বলিয়া জ্যোতিকে বার বার ধিক্কার করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার তিরস্কারে অভিমানী জ্যোতির মনে অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হইল। সে ভ্রাতার প্রতি কঠিন কঠিন বাক্য নিয়োগ করিতে লাগিল। তাহাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মনের তিক্ততা বৃদ্ধি হইল। অবশেষে সুরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা, আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না।" সেই রজনীতেই অভিমানী জ্যোতি ভ্রাতার গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে প্রস্থান করিল। মনের ঘৃণা ও দুঃখ অভিমান বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত সে একেবারে পাপের স্রোতে মগ্ন হইল। নানা কুসঙ্গী জুটিয়া নূতন নূতন প্রকার পাপের আমোদের মধ্যে যুবককে লইয়া গেল।

এ দিকে ভ্রাতার অকৃতজ্ঞতা ও গৃহত্যাগে সুরেন্দ্রের চিত্ত আরো ক্রুদ্ধ হইল। মধ্যে মধ্যে জ্যোতির নূতন নূতন অপরাধ ও দোষের সংবাদ তাহার প্রতি চিত্তকে আরো কঠিন করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর গত হইল। পান দোষ ও নানারূপ অত্যাচারে জ্যোতির স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। অসহায় যুবক বিদেশে একাকী পীড়িত হইল। তখন তাহার মনে স্বদেশ গমনের ইচ্ছা হইল এবং ভ্রাতার ক্ষমা লাভ করিবার অভিলাষ জন্মিল। অবশেষে অনেক কষ্ট করিয়া কোন রূপে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া জ্যোতি এক সামান্য কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিল; এবং সেই কুটীর স্বামীকে অনুনয় করিয়া তাহার দ্বারা একখানি পত্র সুরেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিল। ভ্রাতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবে যুবক এই বাসনা করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই পত্রই সুরেন্দ্রের ভাবান্তরের কারণ। তিনি "জবাব নাই" বলিয়া ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ হয় না। এমন সময়ে কক্ষের অন্তঃপুরাভিমুখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে একটী সুন্দরী শান্ত আকৃতি শিশুর হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইনিই সুরেন্দ্রের সুশীলা পত্নী। গৃহে প্রবেশ করিয়াই স্বামীর মুখের ভাবান্তর দর্শনে তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, আজ অমন করিয়া রহিয়াছ কেন?" সুরেন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়া ছিলেন শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার চারি বৎসরের বালকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল।

বালকের নির্দ্দোষ সুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি মনোমধ্যে জাগরিত হইল। জ্যোতি যখন চারি বৎসরের শিশু তাহার মুখ এমনি লাবণ্যযুক্ত ছিল। মাতা মৃত্যুশয্যায় কি বলিয়া সুরেন্দ্রের হস্তে শিশুকে সমর্পণ করিয়া যান তাঁহার মনে পড়িল। বালক কিরূপে বিদ্যালয় হইতে আসিয়া সুরেন্দ্রের নিকট বসিয়া মিষ্ট বাক্যে স্কুলের সমুদয় কথা তাঁহাকে বলিত তাহা মনে হইল। জ্যোতি তাহার মিষ্ট ও প্রফুল্ল ব্যবহারে সকলকেই কিরূপে মোহিত করিত, তাঁহার মনে হইতে লাগিল। একবার সুরেন্দ্র রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন, বিকারে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, অষ্টম বৎসরের বালক জ্যোতি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া রোদন করিয়াছিল। প্রভাতে সুরেন্দ্রের চেতনা

হইলে জ্যোতির বিশুষ্ক মুখ দেখিয়া তিনি কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মনে পড়িল। জ্যোতির কিশোর বয়সের সমুদয় কথা একটি একটি করিয়া তাঁহার চিত্তে জাগরূপ হইয়া তাঁহার হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রের পত্নী নীরবে স্বামীর উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এত ক্ষণ তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া পুনরায় মৃদুভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে, বল না।" এখন সুরেন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি কিছু না বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ভূমি নিক্ষিপ্ত পত্র নির্দ্দেশ করিলেন। তদনুসারে তাঁহার ভার্য্যা পত্রখানি উত্তোলন করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র তাঁহার পুত্রকে সমীপে উপবিষ্ট করাইয়া তাহার বালস্বভাবসুলভ মিষ্টালাপ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে দয়াশীলা সুচিন্তার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার ভাই এত দিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, আহা তার অসুখ হইয়াছে, কোথায় একলা পড়িয়া আছে, এখানে লইয়া এস না।" সুরেন্দ্রের মন তখনও জ্যোতির প্রতি সম্পূর্ণ অনুকূল হয় নাই। তিনি নিরুত্তরে রহিলেন। সুচিন্তা তাঁহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন "তোমার কাছে সে বড় অপরাধ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখন তার মনে তার জন্য কত কষ্ট হইয়াছে। তোমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছে, তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছে, আহা তার কাছে যাও না।" এইরূপে অনেক অনুরোধের পর সুরেন্দ্রের চিত্ত আর্দ্র হইল। তিনি ভ্রাতার নিকট গমনের নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। সুচিন্তার মুখ তখন প্রফুল্ল হইল। তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন "আমি জানি তোমার রাগ মনে থাকে না। শীঘ্র যাও। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিও। আর এই ফুলগুলি লইয়া যাও। সে বড় ফুল ভাল বাসিত। বলিও আমি দিয়াছি।" এই বলিয়া একটি বৃহৎ ফুলের তোড়া লইয়া তিনি সুরেন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। সুরেন্দ্র এক জন ভৃত্য সঙ্গে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া জ্যোতির পত্রের নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ওদিকে জ্যোতি অগ্রজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক পত্র প্রেরণ করিয়া ব্যাকুল চিত্তে উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি এখন সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত, রোগশয্যায় শয়ান। যখন পত্রবাহক তাঁহার ভ্রাতার নিকট উত্তর না পাইয়া ফিরিয়া আসিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ উত্তর আনিয়াছ? পত্রবাহক বলিল "না জবাব দিলেন না"। জ্যোতি এই সংবাদ শ্রবণে নিরাশাসূচক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনা বাক্যে গৃহ প্রাচীরের দিকে মস্তক ফিরাইলেন।

গৃহস্বামী কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মনে করিল যুবক নিদ্রিত হইয়াছে। তখন সে স্থানান্তরে গমন করিল। সুরেন্দ্র যখন এই গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন গৃহস্বামী দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল। তাঁহার আকার ও পরিচ্ছদ দর্শনে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ বংশোদ্ভব জ্ঞানে সে তৎক্ষণাৎ অভিবাদন করিল এবং বলিল "আপনি বুঝি আমার বাটীতে যে যুবকটী রহিয়াছেন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন? আহা তিনি চিঠীর জবাবের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এখন একটু ঘুমাইতেছেন। তিনি ঐ ঘরে আছেন।" গৃহ যে পথে স্থাপিত ছিল তাহা অত্যন্ত অপরিসর ও অপরিস্কৃত, গৃহের অবস্থা অতি হীন। ধনাঢ্য সুরেন্দ্রের মনে কখনও উদিত হয় নাই যে তাঁহার ভ্রাতা এরূপ সামান্য স্থানে বাস করিতেছেন। যাহা হউক তিনি গৃহস্বামীর নির্দ্দিষ্ট কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নানা ভাব আসিয়া তাঁহাকে দ্বার উন্মুক্ত করিতে অক্ষম করিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন "জ্যোতি কি বলিবে, যদি সে আমাকে অনুযোগ করে। আমার জন্য সে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, আমাকে এখন কি বলিবে?" এইরূপে ইতঃস্তত করিয়া অবশেষে তিনি দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তাঁহার এক হস্তে তাঁহার পত্নী সুচিন্তাপ্রদত্ত পুষ্পগুলি ছিল, দ্বার উন্মোচন করিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার শরীর মন স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন মৃত্তিকার উপর একটি সামান্য শয্যায় তাঁহার অশেষ আদর যত্নে পালিত ভ্রাতা শয়ান। গবাক্ষপথে অপরাহ্ণ সময়ের আলোক আসিয়া তাহার মুখে পড়িয়াছে। তাহার মুখ গৃহভিত্তির দিকে, নয়নপল্লব স্থির, গণ্ডদেশ পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠদ্বয় রক্তশূন্য, কে আর অনুযোগ করিবে? ভগ্ন হৃদয়ের সমুদয় যন্ত্রণা মৃত্যু আসিয়া অবসান করিয়াছে। যদি কোন অনুযোগ থাকে, তবে তাহা ঐ দৃষ্টিশূন্য চেতনাশূন্য স্থির চক্ষুর্দ্বয়ে, আর ঐ নীরব বিশুষ্ক ওষ্ঠ প্রান্তে, সুরেন্দ্র বহুক্ষণ অনন্যমনে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই কি সেই জ্যোতি যাহার জন্মোপলক্ষে দেশ দেশান্তর হইতে আত্মীয়বর্গ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, দীন দরিদ্রদিগকে ধন বস্ত্র বিতরিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ দান করা হইয়াছিল, কত উৎসব হইয়াছিল? এই কি সেই বালক যে সর্ব্বদা ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত থাকিত, উচ্চ প্রাসাদে সুকোমল সুপরিস্কৃত শয্যায় শয়ন করিত, দুগ্ধ নবনী মিষ্টান্ন ও নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী অযত্নে নিক্ষেপ করিত? পিতা মাতার অশেষ আদরে ও স্নেহে পালিত, ভৃত্যগণ দ্বারা সেবিত, ধনীর সন্তান আজ সামান্য অবান্ধব ভিখারীর ন্যায় সঙ্কীর্ণগৃহে ভূমিতলে সঙ্কীর্ণ অপরিষ্কার

শয্যায় শয়ান। যে রূপ লাবণ্য দেখিয়া সকলেই মোহিত ও তৃপ্ত হইত, সেই লাবণ্য আজ রোগ মৃত্যুর কালিমা-বেষ্টিত, শরীর ক্ষীণ, মুখ আবিক্লিষ্ট, বসন জীর্ণ। দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি পুষ্প গুলি জ্যোতির্ম্ময়ীর শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া ধীরে ধীরে নীরবে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বিলম্বে ক্ষমা বিফল হইল।

পরে সুরেন্দ্র বিষণ্ণ চিত্তে ভ্রাতার সৎকারাদি করাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি তাঁহার সমদুঃখিনী পত্নীর নিকট সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন "আজ আমি যে শিক্ষা পাইলাম জীবনে তাহা ভুলিব না।"

পর্ব্বত-ভ্রমণ।

নৈনীতাল।

অত্যুন্নত গিরিশিখর আমার সম্মুখে আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। অসংখ্য শ্যামলবর্ণ ঘন বৃক্ষরাজী, কোথাও স্তরে স্তরে, কোথাও বিশৃঙ্খলাতে পর্ব্বতের অঙ্গ সুশোভিত করিতেছে। সুন্দর সুপরিষ্কৃত শুভ্রবর্ণ অট্টালিকা গুলি হরিদ্বর্ণ বৃক্ষান্তরাল হইতে দৃষ্ট হইয়া নূতন শোভা প্রকাশ করিতেছে, এবং ইংরেজ জাতির সুসভ্য রুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে। নিম্নভাগে পর্ব্বত প্রান্তে সুগভীর বিস্তৃত শ্যামবর্ণ মৃদু তরঙ্গায়িত জলাশয় বা হ্রদ। এই প্রশস্ত ব্যবধানের নিমিত্ত অপর তীরস্থ বৃহৎ হর্ম্ম্যসকল অতি ক্ষুদ্র প্রতীত হইতেছে। ঘনপল্লবপূর্ণ তরুশ্রেণী তীর হইতে সলিলোপরি অবনত হইয়া রহিয়াছে, ক্ষুদ্র নৌকাগুলি আরোহীদিগের সহিত মন্দ মন্দ বায়ুভরে আন্দোলিত হইতেছে। এই বৃহৎ জলাশয়ের নাম ত্রিষি সরোবর। কথিত আছে, তিন জন ঋষি এই স্থানে বাস করিতেন এই জন্য এই হ্রদ উক্ত নামে খ্যাত। ইহার তীরে নৈনীনামে একটি দেবীমন্দির স্থাপিত আছে। গিরিরাজ্যে কত প্রকার অপূর্ব্ব নূতন ব্যাপার দেখা যায়। আমাদের দেশে মেঘ গুলি কত উর্দ্ধে ভাসিয়া বেড়ায়, ইহাই আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি; কিন্তু এখানে যে দৃশ্য দর্শন করি তাহা কখনও অন্যত্র প্রত্যক্ষ হয় না। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিতে পাই, সম্মুখে ও গৃহ পার্শ্বে কেবল শুভ্রবর্ণ মেঘরাশি। চারিদিক্ মেঘবসনে আবৃত, আর কিছুই চক্ষুর্গোচর হয় না। নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, মুহূর্ত্ত মধ্যে সরোবর, বাটী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমুদয় অদৃশ্য হয়। শুভ্রবর্ণ মেঘসমুদ্রের মধ্যে সকলই লুকায়িত হইয়া যায়। কখন কখনও দেখি মেঘ গুলি নীচে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, উপরে আমাদের গৃহ। কখনও গবাক্ষ পথে মেঘ আসিয়া আমাদের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে। ঠিক যেন কোন অপূর্ব্ব জীব আপন মনে ক্রীড়া করিতেছে। কখ-

নও বা বৃক্ষাগ্রে সংলগ্ন হইয়া থাকে এক বার বা ধীর গতিতে নামিয়া প্রশস্ত বস্ত্র তুল্য হইয়া নিম্নস্থ সরোবর আবৃত করিয়া ফেলে। বহু দূরস্থ, ঊর্দ্ধে স্থিত আকাশাবলম্বী মেঘরাশি যেন আমাদের হস্ততলস্থ সামগ্রী। যাঁহারা কখনও পর্ব্বত দর্শন করেন নাই, এ অপূর্ব্ব দৃশ্য তাঁহাদের কল্পনাতীত। কোন কোন অপরাহ্নে ঘনমালা ঘন বর্ণ ধারণ করিয়া নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক ঘোর ঘটায় চারি দিক আচ্ছন্ন করে। চারি দিক অন্ধকার হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। প্রদোষ সময়ে এ স্থানের সুন্দর শোভা হইয়া থাকে। চারি দিকে যেন গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র শান্তি বিরাজ করে। আকাশের সুনীল প্রভা, বৃক্ষের ঘন হরিত বর্ণ, পর্ব্বতের কৃষ্ণ বর্ণ, সলিলের নির্ম্মলতা, স্রোতের গভীর শ্যাম শোভা, পক্ষিকুলের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুললিত গান, এ সমুদয় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতার সহিত মিলিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। এ সকলই যেন সেই প্রাণরূপী পরমাত্মার শুদ্ধ প্রকাশে পূর্ণ রহিয়াছে। যেন সেই গম্ভীর অসীম অদৃশ্য আত্মা প্রকৃতিবসনে আবৃত হইয়া স্থিতি করিতেছেন। কোন স্থানে পুরাকালীন ঋষি যোগীদিগের আবাসোপযোগী ঘন পত্রাবৃত উচ্চ তরুশ্রেণীবেষ্টিত নিবিড় পর্ব্বত গুহা। এই সকল প্রকাণ্ড তরু এত পুরাতন যে তাহাদের অঙ্গ শৈবালাবৃত, কত সহস্র বৎসর হইতে এক ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সুমিষ্টকণ্ঠ পার্ব্বতীয় পক্ষীর সুরব চারি দিকের নিস্তব্ধতা ও শান্তি বিনষ্ট করে। পর্ব্বত রাজ্যে স্বভাবের সুন্দর শ্রী উচ্ছ্বসিত। সময়ভেদে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য নয়নকে পরিতৃপ্ত করে।

যে পর্ব্বতোপরি আমাদের বাস গৃহ স্থাপিত ইহা প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ। ইহার দেড় মাইল অন্তরে একটি উন্নত পর্ব্বত আছে তাহা অন্যূন ৭৫০০ ফিট উচ্চ। উক্ত গিরির শিখরদেশ হইতে অনন্ত শুভ্র তুষাররাশি সূর্য্যকিরণে প্রতিভাত দৃষ্ট হয়। ত্রিঋষি সরোবর অনুমান দুই মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত। ইহার গভীরতা প্রায় এক শত বিংশতি ফিট শুনিয়াছি। এ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ভীমতলাও নামে আর একটি প্রশস্ত জলাশয় আছে তাহা এই সরোবর অপেক্ষাও আয়ত। কথিত আছে, পাণ্ডু পুত্র ভীম পথ পর্য্যটন করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত হন। তখন তিনি ধনুকাগ্রে মৃত্তিকা খনন করেন তদ্দ্বারা উক্ত প্রশস্ত দীর্ঘিকার উৎপত্তি হয়।

পর্ব্বতে আগমনের পথ বড় কঠিন ও বন্ধুর। কিছু দূর বাষ্পীয় শকটযোগে, কিছু পথ অশ্বশকটে পর্য্যটন করিতে হয়। পরে ঝাঁপান নামক এক প্রকার অর্দ্ধ শকট অর্দ্ধ শিবিকাতুল্য যানে পর্ব্বত আরোহণ করিতে হয়। পর্ব্বতবাসী বাহকগণ এই যান বহন

করিয়া থাকে। বন্ধুর উচ্চ নীচ পথে তাহারা অবলীলাক্রমে দ্রুত গতিতে গমন করিয়া থাকে। বন্ধুর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করা ইহাদিগের পক্ষে অতি সহজ। কেহ কেহ আবার অশ্বারোহণে পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া থাকে। যাহা হউক প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা এ স্থানে যথার্থই পরিতৃপ্ত হয়। এই স্বভাবের রাজ্যে সর্ব্বদা "অচল, ঘন, গহন, গুণ গায় তাঁহারি।"

কবিতা।

বাল্যকাল ক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়। সে সময়ে প্রকৃতি মন মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে, কিন্তু তখন কবিতা কোরকাবস্থায় থাকে, প্রস্ফুটিত হয় না। যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা জীবনকে অলঙ্কৃত করে। যৌবনে নব নব ভাবের তরঙ্গে মন তরঙ্গায়িত হয়, এবং সেই তরঙ্গে প্রস্ফুটিত কবিতাকুসুমসকল ভাসিতে থাকে। কবিতার প্রাণ ভাব, যেখানে ভাব নাই সেখানে কবিতা নাই। শিশুর মন যাহা দেখে, তাহা দেখিয়াই বিস্মিত হয়, এবং সে বিস্ময় যদি উপযুক্ত ভাষাকে সহকারী পাইত, তবে প্রকৃতির আশ্চর্য্য ছবি চিত্রিত করিতে সমক্ষ হইত। সে চিত্র কাহার মনোরঞ্জন করিত কি না, সে অন্য কথা; কিন্তু বালসুলভ কবিতা অন্ততঃ বালচিত্ত হরণ করিত। শিশুর অস্ফুট কবিতা মাত্র আত্মীয়বর্গের মন হরণ করে, বিদেশী পথিকের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে; উপযুক্ত কবির হস্তে পড়িলে উহা লেখনীর অগ্রভাগ দ্বারা বিন্যস্ত হইয়া পাঠক পাঠিকার চিত্তকেও উচ্ছ্বসিত করে। সমুদায় প্রকৃতি কবিতারসে পূর্ণ, কবির লেখনী তাহা উদ্ভাসিত করিয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করে। যে সৌন্দর্য্য আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়াছিল, অথচ উপযুক্ত ভাষাতে চিত্তভূমি হইতে অবতারণ করিয়া মানবকুলের শ্রবণ নয়নগোচর করিতে পারি নাই, কবি তাহা স্বীয় প্রতিভাতে আমাদিগের জ্ঞানগোচর করেন বলিয়া আমরা তাহার মধুরতায় আকৃষ্ট হই। আমাদিগের হৃদয়ে যে সকল ভাব জাগরিত হইয়াই নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নিদ্রোত্থিত করেন, এজন্যই তিনি আমাদিগের চিত্ত হরণ করেন। অন্যথা তাঁহার কবিতার সঙ্গে আমাদিগের কোন সংশ্রব থাকিত না।

আমরা বলিয়াছি, যৌবন কবিত্বের সময়। যৌবন কালে অল্প বিস্তর সকলেরই মন কবিতারসে পূর্ণ হয়। তবে কাহার কাহার কবিত্ব পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুর কৌতূহলজননে নিযুক্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায়, কাহার কাহার বিস্তৃত মনুষ্যসমাজের চিত্তরঞ্জনে নিযুক্ত হইয়া ক্ষণকাল কৌতূহল চরিতার্থ করে অথবা

চির অমরত্ব লাভ করে। যেখানে নৈসর্গিক প্রতিভা যৌবনের স্বাভাবিক কবিত্বকে হৃদয়ের উচ্চতর মহত্তর ভাবের সঙ্গে মিলিত করে, সেখানে উহা স্থায়িতা লাভ করে। যেখানে উচ্চতর ভাবের দরিদ্রতা সেখানে কবিতা কয়েক দিনের জন্য চপল বালচিত্তের আহ্লাদ জন্মাইয়া বিদায় গ্রহণ করে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে আমাদিগের চিত্ত তাঁহার অস্থায়ী কবিতাপ্রসূনের আমোদে আমোদিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আর তাহা সাদরে প্রতিগৃহে রক্ষিত হইতে দেখা যায় না। কৌতূহল চরিতার্থ করা তাঁহার কবিতার প্রাণ ছিল, তাহার উপযুক্ত সময় অতীত হইয়াছে, তাঁহার কবিতাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে।

এখন বঙ্গদেশে কয়েক জন কবি প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু অনেকের মত যে তাঁহাদিগের কবিতা হৃদয়ের উচ্চতর ভাব উদ্রিক্ত করে না, সুতরাং উহার স্থায়িত্বসম্বন্ধে সন্দেহ। এ বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু এখনও যে এ দেশে কবিতার শৈশবাবস্থা এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। আমাদিগের বয়স এখন পরিণতি লাভ করিতে চলিল, যখন তারুণ্য ছিল তখন আমরাও কবিতা লিখিতাম। নূতন ভাব তাহাতে ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহা নৈষধকারের বালসুলভ কল্পনাধিক্যের অনুরূপ। দৃষ্টান্তার্থ নিম্নলিখিত কবিতাটী আমরা পাঠিকাগণকে উপহার দিতে পারি।

——————বিধাতা সে কালে,
অনন্ত কালের যেন ব্যবচ্ছেদহেতু
তৌলদণ্ড ধরিলেন উভয় কোণেতে
রবিশশিপরিমাণগোলক তুলিয়া।
হায়, কিবা কালের মহিমা! ক্ষুদ্র শশী
নমিলেক উন্নমিলা রবি, তৌলভার-
সমতুল বিধি বিভজিলা অধিকার।
দেখি অবিচার অহো সরোলে চলিল
নিজ নিজ নীড় ত্যজি খগগণ।——

এখানে চিত্রিত বিষয় নূতন, কোথাও এরূপ ভাবে বর্ণন নাই। শরৎকালের রাত্রিমানের দীর্ঘতা, দিবাভাগের স্বল্পতা বর্ণন উদ্দেশ্য করিয়া যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উৎপ্রেক্ষা দ্বারা বিলক্ষণ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়, শুদ্ধ ঈদৃশ গুণ থাকিলে কবিতা স্থায়ী হইতে পারে না; এতদপেক্ষা উচ্চতর গুণের প্রয়োজন।

কবিতা স্বভাবতঃ নারীজাতির হৃদয় আকর্ষণ করে। তাঁহারা কবিতা পাঠ করিয়া আমোদিত হন, গদ্য তাঁহাদিগের হৃদয়ের আমোদ বর্দ্ধন করিতে পারে না। যে গদ্যে কবিতা নাই, তাহা তাঁহাদিগের নিকটে নীরস কাষ্ঠসদৃশ। পণ্ডিতবর শঙ্করাচার্য্য বা বর্কলে সমুদায় জগৎকে মায়া ভ্রান্তি বা মনের ভাব মাত্রে পরিণত করিয়াছেন, একথা বলিয়া তাঁহাদিগের চিত্তাকর্ষণ করি-

বার সম্ভাবনা নাই*। অচ্ছেদ্য কঠোর যুক্তি যত কেন নিপুণতার সহিত নিয়োগ করা হউক না, যাহা তাঁহারা দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, সাধারণতঃ অনুভব করিতেছেন, যদি তাহার বিপরীত হয়, তাঁহাদিগের কোমল চিত্ত ভীত হইয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্গমন করে। দার্শনিক কঠোর ন্যায়ের উপযুক্ত তাঁহাদিগের কোমল হৃদয় নহে। কবিতার মধ্য দিয়া যদি কেহ তাঁহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিয়া উচ্চতর দর্শন শিক্ষা দিতে পারেন, তবে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে অন্যথা নহে। নভেল আখ্যায়িকা, কথা, কাব্য তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক আপনার দিকে আকর্ষণ করে, দর্শন মনোবিজ্ঞান ন্যায় মীমাংসা তাঁহাদিগের রুচির বিপরীত। উচ্চতর গণিত বিজ্ঞান তাঁহাদিগের মনের অনুপযুক্ত, যদিও যে সকল বিজ্ঞান কবিতার নিকটস্থ, অর্থাৎ প্রকৃতির অদ্ভুত ব্যাপার সকল প্রকাশ করে তাহা তাঁহাদিগের রুচিসঙ্গত।

নারীজাতির হৃদয় যখন স্বভাবতঃ কবিতার দিকে আকৃষ্ট, এবং কবিতা তাঁহাদিগের প্রধান শিক্ষার উপায়, তখন আমাদিগের দেশে যে প্রণালীতে কবিতা সকল লিখিত হয়, তাহা একান্ত দূষণীয়। কবিত্বে সংস্কৃত প্রসিদ্ধ এবং এই জন্য সংস্কৃতের প্রতি অনেক নারী স্বভাবতঃ আকৃষ্ট। গীতগোবিন্দের মধুর-গীতাবলি তাঁহাদিগের চিত্ত হরণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু এমন কে আছে যে কুলকামিনীগণের হস্তে সংস্কৃত কাব্য বা গীতি অবাধে স্থাপন করিবে? সংস্কৃত কাব্যের দোষ আমাদিগের দেশের কাব্যসকলে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেই এক কারণেই উহা ভদ্রমহিলাগণের অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। কবিতা যদি হৃদয়ের উচ্চতর তারে আঘাত করিয়া তাহা হইতে সুমধুর ধ্বনি উত্থাপন করিতে না পারিল, প্রত্যুত হৃদয়ের নীচতম ভাবসকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া নীচতম বিষয়ে আসক্ত করিল, তবে তাদৃশ কবিতা স্বর্গীয় নহে, নীচতম নরকের সামগ্রী।

সঙ্গীত কবিতার ঘনিষ্ঠ সহচর। সঙ্গীতযোগে কবিতা আশু চিত্ত হরণ করে। এই সঙ্গীত মনুষ্যকে দেবশ্রেণীতে উন্নিত করে, আবার নরকবাসিগণের দলস্থ করিয়া ফেলে। এদেশের সাধারণ সঙ্গীতসকল কিরূপ অপকৃষ্ট নীচ জঘন্য কুরুচির পরিচায়ক ইহা কাহার অবিদিত নাই। সাধারণ লোকে যে সকল কুৎসিত সঙ্গীত গান করিতে করিতে পথ দিয়া চলিয়া যায় তাহা একান্ত অশ্রাব্য, এবং ঘৃণার্হ। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ই নারীকুলের চিত্তপরিবর্ত্তনে প্রধান সামগ্রী। সৌভাগ্যক্রমে

* পাঠিকাগণের মনে রাখা উচিত যে আমরা এস্থলে অসাধারণ মহিলাগণের কথা বলিতেছি না, সাধারণ নারীগণের কথা বলিতেছি।

এদেশে ধর্ম্মসংস্করণের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত অতি বিশুদ্ধ পবিত্র এবং উচ্চ হইয়া আসিতেছে। মীরাবাই প্রভৃতি নারীগণ ধর্ম্মের সঙ্গীতে অতি উচ্চতম ঈশ্বরপ্রীতি এবং পবিত্রতা লাভ করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি এদেশে তাহা ঈশ্বর কৃপায় পুনরায় সাধিত হইবে।

কাব্যে উচ্চতর নীতি উচ্চতর জীবন সহকারে অনায়াসে কোমল হৃদয়ে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে। কবিগণের এই উচ্চতর অধিকার। যদি তাঁহাদিগের হস্তস্থিত এই মহত্তর উপায়কে তাঁহারা কুরুচি কুনীতি বর্দ্ধনে নিয়োগ করেন, তবে তদপেক্ষা আর ঘোরতর অপরাধের বিষয় কি আছে? এখনও এ দেশে কবিতা তাদৃশ উচ্চ সিংহাসন অধিকার করিতে পাইল না কেন, এ প্রশ্নের উত্তর এই, ইহাতে উচ্চতর নীতি উচ্চতর ধর্ম্ম উচ্চতর ভাব অনুসরণ করা হয় না এই জন্য। কতকগুলি বিলাস ভোগের বিষয় বর্ণনা করিয়া কাব্যকে নীচ পার্থিব করিয়া ফেলা কবিতার একান্ত অবমাননা। ঈদৃশ কবিতা কয়েক দিনের জন্য প্রশংসা আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু যখন জাতীয় শৈশবাবস্থা তিরোহিত হইবে, তখন এ সকল আর আদৃত হইবে না। সামাজিক উন্নতি সহকারে কাব্যবিষয়ে রুচির পরিবর্ত্তন হয়, পূর্ব্বকার কাব্যের বর্ণনার বিষয়সকল এখন ভদ্ররুচির একান্ত বিরুদ্ধ, এমন কি শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। এখন যাহা আমরা প্রতিদিনের কাব্যে দেখিতেছি, তাহা তদপেক্ষা উচ্চ বলা যাইতে পারে না, সুতরাং এ সকলের ক্ষণধ্বংসিত্ব অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাদৃশ কবিতা এবং কাব্য দেখিতে চাই, যাহাতে মনুষ্যসমাজ সংশুদ্ধ এবং উন্নত হইবে। ঈদৃশ কাব্য এবং কবিতাই আমরা আমাদিগের পাঠিকাগণের জন্য অনুমোদন করি। তাঁহারা যে সে কাব্য বা কবিতা সংস্পর্শ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত না করেন এই আমাদিগের হৃদ্গত বাসনা।

নদী কন্যা।

পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কোথাও বিকৃত বর্ণ স্তূপাকার ইষ্টকরাশি; কোথাও ছাদবিহীন অট্টালিকার ভিত্তির উপর বটবৃক্ষের বিস্তৃত মূল; কোথাও বা শৈবালাচ্ছাদিত দ্বারহীন সোপানহীন ভগ্নচূড় মন্দির; সকলই নিস্তব্ধ সকলই নির্জ্জন। নগর নিম্নে নদী, প্রবল বেগবতী, স্রোতস্বতী, ক্রমাগত শব্দায়মানা, কূলে করাঘাত করিতেছে; যেন ক্রমাগত অস্ফুট বিলাপ করিতেছে, ক্রন্দন করিতেছে। সে অবিরল ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে আরো শুনিতে ইচ্ছা হয়; শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না, কেবল চিত্ত উদাস হয়। কি জন্য, কি উদ্দেশে

নদী সন্ধ্যা বায়ুর নিকট শোক ব্যক্ত করিতেছে, আর সন্ধ্যাবায়ু নদীবক্ষে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। আজি তাই চিন্তা করিতেছিলাম, নিবিষ্ট মনে দাঁড়াইয়াছিলাম এমন সময়ে এক বিচিত্র দৃশ্য নয়নগোচর হইল। বোধ হইল যেন নদী ক্রমাগত আপনার জলরাশিকে ঘনীভূত করিয়া সুদৃঢ় কোন লাবণ্যযুক্ত পদার্থে পরিণত করিল, সে পদার্থ নরাবয়ব; তরঙ্গচয় সঙ্কুচিত হইয়া নিবিড় কেশদাম রচনা করিল, কূল শ্রোতের সঙ্গে মিলিত হইয়া হস্তপদাদির আকার ধারণ করিল; আকাশ হইতে তারা খসিয়া পড়িল, পড়িয়া চক্ষের স্থান গ্রহণ করিল। নদী হইতে এক অপরূপমূর্ত্তি কন্যা উত্থান করিয়া আলুলায়িত জলসিক্ত কেশে শান্ত মৃদু সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিকীর্ণ করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কে? কন্যা উত্তর করিয়া বলিলেন, "আমি এই শ্রোতস্বতীর আত্মা, চিন্তাপ্রিয় কুমারীদিগের শুভানুধ্যায়িনী, কুলকন্যাদিগের পরিচারিকা; তোমার নিকট হে পথিক, আত্মনিবেদন করিবার মানসে উপস্থিত হইলাম, তুমি প্রণিধান পূর্ব্বক আমার কথা শ্রবণ কর।" আমি উত্তর করিলাম বলুন, শ্রবণ করিতেছি। নদীকন্যা ঊর্দ্ধদিকে নয়ন উত্তোলন করিয়া ক্ষণকাল নীরব রহিলেন; পরে ঠিক যেন আমার উপস্থিতি বিস্মৃত হইয়া, ধীরে ধীরে স্বগত এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "আমি আকাশভেদী অদৃশ্য গিরিরাজের কন্যা, অনন্ত হিমানীগর্ভে আমার উৎপত্তি। যেখানে মহোন্নত পর্ব্বতমালা, স্কন্ধে নিবিড় বৃক্ষরাজি উজ্জ্বল সরস ঘনবর্ণ পল্লবরাশি দ্বারা পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া গভীর শীতল ছায়া বিস্তার করে; যেখানে হিম সমীরণ ঝরনা-শোভিত শিলাতলকে স্বর্গসদৃশ বিশ্রাম ও মিষ্টতাতে পরিপূর্ণ করে, আমি শৈশব কালে সেইস্থানে সূর্য্যকিরণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতাম। যোগিগণ আমার তটে বসিয়া যোগেশ্বরের ধ্যান করিতেন, দেবকন্যাগণ আমার সলিলে গাত্রমনকে পরিষ্কার করিতেন; পক্ষিগণ আমার পার্শ্বে প্রাতঃ সন্ধ্যা পরমাশ্চর্য্য স্বরে আমার জনক জননীর মহিমা গান করিত; ভীষণমূর্ত্তি প্রস্তরসকল দলবদ্ধ হইয়া আমার পবিত্রতা ও শান্তিরক্ষা করিত, শৈশবকালে আমি মানসস্বর্গে বিরাজ করিতাম। বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাকে নিম্নগামিনী হইতে হইল, আমি পৃথিবীর রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিয়া নানাপ্রকার কার্য্য আরম্ভ করিলাম। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিলাম, বন প্রান্তর পরিক্রমণ করিলাম, বালক বালিকা নর নারীদিগের সঙ্গে আলাপ করিলাম; তাহাদিগের অন্ন রন্ধন করিলাম, তৃষ্ণা দূর করিলাম, তাহাদিগের বস্ত্র পরিষ্কার

করিলাম, তাহাদিগকে প্রচুর শস্য ফল প্রদান করিলাম, তাহারা আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইল, আমাকে আদর করিল, প্রেম করিল, আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিল। কিন্তু হায় তাহাদের সহবাস করিয়া আমার কি লাভ হইল? অপাত্রে প্রেম স্থাপন করিয়া, অনুপযুক্ত জনের সহবাসে দিবানিশি মজিয়া আমি কি অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম? যাহাদের সঙ্গে আপনার উদারতা গুণে মিশিলাম তাহাদের যথেষ্ট আমোদ হইল বটে, তাহারা আমার প্রসাদে লোকের নিকট মান্য গণ্য হইল বটে; এবং তাহাদের অযথা সৌভাগ্য দেখিয়া অনেক যোগ্য ব্যক্তিও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু আমার উপকার কি হইল? হায় বাল্যকাল অবসান না হইতে হইতে আমি মলিন হইয়া গেলাম। পৃথিবীতে অবতরণ করিবামাত্র পৃথিবীর কর্দ্দম আমার অমল জীবন-স্রোতকে কলুষিত নিষ্প্রভ করিয়া তুলিল। এখন আমার বক্ষে কত কদাকার বস্তু ভাসে। এখন আমার জলে কত অপরিষ্কার তড়াগের জল মিলিত হয়, ইংরাজ ফিকবীরা আমাকে লৌহ সেতুতে বদ্ধ করিল; বাঙ্গাল মাঝীরা আমার উপর পলাণ্ডুবল্কল নিঃক্ষেপ করিল। স্বর্গের বৃষ্টি ধারা আমাকে এখন ব্যঙ্গ করে; বর্ষার ঝড় আমাকে আঘাত করে; আমার জল নাগরিকেরা না শোধন করিয়া পান করে না। আমি এই কথা সন্ধ্যা সমীরণের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া থাকি, আমি এই শোক নিঃশব্দ নগরের নিকট ব্যক্ত করি। হায়! পৃথিবী মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া অনুপযুক্ত লোক দিগের হর্ষোৎপাদন করিতে গিয়া আমার এই দুর্গতি হইল! আমার সেই মহোন্নত গিরিস্থিত পিতৃভূমি কোথায় রহিল, আমার চিরশুভ্র অনন্ত তুষাররূপ পবিত্র মাতৃক্রোড় কোথায় রহিল, আমার নবীন তরুরূপী সেই নীরব সরস কোমল বাল্য সখা সখী কোথায় রহিল; আমার সেই শীতল, উজ্জ্বল, নির্ম্মল, শৈশব নির্ঝর কোথায় গেল? সংসারের কঠিন প্রস্তরে এখন আমার মস্তক আহত হইতেছে; সংসারের মৃত্তিকারাশি আমার শয্যা হইয়াছে; সাংসারিক নীচ কার্য্যে আমার দিন শেষ হইতেছে, আমি এই কথা সন্ধ্যা সমীরণকে নিবেদন করিয়া মৃদু মৃদু রোদন করি। আমার ন্যায় এই বিস্তীর্ণ ভারতে আরও হতভাগা কুলকন্যা আছে, যাহারা অনুপযুক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া অনুপযুক্ত পাত্রে হৃদয়ের প্রেম স্থাপন করিয়া মলিন হইয়াছে, রোদন করিতেছে, কৈশোরের মিষ্টতা ও নির্ম্মলতা হারাইয়াছে।" এই সকল কথা শুনিয়া আর অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম নদীকন্যা যা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন কি করিবে মনস্থ করিয়াছ? কন্যা বিনীতস্বরে উত্তর করিলেন "এখন পুনর্ব্বার পিত্রালয়ে গমন করিব মনস্থ করিয়াছি।

সেই পথে ধাবিত হইতেছি। বহুশত ক্রোশ দূরে শুনিয়াছি আমার পিতা সুনীল বিশাল মহাসাগররূপে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করেন। তিনি গিরি হইতে সাগরে, সাগর হইতে গিরিতে বিচরণ করেন। আমি সেই সাগর-সঙ্গমের যাত্রী, অনতিবিলম্বে সংসার প্রান্তরের অবশিষ্ট ভূমি পর্যটন সমাপ্ত করিব; তাহার পর সকল মলিনতা, নিন্দা, পরাধীনতা, শ্রান্তি মস্তকে বহন করিয়া, যেখানে প্রশান্ত গম্ভীর নির্ম্মল জলধি-রাজ যুগ যুগান্ত স্থিতি করিতেন, সেখানে তাঁহার পদতলে সবেগে উপনীত হইব, এবং আপনার সকল দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রণামানন্তর সেই অতল-স্পর্শ পিতৃবক্ষে চিরদিনের জন্য লুক্কায়িত হইব। আমার নাম লোকে বিস্মৃত হইবে, সংসারে পিতৃ আজ্ঞায় আসিয়াছিলাম কেবল এই কথাই সকলে বলিবে। আমার ন্যায় পৃথিবীতে আর যাহাদের অবস্থা, আমার চরিত্রের সঙ্গে যাহাদের চরিত্র মিলে, তাহারাও যেন, এক দিন পিতার শীতল গভীর বক্ষে শ্রান্ত মস্তক লুক্কায়িত করিয়া চিরবিশ্রাম সম্ভোগ করিতে পারিবে, এই আশায় এ জীবনের পরীক্ষা প্রলোভন ও ক্লেশ নম্র ভাবে বহন করে।" এই বলিয়া নদীকন্যা অবিশ্রান্ত শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই অনিবার্য্য দুঃখধারাতে তাঁহার আকৃতি ক্রমে অস্পষ্ট হইতে লাগিল; কান্তি লাবণ্য তরলতা ধারণ করিল; কেশরাশি বাষ্পে পরিণত হইল; হস্ত পদ রসনাদি ক্ষীণ হইয়া নিকটস্থিত কূলের সঙ্গে মিশাইয়া গেল; নদীকন্যা জলরাশি হইয়া স্রোতস্বতীর মধ্যে অন্তর্দ্ধান হইলেন। আবার সেই সন্ধ্যা বায়ুর নিকট তংক্ষরাজি শোকসূচক শব্দ করিতে লাগিল; সন্ধ্যাবায়ুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল; স্রোত কূলে করাঘাত করিতে লাগিল। আমি একাকী ভগ্ন নগরপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মানব জীবনের উৎপত্তি, পতন, দুঃখ ও পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে উদাস হইলাম।

স্বর্ণরেণু।

সন্তোষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ। সন্তোষে গৃহ অলঙ্কৃত হয়; জনসমাজ ভূষিত হয়; মনুষ্য আরোগ্য লাভ করে। হিংসা ভয়ঙ্কর রাক্ষসস্বরূপ। ইহার উভয় হস্তেই ছুরিকা। এক ছুরিকা দ্বারা হিংসা অন্যকে নষ্ট করে, অন্য ছুরিকা দ্বারা আত্মঘাত করে।

বিশ্বাস ঘাতকতার তুল্য পাপ নাই। কেহ যদি বিশ্বাস করিয়া তোমার হস্তে নিজ ধন, মান, পরিজন, ও চরিত্ররক্ষার ভার দেয়, সেই ভার বহন করিতে কখন আলস্য বা অযত্ন করিবে না।

মনকে এরূপ সরল, কোমল, ও নিরহ-ঙ্কারী কর যে সকল অবস্থায় এবং সকল

প্রকার লোকের সঙ্গে সুখী হইতে পারিবে; কিন্তু আপনার মহত্ত্ব জানিয়া হৃদয়কে কেবল তাহাদের হস্তে সমর্পণ কর যাহারা তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে, এবং যাহাদের সংসর্গে তোমার উপযুক্ত সুখ ও উন্নতির সম্ভাবনা।

সঙ্গীতকে যাহারা নিন্দা করে তাহাদের মন অপবিত্র। পবিত্র ভাবে যিনি নির্দ্দোষ সঙ্গীত করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সঙ্গীতকে পবিত্রকর, সুর এবং শব্দকে পবিত্র কর, ঈশ্বরের গুণগানে নিযুক্ত হও।

শরীরের স্বাস্থ্যের ও স্বচ্ছন্দতার উপর মনের সুখ, পরিবারের শান্তি, কতক পরিমাণে নির্ভর করে যদি আমরা জানিতাম, তাহা হইলে শারীরিক নিয়ম পালনে অমনোযোগী হইতাম না।

নব্য বঙ্গীয় নারী আত্মঘাতিনী কিসে? অযথেষ্ট আহারে, অপরিমিত নিদ্রায়, শারীরিক পরিশ্রমের অসদ্ভাবে, শীত বস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞায়, এবং অতিরিক্ত তাম্বুলচর্ব্বণে।

বঙ্গীয় নারীর সঙ্গে কাহার তুলনা হইতে পারে? মেঘের। কি জন্য? মেঘের ন্যায় ইনি ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ছাদের উপর উঠিতে ভাল বাসেন; মেঘের ন্যায় ইনি মধ্যে মধ্যে সংসারকে তমসাচ্ছন্ন করেন; মেঘের ন্যায় ইনি গভীর গর্জ্জন করেন; এবং মেঘের ন্যায় ইনি উপর্য্যুপরি জল (অশ্রু) ধারা বর্ষণ করেন।

দশ জন ফকীর এক কম্বলের উপর কুশলে বিশ্রাম করিতে পারে, কিন্তু দুই জন স্ত্রীলোক এক অট্টালিকা মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারে না।

ভগবানকে কে জানিয়াছে? যে তাঁহাকে মানুষের ন্যায় ভয় করে, মানুষের ন্যায় ভাল বাসে, মানুষের ন্যায় ভক্তি করে, মানুষের ন্যায় নিকটে জানে; অথচ তাঁহাকে মনুষ্য অপেক্ষা অনন্ত গুণ শ্রেষ্ঠ মনে করে। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব যেমন অসীম ও প্রকাণ্ড, ইহা আবার তেমনি ক্ষুদ্র, এবং ক্ষুদ্রের উপযোগী।

অসৎ লোকেরা আপ্যায়িত করিয়া সাধু ও সাধুতার প্রতি লোকের মনে মন্দ ভাব জন্মাইয়া দেয়। পাঠিকা! তুমি অসৎসংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে।

পুস্তক পড়িয়া পণ্ডিত হইলেই যে ধার্ম্মিক হয় তাহা নহে, বড় বড় পণ্ডিতকে ঘোর পাপিষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাস ভক্তি সচ্চরিত্রতাতেই

ধার্ম্মিকতা। এক জন নিরক্ষর মূর্খ এই সকল গুণ লাভ করিয়া পরম ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতের পূজনীয়া হইতে পারেন।

হিন্দুরা দানব দৈত্য ও খ্রীষ্টান মুসলমানেরা শয়তান মানিয়া থাকে। তাহারা বলে দানব বা শয়তান লোকদিগকে বিপথগামী করে ও তপস্বীদিগের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া থাকে কখন কখন মানুষের আকারে বন্ধু রূপে আসিয়াও লোকের পুণ্য ধন অপহরণ করে। ইহা কি মিথ্যা কথা? না, ইহার মধ্যে সত্য আছে। বাস্তবিক অন্তরে বাহিরে দানব বিচরণ করিয়া থাকে। অন্তরে অহঙ্কার, বাহিরে ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ড লোকই দানব।

অন্ধ লোকেরা দিবাভাগে কি রজনীতে কিছুই দেখিতে পায় না। এক প্রকার অন্ধ আছে, দিবালোকে দেখে, রজনীতে কিছুই দর্শন করিতে পায় না, তাহাদিগকে রাতকাণা বলে। অন্য প্রকার অন্ধ আছে দূরের সূক্ষ্ম বস্তু পর্য্যন্ত দেখিতে পায়, কিন্তু নিকটের বৃহৎ বস্তু দর্শনে অক্ষম। তাহারা পরছিদ্রান্বেষী, পরের দোষ খুব দেখে, নিজের দোষ দর্শনে একেবারে অন্ধ। আর এক প্রকার অন্ধ আছে গুণবানের গুণ দেখিতে পায় না, গুণকেও দোষ দেখে। এই চারি প্রকার অন্ধ। পাঠিকা! এই চারি শ্রেণীর অন্ধের মধ্যে তুমিতো এক জন নও?

ধন সম্পত্তি কাল সর্প, যে জন মন্ত্র না জানিয়া তাহা গ্রহণ ও ব্যবহার করে এই সর্পের দংশনে সে বিনষ্ট হয়। মন্ত্র কি—তাহার উপার্জ্জনে ও ব্যবহারে ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখা।

LETTER.

MY DEAR FRIEND,

You ask me what I think as to women's ornaments. I am certainly not against an earring, or a necklace, nay I like and love ornaments. But I hate nothing so much as persons who are vain of their gold. Scarcely anything is so mean as to display one's property on one's head and shoulders. Yet this has been the custom of our country-women for a long long time. Loads of jewels and loads of clothing make the handsomest woman look like a monster. A young lady in humble circumstances ruins her husband by her taste for jewels. A poor gentlewoman thinks herself despised because she has not plenty of gold to wear. And a rich man's wife judges herself above her fellow-women simply because she carries a cart-load of onaments. All this I deeply dislike.

Yours Sincerely.

মূল্য ।০ আনা

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

২ সংখ্যা] আষাঢ়, সন ১২৮৭। [৩য় খণ্ড

সদসৎ চিন্তা।

কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন যে "হৃদয়কে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা কর, কেন না তাহা হইতে জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হয়।" হৃদয় সচ্চিন্তার মূল। যাঁহার চিন্তা ভাল তাঁহার চরিত্র ভাল, তাঁহার কথা আচরণ সমুদায়ই ভাল, সচ্চিন্তাতেই জীবন সারবান্ হয়, সচ্চিন্তাশীল লোকই ধার্ম্মিক। যাহার চিন্তা মন্দ, তাহার জীবন মন্দ, কুচিন্তাতেই পাপের উৎপত্তি। যাঁহার মন সর্ব্বদা সচ্চিন্তা করে, তিনি স্বর্গে বাস করেন, তাঁহার সুখের পার নাই, তাঁহার মুখে আনন্দশ্রী চক্ষে আনন্দ জ্যোতি প্রকাশিত, ও সমুদায় জীবন নির্ম্মল আনন্দের প্রবাহ। সচ্চিন্তা জ্ঞানভাণ্ডারের কুঞ্চিকা। সচ্চিন্তার প্রভাবেই জ্ঞানজগতের সমুদায় তত্বরত্ন আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানালোকে যে দিন দিন জগতের শোভা সৌন্দর্য্য সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে সচ্চিন্তাই তাহার কারণ। তত্বশাস্ত্র জ্ঞানগর্ভ সদ্‌গ্রন্থসকল তত্বজ্ঞানীর সচ্চিন্তার ফল। রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াও লোকে সচ্চিন্তার অভাবে জ্ঞানী হইতে পারে না। এ দিকে সুচিন্তাশীল লোক কিছু না পড়িয়াও জগন্মান্য পণ্ডিত হন। ঈশা নানক কবীর মহম্মদ লেখা পড়া জানিতেন না, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে জীবন ক্ষয় করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরচিন্তাপ্রভাবে অমূল্য রত্ন, গভীর আধ্যাত্মিক তত্বসকল প্রচার করিয়া জগতে কি নূতন জীবনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। বেদ উপনিষদাদি প্রতিপাদিত গভীর ব্রহ্মতত্ব ও আত্মতত্ব পূজ্যপাদ আর্য্য যোগী ঋষিদিগের ধ্যানধারণার ফল। গ্রীস দেশীয় জগদ্বিখ্যাত চিন্তাশীল পণ্ডিত সক্রেটিস বলিয়াছেন যে আমার জননী ধাত্রী ছিলেন, তিনি সন্তান প্রসব করাইতেন, আমিও ধাত্রীর কার্য্য করিয়া থাকি, আমি লোকের চিন্তা প্রসব করাইয়া থাকি। লোকের মনে আত্মচিন্তা জন্মাইয়া দেওয়াই সক্রেটিসের শিক্ষা-

প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিতেন যে যে ব্যক্তি আত্মার বিষয়ে চিন্তা করে, তাহার জন্য সকল জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। গভীর আত্মচিন্তার প্রভাবে সক্রেটিস্ আত্মতত্ত্ব ও পরলোক-তত্ত্বের উজ্জ্বল জ্ঞান জগতে যেরূপ প্রচার করিয়া গিয়াছেন এমত আর কোন জ্ঞানী করেন নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্রও যে এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়া লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিয়াছে চিন্তাই তাহার মূল। বাস্তবিক জ্ঞান ধর্ম্ম পুণ্য শান্তি সুখ উন্নতি সমুদায় সচ্চিন্তাতেই লাভ করিয়া মানুষ সৌভাগ্যশালী হয়।

সুচিন্তা যেমন সকল সৌভাগ্যের মূল, কুচিন্তা তেমন সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ। যত পাপ, যত দুষ্কর্ম, যত অজ্ঞানতা, যত দুঃখ অশান্তি, তাহার মূলে কুচিন্তা। পাপ করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ মনে তদ্বিষয়ের চিন্তা হয়, তৎপর ইচ্ছা হয় তদনন্তর তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। যত মনে কুচিন্তার উদয় হয়, তত মন দুর্ব্বল, মলিন ও শান্তিশূন্য হইয়া যায়, মুখের কান্তি হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। কুসংসর্গে কুকথায় প্রবৃত্তি জন্মে। মন অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাহাতে লোক পথভ্রান্ত হইয়া বিপথগামী হয়। কুচিন্তার পথই শয়তানের পথ। কুচিন্তাকে আশ্রয় করিয়াই শয়তান (পাপপ্রবৃত্তি) মানুষকে নরকে আকর্ষণ করে। সদ্গ্রন্থ পাঠে সৎসংসর্গে মনে যেমন সচ্চিন্তার উদয় হয় অসদ্গ্রন্থের আলোচনায় ও অসৎসংসর্গে তদ্রূপ কুচিন্তা প্রবল হইয়া থাকে। কুচিন্তা জ্ঞানীকে মূর্খ, পুণ্যবান্‌কে পাপী করে, সমুদায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। কুচিন্তাতেই পাপ প্রবৃত্তির জীবন। কুচিন্তাই চৌর্য্য নরহত্যা ব্যভিচারাদি গুরুতর পাপে মানুষকে প্রবর্ত্তিত করে। অনেক অসার চিন্তা আছে যে তাহা গুরুতর পাপের প্রবর্ত্তক না হইলেও জীবনকে অত্যন্ত অসার করিয়া তোলে। শোক দুঃখ দরিদ্রতাতে দুশ্চিন্তার উদয় হইয়া অনেকের বড়ই ক্লেশদায়িনী হইয়া থাকে। পাঠিকা! তুমি সুচিন্তা করিয়া সুখী ও সৌভাগ্যশালী হও, তোমার হৃদয় যেন অসচ্চিন্তার আলয় হইয়া জীবনের সুখ ও সৌভাগ্য বিনষ্ট না করে।

নারী মানবকুলের আশ্রয়।

কি পূর্ব্বতন কি অভিনব সুসভ্য কবিগণ নারী জাতিকে অসহায় জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিরাশ্রয় লতার সঙ্গে ইহার তুলনা করিয়া থাকেন। কে বলে নারী নিরাশ্রয়? নারীর জীবন বিশেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিলে আমরা কোন ক্রমেই তাঁহাদের সঙ্গে এক মত হইতে পারি না। যে সুবিস্তীর্ণ মানব জগতে আমরা জীবন ধারণ

করিয়া রহিয়াছি, বিজ্ঞানচক্ষুতে দর্শন করিলে দেখিতে পাই নারী ইহার ভিত্তিরূপে সংস্থাপিত। নারীর প্রধান নাম স্ত্রী, * এবং এই স্ত্রীই মানবজীবনের প্রস্রবণ, ইহার ধাত্রী, ইহার পরিপালক, ইহার গুরু, ইহার পরিচালক, ইহার রক্ষক, ইহার উপদেষ্টা, ইহার মন্ত্রী, ইহার সহাধ্যায়ী, ইহার সহযোগী, ইহার বন্ধু, ইহার আশ্রয়, ইহার সহায়। মনুষ্যকে সমুন্নত করিবার জন্য ইনি প্রয়োজনানুসারে নানা অবস্থায় নানারূপ ধারণ করিয়া মানব-সমাজে প্রকাশিত হন। এই স্ত্রী মানবের চিরসঙ্গী ও চির আশ্রয় হইয়া মানবকুলের জীবন রক্ষা ও চির উন্নতি সম্পাদন করিতেছেন, ইহাঁর অবিচ্ছিন্ন সহবাস ও সহায়তা ব্যতীত প্রকাণ্ড মানবকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কিছুতেই ইহার রক্ষার আশা থাকিবে না। এরূপ যাঁহার অবস্থা, এরূপ যাঁহার প্রকৃতি, এরূপ যাঁহার অধিকার এবং এরূপ যাঁহার জীবনের লক্ষ্য তাঁহাকে কিরূপে কোন যুক্তিতে আমরা "অসহায়" বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি? সত্য বটে পুরুষও মানবজগতের সমান সহায়, কিন্তু স্ত্রী ভিন্ন পুরুষ কোন কৌশলেই ইহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। যাঁহার সহায়তা ব্যতীত জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই, তাঁহাকে আবার কি প্রকারে কোন্ যুক্তিতে অসহায় বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। সহায়তা দান করাই যাঁহার জীবনের কার্য্য তিনি স্বয়ং অসহায় হইলে কিরূপে অন্যের সহায়তা করিবেন। স্ত্রী বাস্তবিকই বড় গৌরবান্বিত জীব, মানবজগতের প্রসূতি ও পরম সহায়। অসহায় সাব্যস্ত করিয়া আমরা ইহাঁকে যেরূপ হীন দৃষ্টিতে দেখি সে অবস্থায় কোনমতেই ইহাঁর প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি না। সংসারের কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করা ইহাঁর জীবনের অভিপ্রায় নয় একথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাঁকে অকর্ম্মণ্য মনে করা যাইতে পারে না। যাঁহার জীবনে মনুষ্য জীবন লাভ করিল, তাঁহাদের অকর্ম্মণ্য অবলা বলিয়া হীন নয়নে দর্শন করা না সত্যের অনুমোদিত না সমাজের হিতজনক।

বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত জ্ঞান কৌশলে নারী প্রথমে সংসারে স্ত্রীরূপে অবতীর্ণ হয়েন। পুরুষের আশ্রয় অবলম্বন করিয়া আপন সত্ত্বাকে দৃঢ় করিয়া লয়েন বটে, কিন্তু বৃক্ষমূল যেমন বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি লাভ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রথিত থাকিয়া তাহারই পুষ্টি সাধন জন্য তাহার শাখা পত্রের আশ্রয় গ্রহণকরতঃ তাহার পদতলে বাস করে, এবং অসুধ্য-

* স্তু ধাতু হইতে স্ত্রী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। স্তু ধাতুর অর্থ স্তুতি। নারী স্তবনীয় ভাষাবিজ্ঞান ইহার প্রমাণ দিতেছে।

স্পৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া অতি গোপনে তাহার জীবনে নিয়ত রস সঞ্চারণা করে; তাহার স্বাধীন সত্তা দূরে থাকুক জগৎ তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যায়; স্ত্রী তেমনি স্বামীর জীবনরূপ আশ্রয়কে অবলম্বন করে বটে, তাঁহার পদতলে আবাস নির্ম্মাণ করে বটে, অন্তঃপুরগর্ভে গোপনে অবস্থিতি করে বটে, কিন্তু এই সমুদায় বিনয়ের অভিপ্রায় নিঃস্বার্থ। আত্মবিস্মৃত পরম বৈরাগী স্ত্রী স্বামীর সেবা, তাঁহার শরীর মনের পুষ্টিসাধন, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন, তাঁহারই ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতির জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এই জন্যই শাস্ত্রে ইহাঁকে পতিব্রতা ও পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণের প্রচলিত সংস্কারানুসারে ইহাঁকে অধমার্দ্ধ না বলিয়া আমরা উত্তমার্দ্ধ বলিতে বাধ্য হইতেছি।

মানবকুলের পরম সহায় নারী স্ত্রীরূপে মনুষ্যকে পরিপুষ্ট ও সমুন্নত করিয়া পরে রূপান্তর অবলম্বন করত মাতৃরূপে প্রকাশিত হয়েন। নারীর এই রূপটী অতি আশ্চর্য্য! স্ত্রীরূপে মানবের অর্দ্ধাশ্রয় থাকিয়া আপন প্রকৃতিকে সমধিক পরিপক্ক করিয়া মাতৃরূপে তাহার সর্ব্বাশ্রয় হইয়া পড়িলেন! মানবশিশুকে উদরে ধারণ করিলেন, রক্তে পোষণ করিলেন, এবং হৃদয়ের নিভৃত দেশে লুকায়িত প্রাণের প্রস্রবণ উদ্ঘাটন করিয়া শত সহস্র ধারে তাহা জগতে বিস্তার করিতে লাগিলেন। স্ত্রীরূপে নিজপ্রেম দ্বারা এক স্বামীমাত্রকে বদ্ধ করিয়াছিলেন। এইক্ষণে মাতৃরূপে সমুদায় জগৎকে বাঁধিয়া ফেলিলেন! অনন্ত স্নেহের প্রস্রবণ জননীর হৃদয় ভেদ করিয়া নিম্নগা শ্রোতস্বতীর ন্যায় দ্রুতবেগে শতধা হইয়া মানবজগৎকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার অতুল দয়া, অতুল ক্ষমা, অতুল সহিষ্ণুতা, অতুল ত্যাগ ও অতুল সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া জগৎ গৃহে গৃহে তাঁহার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং তাঁহার জীবন্ত আদর্শ মানবকুলকে আকৃষ্ট করিয়া জগতে অসংখ্য জীবন্ত প্রেমস্তম্ভ সংস্থাপন করিল।

স্নেহের প্রতিমা জননী আবার রূপান্তর গ্রহণ করিয়া উচ্চতম মাতার আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্যার রূপ ধারণ করিলেন। সামান্য ক্ষুদ্রশিশু দেখিয়া অসহায় অবলা দয়ার পাত্র জ্ঞানে তাহার প্রতি সকলে করুণানয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মহত্তের ক্ষুদ্র অবস্থার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে মহত্ত্বের লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখিতে ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন হইলে কি হয় তাহার আনুগত্য ও সম্পূর্ণ নির্ভর পরিণতবয়স্ক মানবকে বিশ্বাসরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। নিজ ক্ষুদ্র জীবনরূপ বিশ্বাস আলোকের প্রভাবে ক্ষুদ্ররূপী অসহায় নারীগণ নব জগতে

বিশ্বাসীর জীবনের সুখশান্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রনারী মায়া মমতা ভক্তি শ্রদ্ধার দ্বারা কিরূপে হীন হইয়াও গুরুজনকে বশীভূত করা যায়, সঙ্কীর্ণ জীব হইয়াও কি প্রকারে অসঙ্কীর্ণ অনন্তকে আয়ত্ত করা যায় নিঃশব্দে জগৎকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকে। সুকুমারী কন্যা কখনও অর্দ্ধস্ফুট কখন বা বীণাধ্বনিবিনিন্দিত সুকণ্ঠ বিনিঃসৃত সুমিষ্টস্বরে গুরুজনের সংসার সন্তপ্ত অশান্ত চিত্তকে শান্তিরসে অভিষিক্ত ও পরিতৃপ্ত করিতেছে।

এই প্রকারে সুকোমল নারী ভগিনীরূপে, সখীরূপে, নীচ দাসীরূপে অবতীর্ণ হইয়া নিজ পবিত্র সহবাসে, শান্ত মূর্ত্তিতে, সুমিষ্ট স্বরে, প্রগাঢ় স্নেহে অকৃত্রিম সেবায় ও বিবিধ গুণে পাপভারাক্রান্ত সংসারের বহুল আক্রমণ হইতে মানবজগৎকে উদ্ধার করিতেছে। নারী সহবাস ব্যতীত মনুষ্যের জীবন অসম্ভব। কঠোর তপস্বী, শুষ্ক বৈরাগী এই জন্য নারীর পবিত্র সহবাস ব্যতীত আপন জীবনকে প্রায়ই অস্বাভাবিক ও বিকারগ্রস্ত করিয়া ফেলেন, জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না।

মঙ্গলসঙ্কল্প ঈশ্বর নারীর হৃদয়কে এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন করিয়া গঠন করিয়াছেন। এই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, এইরূপ কার্য্য দ্বারা তিনি আপন প্রকৃতিকে সমুন্নত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্য দিয়া তাঁহার উচ্চতম বাসনা চরিতার্থ হইবে, এই জন্যই তিনি জীবনের সামান্য কার্য্য সকল এই ভাবের অনুগত হইয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত নারীকে আমরা প্রকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ নারী বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু যে নারী এই সমুদায়ের ব্যতিক্রম করিয়া বিপরীতাচরণ করেন, স্বভাবদর্শী মনুষ্য তাঁহাকে বিকৃত নারী নামে অভিহিত করেন। পুরুষোচিত কার্য্য করিতে না পারিয়া বিকৃতমতি মানবের ভ্রান্তমতে অন্ধ হইয়া যিনি আপনাকে পরাধীন, দুর্ব্বল, হীন ও নীচ মনে করেন, আপন কল্পনার বিকারই তাঁহার সে দুঃখের হেতু; এবং সেই কল্পিত দুঃখ দূর করিবার প্রয়াস তাঁহাকে পরিণত প্রকৃতি না করিয়া বিকৃত প্রকৃতি করিয়া ফেলিবে, দেবতা না করিয়া পিশাচ করিয়া ফেলিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, ঘন দীর্ঘ শ্মশ্রু প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলিয়া নারীদেহে উহা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে না বরং অদ্ভুত ও ভীষণ বিকটাকারই প্রদর্শন করিবে। হলচালনাই বাহ্য সংসারের সার কার্য্য কেন না তদ্দ্বারা মানবজগতের জীবিকা উৎপাদিত হয়, এজন্য কোমলাঙ্গী নারী স্রষ্টার অভি-

প্রায়ের বিরুদ্ধে স্বভাবের আদেশ অতিক্রম করিয়া যদি তৎকার্য্য অবলম্বন করেন তাহাতে না তাঁহার সুন্দর প্রকৃতি পরিণত হইবে, না তিনি তদ্বিষয়ে পুরুষের ন্যায় কৃতিত্ব লাভে সমর্থ হইবেন। নারীর প্রকৃতিতে যাহা আছে তাহাতেই তিনি পূর্ণ। তবে তাঁহাকে কে দুর্ব্বল বলে, অসহায় বলে, হীন বলিয়া অবহেলা ও অমর্য্যাদা করে। তিনিই তো মানবকুলের সহায়, ও প্রকৃত আশ্রয়। এই আদর্শ হইতে নীচ বলিয়াই নারীগণ এই উন্নতিশীল সমাজের মধ্যে আপনাদিগকে হীন ও অসহায় মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃতিকে আদর্শ করিয়া যিনি আপন জীবনকে সমুন্নত করিতে দৃঢ়ব্রত হইবেন তিনি কখনই আপন অবস্থায় আর অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। নিজের কর্ত্তব্যের গুরুভার দেখিয়া আপনার মহত্ত্ব আপনিই প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। তাঁহার হীন জীবনে অনন্ত স্নেহময়ী জননী কি মহৎ গুরুভার রক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া যাইবেন, ও পুরুষ অপেক্ষা তাঁহার জীবনে মানবকুলের উন্নতি যে কত অধিক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে দেখিয়া আপনাকে সমধিক মর্য্যাদাপন্ন জ্ঞান করিবেন। শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সংসারে, পরিবারে, নিজ প্রকৃতিগত কার্য্যে যিনি তৎপর এবং পরকীয় ও বিজাতীয় গুণ লাভে যিনি সম্পূর্ণ বিরত ও বিরক্ত সেই স্বভাবজাত নারী মানবকুলের আশ্রয় ও সহায়। ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে ঐরূপ নারীর অবতারণার আবশ্যক, পাপ ভারাক্রান্ত ভারতের উদ্ধার জন্য ঐরূপ কয়জন নারী নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা তাহারই প্রতীক্ষায় সংসার মণ্ডপের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

কুস্বপ্ন দূর করিবার ও সুস্বপ্ন দেখিবার উপায়।

(প্রাপ্ত)

আমাদিগের জীবনের অনেক সময় নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। এই সময়ে আমরা কখন কুস্বপ্ন এবং কখনও বা কুস্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এরূপ স্থলে যদি এমন কোনও উপায় থাকে যদ্দ্বারা আমাদিগের সুস্বপ্ন দেখিবার কোনও মাত্র সম্ভাবনা না থাকে সে উপায় সকলেরই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কেন না যথার্থই হউক বা কল্পিতই হউক—চিন্তাপথ ধরিয়াই মনোমন্দিরে প্রবেশ লাভ করুক বা নিদ্রিত অবস্থাতেই অন্তঃকরণ অধিকার করুক—দুঃখ সর্ব্বদাই দুঃখজনক এবং সুখ সর্ব্বদাই সুখবিধায়ক। যে নিদ্রায় আমরা কোনও স্বপ্ন দেখি না, সে নিদ্রা কুস্বপ্ন পরিপূর্ণ নিদ্রা অপেক্ষা প্রার্থনীয় তাহাতে আর

কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আর নিদ্রা গাঢ় হইলে প্রায়ই স্বপ্ন দেখা যায় না। নিদ্রিত অবস্থায় আমরা যত ক্ষণ সুস্বপ্ন দেখি সেই সময় আমাদের জীবনের সুখের কালের মধ্যে অবশ্য গণ্য। নিদ্রিত অবস্থার অপগমে সেই সুস্বপ্নের চিন্তা অতিশয় মনোরম।

কুস্বপ্নের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে উপযুক্তরূপ অঙ্গপরিচালনা এবং সকল কর্ম্মই নিয়মিত করিয়া যাহাতে শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। শরীর অসুস্থ থাকিলে মনও অনেক সময়ে অসুস্থ থাকে সুতরাং অপ্রীতিকর ভয়ানক দৃশ্য সকল মনে সহজেই আবির্ভূত হয়।

আহারের পুর্ব্বে কোনপ্রকারে অঙ্গের পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আহারের পরেই কখনও উচিত নহে। অল্প কাল ব্যায়ামের পর নিয়মিত আহার করিলে শীঘ্র জীর্ণ হয়, শরীর লঘু বোধ হয় এবং মনোবৃত্তি সকল স্বাভাবিক থাকে। তৎপরে যে নিদ্রা হয় তাহাতে কুস্বপ্ন দেখিবার সম্ভাবনা নাই।

অধিক পরিমাণে ভোজন করাও কর্ত্তব্য নহে। বিশেষ যাহারা নিয়মিতরূপে কোনও প্রকার ব্যায়াম না করে তাহারা যদি অধিক পরিমাণে আহার করিয়া নিদ্রা যায়, তাহা হইলে হয়ত কত ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। নিদ্রা ঘোরে কখনও বা মনে করে যেন পর্ব্বতের চূড়া হইতে পড়িতেছে—কখনও ভাবে যেন ব্যাঘ্র বা অন্য কোনও প্রাণ সংহারক জন্তু অথবা রাক্ষস বা তস্কর তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে সে পলাইতে পারিতেছে না—কখনও বা মনে করে দহ্যমান গৃহ মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইতে হইবে ভাবিয়া হয়ত চীৎকার করিয়া উঠে। যে পরিমাণে যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে তাহার সেই পরিমাণে আহার করা উচিত।

রন্ধনকার্য্যের উন্নতির সহিত লোকে অধিক আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক জন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে তথায় সকলেরই অধিক আহার হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপে অধিক পরিমাণে আহার করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে অনেকে অধিক আহার করিয়া শয়ন করিয়া একেবারে চিরনিদ্রিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

শয়নগৃহে পরিষ্কৃত ও শীতল বায়ু যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে এরূপ উপায় করা উচিত। রুদ্ধদ্বার গৃহে মশহরী বেষ্টিত শয্যায় শয়ন করা অনেক চিকিৎসকের মতে অন্যায়। তাঁহারা কহেন নিঃশ্বাসদূষিত বায়ু সকলপ্রকার বায়ু অপেক্ষা হানিকর। আমাদিগের শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু নিঃশ্বাসের সহিত অথবা লোমকূপ দিয়া স্বভাবতঃই বহির্গত হয়। বদ্ধগৃহে

শয়ন করিলে সেই দূষিত বায়ুই আবার শরীরে প্রবিষ্ট হয় সুতরাং শরীরের ক্ষতি করে। কলিকাতার অন্ধকূপ হত্যার বিষয় বোধ হয় সকল পাঠিকাই অবগত আছেন। নিঃশ্বাসদূষিত বায়ু পুনঃ পুনঃ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াই অন্ধ-কূপে অতগুলি লোকের প্রাণ বিনাশ করিল! একজন ব্যক্তি এক মিনিটের মধ্যে এক গ্যালন (চারিবোতল) বায়ু দূষিত করিতে পারে।

কথিত আছে মেথুসালেম নামক এক ব্যক্তি পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন। তিনি কখনও গৃহে শয়ন করিতেন না। তাঁহার পাঁচ শত বৎ-সর বয়ক্রমের পর এক জন স্বর্গীয় দূত আসিয়া তাঁহাকে কহিল "মেথুসালেম, তুমি আরও পাঁচ শত বৎসর বাঁচিবে এরূপ অবদ্ধ বাতাসে কেন শয়ন কর?" মেথুসালেম কহিলেন 'যদি আর শুদ্ধ পাঁচ শত বৎসর বাঁচি তাহা হইলে গৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যক নাই, আমি এই রূপেই শয়ন করিয়া কাটাইব।' রো-গীকে বহির্বায়ু সেবন করিতে দেওয়া অন্যায় কি না এই বিষয় লইয়া চিকিৎ-সকগণ অনেক তর্ক করিয়া অবশেষে স্থির করিয়াছেন যে তাহাতে রোগীর উপকার হইলেও হইতে পারে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে আমাদের শরীর হইতে এক প্রকার দূষিত বা বিষাক্ত পদার্থ বহির্গত হয়। বদ্ধ গৃহে শয়ন করিলে সেই গৃহমধ্যস্থিত শীতল বায়ু সমস্ত বিষাক্ত হইলে পর শরীর হইতে যে দূষিত পদার্থ বহির্গত হয় তাহা শরীরেই থাকে সুতরাং তন্নিমিত্ত অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। ঐরূপ গৃহে শয়ন করিলে তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। দুষ্ট পদার্থে সমস্ত বায়ু বিষাক্ত হইলে সে গৃহে নিদ্রা হইতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। শরীরে এক প্রকার অবর্ণনীয় অসুস্থতা অনু-ভূত হয়। বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীরে শয়ন করিয়া অধিকক্ষণ জাগরিত থাকিবার পর কখনই শীঘ্র নিদ্রা হয় না। যে রূপ ভাবেই শয়ন করা যাউক না কেন কোন প্রকারেই শরীর শীতল বোধ হয় না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে; লোমকূপ ও নিঃশ্বাস নির্গত বি-ষাক্ত পদার্থ বহিঃস্থ বায়ুতে মিশ্রিত হইতে না পারিয়া সেই আচ্ছাদন বস্ত্রের মধ্যেই থাকে এবং বস্ত্রের মধ্যে সমস্ত স্থানের বায়ু দূষিত হইলেই বিষাক্ত বায়ু লোমকূপ হইতে নির্গত হইয়া উহার উপরেই থাকে পরে তাহাই আবার শরীরে প্রবিষ্ট হয়। একটী সামান্য পরীক্ষায় এ বিষয়ের যাথার্থ্যা-যাথার্থ্য অবধারিত হইতে পারে। পূর্ব্বে যেরূপ উল্লিখিত হইল সেইরূপ অবস্থায় থাকিয়া কিছুক্ষণ পরে শরীরের কোন এক স্থানের আচ্ছাদন খুলিয়া ফেলিলে সেই অংশ তৎক্ষণাৎ শীতল বোধ হইবে। তাহার কারণ সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে সমস্ত ত্বক্ সেই

দূষিত পদার্থে পরিপূর্ণ ছিল। এক্ষণে যে অংশের আচ্ছাদন উদ্ধৃত করা গেল সেই অংশে শীতল বায়ু লাগিয়া ঐ দূষিত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া উষ্ণ হইল। উষ্ণতর বায়ু অর্থাৎ যে বায়ুতে জলীয় বাষ্প অল্পতর পরিমাণে আছে তাহা অন্য বায়ুর উপরে স্বভাবতঃই থাকে। অর্থাৎ ভারপ্রযুক্ত শীতলতর বায়ুই নিম্নে থাকে। ঐ উষ্ণ বায়ু তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিয়া গেল এবং অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু আসিয়া আবার ত্বকে লাগিল। যদি তখনও ত্বকে ঐ দূষিত পদার্থ থাকে, সে বায়ুও ঐ প্রকারে উপরে গেল এবং আবার শীতলতর বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকৃত করিল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে শীতল বায়ু লাগিয়া শরীরের সেই অংশ তৎক্ষণাৎ শীতল বোধ হইবে। তাহার পরে অনাচ্ছাদিত ও আচ্ছাদিত অংশের প্রভেদ সহজেই বোধ গম্য হইবে। যে অংশ আচ্ছাদিত আছে সেই অংশেই অতিশয় গরম বোধ হইবে।

বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিলে যে একেবারে নিদ্রা হয় না, তাহা বলিতেছি না। সেইরূপ নিদ্রায় কুস্বপ্ন দেখিবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য যখন শীত বোধ হইবে তখন শরীরে আবরণ দেওয়া উচিত।

এক্ষণে আমরা যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম সেই গুলি ও আর কয়েকটী কথা সংক্ষেপতঃ বিবৃত করিব।

নিয়মিত আহার।—নিয়মিত আহার করিলে শরীর হইতে দূষিত বায়ু অধিক পরিমাণে নির্গত হয় না। সুতরাং শয়ন করিলে শয্যাবস্ত্র সকল শীঘ্র ঐ বায়ুতে পরিপূর্ণ হইতে পারে না এবং তন্নিমিত্ত আমাদের নিদ্রায় কোন ক্লেশ হয় না।

পাতলা এবং অধিকরন্ধ্রবিশিষ্ট শয্যাবস্ত্র ব্যবহার।—এইরূপ শয্যাবস্ত্র ব্যবহার করিলে দূষিত পদার্থ সকল সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া বহিঃস্থ বায়ুতে মিশ্রিত হইতে পারে। এ দেশে প্রায় সকলেরই মশারি ব্যবহার করিতে হয়। অধিকরন্ধ্রবিশিষ্ট বলিয়া "লেটের" মশারি ব্যবহার করাই ভাল।

যদি শয়ন করিয়া শীঘ্র নিদ্রা না হয়, শরীরে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হয়, তাহা হইলে শয্যাবস্ত্র সকল দূষিত পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়াছে জানিবে। এইরূপ স্থলে গাত্রোত্থান করিয়া বালিস ও শয্যাবস্ত্র সকল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া লইবে। পরে কিয়ৎক্ষণ অনাচ্ছাদিত হইয়া পদচারণ করিবে। এই সময়ের মধ্যে শয্যাও শীতল হইবে। যখন বাতাস অতিশয় শীতল বোধ হইবে তখন শয়ন করিলে সহজেই নিদ্রা হইবে। সে নিদ্রায় যে স্বপ্ন দেখিবে তাহা সুখজনক।

যাঁহারা এত কষ্ট লইতে বিরক্ত, তাঁহারা যদি দুইটী শয্যা প্রস্তুত রাখিতে পারেন তাহা হইলেই এক শয্যায় নিদ্রা না হইলে অপর শয্যায় শয়ন করিবেন।

শয্যা আয়তনে বৃহৎ হইলেও কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।" শয্যার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা না হইলে অপর পার্শ্বে নিদ্রা হইতে পারে।

আর দুই একটী কথা বলিয়াই আমরা এ প্রস্তাবের শেষ করিব। শয়ন করিয়া কোনও দুঃখজনক বা ভীতিজনক ব্যাপার মনে করিবে না। এরূপ মনে করিলেই যে সেইরূপ স্বপ্ন দেখিতে হইবে তাহা নহে কিন্তু দেখিবার সম্ভাবনা আছে।

যখন শয়ন করিবে তখন শরীর কোন প্রকারে অসুস্থ না হয়। যাঁহাদের ছোট বালিস মাথায় দিয়া শয়ন করা অভ্যাস তাঁহারা উচ্চ বালিশ মাথায় দিলে অতিশয় কষ্ট অনুভব করেন। শরীরের সেইরূপ অসুস্থতার কথাই বলিতেছি। এরূপ যাহাতে না হয় সেইরূপ করিয়া শয়ন করা উচিত।

এক অঙ্গের উপর অন্য অঙ্গের ভার রাখিবে না। যদিও শয়ন কালে তাহাতে কোনও কষ্ট না হয়, তথাপি যে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় থাকিলে কষ্ট বোধ হইবে না, তাহা কেমন করিয়া জানিবে? হয়ত নিদ্রিত অবস্থায় উহাতে কষ্ট বোধ হইতে পারে, এবং এইরূপে শরীর ক্লিষ্ট হওয়া প্রযুক্ত মনও অসুস্থ হইবে, এবং সেই অসুস্থতা হয়ত তোমার মনে ভীতি বা দুঃখজনক ব্যাপারের চিত্র প্রদর্শন করিবে।

কুস্বপ্ন যাহাতে না হয় তাহা করিতে হইলেই এই সকল নিয়মানুযায়ী হইতে হয়। যদিও এই সকল কৌশলে প্রায়ই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে তথাপি আর একটী দ্রব্যাভাবে কখন কখন এই সমস্ত কৌশলও মিথ্যা যায়। সে দ্রব্য শান্ত হৃদয়।

বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রণেতা মহাত্মা শাক্যমুনির জীবনের ইতিহাস বোধ হয় অনেকের নিকট পুরাতন নহে। কিরূপে তিনি যৌবনাবস্থায় রাজভোগ রাজসুখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তাহা বোধ হয় সকলে অবগত আছেন। আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার জীবনের দুই একটী ঘটনা এবং তাঁহার উচ্চারিত কতিপয় উপদেশ বাক্য পাঠিকাগণের সমক্ষে উপস্থিত করি। কথিত আছে কুষ্ঠ রোগার্ত্ত, বৃদ্ধ, মৃত, এই তিন অবস্থার মনুষ্য দর্শনে তাঁহার মনে সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মে। অবশেষে একজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার ঐ ব্রত গ্রহণের আকাঙ্খা হয়। যত দিন সিদ্ধ না হইব ততদিন সমাধি ভঙ্গ করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন। গয়াধামে তদানীন্তন নিরঞ্জন নদীতটে বিশাল বোধিদ্রুম মূলে তাঁহার ধ্যানের স্থান

এখনও নির্দ্দিষ্ট আছে। এই স্থানেই তিনি সিদ্ধ হইয় ছিলেন, আহার পান নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, শরীরকে অশেষ-রূপেপীড়ন করিয়া তিনি অবিরত ক-ঠোর সমাধিমগ্ন থাকিতেন। কথিত আছে মর অর্থাৎ মৃত্যু রাজা স্বদলে নানা প্রলোভনের বিভীষিকা দেখাইয়া গৌতমের চিত্ত বিচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। অবশেষে নিরস্ত হইয়া প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। গৌতমের ভীষণ ধ্যান দর্শনে সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে এই সময়ে কোন দেবতা বীণা হস্তে তাঁহার সম্মুখ উপস্থিত হইলেন। এবং হস্তস্থ বীণার তার অতিশয় শিথিল করিয়া দেখাইলেন যে তাহাতে বাদ্যের স্বর নির্গত হয় না। পুনরায় সেই তার অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া দেখাইলেন যে তাহাতেও স্বর নির্গম হয় না। পরে তার সমান অব-স্থায় আনয়ন পূর্ব্বক প্রদর্শন করিলেন যে মধুর সুস্বর উৎপন্ন হইল। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি গৌতমের নিকট ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে অত্যন্ত কঠো-রতা বা অধিক শিথিলতা কিছুই ধর্ম্ম-লাভের উপায় নহে, কিন্তু সমতা অব-লম্বনই ধর্ম্মপথে শ্রেষ্ঠ উপায়। তদ-বধি গৌতম সমাধির কঠোরতা অপেক্ষা-কৃত ন্যূন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল রহিল। যতদিন না সিদ্ধ হইলেন, এবং "নির্ব্বাণ" অর্থাৎ চিত্তের বাসনাবিকার রিপু সুখ দুঃখ ইত্যাদি সকলের শান্তি না হইল ধ্যান ভঙ্গ করিলেন না। এস-ময়ে সুজাতানাম্নী একটি ভদ্র কন্যা ভক্তি পূর্ব্বক নিজহস্তে পরমান্ন প্রস্তুত পূর্ব্বক ধ্যানাসনে উপবিষ্ট শাক্যমুনির আহারার্থ প্রদান করিতেন। তিনি তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিতেন। এই সুজাতাই কালক্রমে নারীগণের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধের শিষ্য হইয়া ছিলেন। বুদ্ধের আর একটি নাম সিদ্ধার্থ। বুদ্ধদেবের পিতার নাম শুদ্ধদান, তিনি কপিলবস্তু নগরের রাজা ছি-লেন। এই নগর বর্ত্তমান গোরখ পুরের নিকট স্থাপিত ছিল। তাঁহার মাতার নাম মায়াদেবী ভার্য্যার নাম যশোধরা ছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্মের কিছুদিন পরেই তিনি গৃহ ত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি সিদ্ধ হইয়া একবার সশিষ্যে তাঁহার পিতার রাজ্যে গমন করেন, এবং স্বীয় ব্রতধর্ম্মানুসারে নগরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে নিযুক্ত হন। এদিকে রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তি রাজা শুদ্ধদানের নিকটে এই সংবাদ প্রদান করিল যে, "আপনার পুত্র সন্ন্যাসী বেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়া-ইতেছেন।" শুদ্ধদান এই সংবাদে ব্যথিত হইয়া সংসারত্যাগী পুত্রকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে "তুমি ত রাজ্য সংসার গৃহ সমদায়

ত্যাগ করিয়াছ এখন কেন আর তোমার স্বরাজ্যে আগমন পূর্ব্বক সামান্য ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম কলঙ্কিত করিতেছ ? ” বুদ্ধ শান্তভাবে উত্তর করিলেন যে “আমি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্রতই অবলম্বন করিয়াছি তাঁহারা এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই জীবনধারণ করিতেন। পূর্ব্বগত বুদ্ধগণই আমার পূর্ব্বপুরুষ অপর কেহ নহে।” পরিশেষে জননী ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত গৌতমের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার পত্নী পতির ব্যবহারে ক্ষুন্ন ছিলেন, এখন স্ত্রীজাতি সুলভ অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন না। বুদ্ধ জননী কর্ত্তৃক অন্তঃপুরে পত্নী সন্নিধানে প্রেরিত হইলেন। যশোধরা গৃহপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন, মনে করিয়াছিলেন স্বামীর সহিত আলাপাদি করিবেন না। কিন্তু বহুকাল পরে পতিকে এই বেশে সম্মুখে আগত দেখিয়া পূর্ব্ব অভিপ্রায় বিস্মৃত হইলেন এবং সহসা বুদ্ধের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধ তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া নানা সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন যে নির্ব্বাণ ভিন্ন শান্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। এইরূপ নানা উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়া শিষ্যসমাজে প্রস্থান করিলেন; এদিকে যশোধরা স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ বৎস ! তোমার পিতা কে জান? বালক জানিত পিতামহ শুদ্ধদান তাহার জনক। সে উত্তর করিল ” “কেন আমার পিতা” মহারাজ। যশোধরা বলিলেন “ না তিনি তোমার পিতা নহেন তিনি তোমার পিতার পিতা। তোমার পিতা বহুকাল পরে এ নগরে আসিয়াছেন। নগর সন্নিধানে বৃক্ষতলে যে একজন জ্যোতির্ম্ময় সন্ন্যাসীর বেশধারী পুরুষ সম্প্রতি আগমন করিয়া বাস করিতেছেন তিনিই তোমার জনক। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিয়া বল যে পিতা সন্তানকে আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যায়। তুমি আমার পিতা আমাকে কি সম্পত্তি প্রদান করিবে ? ” মাতার আদেশে বালক বুদ্ধের সন্নিধানে গমন করিল এবং জননী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বাক্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিল। গৌতম প্রথমে উত্তর করিলেন না। বার বার পুত্রের প্রশ্ন শ্রবণে শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন যে “ ইহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ইহাকে সন্ন্যাসী করিয়া লও। ” এইরূপে তিনি পুত্রকে শিষ্য করিয়া লইলেন। এই দানই বুদ্ধের নিজ পুত্রকে অর্পণ করিবার সম্পত্তি হইল। কালক্রমে গৌতমের পুত্রও ধর্ম্মের নিমিত্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর লোকেরা আজীবন বিবা-

হাদি করে না। স্ত্রীলোকেরাও উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে মহাত্মা বুদ্ধের কতিপয় উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—বুদ্ধ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি নির্ব্বুদ্ধি বশতঃ আমার প্রতি অন্যায়াচরণ করে আমি তাহাকে আমার অযাচিত প্রেম অর্পণ করিব। যে পরিমাণে সে আমার অনিষ্ট সাধন করিবে সেই পরিমাণে আমি তাহার মঙ্গল করিতে তৎপর হইব। আমার কৃত সৎকার্য্যের সৌরভ দ্বিগুণিত হইয়া আবার আমার নিকট অসিবে কিন্তু নিন্দুক ও অনিষ্টাচারীর বাক্য তাহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে।" একদা বুদ্ধ অপকারীর প্রতি সদ্‌ব্যবহার করা এই সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতি অপমান-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। বুদ্ধ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, পরে তাহার বাক্য সমাপ্ত হইলে বলিলেন, " হে সন্তান, এইরূপ রীতি আছে লোকে কিছু দান করিবার সময় যদি উপযুক্ত ভদ্রতার সহিত দান করিতে বিস্মৃত হয় যাহাকে দান করে সে তাহা ফিরাইয়া দেয়। তুমি এই আমার প্রতি গালি প্রয়োগ করিলে আমি তোমার গালি গ্রহণে অসম্মত। তুমি ইহা পুনরায় গ্রহণ কর, ইহা তোমারই কষ্টের কারণ হইবে। কারণ ছায়া যেমন দ্রব্যের অনুগামী, সেইরূপ ইহা নিশ্চিত যে অনিষ্টকারীর অবশেষে দুর্ভাগ্যে পতিত হয়।'

"বুদ্ধ বলিয়াছেন যে মন্দ ব্যক্তি ধার্ম্মিক লোককে তিরস্কার করে সে আকাশাভিমুখে নিষ্ঠীবনত্যাগকারীর তুল্য। তাহার নিষ্ঠীবন আকাশ স্পর্শ করে না কিন্তু তাহারই অঙ্গে পতিত হইয়া থাকে। আবার সে ব্যক্তি প্রতিকূল বায়ুমুখে অন্যের অঙ্গে কর্দ্দম নিক্ষেপকারীর তুল্য। কারণ সেই কর্দ্দম বায়ুযোগে তাহার আপন অঙ্গেই পতিত হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি অনিষ্ঠাচারণে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় না যে ব্যক্তি অহিতাচরণে উদ্যত হয় তাহারই অমঙ্গল এবং ক্ষতি হয়।"

বুদ্ধ বলিয়াছেন পৃথিবীতে এই কয়েকটি কঠিন বিষয় আছে :—দরিদ্র হইয়া বদান্য এবং মহৎ চরিত্র হওয়া, যথার্থ ধার্ম্মিক হওয়া, অদৃষ্টকে অতিক্রম করা, পাপ ইচ্ছা দমন করা এবং বাসনা বিকার হইতে মুক্ত হওয়া, কোন উত্তম দ্রব্য দর্শন করিয়া তাহা লাভ করিতে ইচ্ছা না করা, ক্ষমতাশালী হইয়া গর্ব্বিত না হওয়া, ক্রোধশূন্য হইয়া অপমান বহন করা, পৃথিবীতে নির্লিপ্ত হইয়া বাস করা, কোন বিষয়ের গভীর তত্ব অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হওয়া, মুর্খকে অবজ্ঞা না করা, আত্মাভিমান সম্পুর্ণ রূপে বিনষ্ট করা, সাধু হইয়া জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ হওয়া, ধর্ম্মের গুকায়িত তত্ত্ব অবগত হওয়া, কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য

হইয়া উল্লসিত না হওয়া, লোককে ধর্ম্ম পথে আনয়ন করা, হৃদয়ের সহিত জীবনের মিল রক্ষা করা, এবং তর্ক পরিত্যাগ করা।

বুদ্ধ বলিয়াছেন সাধু কাহাকে বলা যায়? ধার্ম্মিক মনুষ্যই কেবল সাধু। সাধুতা কি? সর্ব্ব প্রথমে ইচ্ছার সহিত বিবেকের মিলন হওয়া। মহৎ কাহাকে বলা যায়? সহিষ্ণুতায় যে শ্রেষ্ঠ সে ব্যক্তিই মহৎ। যে ব্যক্তি ধীর ভাবে ক্ষতি সহ্য করে এবং নির্দ্দোষ ভাবে জীবন অতিবাহিত করে সে ব্যক্তিই যথার্থ মনুষ্য। কে যথার্থ পূজনীয় ব্যক্তি? (বা বুদ্ধ) যে সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের সোপানে আরোহণ করিয়াছে। যাহার হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার পাপ কুকার্য্য অপবিত্রতা কলঙ্ক সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। যাহার দিব্য চক্ষের সমক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ প্রকাশিত, যে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ এই জ্ঞানকেই "যথার্থ আলোক" বলে।

বুদ্ধ বলিয়াছেন "যে মনুষ্য ধর্ম্মে জীবনকে নিয়োগ করে সে অন্ধকার গৃহে আলোক তুল্য। যথার্থ জ্ঞান লাভে যত্নবান্ হইয়া তাহার অধিকারী হও, ভ্রম কল্পনা একেবারে দূরীভূত হইবে এবং উজ্জ্বল আলোকে চারিদিক প্রভাময় হইবে।

বুদ্ধ বলিয়াছেন "স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি করিও না বা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিও না। যদি কর পবিত্র অন্তঃকরণে এবং শুদ্ধ ভাবে করিবে। মনে রাখিও এই পাপ পূর্ণ সংসারে পঙ্ক মধ্যে উৎপন্ন কমল তুল্য নির্ম্মল থাকিতে হইবে। বয়ো জ্যেষ্ঠা নারীকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করিবে, কনিষ্ঠাকে ভগিনী জ্ঞান করিবে এবং নির্দ্দোষ বালিকাদিগকে সম্ভ্রম এবং মান্য করিবে।"

"ভ্রমর যেমন কুসুমের রূপ গন্ধ বিনাশ না করিয়া কেবল মধুপান করে সেই রূপ জ্ঞানিগণ এই সংসারে নির্লিপ্ত অন্তরে বাস করেন।"

"রণক্ষেত্রে যিনি শত শত শত্রু পরাজয় করেন তিনি বীর বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকেন, কিন্তু তিনিই প্রকৃত বীর যিনি আপনাকে জয় করিতে পারেন।"

বুদ্ধ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি হৃদয় মধ্যে বাসনা এবং পাপের ইচ্ছা পোষণ করে এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভে তৎপর হয় না সে নানা সুন্দর দ্রব্য পূর্ণ মলিন জল পাত্রের ন্যায়। হৃদয়স্থ অপবিত্রতা এবং মলিনতার বিকার ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতে দেয় না। কিন্তু মনুষ্য যদি পাপ স্বীকার এবং অনুতাপ দ্বারা জ্ঞান লাভ করে তাহার চিত্তের মলিনতা দূর হয় এবং তন্নিহিত পবিত্র দ্রব্য সকল চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হয়।"

বীরনারী।

গ্রেস্ ডার্লিঙ্গ।

...ান জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি কর্তৃক

উক্ত হইয়াছিল যে "পৃথিবীর অবস্থা এরূপ, এবং কার্য্যের উপর ইহার উন্নতি এতদূর নির্ভর করে যে প্রকৃতি সর্ব্বদাই মনুষ'কে কার্য্যে উত্তেজিত করে" সাধারণতঃ দেখা যায় পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র অধিক বিস্তীর্ণ। পুরুষের জীবনে নানা প্রকার কর্ত্তব্য আপনি আসিয়া পড়ে। পুরুষের ইচ্ছা আশা, বুদ্ধি চিন্তা জ্ঞান সকলি প্রশস্ত। মান সম্ভ্রম পদ প্রতিষ্ঠা এ সমুদায় পুরুষের নিকট অধিক প্রিয়, তদনুসারে লোকসমাজে তাহার কার্য্য প্রণালীর সংখ্যা অধিক। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, গণিত জ্যোতিষ, ইত্যাদি নানা বিদ্যা নানা ব্যবসার দ্বার পুরুষের নিকট উন্মুক্ত। স্ত্রীলোকেরা আপনাদের বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতির নিমিত্ত এবং সমাজের নিয়মের অনুরোধে উপরিউক্ত অনেক কার্য্যের অধিকার হইতে বঞ্চিতা। নারী জীবনের প্রকৃত কার্য্য ও অধিকার কি এ বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন অনেক বাদানুবাদ চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। শ্রবণ করা যায় আমেরিকা মহাদেশের সভ্যতম স্থান সকলে স্ত্রীগণ এম্ এ এম্ ডি উপাধিধারীগণের তুল্য হইতেছেন এবং চিকিৎসক উকীল বিচারক ইত্যাদি সামাজিক নানা শ্রেষ্ঠ পদসকল প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে পার্লিমেণ্ট সভায় মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ইংলণ্ডস্থ ভদ্র নারীগণের মধ্যে মহা আন্দোলন ও উদ্যোগ হইতেছে। এ সকল পদ স্ত্রীলোকের উপযোগী কি না জানি না। আমরা স্ত্রী ও পুরুষের কার্য্য স্বতন্ত্র মনে করি। কাহা'কেও শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করিতেছি না, কিন্তু উভয়েই স্ব স্ব কার্য্য ক্ষেত্রে প্রধান। স্ত্রীর কার্য্য পুরুষের দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে আবার পুরুষের কার্য্য স্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন বীরপুরুষ হইয়া থাকে তেমনি বীরাঙ্গনা ও হইতে পারে। কিন্তু উভয়ের বীরত্ব পৃথক প্রণালীর। নারীর হৃদয়ে দয়া বা স্নেহ যখন উত্তেজিত হয় তখন তাহার উত্তেজনায় নারী এমন অসম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে যাহা অশেষ বলবীর্য্যধারী পুরুষেরও যোগ্য নহে। সন্তানের জন্য মার অকুতোভয়ে প্রাণদান স্বামীর নিমিত্ত স্ত্রীর অটল সাহস প্রকাশ এ সকলের অগণ্য উদাহরণ কত শ্রবণ করা যায় কিন্তু নিম্নে আমরা যে একটি নারীর বীরত্বের দৃষ্টান্ত প্রদান করিব। তাহা আরো উচ্চতর পাঠিকাগণের নিকট তাহা অপ্রিয় হইবে না।

সমুদ্রভ্রমণের সুবিধার নিমিত্ত তীর দেশে স্থানে স্থানে একটি স্তম্ভ বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তদুপরি আলোক প্রদান করা হয়। তাহাতে জলপথ যাত্রী নাবিক রজনীযোগে সাগরবক্ষে উক্ত আলোক দর্শনে সাবধান হইয়া থাকে ও পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লয়।

উক্ত আলোক গৃহের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে। তদ্ভিন্ন কোন অর্ণবযান সাগর মধ্যে কোনরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে বা জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইলে আলোকাগারের রক্ষকগণ নৌকার সাহায্যে আরোহীগণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমরা যে নারীর কথা উল্লেখ করিতেছি তাঁহার পিতা ইংলণ্ডের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রস্থ ফার্ণ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কোন এক দ্বীপে আলোক স্তম্ভের রক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। বৃটনের পূর্ব্ব উপকুল অত্যন্ত ভয়ানক স্থান। তথায় সমুদ্রের তরঙ্গের বেগ অতি প্রবল। অনেক পোত এখানে জলমগ্ন হইত। সুতরাং অনেক সময় আলোকগৃহরক্ষকের সাহস ও সাহায্যের প্রয়োজন হইত। এ ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী ও নিজ কার্য্যে যথার্থই সুদক্ষ ছিল। ইহার নাম উইলিয়ম ডার্লিঙ। উইলিয়মের গ্রেস্ নামে একটি কন্যা ছিল। গ্রেস্ এক সামান্য ঘরের কন্যা হইয়া আপনার সাহসের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গৃহে গৃহে তাঁহার নাম সমাদৃত ও প্রশংসিত। তাঁহার কীর্ত্তি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। উইলিয়ম তাহার বৃহৎ পরিবারকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিত ও শিক্ষাদান করিত। যাহা হউক তাহার পরিবারের মধ্যে গ্রেস্ ভিন্ন অপর কাহারও সহিত আমাদের এ প্রবন্ধের সংস্রব নাই। গ্রেস্ স্বভাবত গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য এই যে তিনি কখনও নৌকাচালনা কার্য্যে পিতাকে সাহায্য করেন নাই। তথাপি নিম্নে আমরা যে সাহসিক কার্য্য বর্ণনা করিতেছি তাহা সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরত্বের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেস্ ডার্লিঙের জন্ম হয়। তাঁহার যে সময়ে দ্বাবিংশ বৎসর বয়স সে সময়ে একখানি অর্ণবযান স্থল হইতে সমুদ্র পথে যাত্রা করে। পোত খানি যদিও পুরাতন ছিল না কিন্তু তন্মধ্যস্থ বাষ্পীয় যন্ত্রের কোন কোন অংশ অদৃঢ়সংস্কার ও অযোগ্য ছিল। কিছু দূর গমন করিয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে পোতের গতি অবরুদ্ধ হইয়া গেল। পোতচক্র স্থগিত হইল। কর্ণের চালনায় আর পোত চলে না। আরোহীগণ মহাভীত হইল। জাহাজের কাপ্তেন কেবল স্থির থাকিয়া জাহাজ রক্ষার উপায় ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। পোত স্রোতের অনুগামী হইয়া বেগে চলিতে লাগিল, অবশেষে ফার্ণ দ্বীপের নিকটস্থ মহাপ্রবল উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের ঘুর্ণিত প্রবাহ মধ্যে আসিয়া পতিত হইল। সেই সময়ে আলোকগৃহ আরোহীগণের নিকট প্রকাশিত হইল। জাহাজের গতি

ফিরাইতে কাপ্তেন অনেক যত্ন করিলেন কিন্তু তাহা বিফল হইল। অবশেষে তাহা মহাবেগে এক বন্ধুর বৃহৎ শিলা খণ্ডের উপরে নীত হইল। পোতের সম্মুখভাগ তদুপরি সংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অপরাংশ তরঙ্গ মধ্যে থাকিয়া ঘূর্ণিত ও উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে কতগুলি স্বার্থপর নাবিক অন্য আরোহিগণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া একখানি নৌকাযোগে পলায়ন করিল। অবশিষ্ট আরোহিগণের অবস্থা কি ভয়ানক! স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ ও চীৎকার প্রবল ঝঞ্ঝাবাত এবং সমুদ্র গর্জ্জনের সহিত মিশ্রিত হইয়া চারি দিক পূর্ণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ একটি ভয়ানক উচ্চ তরঙ্গ আসিয়া জাহাজকে প্রস্তর হইতে সবলে উত্থিত করিয়া পুনরায় মহাবেগে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিল। এই বিষম আঘাতে পোত দ্বিখণ্ড হইয়া গেল এবং যে অংশ সলিলোপরি ছিল তাহা একেবারে বহুসংখ্যক আরোহিসহ সমুদ্র তলে মগ্ন হইল। অপরার্দ্ধ তখনও শিলাখণ্ডে সংলগ্ন হইয়া রহিল। নয় জন মাত্র মনুষ্য ইহার মধ্যে ছিল। তন্মধ্যে পাঁচ জন আরোহী অপর চারি জন নাবিক। ইহারা প্রাণপণে পোতের ভগ্ন খণ্ড অবলম্বন করিয়া রহিল। সমস্ত রজনী এইরূপে গত হইল। প্রভাতাগমনে ঝটিকা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল কিন্তু সমুদ্রের পরাক্রম তখনও সমান রহিল। দুর্ভাগা ভগ্ন পোতারোহিগণের আশা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। এ দিকে নিশাকালে বিপদগ্রস্ত পোতারোহিগণে আর্ত্তনাদে গ্রেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতাকে জাগরিত করিলেন। কিন্তু ঘোরান্ধকার রজনীতে কোন প্রকারে সাহায্য করিবার উপায় ছিল না। প্রভাত হইবামাত্র পিতা কন্যা উভয়ে ভগ্ন পোত খণ্ড দর্শন করিলেন এবং দেখিলেন যে তন্মধ্যে তখনও জীবিত মনুষ্য রহিয়াছে। স্রোতের বেগ এবং ঝটিকার পরাক্রম তখনও প্রবল, তথাপি বৃদ্ধ উইলিয়ম একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া তরঙ্গ মুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার বীরপ্রকৃতি কন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তাঁহারা উভয়ে অবিশ্রান্ত নৌকা চালনা করিয়া অনেক কষ্টে ভগ্ন পোতের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বিপদ হইতে তাঁহাদের নৌকা তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। প্রস্তর খণ্ডে উপনীত হওয়া এবং সেই সময়ে নৌকাকে তরঙ্গের বেগে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়া হইতে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। অনেক চেষ্টার পর সাহসে নির্ভর করিয়া উইলিয়ম শিলাখণ্ডে উপনীত হইলেন তাঁহার সাহসিক কন্যা প্রস্তর হইতে ক্ষুদ্র নৌকাখানি কোন উপায়ে রক্ষা করিবার নিমিত্ত

পুনরায় সেই ফেণময় তরঙ্গায়িত গভীর আবর্ত্ত মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহারই নিপুণতায় ও স্থিরতায় সে যাত্রা নৌকা রক্ষা পাইল। অবশেষে ভগ্নপোতস্থ মৃত প্রায় আরোহিগণকে তাঁহারা নৌকারোহণ করাইয়া আলোক গৃহে লইয়া গেলেন। এবং যে বীর নারীর সাহস ও বীরত্ব তাহাদিগকে জলগর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাঁহারই সেবা ও যত্ন তাহাদের শক্তি ও স্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিল। তিন দিবস তিন রাত্রি গ্রেস্ অবিশ্রান্ত দুর্ভাগা পোতারোহিগণের শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। উইলিয়ম ও তাঁহার কন্যার নিঃস্বার্থ দয়া পরোপকারিতা এবং সাহসের অনুরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। পাঠিকা প্রথমে তাঁহাদের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করুন, পরে বুঝিতে পারিবেন কত দূর মহৎ কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিশাল সাগরবক্ষ মহা ঝটিকায় বিপর্য্যস্ত, তরঙ্গের মহা পরাক্রম, সেই আবর্ত্ত সমীপে প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড, তথায় পোতখণ্ড সংলগ্ন। আর একখানি ক্ষুদ্রাকার নৌকা তদুপরি দুই জন মাত্র আরোহী, অপর কোন সাহায্য নাই, কেবল মাত্র তাঁহাদের হস্তের সাহায্য ও নিপুণতার উপর সমস্ত নির্ভর। এমন অবস্থায় ইহাঁদের অগ্রসর হওয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনকে সঙ্কটে আনয়ন করা। একটু এ দিক ওদিক হইলে হয় নৌকা ঘূর্ণিত আবর্ত্ত মধ্যে নিমগ্ন হইবে, নতুবা প্রস্তর খণ্ডে আহত হইয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু কেবল মাত্র নিঃস্বার্থ দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া কতিপয় বিপদ্‌গ্রস্ত মনুষ্যের জীবন রক্ষার মানসে উক্ত দুই ব্যক্তি ঐরূপ অসাধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাবিয়া দেখিলে এ কার্য্য মনুষ্য সাহস এবং ক্ষমতার অতীত বলিয়া বোধ হয়। ঐ জনশূন্য স্থানে পুরস্কারের লোভ বা লোকের প্রশংসা বা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কোন স্বার্থ লাভের প্রত্যাশা ছিল না। কেবল মাত্র নিঃস্বার্থ পরোপকারের ইচ্ছা! আপনাদের জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াও মহৎ চরিত্র পিতা কন্যা এই বীরোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তরুণী কোমল প্রকৃতি নারীর পক্ষে এ কার্য্য আরও অসম্ভব এবং বিস্ময়ের ব্যাপার! অতি উন্নত নারীচরিত্রেও ইহা অপেক্ষা অধিক ধৈর্য্য ও সাহস কল্পনা করা যাইতে পারে না। ইতিহাসে কিংবা কল্পিত কাব্যে ইহার তুল্য নারীর বীরত্বের দৃষ্টান্ত কোথায়?

যাহা হউক গ্রেসের বীরত্বের যশ লুক্কায়িত রহিল না। দেশে দেশে তাহা ব্যাপ্ত হইয়া গেল। নানা পুরস্কার ও সম্মান গ্রেসকে অর্পিত হইল। অনেকে তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। কিন্তু গ্রেস অত্যন্ত বিনয়ী এবং শান্ত চরিত্রা ছিলেন। তিনি লোকের নিকট উচ্চ পদ, প্রশংসা বা মান লাভের আকাঙ্খা করিতেন না। ঐ সময়ে লণ্ডন

নগরের কোন প্রধান নাট্যশালা বা থিয়েটরে উপরিউক্ত ঘটনা নাটকাকারে অভিনীত হয়। গ্রেস্ ঐ অভিনয়ে তাঁহার কৃত কার্য্য অভিনয় করিবার নিমিত্ত অনেক বার অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহাকে তন্নিমিত্ত অনেক অর্থ পুরস্কার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল তথাপি তিনি তাহাতে অস্বীকার করিলেন। স্ত্রীজাতির উপযোগী পবিত্র লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে এইরূপে প্রকাশ্য স্থানে সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইতে নিবৃত্ত করিল। কিন্তু তাঁহার নাম সর্ব্বত্র স্ত্রী সাহসের উদাহরণ স্বরূপ বলিয়া সমাদৃত ও প্রশংসিত হইতে লাগিল। দুঃখের বিষয় এই যে তিন বৎসর অতীত হইতে না হইতে গ্রেস্ ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। এবং আর এক বৎসর পরে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে পিতা মাতা আত্মীয় সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া শান্তভাবে পরলোকধামে প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার আত্মীয় বর্গকে এক একটি স্মরণ চিহ্ন প্রদান করিয়া সকলেরই নিকট বিদায় লইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় বন্ধুর বা স্বদেশের তাঁহাকে স্মরণে রাখিবার নিমিত্ত কোন স্মরণ চিহ্নে প্রয়োজন ছিল না। কেহই গ্রেস্ ডার্লিঙকে বিস্মৃত হইল না।

দেশভ্রমণ।

কলিকাতায় এমন লোক অনেক আছে যাহারা এ পর্য্যন্ত গঙ্গা পার হয় নাই, যাহারা কখন কলের গাড়িতে চড়ে নাই, এবং হয়ত কখন কলের গাড়ি দেখে নাই, এরূপ লোকদিগের মধ্যে যে স্ত্রীলোকই অধিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক বর্ষীয়সী আছেন যাঁহারা মনে করেন নারীজাতির পক্ষে দেশ ভ্রমণ করা, আর ব্রাহ্মণের পক্ষে কুক্কুটের মাংস আহার করা দুই সমান। অনেক নবীনা আছেন যাঁহারা মনে করেন কুলকন্যার পক্ষে মুক্ত বায়ু সেবন করা, কি রেল গাড়িতে আরোহণ করা লজ্জা ও ভদ্রতা ত্যাগ করা দুই সমান। বেনারসী সাটী হইল না, কি জসম তাবিচ হইল না বলিয়া অভিমান ও কলহ করেন এমন মেয়ে যথেষ্ট, কিন্তু জীবনাবধি কখন নূতন দেশ দেখা হইল না, স্বভাবের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে পরিচয় হইল না; নির্ম্মল বায়ুর আস্বাদন পাওয়া হইল না; পর্ব্বত প্রান্তর নয়নগোচর হইল না; মনুষ্যের কীর্ত্তি ও প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য কিছুই দেখা ও জানা হইল না সে জন্য কেহ ক্ষুব্ধও নহেন, চিন্তিতও নহেন। কারাগারে যাহাদিগের জন্ম ও চির নিবাস, কারাগারকেই তাহারা পৃথিবী মনে করে, কারাগারের বাহিরে যে দর্শনীয় ও সম্ভোগনীয় আছে ইহা

তাহাদের মনে কখন উদয় হয় না। কিন্তু বন্দীশালাতে যাহারা বাস করে, তাহাদের একপ্রকার শ্রী, আর স্বাধীন প্রমুক্ত স্বাস্থ্যকর প্রান্তর ও উপবন মধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদিগের অন্য প্রকার শ্রী, তেমন যাঁহারা চিরকাল কলিকাতায় দূষিত বায়ু সেবন করিয়া, এখানকার দূষিত দৃশ্য দর্শন করিয়া বাল্য যৌবন অতিবাহন করিলেন তাহাদের চিন্তা পথেও কখন উদয় হয় না যে নগরের বাহিরে প্রশস্ত ভারতবর্ষের অগণ্য স্থানে এত প্রকার শোভা আছে, ঐশ্বর্য্য আছে, এত প্রকার সুখ স্বাস্থ্য, শ্রী, সম্পদ, জ্ঞান, ধর্ম্ম আছে, যে তাহা নয়নগোচর করিলে কেবল যে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয় তাহা নহে, শরীর পর্য্যন্ত সুস্থ হয়, শ্রী এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়। শরীরের সঙ্গে ও মনের সঙ্গে যে কতদূর নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, একের উন্নতি ও সুখে যে অপরটী কতদূর সুখী ও উন্নত হয় লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবী মধ্যে বাস করিতেছি, এ মর্ত্ত্যলোকের সঙ্গে আমাদের শারীরিক যোগ আছে, ততক্ষণ এখানকার নানাবিধ স্বাভাবিক দৃশ্য, ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থ দর্শনে যে আমাদের মন পুলকিত হইবে তাহাতে সংশয় কি? স্থান পরিবর্ত্তনে নূতন পদার্থ দর্শনে, নূতন জল বায়ু সেবনে যে উৎকট ও দুরারোগ্য রোগ সকল আরাম হইয়া যায় ইহা কে না জানে? যদি স্বাস্থ্যভগ্ন হইলে, শরীর ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইলে, পরিশ্রম এবং আহার সহ্য না হইলেও দেশ ভ্রমণে এত উপকার হয়, তাহা হইলে শরীরের সতেজ অবস্থায়, স্বাস্থ্য থাকিতে চক্ষু কর্ণ, রক্ত, স্নায়ু সবল থাকিতে থাকিতে দেশ ভ্রমণ করিলে, উৎকৃষ্ট জল বায়ু সেবন করিলে, উপযুক্ত আহার ও পরিশ্রম করিলে আরও কত উপকার হইবে তাহার কি অবধি আছে। রোগে জীর্ণ হইয়া, ঔষধ সর্ব্বস্ব করিয়া, চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বিদেশে গমন করা অপেক্ষা যে মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তন করিয়া রোগের আক্রমনকে অতিক্রম করা যুক্তিসিদ্ধ তাহা প্রমাণের জন্য অধিক কথা প্রয়োগ করা নিষ্প্রয়োজন। সকল প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা রোগকে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, রোগ ভোগ করিবার পূর্ব্বে যে সাবধান হয়, তাহাকে ঔষধ সেবনও করিতে হয় না, চিকিৎসকের হস্তেও পড়িতে হয় না; সে শরীর ধারণের সুখ দ্বিগুণ পরিমাণে সম্ভোগ করে, এবং স্বাস্থ্যকে বহুকাল স্থায়ী করে। যে সকল উপায়ে দেহ মধ্যে রোগ প্রবেশ নিবারণ করা যাইতে পারে দেশ ভ্রমণ তন্মধ্যে একটী অতি শ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাতে মানুষের শরীর মন উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। চিত্তস্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া দেহকে স্বাস্থ্য

দান করে, দেহ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়া মনকে আরাম দেয়। নূতন স্থান, নূতন প্রাকৃতিক শোভা দেখিলে, নূতন বায়ু নূতন জল সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হয় ও সবেগে শরীর মধ্যে সঞ্চালিত হয়; পরিপাক যন্ত্র সুচারুরূপে চলে মস্তিষ্ক শীতল, সবল, ও সুস্থ হয়; চক্ষে জ্যোতি হয়; সমস্ত শরীর অন্য ভাব ধারণ করে। বিদেশে গমন করিলে নূতন জাতীয় লোক দেখিয়া নূতন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি আলোচনা করিয়া নূতনবিধ আহার পরিচ্ছদ, নগর পথ দৃষ্টিগোচর করিয়া চিন্তা, বিবেচনা ও দর্শন শক্তি বৃদ্ধিলাভ করে, তুলনাশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে; কল্পনা স্ফূর্ত্তি পায়; ইতিহাস পাঠে প্রবৃত্তি জন্মে, মানুষ নূতনবিধ শিক্ষা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করে। দেশ ভ্রমনে আত্মনির্ভর অধিক হয়; ভয় ও কাপুরুষত্ব কমিয়া যায়; চরিত্রে ধৈর্য্য ও সাবধানতা উন্নতি প্রাপ্ত হয়; লোকের সঙ্গে কলহ ও অসম্মিলন করিবার প্রবৃত্তি হ্রাস হয়; দূরদর্শন ও বহুদর্শনের অভ্যাস হয়। দেশ ভ্রমণের প্রভাবে কত সামান্য জাতীয় মনুষ্যেরা পৃথিবী মধ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে; হীন চরিত্র লোক উচ্চ পদবীস্থ হইয়াছে; কতপ্রকার বিদ্যা, সভ্যতা, ও ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে আমাদের পাঠক কত অর্থ অপব্যয় করেন, সন্তানাদির শিক্ষার জন্যে কত ধন অকাতরে ব্যয় করেন, চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য ঋণ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, কিন্তু বিবেচনা করিয়া যে সপরিবারের মধ্যে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া শরীর মনের সচ্ছন্দতা লাভ করিবেন সে বিষয়ে দুই টাকা খরচ করাকেও অনাবশ্যক মনে করেন। যেমন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে দেশভ্রমণ সুশিক্ষা প্রণালীর প্রধানাংশ বলিয়া পরিগণিত হয়, এদেশে সেরূপ কবে হইবে?

বাল্যস্মৃতি।

দ্বাদশ বৎসর আজ—হয়ে প্রবাহিত,
কত যে ঘটনা রাশি,
কত দুঃখ, কত হাসি,
আপন হৃদয় মাঝে করিয়া স্থাপিত,
অনন্ত কালের স্রোতে হয়েছে মিলিত!

আবার আজিকে আমি আসিনু দেখিতে
শৈশবের লীলাভূমি,
যে স্থান সুধীরে চুমি
বিমল জাহ্নবী সতী যান প্রবাহিয়া,
সুন্দর লহরীলীলা বক্ষেতে করিয়া!

এই যে সে সুখ দৃশ্য যাহা এত দিন,
বিচিত্র আলেখ্য মত,
হেরিতাম অবিরত,
মানস পটেতে মম রয়েছে চিত্রিত,
এ ছবি কি কোন কালে হবে অপনীত?

সেই সে জাহ্নবী তটে হেরিনু পুলকে
ঘন বৃক্ষাবলি মাঝে
একটি বাটিকা রাজে
পারে না ভানুর কর পশিতে ওস্থলে,
আহা কি সুখের স্থান অবনী মণ্ডলে!

সেই সে উদ্যান চারু বাটিকা বেষ্টিয়া,
সেই তুঙ্গ বৃক্ষ রাজি
কত ফল ফুলে সাজি,
এখন দাঁড়ায়ে আছে আগের মতন,
সুধীরে পত্রের মাঝে স্বনিছে পবন!

ফুটেছে অগণ্য ফুল—উদ্যানভূষণ,
গোলাপ মল্লিকা দল,
ফুল্ল স্থল শত দল,
ফুটেছে যুথিকা রাজি নীল পত্র মাঝে;
যথা সে সুনীলাম্বরে তারাদল রাজে!

এই সে বকুল বৃক্ষ—রয়েছে দাঁড়ায়ে
ঠিক জাহ্নবীর কূলে,
আজিও তাহার মূলে
ঝুর ঝুর করি পুষ্প পড়িছে ঝরিয়া,
পুলকে তাহার তলে বসিনু যাইয়া।

যথা সে বিদেশ ভূমে পর্য্যটন কালে,
হেরিলে স্বদেশী মুখ
কত যে উপজে সুখ
কত যে মধুর চিন্তা উঠেগো জাগিয়া,
কত ভাবে হৃদ প্রাণ উঠে আকুলিয়া!

এই সে বকুল বৃক্ষ করিয়া লোকন,
শৈশবের যত আশা,
চিন্তাহীন ভালবাসা,
শৈশবের হাসি কান্না, মানসে উদিল,
বিষাদ মাখান হর্ষে হৃদয় পূরিল।

এই সে বকুল তলে আসি কতবার,
কুসুম রতনগুলি
একটি সাঁজিতে তুলি,
একত্র যাহার সনে গাঁথিতাম মালা,
কোথায় আজিকে সেইআমোদিনী-
বালা?

সেই সে প্রফুল্লমূর্ত্তি, লাবণ্য বিমল,
বিশাল নয়নদ্বয়,
নিবীড় নিলীমাময়,
সদা যেন হাসি হাসি তরল চঞ্চল,
যথা সে সরসী নীরে ফুল্ল নীলোৎপল!

আজিও সে চারু মূর্ত্তি, হৃদয়ে অঙ্কিত,
মনে পড়ে দুই জনে
কত দিন এই স্থানে,
হাসিতাম খেলিতাম আমোদে মাতিয়া,
আহা কি নিঃশব্দে দিন যাইত চলিয়া!

মনে পড়ে কত দিন, শৈশব সঙ্গিনি!
হাত ধরাধরি করি
জাহ্নবী সিকতাপরি,
ভ্রমিতাম উর্ম্মিরাজি করিয়া লোকন
করিত সুধীরে যাহা সিকতা চুম্বন!

মনে পড়ে কত দিন, ভাগীরথী কূলে,
হরষে দুজনে বসি
লইয়া বালুকা রাশি
রচিতাম "ঘর বাড়ী" যতন করিয়া,
সহসা সকলি পুনঃ যাইত ভাঙ্গিয়া!

হায় কত হতভাগ্য অবনী মাঝারে,
কত যে যতন করে
সংসার বালুকা পরে,
এইরূপ "ঘর বাড়ী" করেছে রচন,
সহসা ভেঙ্গেছে যাহা নির্ম্মম শমন!

সেই "ঘর বাড়ী" সহ হয়েছে নির্ম্মূল।
জীবনের যত আশা,
স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা,
ত্যজিয়াছে অভাগার দাবদগ্ধ প্রাণ,
করিয়া জীবন তার বিকট শ্মশান!

মনে পড়ে কতদিন, বসিয়া হেথায়,
হেরিতাম উষাকালে,
যখন আঁধার জালে
করিয়া নিরাশ ধীরে উদিত তপন,
ঢালিত গঙ্গার বক্ষে কণক কিরণ!

নির্ম্মল, নিথরাকাশ, প্রশান্ত সকলি,
নাবিক প্রফুল্ল প্রাণে,
গাহিয়া সুখের গানে,
অনুকূল বায়ু হেরি তরণী ভাসিয়ে,
আমোদে নদীর বক্ষে যাইত বাহিয়ে!

হায় কতকাল হতে নাবিক মানব,
ঠিক এইরূপ করি
ভাসায়ে সুখের তরি
গিয়াছে সংসার স্রোতে ভাবনা বিহীন!
কোথায় আজিকে তারা?—কোথায়
বিলীন?

মনে পড়ে কতদিন, হৃদয় খুলিয়া,
দুজনে মিলায়ে তান
গাহিতাম সুখগান,
উঠিত সে কলকণ্ঠ নাচিয়া নাচিয়া,
আকাশ, উদ্যান, গঙ্গা প্লাবিত করিয়া!

অথবা সাঁঝের সেই আঁধার গগণে,
একটি একটি করি
জ্যোতির বসন পরি,
আসি যবে দেখা দিত নক্ষত্র নিচয়,
কত যে পুলকে পূর্ণ হইত হৃদয়!

বসিতাম দুইজনে তারকা গুণিতে,
চাহিয়া আকাশোপরি,
কতবার সহচরি
জিজ্ঞাসিতে "কটা তারা, করিলে দর্শন!"
"দশটা" "না মিথ্যা কথা দেখনি
কখন!"

মনে পড়ে সুবিমল জাহ্নবী সলিলে,
হাত ধরাধরি করি,
কত দিন সহচরি
দুইটি কুসুম সম, যেতেম ভাসিয়া
পুনঃ ফিরিতাম তীরে তরঙ্গ তুলিয়া!

মনে পড়ে কতদিন, সাঁঝের সময়ে,
প্রফুল্ল প্রসুন লয়ে
আপনার কোলে থুয়ে,
বসিয়া জাহ্নবী তটে হরষিত মনে,
গাঁথিতাম ফুল মালা কত যে যতনে।

লীলা ছলে কতবার সঙ্গিনী আমার,
সেই চারু ফুলহারে
কত যে যতন করে,
মস্তকে আমার যত্নে দিত জড়াইয়া,
সুখের হাসির ফুল্ল লহরী তুলিয়া!

শৈশবের সংচরী কোথায় এখন?
আজিওকি আমোদিনী,
ললনা হেম নলিনী,
আজিওকি সে আমারে করেগো স্মরণ,
আজিওকি আমা তরে কান্দে তার মন!

কেনরে প্রমোদ পূর্ণ সে চারু জীবন,
কেনরে আনন্দ রাশি গেল পলাইয়া?
যথা সে নিশার শেষে মধুর স্বপন,
দেখিতে দেখিতে নিদ্রা যায়গো ভাঙ্গিয়া

বসিয়া বকুল তলে জাহ্নবীর তটে
এইরূপ কত শত,
চিন্তা রাশি অবিরত,
সুধীরে হৃদয়ে মম জাগিতে লাগিল,
অনিবার্য্য অশ্রুনীরে নয়ন প্লাবিল!

স্বর্ণরেণু।

আত্ম হিতোদ্দেশে কাহার হিত সাধন করিবে না, স্বার্থের অনুরোধে কাহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবে না।

দোষান্বেষণ অতি নীচ ভাব, সংসারে তাহা ঘৃণিত, ঈশ্বরের নিকটে দোষান্বেষী দণ্ডনীয় হয়।

ছিদ্রান্বেষী লোক, সাধু মহাজনদিগের সদ্গুণ পুঞ্জের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাদের জীবনে কোথায় একটু ছিদ্র পাইবে তাহারই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। যেমন পিপীলিকা মণিময় সুন্দর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাতে কেবল ছিদ্রই খুজিয়া বেড়ায়।

খলের কুবাক্যে কর্ণপাত করা অত্যন্ত অকর্ত্তব্য, তাহা করিলে অকল্যাণ হয়, লজ্জা ও গ্লানি ভোগ করিতে হইয়া থাকে, যতদূর সাধ্য কুকথা শ্রবণ হইতে নিজের কর্ণকে মুক্ত রাখিবে।

সদা সাধুসজ্জনদিগের সহবাসে থাকা, পুরাতন মহাজনদিগের হিতবাক্য ও উপদেশ স্মরণ করা সংসার ও ধর্ম্মোন্নতি পক্ষে কল্যাণ জনক।

বন্ধু বান্ধব যে জাতীয় ও যে ধর্ম্মাক্রান্ত হউক না কেন সর্ব্বদা বিনীত ব্যবহারে তাঁহাদের প্রতি সম্মান সম্বর্দ্ধনা করা আবশ্যক, যতদূর সাধ্য তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করা বিধেয়।

পার্থিব সামগ্রী যেরূপই হউক না কেন তাহা অস্থায়ী হয়, বিশ্বাসযোগ্য নহে; তৎপ্রতি নির্ভর করিবে না। যথাশক্তি তাহা সাধু উপায়ে সংগ্রহ ও সৎকার্য্যে ব্যয় করিবে।

অন্যের বিপদ্ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিবে, উপহাস করিবে না। এরূপ কার্য্য করিও না যে তোমা হইতে অন্যে শিক্ষা লাভ, ও তোমার প্রতি উপহাস করে।

মূল্য ।০ আনা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৩ সংখ্যা] শ্রাবণ, সন ১২৮৭। [৩য় খণ্ড

বৃহস্পতি এবং শনিগ্রহ।

ইতিপূর্ব্বে পরিচারিকায় সৌর জগতস্থ কয়েকটি গ্রহ উপগ্রহের বিষয় ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যে কয়েকটির বিবরণ অবশিষ্ট ছিল তন্মধ্যে দুইটি প্রধান ও বৃহৎ গ্রহের বিষয় এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। একটির নাম বৃহস্পতি অপরটির নাম শনি। প্রথমোক্ত প্রকাণ্ড গ্রহ বৃহস্পতি পুরাকালীন গ্রীক জাতীয় দিগের নিকট জুপিটর নামে আখ্যাত ছিল। এই জুপিটর দেবতা দিগের রাজা বলিয়া পূজিত হইতেন, অদ্যাপি ইউরোপীয়গণ বৃহস্পতি গ্রহকে জুপিটর বলিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত উক্ত দেবতার অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। এদেশীয় শাস্ত্রে দেবগণ সম্বন্ধে যেমন মানব জীবনোপযোগী নানা আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ আছে গ্রীকদিগের পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থে ও তাহার বড় অভাব নাই। যাহা হউক বৃহস্পতি বা জুপিটর গ্রহের প্রকাণ্ড আয়তন ও আলোকের উজ্জ্বলতা দর্শনে প্রাচীন গ্রীকগণ ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবেন। আকাশের দক্ষিণ ভাগে এই গ্রহ একটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল নক্ষত্রাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার যথার্থ আয়তন অবগত হইলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পৃথিবী অপেক্ষা এই প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক চতুর্দ্দশ শতগুণ বৃহদায়তন। ইহা অতি উজ্জ্বল ও তেজঃপুঞ্জ। কিন্তু ইহার অভ্যন্তর ভাগ বাষ্পীয় আবরণে আবৃত। এবং ইহার গতি এত দ্রুত যে এক সেকেণ্ড কালের মধ্যে ৮ আট মাইল পথ অতিক্রম করে। এই দ্বিবিধ কারণে অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্যোতির্ব্বিদ্গণ জুপিটর গ্রহের অন্তঃপ্রদেশস্থ তত্ত্ব বিশেষরূপে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দ্বাদশ বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া জুপিটর সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। সূর্য্যের

ন্যায় ইহার অভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর ঝটিকা, বিপ্লব, অগ্ন্যুৎপাত বা বজ্র বিদ্যুতের ও মেঘের ঘোর ঘটা উপস্থিত হইয়া প্রায় ক্রমাগত ছয় সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করে। ইহার উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রে সমুদয় বৎসর শীত ঋতু থাকে। মধ্য স্থান অর্থাৎ বিষুব রেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশ সমূহ অনবরত গ্রীষ্ম দাহে দগ্ধ হয়, এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে চিরদিন বসন্ত কাল বিরাজ করে। জুপিটর গ্রহ কেবল যে সূর্য্য হইতে তেজ ও আলোক প্রাপ্ত হয় তাহা নহে। কারণ সূর্য্য ইহার অনেক দূরে। ইহা যেরূপ উজ্জ্বল সেই পরিমাণে সূর্য্যতেজ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। ইহার স্বাভাবিক জ্যোতি আছে, পরীক্ষা দ্বারা এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ তন্মধ্যস্থ যে মেঘমালার বিষয় উপরে লিখিত হইয়াছে তাহা অনেক সময় মনোহর গোলাপি বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়, ইহা দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রতীত হইয়াছে। চারিটি চন্দ্র বা উপগ্রহ এই বৃহৎ গ্রহের অনুচর। আমাদিগের চন্দ্র অপেক্ষা ইহারা অধিকতর দ্রুত বেগে জুপিটর গ্রহকে পরিভ্রমণ করে। যে চন্দ্রগুলি ঐ গ্রহের অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ, তন্মধ্যে একটি অপূর্ব্ব নীলরশ্মি বিকীর্ণ করে, একটি ঈষৎ পীতবর্ণ আর একটি রক্তাভ। অতএব এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে জুপিটর নিবাসিগণ পর্য্যায়ক্রমে নীল, পীত, লোহিত, বিবিধ বর্ণের জ্যোৎস্না সম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই চন্দ্র গুলি সঙ্গে লইয়া প্রকাণ্ডকায় মহাগ্রহ বৃহস্পতি জ্যোতিষ্কদিগের রাজা হইয়া ভয়ঙ্কর বেগে সূর্য্যদেবকে পরিক্রমণ করিতেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব কি বিস্ময়কর, স্রষ্টার মহিমা কি অনির্ব্বচনীয়। অনেক আয়াসের পর জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহার অতি যৎসামান্য ভগ্নাংশ মাত্র অবগত হইয়াছেন। এখন শনিগ্রহের বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

শনি সৌরজগৎ মধ্যে একটি অতি প্রকাণ্ড ও আশ্চর্য্যদর্শন জ্যোতিষ্ক। এই বৃহৎগ্রহের আনুষঙ্গিক আটটি উৎকৃষ্ট চন্দ্রমা আছে। তাহারা ইহাকে পরিবেষ্টন ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন একটি জ্যোতির্ম্ময় উষ্ণীষ তুল্য চক্রাকার পদার্থ শনিগ্রহকে বেষ্টন করিয়া আছে। পৃথিবীর সহিত উক্ত জ্যোতিষ্কের প্রায় কোন বিষয়ে সাদৃশ্য নাই। ইহার গতি অত্যন্ত ধীর ও কালব্যাপী। ইহা প্রায় ঊনত্রিংশ বৎসর ছয় মাসে একবার সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। সুতরাং যদি শনিগ্রহে কোন জাতীয় জীব বাস করে, তাহা হইলে মানবীয় সংখ্যার ঊনত্রিশ বৎসরের পরিমাণে তাহাদিগের এক বৎসর পরিগণিত হয়, আমাদের পৃথিবীতে ষাট বৎসরের বৃদ্ধ যে ব্যক্তি, সে শনিরাজ্যে দুই বৎসরের শিশু, এখনকার নবতী বর্ষীয়া বৃদ্ধা

ঠাকুরমা সেখানকার তিন বৎসরের বালিকা! এতন্নিবন্ধন প্রত্যেক ঋতু অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যদি বসন্ত কাল সমাগত হইল তো আমাদের গণনানুসারে অনূ্যন সাত বৎসর অনবরত বসন্ত কাল চলিতে লাগিল। শীতঋতু উপস্থিত হইলে তো লোকে সাতবৎসর শীতেই কাঁপিতে লাগিল! কিন্তু যদিও প্রত্যেক ঋতু এত দীর্ঘ, শনিগ্রহে দিবস আমাদের দিবসাপেক্ষা ছোট। তথায় দশ ঘণ্টায় এক দিন পূর্ণ হয়। বৃহস্পতির ন্যায় শনি গ্রহের অভ্যন্তরভাগ এক প্রকার ঘন বাষ্পীয় পদার্থে জড়িত, এজন্য তন্মধ্যস্থ সমুদায় ব্যাপার সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বোল্লিখিত মণ্ডলাকার উষ্ণীষ তুল্য পদার্থ অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্র বা উপগ্রহ মণ্ডলীর সমষ্টি মালাকারে গ্রথিত হইয়া উক্ত আশ্চর্য্য পদার্থের যোগে শনি গ্রহকে অলঙ্কৃত করিয়া আছে। ঐ সমুদয় উপগ্রহ কেহ পীত, কেহ লোহিত, কেহ হরিৎ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সুন্দর রশ্মি বিকীর্ণ করে এবং সেই বিচিত্র উজ্জ্বলতা ও শ্রীতে হাররূপে গ্রথিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করে। সকল গুলি যে আলোকময় তাহা নহে। তন্মধ্যে কোন কোনটি গভীর তিমিরাবৃত। বর্ণের বিচিত্রতায় জ্যোতির্ব্বিদগণ কর্ত্তৃক দূরবীক্ষণসাহায্যে সকল গুলিই উত্তমরূপে দৃষ্ট হয়। অন্যান্য সামান্য গ্রহের ন্যায় এই বিচিত্র ও বৃহৎ জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের কিরণে তেজোময় হয় না। এই গ্রহ এবং তাহার মালাকৃতি উপগ্রহগণ সকলেই আপন আপন আলোকে প্রভাময়। গ্রহগণের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যে আমরা কেবল শুষ্ক কঠোর জ্ঞানলাভ করি তাহা নহে। মনের ভাব উচ্ছ্বসিত হয়, কি কৌশলময় সৃষ্টির মধ্যে আমরা বাস করিতেছি! কত জ্যোতি, কত মহত্ত্ব, উচ্চতা, গভীরতা, কত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক, পৃথিবী আকাশ সৃষ্টি কর্ত্তার মহিমা প্রচার করিতেছে, নভোমণ্ডল গুণ ঘোষণা করিতেছে, আমরা কে যে তিনি আমাদের সমাচার লন, এবং আমাদের তত্ত্বাবধান করেন?

এলিজাবেথ ফ্রাই।

এখন ইংলণ্ডে কারাগারবাসী পতিত ব্যক্তিগণের উপকার ও উন্নতির নিমিত্ত অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। তস্কর দস্যু নরহন্তা ইত্যাদি কুচরিত্রগণের সংশোধনের জন্য নানা চেষ্টা হইয়া থাকে। অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এই মহৎ কার্য্যে যত্নবান্ হইয়াছেন। এবং তথাকার দয়াশীলা ভদ্র নারীগণও তাহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়া থাকেন। পরলোক গত

কুমারী কার্পেণ্টার এই কার্য্যের নিমিত্তই বিশেষ খ্যাত। নিয়মিত রূপে কারাগারে গমন পূর্ব্বক পাপ কলঙ্কিত দুরাচার ও দুশ্চরিত্রাগণের যাহাতে চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহারা যাহাতে ধর্ম্ম জ্ঞান ও শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা পাইয়া পূর্ব্ব প্রবৃত্তি বিস্মৃত হইয়া অভ্যস্ত পুরাতন পাপ সকল ত্যাগ করে এই চেষ্টা অনেক নারী করিয়াছেন। কুমারী কার্পেণ্টার এ কার্য্যে বিশেষ অগ্রগণ্য ছিলেন। ইংলণ্ডে এ প্রকার সমাজ সকল স্থাপিত হইয়াছে, যাহার সভ্য সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য এই যে কারাগারবদ্ধ বন্দিগণ মুক্ত হওত সৎব্যবসায় সকল অবলম্বন করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করে। এ সমুদয় ব্যক্তি যথার্থই সাধারণেই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র। ইহাঁদের সুচেষ্টায় অনেক সুফল উৎপন্ন হইয়াছে এবং অনেক কুকার্য্য নিবারিত হইয়াছে। কিন্তু এমন সময় ছিল যখন উপরিউক্ত পতিতদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত কোন চেষ্টা বা উপায়ই ছিল না। দরিদ্র ভিক্ষাজীবিদিগের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে অপহরণাদি বিদ্যার আরম্ভ করিয়া কারাগার গৃহে অপেক্ষাকৃত বয়োধিক কুচরিত্রগণের সহবাস এবং কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্তের প্রভাবে ক্রমেই উক্ত বিদ্যা সকলে দক্ষ এবং পরিপক্ক হইয়া উঠিত। সুতরাং সেই দুর্ভাগা দুর্ভাগিনীদিগের জীবনের ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তনের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইত। তৎকালে যুবা বৃদ্ধ বালক, যুবতী, বৃদ্ধা বালিকা, সকল অবস্থার দোষিগণ একত্র অবস্থান করিত, পুরাতন পাপিষ্ঠগণের সংসর্গ সংক্রামক রোগের ন্যায় অল্পবয়স্কগণের স্বভাবকে কলুষিত করিয়া তুলিত। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় এক বীর প্রকৃতি নারী অগ্রসর হইয়া ভয়ানক কারাগৃহবাসিগণের সংশোধনের কার্য্য স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। এবং তাহাদের পাপ অন্ধকার পূর্ণ হৃদয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সহানুভূতি, এবং সান্ত্বনার আলোক প্রজ্বলিত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় যে সকল অশেষ উপকার ও উন্নতি সাধিত হইল তন্নিমিত্ত তিনি মনুষ্য সমাজের হিতকারী ও মহাজনদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সে আসনের অযোগ্য বা অনুপযুক্ত নহেন। এই "বীরনারীর" নাম এলিজাবেথ ফ্রাই। ইনি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নরউইচ্ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জন গর্নি ছিল। অল্পবয়স হইতে দুঃখী এবং দরিদ্রের প্রতি দয়া ও তাহাদের উপকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল। তিনি স্বগ্রামে দরিদ্র বালক বালিকার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা অনেক উপকার হইয়াছিল। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে লণ্ডন নগরের জোসেফ ফ্রাই নামক এক ধনী

ব্যক্তির সহিত তিনি পরিণীত হইয়াছিলেন। পাঠিকা বোধ হয় অবগত আছেন খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে নানা বিশেষ বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। তন্মধ্যে "কোয়েকার" নামে এক সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায়ের পরিচ্ছদ এবং আলাপ প্রণালী ও অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। উক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত সকলেরই সেই সকল নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হয়। কোয়েকারগণ আপনাদিগের সমাজকে "বন্ধু সমাজ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এলিজাবেথ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন। বিবাহের পর তিনি উক্ত সমাজের একজন প্রধান উদ্যোগী এবং উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তিনি অনেক সময় সাধারণ সভায় প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতাদি করিতেন। বিবাহের দ্বাদশ বৎসর পরে তিনি যে কার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন সেই কার্য্যের সূত্রপাত করেন। সে কার্য্য এই, লণ্ডন নগরস্থ প্রধান কারাগৃহ নিউগেট বাসিগণের সংশোধন। এখনকার কারাগারের অবস্থার সহিত পূর্ব্বের অবস্থার তুলনাই করা যায় না। যে গৃহে চারিশত বন্দীর উপযুক্ত স্থান ছিল তথায় আটশত বন্দী বাস করিত। চারিটী সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে তিনশত স্ত্রীলোকের অবস্থিতি করিতে হইত। তথায় তাহারা সন্তানাদি সহ শয়ন রন্ধন স্নান সমুদয় কার্য্য সমাধা করিত। কোন সময় এক শয়ন গৃহে একশত জনেরও অধিক স্ত্রীলোক শয়ন করিত, তাহাদের শয্যা থাকিত না, অঙ্গে উপযুক্ত বস্ত্র থাকিত না, ভূমিশয্যা অবলম্বন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে হইত। ইহারা সর্ব্বদা মদ্যপান করিত, নানা প্রকার গালি শপথ মন্দকথা ইত্যাদিতে কারাগৃহকে নরকের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া তুলিত।

এই সকল নারীআকার পিশাচীদিগের মধ্যে এলিজাবেথ গমন পূর্ব্বক তাহাদের সকল অবস্থার সংস্কার করিতে উদ্যোগী হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথমে কারা মধ্যে গমন করেন কারারক্ষকী তাঁহার ঘড়ি ইত্যাদি রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কারণ তাহা কারাবাসিগণ দ্বারা বলপূর্ব্বক গৃহীত হইবারই সম্ভব ছিল। একজন ভদ্র পবিত্র চরিত্রা নারীর পক্ষে ঐ সকল দুষ্ক্রিয়াসক্তা নারী মণ্ডলীর মধ্যে গমন করা কি ঘৃণিত ও দুঃসাধ্য ব্যাপার! তাহারা নানা দুর্ব্বাক্য গালি ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কর্ণ কলুষিত করিতে লাগিল। তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন যে দুইজন স্ত্রীলোক একটি শিশুর শরীরকে নিষ্ঠুর ভাবে বস্ত্রশূন্য করিয়া অন্য শিশুকে সেই বস্ত্র পরিধান করাইতেছে। এলিজাবেথ কোন আত্মীয়ের নিকট কারা দৃশ্যের বর্ণনা এরূপে

করিয়াছিলেন " আমি সে দৃশ্যের যত কেন বর্ণনা করিনা কিছুতেই তাহা উপযুক্তরূপে চিত্রিত করিতে পারিব না। গৃহের সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা, দুর্গন্ধ, বন্দী স্ত্রীলোকগণের ভয়ানক আকৃতি ও ব্যবহার এবং চারিদিকের মন্দ ভাব অবর্ণনীয় ", কয়েক বৎসর মধ্যে প্রধানতঃ এই মহিলার উদ্যোগ এবং পরিশ্রমে কারাগারের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। বন্দিগণের পাপের কঠোরতা যথার্থ দয়া ও সুশিক্ষার প্রভাবে দিন দিন ক্ষয় হইতে লাগিল। তৎপরে আরও অনেক নারী এলিজাবেথের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। রাজকর্ম্মচারীরা প্রথমে কারাবাসিগণের সংস্কার অসম্ভব জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন সুফল দর্শনে তাঁহার সাহায্য প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। যে জিহ্বায় কুকথা, শপথ, ঈশ্বরনিন্দা ভিন্ন আর কিছু উচ্চারিত হইত না তাহা দ্বারা এখন ঈশ্বর সঙ্গীত প্রার্থনা উচ্চারিত হইতে লাগিল। যে হস্ত কেবল চৌর্য্যবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকিত তাহা এখন সৎপরিশ্রমে নিযুক্ত হইল। মলিন অপরিষ্কার কারাগৃহ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং তথাকার অধিবাসিগণ অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও শান্ত ও সুনিয়মের অধীন হইয়া চলিতে লাগিল। অনেকের জীবন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। এই সুশীলা নারী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মহৎ ব্রত সাধন করিয়াছিলেন। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনেকেই তাঁহার সুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া কারা সংশোধন করিতে এখন যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় থাকিবে। আমাদের দেশে কবে এমন একজন নারী জন্ম গ্রহণ করিবেন।

সদসৎ কার্য্য।

সুচিন্তা সৎকার্য্যের জননী, কুচিন্তা অসৎকার্য্যের প্রসূতি। লোকের ক্রিয়া দেখিয়া জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণতঃ মনের চিন্তা ও ভাব কেমন কার্য্য দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যিনি পরসেবা ব্রতে ব্রতী, দুঃখী দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন, তজ্জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় ও প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার করেন, তিনি যে দয়ার্দ্র লোক, পরের দুঃখ ভাবেন ইহা কে অস্বীকার করিবে? এবং যে ব্যক্তি পরস্বাপহরণ করিয়া স্বার্থসাধন করে সে নিষ্ঠুর নির্দ্দয়, সে কেবল স্বার্থচিন্তা করে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। মানসিক চিন্তা ও অবস্থা মানুষের দৃষ্টির ভিতর দিয়া কথার ভিতর দিয়া স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়া পড়ে। যাহার চিন্তা কুটিল হয়, তাহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া কথার ভিতর দিয়া কুটিলতা বাহির হইয়া পড়ে। যাহার চিন্তা সরল তা-

হার দৃষ্টি সরল তাহার বাক্যও সরল হইয়া থাকে। একজন সচ্চিন্তাশীল ধার্ম্মিক লোক চুরি প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না, তিনি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা-পূর্ব্বক কোন অসৎকার্য্যে রত হন না। কুচিন্তাশীল লোকই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনে সাধুভাবের অভাবেও অনেক লোকে সৎকার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সেই সৎকার্য্যের মূল্য কিছুই নাই। কোন ধনবান্ বিশেষ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভের প্রত্যাশায় দরিদ্রকে দশ সহস্র টাকা দান করিলেন, দেশময় তাঁহার সুখ্যাতি হইল, গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি মহারাজ উপাধি লাভ করিলেন, সংসারের চক্ষে সেই কাযটীর অত্যন্ত গুরুত্ব হইল কিন্তু ঈশ্বর তাহা সৎকার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। ঈশ্বরের নিকটে উহা সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত হইল। অন্য এক জন নিষ্কাম হইয়া শুদ্ধ ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার প্রেমের অনুরোধে দরিদ্রকে একটী পয়সা দান করিলেন, লোকে তাহা জানিতেও পারিল না, কেহ প্রশংসা করিল না। কিন্তু উক্ত দশ সহস্র টাকা দান অপেক্ষা তাঁহার সেই কার্য্যের গুরুত্ব অধিক হইল। ঈশ্বরের নিকটে তাহা অত্যন্ত আদৃত হইল। স্বার্থানুরোধে এক জন দশ লক্ষ টাকা দান করিলেন, অপর এক জন নিঃস্বার্থভাবে দশটী পয়সা দান করিতে চাহিলেন. বিশেষ কারণবশতঃ দিতে পারিলে না। সেই দশটী পয়সা দান করিবার ইচ্ছা উক্ত দশ লক্ষ টাকা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিরীশ্বর অসাত্বিক কোটি মুদ্রা দান, ঈশ্বরানুরোধে একটী কপর্দ্দক দানের সঙ্কল্পের নিকটে দাঁড়াইতে পারে না।

এইরূপ সকল প্রকার বড় বড় দেশ হিতকর পরোপকার কার্য্যে যদি ঈশ্বর বিদ্যমান না থাকেন তাহা প্রকৃত সৎকার্য্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। তদ্রূপ উচ্চ কার্য্য করিয়া কর্ত্তা সদ্গতি লাভ করিতে পারেন না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হন। কেননা তাঁহার কার্য্যের লক্ষ্য সংসার। সেই কার্য্যে সাংসারিক ভাবে দশ জনের উপকার হয়, তিনি দশ জন সংসারীর প্রশংসা লাভ করেন, সংবাদ পত্রে খুব সুখ্যাতি হয় মাত্র। বর্ত্তমান সভ্যতার বাহ্য আড়ম্বরের সময়ে প্রায় সৎকার্য্যই ঈদৃশ সাংসারিক। অনেক কার্য্যের বাহ্যিক চাকচিক্য বাহ্যদর্শী লোককে মোহিত করে, কিন্তু তত্ত্বদর্শী তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যথিত হন। সেই সৎকার্য্যের আদি অন্ত মধ্যে কোথাও ঈশ্বর নাই, তাহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় উচ্চ নহে, সুতরাং সেই মহা আড়ম্বর পূর্ণ নিরীশ্বর কার্য্যের কর্ত্তার জন্য তত্ত্বজ্ঞানী শোক করেন। অনেকে মনের বিশেষ বিশেষ ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য শুদ্ধ সেই সেই ভাবের প্রবর্ত্তনায় সদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দুঃখী দেখিয়া একজনের দয়ার উদ্রেক

হইল, দয়ার উত্তেজনায় তিনি সেই কাঙ্গালকে কিছু দান করিলেন। দয়া বৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়া সুখানুভব করাই তাঁহার এই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা স্পস্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। যদিচ প্রশংসা খ্যাতির উদ্দেশ্যে যে দান তাহা অপেক্ষা এ দান শ্রেষ্ঠ তথাপি ইহাকে প্রকৃত সাত্ত্বিক দান বলা যাইতে পারে না। এই সৎকার্য্য ও নাস্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত, কেননা ইহারও লক্ষ্য ঈশ্বর নহে। এই ভাবে সৎকার্য্য করিয়া কর্ত্তার স্বর্গ লাভ ঈশ্বর লাভ হয় না। মানসিক ভাব বিশেষের উন্নতি ও চরিতার্থতা সাধন কিয়ৎপরিমাণে হইতে পারে।

চন্দ্র সূর্য্য নদ নদী বৃক্ষ লতাদি অচেতন পদার্থ পশুপক্ষ্যাদি অনেক চেতন পদার্থ অবিশ্রান্ত পরসেবা করিতেছে, সৎকার্য্য হইতে তাহারা মুহূর্ত্ত ও বিরত নহে। তজ্জন্য যে তাহারা অত্যন্ত পুণ্যবান্ হইয়া স্বর্গ ভোগ করিতেছে এরূপ নহে। কেননা ঈশ্বর যন্ত্রী হইয়া তাহাদিগের দ্বারা কায করিতেছেন, তাহারা যন্ত্রের ন্যায় অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। জ্ঞাতসারে ইচ্ছা পূর্ব্বক ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুযায়ী যে কার্য্য করা তাহাতেই মনুষ্যের মোক্ষ সাধন হইয়া থাকে। এরূপ সহস্র সহস্র কার্য্য হইতে পারে যে সংসারে সৎকার্য্য বলিয়া পরিচিত ও গৌরবান্বিত কিন্তু তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। এক স্থানে দশ লক্ষ টাকা দানে চিকিৎসালয় স্থাপন বিষয়ে ও ঈশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায় না হইতে পারে।

পাঠিকা! তুমি নিজের গৌরব ও যশঃ খ্যাতির জন্য কোন কার্য্য করিবে না। যাহা করিবে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বর প্রেমের অনুরোধ করিবে। ঈশ্বরের স্পষ্ট আদেশ ও অভিপ্রায় বুঝিয়া দাসীর ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। তোমার মনে বিবেকের ভিতর দিয়া ঈশ্বর সর্ব্বদা কথা বলেন, তুমি নিজের স্বার্থ ও রুচি পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে সরল অন্তঃকরণে কর্ণপাত করিলে তাঁহার সুমধুর অশব্দ বাণী শুনিতে পাইবে, তিনি তোমাকে কি আদেশ বা নিষেধ করিতেছেন স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। তাঁহার আদেশ ব্যতীত নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে গৃহ কর্ম্ম স্বামিসেবা সন্তান পালনাদিও করিবে না। তাহা করিলে তাঁহার কার্য্য হইল না। তাঁহার আদেশানুসারে ভক্তির সহিত গৃহে ঝাঁট দিলে ও স্বর্গলাভ হয়। সাংসারিক ফলাফল গনণা করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। নিষ্কাম নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করিয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিবে। এইরূপ সৎকার্য্যেই জীবনের উন্নতি ও সদ্গতি হয়। যাহাদের পশুবৎ চরিত্র, তাহারা কাম ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া নীচ স্বার্থের অনুরোধে কুকার্য্য সকল করে এবং নরক

গামী হইয়া থাকে নীচ বিষয়ী ও সংসারীরা কেবল শারীরিক সুখ ও সাংসারিক উন্নতির জন্য কায করিয়া থাকে, পাঠিকা! তুমি সেরূপ করিও না।

বোবার শত্রু নাই।

এখনকার কৃতবিদ্যগণ বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করেন। যিনি যতক্ষণ বলিতে পারেন, বকিতে পারেন, চীৎকার করিতে পারেন, তিনি ততোধিক সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারেন। কেবল বক্তৃতার জোরে আজ কাল অনেকে বড় লোক হইতেছে। আমাদের বঙ্গীয় নারীকুল মধ্যে এই সদ্গুণ আপাততঃ বিশেষ সুলভ। তাঁহাদের ভিতর অনেকে শিক্ষা না করিয়াও দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, কেহ কেহ সমস্ত দিন বক্তৃতা করিতে পারেন। সে বক্তৃতা একবার আরম্ভ হইলে সমাপ্ত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা সকল সময় অধিক হয় না বটে, শ্রোতার মধ্যে হতভাগিনী ঝী, দুই একজন প্রতিবাসিনী, এবং সহধর্ম্মিনীর সকল সদ্গুণের ফল ভোগী গোঁপধারী মূঢ়মতি স্বামী। কিন্তু এই শিক্ষাতীত, মেঘনাদী, সুদীর্ঘ বক্তৃতা যে নিষ্ফল হয় না তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; ইহা সচরাচর বিবিধ প্রকার কার্য্যে পরিণত হইয়া থাকে। কোন কোন বীরনারী স্বকীয় পাকাধারকে চূর্ণ করেন, যেরূপ কৃতবিদ্য যুবকগণ জগতের কুসংস্কার চূর্ণ করেন; কেহ কেহ ভাবের আবেশে বৈষ্ণব ভক্তদিগের ন্যায় নৃত্য করেন; কেহ বা আলুলায়িত কেশে গৃহ মার্জ্জনী কর কমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মানা হয়েন ঠিক যেন সরস্বতি বীণা হস্তে ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন; কেহ কেহ নখর ও দশনের সমুচিত ব্যবহার করিয়া শ্রোতৃবর্গের দেহ পটে আপনাদের হস্তাক্ষর চিরস্মরণীয় করেন। এই স্বাভাবিক বাগ্মিতা ও কার্য্যদক্ষতা বলে যে সমস্ত সদ্ভাব সংসৃষ্ট হয়, তাহা চিরকালের জন্য স্থায়ী হইয়া থাকে। রহস্য করিয়া যদি পরিষ্কার ভাষাতে সত্য লিখিতে হয় তাহা হইলে কি বলা উচিত? ভ্রাতা ভ্রাতার সম্বন্ধে, বন্ধু বন্ধুর সম্বন্ধে চিরশত্রুতার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকেন, কিসের জন্য? কেবল স্ত্রীলোকদিগের কুটিল কথার জন্য। পরিবারে অশান্তি; পল্লীতে অপ্রণয়; গ্রামে দলাদলী কাহার দোষের জন্যে? বহু পরিমাণে স্ত্রীলোকদিগের অশাসিত জিহ্বার দোষে! অনেক ভদ্রলোকের পক্ষে এই সকল পরীক্ষা নিবন্ধন গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠে। পাঠিকাদিগের নিকট আমাদের একটী নিবেদন এই যে তাঁহারা নিঃশব্দ হইতে শিক্ষা করুন। যেমন সুবক্তা হইতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি সুশীলা হইতে গেলে নীরবধর্ম্ম

শিক্ষা ও সাধন করিতে হয়। পূর্ব্বকালে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া লোকে মুনী হইত। মৌনব্রত সহজ ব্রত নয়, নীরব ধর্ম্মে মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ। "বোবার শত্রু নাই।" যে শত্রু বাক্যের প্রত্যুত্তর না দেয়, তাহার প্রতি শত্রুতাচরণ বিড়ম্বনা মাত্র। বিরোধী বিরোধ করিয়া যদি জবাব না পায় তাহা হইলে যেমন শাস্তিভোগ করে, সহস্র কশাঘাতেও তত কষ্ট পায় না। অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত না হইলে কেহ ক্লেশ অত্যাচারের ভিতর নীরব থাকিতে পারে না। আর উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে, ও উপযুক্ত পাত্রের নিকট নীরব হইতে না শিখিলে কেহ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সকলেই তো চীৎকার করিতেছে, দুই এক জন লোক মৌন হউক না কেন, তাহাতে কাহারো ক্ষতি হইবে না।

অনেকে মনে করেন বিবাদের সময় কি অপমানের সময় নীরব হইলে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। একথা সত্য নহে। যে নীরব, মৌন এবং ধীর ঈশ্বর তাহার পক্ষপাতী, সে নিজে চেষ্টা না করিলেও অনেক লোক তার পক্ষ সমর্থন করে। আর যে আপনার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই বিবাদ কলহ করিয়া থাকে তাহার পক্ষ হইয়া অন্য কেহ কিছু বলিতে স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক হয়। পৃথিবী মধ্যে যাঁহারা মহাত্মা বলিয়া পরিগণিত তাঁহারা সকলেই অল্প কথা কহিতেন, যার বিপদ ও পরীক্ষার সময়ও নীরব থাকিতেন। ঈশাকে ধৃত করিয়া যখন বিচারালয়ে আনিল, এবং তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অমূলক দোষারোপ করিতে লাগিল, তখন বিচারপতি তাঁহাকে যে যে কুটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাহার কিছুই উত্তর দিলেন না। হয়তো যদি তিনি অন্য লোকের ন্যায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইত। কিন্তু তদ্রূপ ব্যবহারকে তিনি তাঁহার অযোগ্য কার্য্য জানিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জগতের কত কল্যাণ সাধন হইল তাহার কি অবধি আছে? কুতার্কিক দিগের নিকট শাক্যমুনি অনেক সময় নীরব থাকিতেন, সত্য জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট কেহ প্রশ্ন না করিলে তিনি তাহার উত্তর দিতেন না। আমাদিগের দেশে এখনও অনেক লোক আছেন যাঁহারা মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকেন। পাঠিকাদের মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ এই ব্রতের অনুসরণ করেন না কেন? এক দিনের জন্য না হয় সকল উত্তেজনা বহন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে প্রতিজ্ঞা করুন। ইহাতেও অনেক উপকার আছে। পরীক্ষা দ্বারা বুঝিবেন।

দেশভ্রমণ।

[রাইণ নদী।]

হিন্দুস্থানে গঙ্গা যমুনা যাহা, মিসর দেশে নাইল নদ যাহা, ইহুদীদের দেশে জর্ডন যাহা, জর্ম্মাণীতে রাইণ নদী তাহা, রাইণ ফ্রান্স ও জর্ম্মাণি দেশ দ্বয়ের ঠিক মধ্যবর্ত্তী। রাইন নদী ভ্রমণ করিলে জর্ম্মাণ জাতির চরিত্র, ইতিবৃত্ত, আচার, ব্যবহার রুচি, শক্তি, সম্পদ ও ক্ষমতা বহু পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। রাইন নদী ভ্রমণ করিলে জর্ম্মণী দেশের স্বাভাবিক শোভা ঐতিহাসিক মহত্ব, সামাজিক সভ্যতা বহু পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়; রাইণ ভ্রমণ ও জর্ম্মাণী ভ্রমণ একই। এই সকল ভাবিয়া রাইণ নদীতে ভ্রমণ করিব মনস্থ করিলাম, ১৮৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে তাহা দর্শন করিতে বাহির হই। ওলেন্দাজদিগের দেশ (হল্যাণ্ড) রেলযোগে অতিক্রম করিয়া কলোন নগর পর্য্যন্ত গমন করিলাম এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিলাম। অনেকেই অবগত আছেন কলোন নগর রাইণ নদীপার্শ্ববর্ত্তী, জর্ম্মণি দেশের অন্তঃপাতী। কলোন নগর সম্পর্কে আগে দুই একটী কথা বলিবার আছে। ইহা জর্ম্মাণী দেশের একটি সর্ব্বপ্রধান নগর। ইহা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সাত মাইল দীর্ঘ প্রাচীরে বেষ্টিত এবং সাত হাজার সৈনিক দ্বারা রক্ষিত। এই নগরে ধর্ম্মমন্দির, আট হাজার পাঁচ শত গৃহ দুই শত সত্তরটি রাজপথ, তেত্রিশটি প্রকাশ্য উদ্যান ও উনিশটি নগবদ্বার আছে। কলোন নগরে জগদ্বিখ্যাত "ডম" অর্থাৎ দেবমন্দির তথাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দর্শনীয় ব্যাপার। ইহা আকৃতিতে ক্রুশের সদৃশ এবং পাঁচ শত এগার ফিট দীর্ঘ ও দুই শত একত্রিশ ফিট বিস্তৃত। ইহার ভিত্তি ভূমিগর্ভে ৭৯ হস্ত নিহিত। শত স্তম্ভ দ্বারা ইহার ছাদ রক্ষিত, তন্মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভের পরিধি ২৫ হস্ত পরিমিত। ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে এই প্রকাণ্ড গৃহ রচনার আরম্ভ হয়। আজ পর্য্যন্ত ইহা সমাপ্ত হয় নাই! ছয় শত বিংশতি বৎসরের অধিক হইল ইহা ক্রমাগত নির্ম্মিত হইতেছে। দেশীয় উন্নতি এবং সম্পদের সহিত এই মন্দির নির্ম্মাণের উন্নতিও হইয়া থাকে এবং দেশীয় বিপদ এবং দুর্দ্দিনের সহিত ইহার রচনা কার্য্য রহিত থাকে। আশি বৎসরের অধিক হইল যখন ফরাসিরা কলোন নগর অধিকার করে তখন তাহারা এই অপূর্ব্ব প্রাসাদকে অশ্বশালাতে পরিণত করে এবং ইহা হইতে নানাবিধ সামগ্রী অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। জর্ম্মণি রাজ্যের সম্পদ ও স্বাধীনতা পুনর্লব্ধ হইলে সম্রাট উইলিয়ম মহা উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ইহা পুনরায় নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য দর্শনীয় পদার্থ মধ্যে সেই বিস্তীর্ণ দেবালয়ে একটি স্থানে তিনটি

ভীষণাকৃতি নরকপাল সংস্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মস্তকে বহুমূল্য মুকুট, এবং উৎকৃষ্ট চুনি প্রস্তর খচিত তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত। কথিত আছে যে ন্যাজেরথ গ্রামে ঈশার জন্ম হইলে যে তিন জন মহা বিজ্ঞ পণ্ডিত সেই অদ্ভুত শিশুকে পূজা করিতে গমন করেন এই তিনটি নরকপাল তাঁহাদের তিন জনের। রোমীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট কনষ্টেণ্টাইনের মাতা যিনি পুত্রের সহিত সর্ব্বপ্রথমে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন তিনি ঈশার জন্মস্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া এই নরকপাল সংগ্রহ করিয়া আনেন। কলোনের এই প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দিরে আরও দ্রষ্টব্য অনেক পদার্থ আছে। সেখানে এমন কতকগুলি চমৎকার চিত্র সংগৃহিত আছে, যাহার সাদৃশ্য অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল চিত্র অমূল্য, লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিলেও তাহা কেহ বিক্রয় করে না। কিন্তু অধিক বর্ণনা করিবার স্থান নাই। পাঠিকাদের মধ্যে অডিকলম নামে সুগন্ধ দ্রব্য অপরিচিত নহে। অডিকলম শব্দের অর্থ কলোন নগরের জল, অর্থাৎ ইহা উক্ত নগরে প্রস্তুত হয় কিন্তু কলোনের ন্যায় দুর্গন্ধ নগর আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। সমস্ত রাজপথ অপরিষ্কার, গলিত পঙ্কে আবৃত। অডিকলম রচয়িত্রী মেরীডি ফরিণার গৃহ অন্বেষণ করিতে করিতে এ প্রকার জড়িত অন্ধকারময় পথে আমরা গিয়া পড়িলাম যে পথ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িল। বাস্তবিক কলোনের পথ ঘাটের কিছু স্থিরতা নাই। কথিত হইয়াছে কলোন নগর রাইণ নদীতটে অবস্থিত, অতএব সেই নদী বর্ণনে নিযুক্ত হওয়া যাউক। ইহা দীর্ঘে আট শত সত্তর মাইল এবং স্থানে স্থানে সহস্র হস্ত অপেক্ষা প্রশস্ত হইবে। যাঁহারা নয়নিতাল পর্ব্বত দর্শন করিয়াছেন এবং সেখানকার ভীষি সরোবরের শোভা দেখিয়াছেন তাঁহারা রাইণ নদীর আকার ও লক্ষণ কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। নদীর দুই কূলে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী জলকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। সেই সকল পর্ব্বত দ্রাক্ষালতায় আবৃত, প্রায় কোন স্থানে অনাবৃত প্রস্তর নয়নগোচর হয় না। দ্রাক্ষা পর্ব্বতশিখরে, দ্রাক্ষা পর্ব্বত স্কন্ধে; দ্রাক্ষা পর্ব্বত প্রান্তে, জল পর্য্যন্ত দ্রাক্ষা লতা জমিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র দ্বীপপুঞ্জ। গভীর নীলাভ জলরাশি অল্প তরঙ্গান্বিত হইয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে লৌহ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিচিত্র সেতু। নানাজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাইণ কূলে জর্ম্মণির অনেক প্রসিদ্ধ নগর আপনাদের প্রাসাদ দুর্গ এবং মন্দিরের চূড়া আকাশপথে সমুত্থাপিত করিয়া শোভা পাইতেছে। দুই কূল দিয়া প্রশস্ত রেল-

ওয়ে জর্ম্মণির এক সীমা হইতে অপর সীমায় চলিয়া গিয়াছে। নদীর উপরিস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের উপরে চমৎকার উদ্যান এবং সুন্দর শ্বেতবর্ণ কুটীর। লর্ড লিটন রাইণ নদী বর্ণনা কালে বলিয়াছেন, "রাইণ না দেখিলে জর্ম্মন জাতির চরিত্র ও সাহিত্য বুঝিতে পারা যায় না। জর্ম্মণের ঐশ্বর্য্য, জর্ম্মণির ফলশালিতা, উজ্জ্বলতা, বচনাতীত বিস্ময়কর অস্পষ্ট সাহিত্য রাইণ নদী দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই নদীর বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক দৃশ্য জর্ম্মণ জাতির মানসিক প্রকৃতিকে কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ করে।" হিউগো নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক বলেন যে ইয়োরোপ খণ্ডে সকল নদীর শোভা একত্রিত হইয়া রাইণ স্রোতে মিলিত হইয়াছে। ফ্রান্স এবং জর্ম্মণি মধ্যস্থিত রাইণকূলে উপবিষ্ট হইয়া ফরাসী আনন্দ রসে উন্মত্ত হয়। এবং জর্ম্মণ স্বাধীনতা ও মহত্বের স্বপ্নে অভিভূত হয়। রাইণের দুই কূলে যে পর্ব্বতের কথা উক্ত হইয়াছে তদুপরি মহাপ্রাচীন নানা জাতীর দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে কোন কোনটি পুনঃসংস্কৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। নয় শত বৎসর পর্য্যন্ত এই সকল দুর্গ এবং প্রাচীন গৃহ সম্বন্ধে নানা বিধ বিস্ময়কর ভয়ঙ্কর জনশ্রুতি এবং উপকথা প্রসিদ্ধ আছে। দেশাধিপতিগণ, ধর্ম্মাধিপতিগণ, কুমারীগণ, মায়াবিনী কুহকিনীগণ নানা সময়ে নানা অবস্থাতে ঐ সমস্ত স্থানে বাস করিত। বাস্তবিক রাইণ মধ্যে এমন একটি দ্বীপ নাই, শিলা নাই, গিরিশৃঙ্গ নাই, জলের আবর্ত্ত নাই, পর্ব্বতের গুহা নাই, প্রাচীন দুর্গ নাই, যাহার সম্বন্ধে কোন বিচিত্র গল্প শ্রুতি গোচর না হয়। এক স্থানে বিচিত্র প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। একটি কোন শব্দ হইলে তাহার উচ্চ প্রতিশব্দ পর্ব্বত গুহা হইতে গুহা মধ্যে ও শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গ মধ্যে এতবার শ্রুত হয় যে তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। জলের আবর্ত্ত মধ্যে মায়াবিনীগণ বাস করে, যাহাদের কুহকে নাবিক ও ধীবরের অকালে প্রাণ যায়। পূর্ব্বে যে সকল উপকথার বিষয় উল্লেখ হইল তাহা এক্ষণে বিস্তৃত রূপে লিখিবার স্থান নাই, সময়ান্তরে প্রকাশ করা যাইবে। এক্ষণে এই মাত্র বলা যায় যে রাইণ নদীর ন্যায় আশ্চর্য্য ও শোভাময় নদী ইয়োরোপখণ্ডে আর নাই।

স্বভাবের মিষ্টতা।

যাহার ব্যবহার এবং স্বভাব মিষ্ট তাহার সঙ্গ সকলের নিকট প্রার্থনীয় হয়। বিশেষতঃ স্ত্রীপ্রকৃতি মিষ্ট হওয়া একান্ত আবশ্যক। তবে সকল অবস্থায় সকল সময়ে বাক্যে এবং ব্যবহারে মিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলা অত্যন্ত কঠিন বলিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের যেরূপে দিবা রাত্রি সংসার মধ্যে লিপ্ত ও নিযুক্ত

থাকিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে কটুতা শূন্য হওয়া অনেক আয়াস সাধ্য। দাসদাসী সন্তান সকলের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে অথচ সকল প্রকারে শান্তি রক্ষা হইবে ইহা বড় সহজ নহে। কিন্তু বিরক্ত হইলেও বাহিরে সুমিষ্ট ভাবে চলিতে হইবে। যখন নারী গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান কারণ, তখন নারীর প্রকৃতি কটু এবং তিক্ত হইলে সংসার অশান্তির আলয় হইয়া উঠে। ইহার দৃষ্টান্তও বড় বিরল নহে। স্ত্রীলোকের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত যে সকলের সহিত ব্যবহার কোমল এবং প্রফুল্ল ও শান্ত হয়। নারীর বাক্যের এবং স্বভাবের কটুতায় অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি কোন কোন নারী অন্য কর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন, "কথা বলে নায় ঠিক যেন ঝাঁটা মারিতে আসে" বা " কথা যেন গায়ে বিষ ঢালিয়া দেয়" যে মুখ অমৃত বর্ষণের নিমিত্ত সৃজিত হইয়াছে তাহা দ্বারা তাঁহারা শতমুখীর ন্যায় ব্যবহার করেন এবং লোকের নিকট হইতে কেমন সুনাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সন্তান সন্ততি স্বামী আত্মীয় পরিজন দাস দাসী সকলেই এমন নারীর নিকট তটস্থ এবং ভীত। ছেলেরা তাঁহার চক্ষের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে, স্বামী কার্য্যালয় হইতে গৃহে আসিয়া গৃহিণীর কটু বাক্যের জ্বালায় গৃহত্যাগ করিয়া বন্ধু গৃহে পলায়ন করিতে ব্যগ্র হন এবং দাস দাসী সুস্থির হইয়া এক মাস ও তাঁহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে অনেক লোক কেবল গৃহের অশান্তির কারণ স্বরূপ গৃহিণীর বাক্যবাণ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত সুরালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং পাঁচ জন সঙ্গীর সহিত সুরাপানে মত্ত থাকিয়া এই আমোদে গৃহধর্ম্মের পবিত্র আমোদের অভাব বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করে। অনেক লোক কেবল গৃহের অশান্তি এবং স্ত্রীর কটু ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মাতাল এবং কুচরিত্র হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। এ দেশেও তাহার অভাব নাই। হয়ত সমস্ত দিবস একজন লোক পরিশ্রম করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন স্বভাবতঃই তাহার মন ও শরীর আরাম এবং শান্তি অন্বেষণ করে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখিল স্ত্রীমূর্ত্তিমতী বিশৃঙ্খলা স্বরূপ হইয়া সন্তান সন্ততি এবং গৃহস্থিত সকলকে জ্বালাতন করিতেছেন এবং শ্রান্ত স্বামীকেও অব্যাহতি দিতেছেন না। তখন সে ত্যক্ত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করে এবং অন্য অনিষ্টকর আমোদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা লক্ষ্মী শ্রীর কথা শুনিয়াছি সেই লক্ষ্মীশ্রী যে নারীর আছে তাঁহার সংসারও যেমন সুনিয়মে চলিত হয় তাঁহার ব্যবহার এবং স্বভাবও তেমনি মিষ্ট। সকলে ইচ্ছা-

পূর্ব্বক এমন নারীর সহবাস করে। প্রতিবাসিনীরা দুই দণ্ড তাঁহার সহিত কথা কহিয়া সুখ পায় সন্তানেরা আপনা আপনি তাঁহার বশীভূত ও বাধ্য হয় এবং স্বামীর নিকট গৃহ একটি পবিত্র আকর্ষণের সামগ্রী হয়। স্ত্রীলোকের কেবল সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলে হইবে না, তাহার সহিত বাক্যে ব্যবহারে এবং স্বভাবে সর্ব্বদা কোমলতা এবং মধুরতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

নানা অশান্তির কারণ নারীর হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে বিরক্ত করিতেছে। তথাপি আত্মীয় বন্ধু সন্তান ইত্যাদির সহিত ব্যবহারে কটুতা প্রকাশ পাইবে না। তিনি সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধ এবং অনুত্তেজিত কেবল অন্যায় আচরণে উত্তেজিত হইয়া থাকেন এবং ক্রোধ প্রকাশ করেন। এইরূপ নারীর সংসারই সুখের সংসার এবং তিনিই যথার্থ নারীধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। কল্পনার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা ত সুন্দর আদর্শ চিত্রিত করিলাম. ইহার অনুরূপ চরিত্র গৃহে গৃহে দর্শনের অভিলাষ এবং আশা রহিল।

আর্য্য নারী সমাজের কার্য্য বিবরণ।

গত ২রা এবং ১৭ই জুলাই ক্রমান্বয়ে আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়। আচার্য্য মহাশয়ের অনুপস্থিতি ও অন্যান্য কারণে সভার কার্য্য কিছু দিন স্থগিত থাকিয়া পুনরায় উক্ত দিবসদ্বয়ে তাহার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম দিবসে সভ্যগণ সমবেত হইলে নিয়মিত প্রার্থনাদির পর আচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রদত্ত হইতেছে; "ঈশ্বরের কোটি স্বরূপ মধ্যে লক্ষ্মীস্বরূপ একটি। তিনি লক্ষ্মীরূপে আমাদের সকলের সংসার মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। আমাদের গৃহের সমুদয় ধন রত্ন সামগ্রী তাঁহার প্রদত্ত। সংসারের সমুদায় কার্য্য সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার সহিত করা উচিত। নতুবা সেই লক্ষ্মীর অবমাননা করা হয়। সামান্য দ্রব্যকেও অবহেলা বা অপচয় করা হইবে না। গৃহকর্ম্মে অলস হইয়া সাংসারে অনিয়ম আনয়ন করিলে পাপ হয় ইহা মনে করিতে হইবে। প্রত্যেক সামান্য দ্রব্যও যখন লক্ষ্মীর প্রদত্ত তখন কোন দ্রব্য অপচয় করিতে আমাদের অধিকার নাই। গৃহের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম সাবধান হইয়া যত্নের সহিত করিবে। মনে করিবে সমুদয় কার্য্য লক্ষ্মীর আদেশে লক্ষ্মীর নিমিত্ত করিতেছ। অর্থব্যয় সম্বন্ধে বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে আহার সম্বন্ধে ঠিক যাহা সেই লক্ষ্মীর অভিমত হইবে তাহাই করিবে। দুই পয়সার স্থানে তিন পয়সা ব্যয় বা তিন পয়সার স্থানে দুই পয়সা ব্যয় এরূপ সামান্য

অপরাধও লক্ষ্মীর নিকট অগ্রাহ্য হইবে না। অসাবধানতা বা আগোচাল হওয়াকে পাপ মনে করিবে। সাংসারিক সমুদয় কর্ম্ম লক্ষ্মীর আদেশে সম্পন্ন করিয়া গৃহ পরিবারে লক্ষ্মী শ্রী যাহাতে আনয়ন করিতে পার তাহারই চেষ্টা করিবে।"

দ্বিতীয় দিবসের আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষেপ এই:—

"আমরা অনেক সময় স্ত্রীলোকের গুণালোচনা করিয়া থাকি। এবার তাঁহাদিগের স্বাভাবিক বিশেষ বিশেষ দোষগুলি আলোচনা করা যাউক। আর্য্যানারী সমাজের সভাগণ যাহাতে আপনাদিগকে সেই সকল দোষমুক্ত করিতে পারেন যেন তাহার চেষ্টা করেন। স্ত্রীলোকের একটি দোষ যে তাঁহারা স্বজাতির অর্থাৎ অন্য স্ত্রীলোকের গুণ লক্ষ্য করিতে পারেন না। সহজেই একজন নারী অন্য নারীর দোষ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন কিন্তু গুণ শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহাদের দ্বিতীয় দোষ পরশ্রী কাতরতা। তবে ইহাতে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই তুল্য অপরাধী অনেক পুরুষেরও এ দোষ বিলক্ষণ আছে। আর একটি দোষ অপমান বহনে অসমর্থ হওয়া অর্থাৎ অভিমান। এই অভিমান যদিও প্রথম অবস্থায় বিশেষ অনিষ্ট কর হয় না কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে ক্রোধে পরিণত হয় ও প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রবল করিয়া দেয়, তাহাতে পরিণামে বিষম অনিষ্ট উৎপাদন করে। স্ত্রীজাতির আর একটি বিশেষ দোষ "স্বার্থপরতা" এই বৃত্তি স্ত্রীলোকের মনে সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল। ইহার আর একটি নাম মায়া। কারণ মায়ার প্রভাবেই স্বভাবতঃ আপনার সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহার উপর মনের অধিক টান হয় তজ্জন্য স্বার্থপরতারও বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অনেক কম স্বার্থপর। কারণ মায়াবৃত্তি পুরুষের মনে কম। নারীগণের আর একটি দোষ এই যে তাহারা খোসামোদ বুঝিতে পারে না। শীঘ্রই খোসামোদ শুনিয়া ভুলিয়া যায়। তোষামোদের অর্থ কেবল গুণ বর্ণনা বা প্রশংসা করা নহে, যথার্থ চতুর তোষামোদকারীরা কখনই সম্মুখে সুখ্যাতি করিবে না কিন্তু এমনি কৌশল করিয়া নানা উপায়ে তোষামোদকে রূপান্তর করিয়া প্রকাশ করিবে এবং তাহাকে প্রকৃত ভাবের তুল্য করিয়া দিবে যে কখনই স্ত্রীলোকে তাহা বুঝিতে পারিবে না এবং সহজেই তাহার মন তোষামোদকারীর প্রতি অতি অনুকূল হইয়া যইবে। অন্য সকলেই সেই তোষামোদ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু কেবল যাহাকে খোসামোদ করা যায় সে বুঝিতে পারিবে না। এই তোষামোদ বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া অনেক স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ

হইয়া যায়। বিশেষরূপে এই বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।

স্ত্রীপ্রকৃতির আর একটি দোষ এই যে তাঁহারা অনেক সময় নীতি সম্বন্ধে যাহা ভাল লাগে তাহাই করেন এবং যাহা ভাল লাগে না তাহা করেন না। অনেক সময় এমন হইতে পারে যে যাহা ভাল লাগে না তাহা হয়ত ভাল অর্থাৎ করা উচিত এবং যাহা ভাল লাগে তাহা হয় ত করা উচিত নয়। লোকের প্রকৃতিই এই যে কোন সময় ভাল কাজও ভাল লাগে আবার কোন কোন সময় যাহা ভাল নয় তাহাও ভাল লাগে এ সময়ে মনের ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিলে বিষম অনিষ্ট হয়। কিন্তু এমন স্ত্রীলোক অল্প দেখা যায় যাহার মনে এত দূর বল আছে যাহাতে সে ভাল লাগিলেও সে কার্য্য করিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারে, এবং যাহা ভাল লাগে না তাহাও উচিত হইলে সকল সময় করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মন্দ পুস্তক পাঠের কথা উল্লেখ করিব। নাটক নভেল ইত্যাদি পাঠে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ ব্যগ্র হয়। কিন্তু মন্দ নভেল দ্বারা ঠিক মন্দ সঙ্গের তুল্য অনিষ্ট হয়। নভেলের বিশেষত্ব এই যে তাহার ভিতর মন্দকে সুন্দর রূপে সাজান থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে উক্তরূপ উপন্যাস পড়া কর্ত্তব্য নয় জানিয়াও নারীগণ তাহা পাঠে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। লিখিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা যদি কুরুচির বশবর্ত্তী হন অনায়াসে পাপ মন্দকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠক পাঠিকার সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারেন। যে কার্য্য, যে ভাব, যে ব্যবহারের উপর অত্যন্ত ঘৃণা হওয়া উচিত, হয় ত লেখক এমন করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পাঠ করিলে ঘৃণার পরিবর্ত্তে দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়। এই সকল পুস্তক পাঠে অজ্ঞাতসারে মর্ম্মে মর্ম্মে বিষ প্রবেশ করে বিশেষতঃ অল্পবয়স্কা স্ত্রালোকদিগের ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে কর একখানি উপন্যাসস্থ ঘটনা তোমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। তুমি যদি জীবনের কোন সময় উক্তরূপ অবস্থায় নীত হও তোমার স্বভাবতঃই তাহার ন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইবে, ইহাতে হয় ত সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। অতএব পুস্তক পাঠ সম্বন্ধে নারীগণের অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলা কর্ত্তব্য। আর নীতি সম্বন্ধে এই নিয়মে চলিতে হইবে, যাহা ভাল লাগে না তাহা যদি কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিবে আর যাহা ভাল লাগে তাহা যদি অনুচিত হয় কখন করিবে না। ”

তৃতীয় দিবসের কার্য্য বিবরণ। এই দিবস প্রার্থনান্তে এই প্রস্তাব হয় যে স্ত্রীলোকের ব্রতাচরণ কর্ত্তব্য কি না, কর্ত্তব্য হইলে কি প্রকার নিয়ম প্রণালীতে ব্রতাচরণ করিলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে, এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ ও যুক্তি

সহকারে আর্য্যনারী সমাজের কয়েক জন সভ্য একটি প্রবন্ধ লিখিবেন, এবং প্রাচীন আর্য্যনারীদিগের জীবনের উচ্চ ভাব ও দৃষ্টান্ত এবং তাঁহাদের উপদেশ বাক্য সকল সংগ্রহ করিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিবেন। প্রত্যেক প্রবন্ধের জন্য সভার অন্যতর সভ্য কোচবিহারের মাননীয়া মহারাণী দশ টাকা করিয়া বিশ টাকা দান করিবেন। যাঁহার প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে তিনিই এই টাকা পাইবেন, এবং উক্ত প্রবন্ধ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশিত করা হইবে। উত্তম রন্ধনের জন্যও কিছু পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অধিবেশনে আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশ দান করেন তাহার সারাংশ আগামীতে প্রকাশ্য।

ব্রহ্মকুমারী।

মাতা আমাকে যে স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন তাহার বর্ণনা করি। ইহাকে উদ্যান বলিব, কি প্রাসাদ বলিব, কি দুর্গ বলিব, কি মন্দির বলিব তাহা বুঝিতে পারিনা। এই সমস্ত একত্র করিলে যাহা হয়, এই সমস্ত একত্র করিলেও যাহা হয় না, আমার বাসস্থান তাহাই। ইহার চারিদিকে উচ্চ শিখর অসংখ্য ঝাউ এবং দেবদারু, ইহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঘনলতারাশিআবৃত শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত বহুবিধ সচুড় দেবালয় সদৃশ আরাম গৃহ; পুরাতন প্রাসাদ; ইহাতে অনেক ঘর, ঘর উচ্চ ঈষৎ অন্ধকার ময়, একটীর সঙ্গে অপর গুলি প্রচ্ছন্ন পথ দ্বারা সংযুক্ত। বহুবিধ সোপান শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে, উর্দ্ধে নানা দিকে চলিয়া গিয়াছে। শত শত বাতায়ন অনুচ্চ প্রাচীরের গভীর স্থানে সংলগ্ন, লৌহ দণ্ড দ্বারা রক্ষিত; গৃহের চতুষ্কোণে চারিটী প্রকাণ্ড দীর্ঘ স্তম্ভ, তথায় অস্ত্রধারী প্রহরিগণ দিন রাত্রি পদ চারণা করে। বৃক্ষ শাখায় মধ্যদিয়া অদূরে গভীর প্রবাহী শ্বেত কান্তি নদীর সমুজ্জ্বল জল অল্প অল্প নয়ন গোচর হয়। ছাদে উঠিলে দূরস্থিত প্রান্তর ও ধান্যভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় সূর্য্যালোকান্তরে তরুচ্ছায়ায় গরুর পাল ও শ্যামল তৃণ শান্তভাবে পরস্পরের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, আরও দূরে ইষ্টক রাশিবেষ্টিত অল্প বক্র লৌহময় রেলরোড উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে, আরও দূরে নির্ম্মল নীল আকাশ রৌপ্যবর্ণ মেঘ রাশির সহিত ক্ষেত্রের সঙ্গে মিসাইয়া গিয়াছে। যাঁহাদিগের নিকটে গেলাম তাঁহাদিগের বিষয় ও দুই একটী কথা বলা উচিত। মাতা যখন আমাকে এই সুন্দর স্থানে লইয়া গেলেন তখন অধিক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। কেবল গৃহদ্বারে একটী কঠোরাকৃতি পুরুষ আসিয়া আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি মধ্যবয়স্ক, দৃঢ়কায়, পাণ্ডুবর্ণ গোঁপ,

শ্মশ্রু বিহীন, কোপন মূর্ত্তি, কিন্তু দেখিলে ভদ্র বংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। তিনি হাসিলেন বটে এবং মৃদু ভাষাতে আমাদিগকে সম্বোধন করিলেন, কিন্তু সে হাসি কেমন রসহীন, অর্থহীন, যেন দন্তাধরে কোন যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে, সে হাসি দেখিয়া আমরা আশ্বাসিত না হইয়া বরং ভীত হইলাম, এবং সে ভদ্রতাতে আমরা সাহস লাভ না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধ হইলাম। মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম এ ব্যক্তি কে? শীঘ্র শুনিতে পাইলাম ইনি উক্ত গৃহের নিয়মরক্ষক। নিয়মরক্ষক মহাশয় আমাদিগকে উপরে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। বিচিত্র সোপান শ্রেণী অবলম্বন করিয়া উপরে উত্থান করিলাম। একটী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখি দুইজন স্ত্রীলোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা উভয়েই অবগুণ্ঠনবতী, নবীনা, শান্তমূর্ত্তি। আমরা প্রবেশ করিবা মাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার শিরঃস্পর্শ করিলেন, আমাদিগকে বসিতে আসন দিলেন, নিয়মরক্ষক আমাদিগকে সেখানে রাখিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার বয়ঃক্রম তখন চারি বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু সে সময়ের ঘটনা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। এই দুইটী স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার মনে কি এক প্রকার নূতন ভাবের উদয় হইল, শুদ্ধস্বভাব সুশিক্ষিত শান্ত ও গম্ভীর চরিত্র নারীদিগের সহবাস কি বিচিত্র! যে সভ্যতা ও স্বর্গীয়তার অন্বেষণে নানা স্থানে নানা জাতীয় লোক সহস্র বিদ্যালয়, সহস্র গ্রন্থ, ও অগণ্য আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতেছে, যে জন্য ধর্ম্মের এত উপদেশ, জনসমাজের এত রীতি নীতি, সেই বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক নিয়মে সহজে চমৎকার সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া নির্ম্মল চরিত্র নারী সহবাসে স্থিতি করিতেছে। কুচরিত্র দমনের জন্য, কুভাব শান্তির জন্য, কুলোকদিগের প্রলোভন অতিক্রম করিবার জন্য, বিশুদ্ধ নারী সহবাস যেমন ঔষধ এমন আর কি? জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য, ব্যবহার কার্য্য রীতি প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনের জন্য, এমন বিদ্যালয় আর কি আছে জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় নারীসঙ্গ যেরূপ? কিন্তু হায় সেরূপ নারী কত বিরল!

যে দুইজন স্ত্রীলোকের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের সহবাস ও চরিত্র আলোচনা করিয়া আমার মনে এই সকল ভাবের উদয় হইল। ইঁহারা উভয়ে এই গৃহের রক্ষয়িত্রী এবং প্রধানা। ইহাঁদের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া মাতা বিদায় হইলেন। দুই জনের মধ্যে একজন একটু কৃশাঙ্গী, শ্যামবর্ণা, মৃদুনয়না ও ঋজু স্ব-

ভাবা। অপরটী ঠিক তাঁহার বিপরীত; তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, মাংসল, গৌরবর্ণ, মুখ গম্ভীর; চক্ষে এক প্রকার আলোক নিহিত আছে যাহা কখন কখন প্রজ্ব-লিত হইয়া অতিশয় তীব্র হইয়া উঠে, এবং সময়ে সময়ে স্নিগ্ধ হইয়া জ্যোৎস্না তুল্য শান্তিকর হয়। তাঁহার স্বর কোমল কিন্তু উচ্চ, শুনিলে মনে হয় ইনি প্রয়োজন হইলে অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারেন। আমি এই দুই-জনের হস্তে সমর্পিত হইলাম। ইহাঁরা বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে আমার সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, কেননা যে ভাবে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন তাহাতে যে আমার নিকট তাঁহাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার আছে এমত বোধ হইল না। মহিলাদ্বয়ের ব্যবহারে আরো একটী বিশেষ লক্ষণ এই দেখিলাম যে ইহাঁরা মাতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিলেন না। যাহা কিছু বক্তব্য প্রায় সমস্তই আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, প্রায় সমস্ত প্রশ্ন আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা কথা যাহা মা-তাকে না বলিলে নয় তাহাই তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন। মাতা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন, বোধ হইল এক এক বার তাঁহার চক্ষে জল আসি-তেছে, এক এক বার তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূ আকুঞ্চন করিতেছেন। কিন্তু এই দুইটী স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিতে কি এক প্রকার প্রভাব ছিল বলিতে পারি না। মাতা প্রকাশ্যে দুঃখ কিম্বা অসন্তোষ কিছুই প্রকাশ করিতে সমর্থা হইলেন না। মনের ভাব মনে সম্বরণ করিয়া বিদায় কালে বলিয়া গেলেন। "আমার এই বালিকা ভিন্ন সংসারে আর কিছুই নাই। আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, স্ত্রীজা-তির একমাত্র সম্বল যে ভদ্রতা ও শুদ্ধ নীতি নিদারুণ দুর্ভাগ্য আমাকে তাহা হইতেও বঞ্চিত করিয়াছে। এ সর্ব্ব-নাশের ভিতর কেবল এই কন্যা রত্ন আমি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছি। সং-সারের ভয়ে, মন্দ লোকের ভয়ে, পাপের ভয়ে সেই রত্ন আজ আপনাদিগের হস্তে দিয়া চলিলাম, অন্ধের ঘরে একটীমাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল, আজ হইতে আর তাহা জ্বলিবে না; বিধবার অঞ্চলে একটী মাত্র সম্বল ছিল আজ সেই অঞ্চল শূন্য হইল; দুর্ভাগিনী কুপথগামিনী অবলার একটী কেবল সান্ত্বনা ছিল তাহা ঘুচিল। আমার সঙ্গে আপনারা ভাল করিয়া কথা কহিলেন না বোধ করি এই জন্য যে আমি উপযুক্ত নই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া এই কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দিবেন যে সে নারীকুলের অলঙ্কার হইয়া আমার সকল কলঙ্ক অপ-নয়ন করিতে পারে।" এই বলিয়া মাতা অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে বিদায় হইলেন। আমি এই বিচিত্র অভিনব অবস্থায় পড়িয়া যেন বিহ্বল হইলাম। কি বলিব, কি করিব কিছু বুঝিতে পারি-

লাম না। মাতার অদর্শনে যেন এক নূতন জগতে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। যে গৃহে মাতা আমাকে রাখিয়া গেলেন সেখানে আমার সমবয়স্কা অনেকগুলিন বাস করিত, তাহারা কোন প্রকার সঙ্কেত পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে একটী একটী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের আকৃতি মনোহর, একজনেরও দেহে কোনপ্রকার স্বর্ণালঙ্কার নাই, কিন্তু প্রত্যেকেই দেবকন্যা তুল্য পরিষ্কার ও সুশ্রী। কেহ কোমল করে সভয়ে আমার কর ধারণ করে, কেহ আমাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া সুমধুর সাহাস্য মুখে আমার বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করে, কেহ আমার কেশ জড়িত পুষ্পের প্রশংসা করে, কেহ বিস্মিত সকরুণভাবে মৃগ শাবকের ন্যায় আমার মুখের প্রতি তরল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষে তাকাইয়া থাকিল। আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন্যাগুলির ব্যবহার দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি এতাদৃশ ব্যবহার কোথাও পাই নাই, এমন সুন্দর বালিকা বৃন্দও কোথাও দেখি নাই। আমি একেবারে তাহাদের দলে মিশিয়া গেলাম। পুতুল ও বিড়ালছানা বিষয়ে নানাজাতীয় গল্প শুনিতে ও বলিতে আরম্ভ করিলাম, নানা জাতীয় ক্রীড়া বিষয়ে উৎসাহের সহিতআয়োজন আরম্ভ করিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। শয্যায় শয়ন করিয়া সুমিষ্ট চিন্তা সাগরে মগ্ন হইলাম, সেই শিশু জীবন অদ্যাবধি আমার স্মৃতি পটে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমার এই জীবনের সমস্ত অবস্থা ও ঘটনা আলোচনা করিলে পুনর্ব্বার সেই সুমিষ্ট শৈশব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা হয়। এত কাল সংসারে জীবিত থাকিয়া যে জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলাম, যে বিচার বিবেচনা লাভ করিলাম, যে বন্ধুতা আদর যত্ন উপার্জ্জন করিলাম, যে সম্ভ্রম সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইলাম, তাহা সঙ্গে লইব কি, তাহার বিনিময়ে আবার শিশু হইতে আমার ইচ্ছা হয়। যৌবন কালে যে সকলকুভাব ও কুবাসনা পোষণ করিয়াছি, যে সকল সদ্‌গুণ অসঞ্চিত রাখিয়াছি, যে সকল অকর্ত্তব্য লোভে পড়িয়া না বুঝিয়া করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, সে অপরাধের ক্ষমা লাভ করিবার জন্য আবার আমার নির্দ্দোষ শিশু হইতে মনে বড় সাধ হয়। শিশু হইয়া আর একবার নূতন প্রণালীতে জীবনব্রত আরম্ভ করিব। ইহা কি অস্বাভাবিক ইচ্ছা? শিশু চরিত্রের আনন্দিত ভালবাসা, অকলঙ্কিত সুলভ আমোদ, অকারণ প্রফুল্লতা, স্বাভাবিক অকপট বন্ধুতার অসীম রসাস্বাদন, কে তাহার দোষ ধরিতে পারে? একটু বয়স হইলে লোকে সেই সকল বিষয় লইয়া অকারণ নিন্দা করে,সন্দেহ করে; আবার লোকে নিন্দা সন্দেহ করে বলিয়া আপনার প্রতি আপনার অকা-

রণ সন্দেহ জন্মে। যে সুখের নিষ্কলঙ্কতা বিষয়ে কোন সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা আছে, যে বন্ধুতা হইতে কোন প্রকার গরল উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে, সে সুখে সে বন্ধুতায় আমার প্রয়োজন কি? আর যে তরুণাবস্থায় এই সমস্ত কিম্বা ঈদৃশ বিপদ এত লোকের অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে, তাহার গৌরবেই বা আমার প্রয়োজন কি? আমি যৌবন সুলভ অসরল কলঙ্কিত কুটিল প্রশংসার অভিলাষ রাখিয়া, বাহ্যিক বেশ ভূষা সৌন্দর্য্য ছটা প্রকাশ করিতে চাই না। জীবনের যে অবস্থাতে বাহিরে হাস্য ভিতরে অপবিত্রতা, বাহিরে মিষ্টতা ভিতরে পশুত্ব, বাহিরে চাকচিক্য ভিতরে পঙ্ক, বাহিরে ভালবাসার আড়ম্বর ভিতরে কুপ্রবৃত্তি, সেই যে ভয়ঙ্কর যৌবন, আমি তাহার গৌরব ও সম্মানের প্রত্যাশা রাখি না। আমি সেই অনলঙ্কৃত অপ্রশংসিত বিনম্র শৈশব ফিরিয়া চাই। সে সময় যেমন গোলাপ মল্লিকা ইত্যাদি ফুলের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাইতাম সেইরূপ করিতে চাই, তখন যেমন লতা দুর্ব্বা নানাবর্ণ বন পুষ্প আমাকে একাকী দেখিলেই কথা কহিত, আমার মনে এক অদ্ভুত আনন্দ আনিয়া দিত আমি তাহাই চাই। তখন যেমন নীলাকাশে পূর্ণশশী দেখিয়া আপনা হইতে মুখে হাসি আসিত, পশ্চিমদিকে মেঘ করিলে ময়ুরের ন্যায় নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইত আর তেমন হয় না কেন? বাল্য সহচরীদিগের হস্তে কেমন অকপটে সমুদয় হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম, এমন কোন কথা ছিল না যাহা তাহাদিগকে বলিতাম না বলিতে পারিতাম না, আর সেরূপ বন্ধু মিলিল না কেন? বসুন্ধরা কি দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন, জনসমাজ কি শূন্য হইয়া গিয়াছে, প্রকৃতিতে কি আর শোভা নাই, প্রাতঃ সন্ধ্যা কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? তাহাতো নয়। যৌবনের সঙ্গে স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তি মিলিত হইয়া স্বভাবে জড়তা আনিয়াছে, মনোবৃত্তির সূক্ষ্মতা হরণ করিয়াছে, চক্ষু কর্ণের রমণীয়তা কাড়িয়া লইয়াছে। সেই পাখি ডাকে, কিন্তু সে সুস্বর রস আর নাই, সেই ফুল ফোটে কিন্তু সে শোভা সৌরভ আর নাই, সেই সকল সহচরীগণ এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু সে বিশ্বাস, সে স্নেহ, সে আনন্দ আর নাই। অতএব পুনর্ব্বার শৈশব কাল লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইচ্ছা বৃথা! যেমন সাগরে এক বিন্দু জল ফেলিলে সে জল আর তুলিয়া লওয়া যায় না, কেবল অনন্ত সাগরই সম্মুখে হু হু করিতে থাকে, তেমনি বিগত শৈশবজীবন বিন্দু অসীম কাল জলধিতে পড়িয়া মিসাইয়া গিয়াছে। আমি এতক্ষণ বসিয়া তাহার উজ্জ্বল স্মৃতি মন পটে চিত্র করিলাম বটে, কিন্তু আর কি শৈশব প্রকৃতি ফিরিয়া পাইব? শুনিয়াছি নাকি কোন এক জন মহাত্মা শিশুদিগকে লইয়া

বৈকুণ্ঠ নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়াছিলেন। চির দিনের জন্য অপহৃত হইয়াছে যে শৈশব তাহা পুনরুপার্জ্জন করিতে গেলে তো এই অঙ্গীকৃত স্বর্গধামে প্রবেশ করা হয় না। তবে নাকি নিষ্কলঙ্ক অনাসক্ত অপ্রমত্ত চিত্ত হইলে, ধর্ম্ম ও পুণ্য লাভ করিলে আর এক প্রকার সাত্ত্বিক শৈশবের সঞ্চার হয়, প্রকৃতির পবিত্রতা, কোমলতার সঙ্গে চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়; স্বর্গের শান্তি সরলতার মধ্যে সমস্ত অভিমান কুটীলতা অদৃশ্য হয়; নীতি এবং আত্ম শুদ্ধির শক্তিতে তাবৎ জড়তা, স্থূলতা, ও কুপ্রবৃত্তি দমন হইয়া যায়; মানুষের সঙ্গে বিশেষতঃ কতকগুলি লোকের সঙ্গে চির দিনের জন্য প্রেম সদ্ভাব স্থাপিত হয়, আর পরমাশ্চর্য্য দয়াময় দেবতার সঙ্গে এমন পিতৃ ও মাতৃ সম্বন্ধ চিরনিবদ্ধ হয়, যে তাহাতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত শিশু তুল্য সুখী ও সুন্দর হয়। দৈহিক শৈশব নয়, কিন্তু ব্রহ্মকুমারী সেই স্বর্গীয় শৈশবের জন্য প্রার্থনা করেন।

স্বর্ণরেণু।

সুভাষা রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান্ বস্তু; কিন্তু নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণ অপেক্ষা ও দুষ্প্রাপ্য। কাব্যের অর্থ ছন্দ পারিপাট্য ও নয়, কথার শ্রাদ্ধও নয়; যে ব্যক্তির হৃদয় বিশ্বাস, প্রেম, ও শান্তিতে পরিপূর্ণ সেই কবি।

দেহকে শুভ্র পরিষ্কার বসনে আবৃত কর কেন না দেহ দেব মন্দির। দেহ-মালিন্যের উপর বহু পরিমাণে মনো মালিন্য নির্ভর করে।

যতক্ষণ এবং যত দূর সম্ভব দারিদ্র্যকে বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশিত হইতে দিও না। দারিদ্র্যকে অন্তর মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও, আত্মার দীনতা দেহাবরণে লুক্কায়িত রাখ।

আপনার দারিদ্র্য বাহিরে প্রকাশ করিয়া লোকের দয়া আকর্ষণ করা, আর আপনার কুষ্ঠ রোগ লোককে দেখাইয়া তাহাদের অর্থ সাহায্য যাচ্ঞা করা প্রায় দুই সমান।

নিজের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়া অহঙ্কারকে বৃদ্ধি করিবে না, নিজের নির্ধনতার পরিচয় দিয়া চরিত্রকে নীচ করিবে না। ধন ও নির্ধনতা উভয়ই সন্তুষ্ট চিত্তে বহন কর। কিন্তু যে সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী তাহার নিকট সকল অবস্থাই ব্যক্ত করা যাইতে পারে।

দুর্ভাগ্য প্রায়ই একাকী আসেনা। একটী দুর্ভাগ্য ঘটিলে অনেক গুলি তৎসঙ্গে ঘটিবে আশা করিও।

বৃথা অহঙ্কারী ব্যক্তি বাব্‌লা বৃক্ষের ন্যায়। তাহাতে না পুষ্পের শোভা না ফলের আস্বাদন, না পত্রের ছায়া।

তাহাকে ছেদন করিয়া দগ্ধ করিলেই যাহা কিছু উপকার দর্শে। কিন্তু বিনম্র ধার্ম্মিক ব্যক্তি সহকার তরুর ন্যায়। তাঁহার চরিত্র রূপ মুকুলের সদ্গন্ধে বসন্ত কাল সুমধুর; তাঁহার পরোপকার কীর্ত্তির আস্বাদনে লোকে বিমুগ্ধ। তাঁহার জীবনছায়া তলে শ্রান্তজন শীতল হয়, সন্তপ্ত জন বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়।

পুস্তক পাঠ করিলেই কেহ বিদুষী হয় না, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলেই কেহ ধার্ম্মিকা হয় না। কিন্তু যে নারী বিদ্যার সাহায্যে আপনার ঘর কন্নাতে অল্প ধনেও সুখের স্থান করিতে পারে, এবং ধন না থাকিলেও ধর্ম্মের দ্বারা মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারে সেই বিদুষী, সেই ব্রাহ্মিকা।

সভ্যতা কি সে? মনের নির্ম্মলতায়, চরিত্রের জ্যোতিতে, ব্যবহারের, শান্ত ভাবে, এবং তৎসঙ্গে শরীরের পরিষ্কার ও ভদ্রাবস্থায়, কার্য্যের বিচক্ষণতায় কথার সত্যতায়।

আপনার দোষের প্রতি অন্ধ গুণের প্রতি জাগ্রত হওয়া অপেক্ষা আপনার গুণের প্রতি অন্ধ ও দোষের প্রতি জাগ্রত থাকা ভাল। যে ব্যক্তি আপনার দোষ গুণ দুয়েরই প্রতি অন্ধ, সে হয় শিশু নতুবা পশু। যে আপনার দোষ গুণ উভয়েরই প্রতি সমান জাগ্রত সেই জ্ঞানী।

THE HINDU SPINISTER'S SOLILOQUY.

[AFTER HAMLET.]

To marry, or not to marry: that is the question;
Whether it is nobler in the mind to suffer
The cares and sorrows of undefended maidenhood
Or to take one's chance among a mob of worthless suitors,
And by marrying still them? To marry; to settle;
No more; and by this one step to say we end.
The fears, uncertainties, errors, the thousand hints and slanders
That youth is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wished. To marry, to settle down;
To settle. Perchance to disagree; ay, there's the rub!
For in that after-life which succeeds the honeymoon what disagreements may come
When we have foregone forever this unwedded freedom
Must give us pause: There's the respect
That makes indecision of such endless duration;
For who would bear the trials and risks of the much abused blue stocking
The rival's wrong, the married woman's contumely,
The pangs of the fool's courtship, society's restraints,
The selfishness of guardians, and the untold sufferings,
That the modest virgin from the unsympathetic takes,
When she could her own fate decide.
With a bare Registrar's certificate? Who would bear
The weight of so much anxiety, to sigh and groan under a lonely life.
But that the dread of something after marriage,
That irretrievable vow from whose obligations
No one can ever get free, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others we know not of.

মূল্য ।০ আনা।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৪ সংখ্যা] ভাদ্র, সন ১২৮৭। [৩য় খণ্ড

বৃহদাকার গ্রহ ইউরেনস ও নেপ্‌টিউন।

উপরিউক্ত দুই গ্রহের বাঙ্গলা নাম নাই। প্রথমটি সার উইলিয়ম হর্শেল দ্বারা ১[illegible]৪১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য্য হইতে ইহা অনেক দূরে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য বিনা ইহা দৃষ্ট হয় না, এবং তৎসাহায্যে ও অতি মৃদু অস্পষ্ট আলোক মণ্ডলী-রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবী যে পরিমাণে সূর্য্যকিরণ ও উত্তাপ লাভ করিয়া থাকে তাহার তিনশত সত্তর অংশের এক অংশ ইউরেনস গ্রহ প্রাপ্ত হয়, সেই নিমিত্ত উহার আলোক এত ক্ষীণ বোধ হয়। এই জ্যোতিষ্কের আয়তন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অশীতি গুণেরও অধিক বৃহৎ, যেমন আয়তনে প্রকাণ্ড সেইরূপ আবার ইহার বৎসরাদির পরিমাণ ও অতিদীর্ঘ। পৃথিবীর চৌরাশি বৎসর কালে ইউরেনস একবার সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করে। সুতরাং আমাদের চৌরাশি বৎসর এই গ্রহের এক বৎসরের তুল্য। যে সময় পৃথিবীতে মানব জীবন শেষ হইয়া যায় সে সময় ইউরেনস গ্রহে যদি কোন মানব তুল্য জীব থাকে তাহাদের জীবনের আরম্ভমাত্র। অন্য অন্য বৃহৎ জ্যোতিষ্কের ন্যায় ইহারও অনুচর মণ্ডলী বা উপগ্রহ আছে। চারিটী চন্দ্র এই গ্রহের অনুবর্ত্তী। ইহাদের একটি বিশেষত্ব আছে। অন্যান্য গ্রহের চন্দ্রের গতি যেমন সম্মুখভাগে ইহাদের গতি তাহার বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ইহারা পশ্চাতে গমন করিয়া উক্ত গ্রহকে পরিবেষ্টন করে। কেন অন্য জ্যোতিষ্কগণের সহিত ইউরেনস গ্রহের এই বিভিন্নতা তাহা অনুধাবন করা যায় না।

নেপচুন গ্রহ ইউরোপীয় জল দেবতা বা বরুণ বলিয়া আখ্যাত। ইহা ঈষৎ নীলাভ তজ্জন্য সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নামের উপযোগী, হিন্দুশাস্ত্রে যেমন অসংখ্য দেবদেবীর বর্ণনা, পুরাতন গ্রীক্-

শাস্ত্রে যে তাহার অভাব ছিল না তাহা এই সমুদয় গ্রহের বিবরণেই অবগত হওয়া যায়। নেপচুন গ্রহ সৌর জগতের অপর সমুদয় জ্যোতিষ্ক অপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরে স্থিত। সূর্য্য এবং এই গ্রহের মধ্যে ২৮৫৪০০০০ আটাশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার মাইলের ব্যবধান। অন্য সকল গ্রহের শেষে নেপচুনের আবিষ্কার হইয়াছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বার্লিন নগরস্থ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দ্বারা ইহা প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল আমাদের গণনানুসারে ১৬৫ বৎসর কালে [illegible] শত বৎসর [illegible] র্থাৎ [illegible] চন্দ্রার সর্ব্বকে [illegible] করে কিন্তু [illegible] ছা বলিয়া [illegible]

[illegible] ধীর, শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হ[illegible] যে ইহা ঘণ্টায় দ্বাদশ সহস্র চারি শত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ আমাদের নিকট যেমন বহু দূর স্থিত একটি ক্ষুদ্র তারকা, নেপচুন গ্রহের নিকট সূর্য্যের আকার তদ্রূপ। ইহার ব্যাস ৩৭৫০০ মাইল, আপাততঃ যত দূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে একটি মাত্র চন্দ্র ইহার অনুগামী বলিয়া বোধ হয়। সৌর জগত মধ্যে শুক্র মঙ্গল এবং বুধ এই কয়েকটি ব্যতিরেকে আর সকল গ্রহেরই উপগ্রহ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা জুপিটর বা বৃহস্পতি আয়তনে প্রকাণ্ড এবং মঙ্গল গ্রহ ক্ষুদ্রায়তন। বুধ গ্রহ সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী এবং নেপচুন সকল গ্রহ হইতে অন্তরে স্থাপিত। আমরা ক্রমান্বয়ে সৌর জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তি সমুদয় জ্যোতিষ্কের সাধারণ বিবরণ প্রদান করিলাম। আশা করি শুষ্ক বিজ্ঞান বলিয়া পাঠিকারা এই প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের প্রতি উপেক্ষা করেন নাই।

কপটতা নারীর ধর্ম্ম (?)

পাঠিকারা এই প্রবন্ধের শিরোভাগ দেখিয়া বিস্মিত ব বিরক্ত হইবেন না। [illegible] কপটতা স্ত্রীলোকের আবশ্য-[illegible] এবং অনেকের স্বাভাবিক ধর্ম। অনেক অবস্থায় কপটতা না থাকিলে চলে না। আর কপট না হইলে বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হয় তবে সাধারণ ভাষায় কপট যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহার বিষয় বলা হইতেছে না। ইহার আর এক শব্দ "চাপা" অর্থাৎ মনের ভাব সংগোপন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাও এক প্রকারের কপটতা। অপর প্রকার কপটতা, যাহার অর্থ সরলতা বা সতর্কতার অভাব, তাহাতে যেরূপ অনিষ্ট হয় এবং অন্যায় কপটাচরণ করা হয়, "এই প্রকার ভাবে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। অনেক সময় অধিক সরল হইয়া স্ত্রীলোকের অতিশয় অপকার হইয়া থাকে। আমরা সরলতার বিপক্ষে

বলিতেছি না, ভিতর বাহির এক প্রকারের ব্যবহার সে প্রশংসনীয়। মনের পাপ কুঅভিসন্ধি গোপন করিয়া রাখিয়া বাহিরে ভাল লোকের ন্যায় চলা, এরূপ ব্যবহারকে সকল সৎ নারীরই অন্তরের সহিত ঘৃণা করা উচিত। লোকের সম্মুখে যেরূপে সতর্কতার সহিত চলিবে মনকেও সেইরূপ সাবধানে রক্ষা করিবে। মন নির্ম্মল, কার্য্য নির্ম্মল, বাহ্যিক আচরণ ও নির্ম্মল নির্দ্দোষ, ইহারই নাম সরলতা। যাহার মনের মধ্যে কিছু লুকাইবার নাই তাহার চিত্ত ও মুখ উভয়ই প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন। সরলতা যেমন সদ্গুণ, অনেক সময় সরল বলিয়াই কাহারও কাহার বিপদ [illegible] হয় সকল সময়ে যে মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিতে হইবে তাহা নহে। মনে ক্রোধ হইয়াছে কিন্তু সাবধান হইয়া রাগ চাপিয়া গেলে ভাল হইবে কি মনের তৎসময়ের ভাব রসনা দ্বারা বিলক্ষণ করিয়া প্রকাশ করা ভাল? দুঃখ হইয়াছে, হৃদয় যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে, পাঁচজনের সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশায় দুঃখের কথা লইয়া সকলের সহিত আলোচনা করিয়া দয়ার পাত্রী হওয়া শ্রেষ্ঠ, না নীরবে হৃদয়ের সে দুঃখ চিন্তাকে নিহিত ও লুকায়িত করিয়া রাখা ভাল? পাঠিকা দুঃখ হইলে আপনি লোকের নিকট কাঁদিয়া বকিয়া সে দুঃখকে চতুর্গুণ করিয়া তুলিবেন না। একটু ধীর হইয়া তাহা বহন করিবেন মুখে সে দুঃখের চিহ্নও যেন প্রকাশ না হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। অন্তরে যাহা হউক মুখ প্রশান্ত প্রফুল্ল রাখিবেন। যখনি মানুষ আপনাকে কৃপার পাত্র মনে করিয়া আপনার প্রতি দয়া করিতে আরম্ভ করে তখনি এক গুণ কষ্ট তাহার নিকট দ্বিগুণ হইয়া উঠে। আমরা দৃষ্টান্ত জন্য উপরিউক্ত দুই ভাবের বিষয় বলিলাম, এবম্বিধ সকল ভাবকেই মনে বদ্ধ রাখিতে হইবে। অনেক সময় হৃদয়ের কোন বিশেষ ভাব যাহা গোপনে রাখিলে ভাল হইত তাহার প্রকাশে ভয়ানক [illegible] পড়িতে হয় [illegible] যে ভাব ম[illegible] দেওয়া অনুচিত তাহা যেরূপ বাহিরে প্রকাশ না করা শ্রেষ্ঠ সেরূপ মন হইতেও নিবারিত করা কর্ত্তব্য। অন্যায় ভাব পোষণের নাম কুটিলতা বা কপটতা। অতএব বিশেষ যত্ন করিয়া সে সকল ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ। কোন একটি অন্যায় ভাব মনে চিরকাল পোষণ করিয়া রাখা অসম্ভব। কারণ কোন সময়ে তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। মন্দ ভাব মূলবদ্ধ না হইতে তাহা বিনষ্ট করা বিধেয়। আর এ সকল বিষয়ে বাহিরে সাবধান হইতে অভ্যাস করিলে ক্রমে তাহার উত্তেজনাও কমিয়া আসিবে। গৃহিণী, মাতা, পত্নী আপনার মনের দুঃখ ভাবনা

অভাব আশা মনোমধ্যে নিহিত রাখিয়া প্রফুল্ল শান্ত আননে সংসারের আত্মীয় বর্গের আরাম ও সুখ সাধনে তৎপর হইবেন। তাঁহাদের সুখ দুঃখকে আপনার সুখ দুঃখ করিয়া লইবেন। সংসারে এইরূপে একটু একটু কপট অর্থাৎ "চাপা" হইতে শিক্ষা করুন। চরমে সুফল ফলিবে।

পাঠে উন্নতি।

আজকাল এদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিদ্যার আদর খুব বাড়িয়াছে। স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে উচ্চ শিক্ষা এবং বয়স্কাস্ত্রীদিগের শিক্ষালাভের উপযোগী বিদ্যালয়ের ও অভাব নাই। ভদ্র বংশীর সকলেই আপন আপন পরিবারস্থ নারীগণের বিদ্যালাভের নিমিত্ত অল্পাধিক যত্নশীল হইয়াছেন। কিরূপ প্রণালীর শিক্ষা স্ত্রীলোকের উপযুক্ত এবং কি শিক্ষা তাঁহাদের অনুপযোগী তদ্বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সে সম্বন্ধে এ পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এবং অন্যত্র যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে আমাদের কিছু বলিবার আছে। সে অভিযোগ এই যে অধিকাংশ শিক্ষিতা নারীগণই উপন্যাস ইত্যাদি সহজ আমোদগর্ভ বিষয় সকল পাঠ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন। ইহাকে ইংরাজিতে Light reading বলে। কঠিন শুষ্ক অথচ প্রয়োজনীয় এবং উপকারী যে সমুদয় পুস্তক বা বিষয় তাহাতে তাঁহাদের রুচি বা প্রবৃত্তি হয় না। দুই চারি পৃষ্ঠা কবিতা দুই চারি খানি উপন্যাস গ্রন্থ পড়িয়াই বিদ্যার সার্থকতা করেন। মাসিক বা সাময়িক পত্রিকাদিতে যাহা দুই একটী গল্পাদি প্রকাশিত হইবে তাঁহারা যথেষ্ট ইচ্ছার সহিত পাঠ করিবেন, কিন্তু বিজ্ঞান ইতিহাস, জীবনচরিত বা ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ সকল তাঁহাদের মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না। যদিও কখন কখনও এ সমুদয় পাঠ করেন কেবল অনিচ্ছা এবং কর্ত্তব্যানুরোধেই পড়িতে প্রবৃত্ত হইবেন। এ সম্বন্ধে এই একটি নিয়ম দেখা যায়, যে প্রকার পুস্তক অধিকাংশ সময় পাঠ করিতে অভ্যাস হইবে তাহাতেই রুচি জন্মিবে। যে ক্রমাগত নভেল পড়িয়া সময় ক্ষেপ করিবে তাহার তাহাই ভাল লাগিবে। অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এইরূপ ইহার বিপরীত দিকে রুচি ও অভ্যাস লইয়া যাও তাহাই বদ্ধমূল হইবে। এক জন ধার্ম্মিক জ্ঞানীর নিকট আমোদপূর্ণ বিচিত্র উপন্যাস লইয়া যাও তাঁহার তাহাতে কখনই বিশেষ আমোদ বা রুচি জন্মিবে না, তাহাতে সময় যাপন করা সময়ের অপব্যবহার মনে হইবে। কিন্তু একজন তরুণী নারী যিনি ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার না জন্মিতে জন্মিতে নভেল পড়া আরম্ভ করিয়াছেন

তিনি হয়ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অন্য সমুদয় কার্য্য অবহেলা পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত তাহাতে নিযুক্ত থাকিবেন। ইহাঁর নিকটে নভেল যেরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ বা সাধুজীবন সেরূপ আমোদের বস্তু। যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি। যে সকল বিষয় আপাততঃ শুষ্ক নীরস বোধ হইবে তাহা পড়িতে অভ্যাস করিলেই ক্রমে ভাল লাগিবে। মানুষ রুচিকে যেদিকে টানিয়া লইয়া যাইবে সে দিকেই যাইবে। কোন বিষয়ে একবার অভ্যাস দাঁড়াইলে সহজে তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া কঠিন। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধে নারীগণের আপনাদের এবং তাঁহাদের আত্মীয়গণের এরূপে সাবধান হওয়া উচিত যে প্রথম হইতেই যেন রুচি এবং প্রবৃত্তি ভাল বিষয়ে যায়। তাহা হইলে শুষ্ক নীরস অথচ জ্ঞানগর্ভবিষয় সকল পরিশেষে আমোদের বস্তু হইবে। আমরা একেবারে উপন্যাসাদি পাঠের প্রতিবাদ করিতেছি না, এবং ইচ্ছাও করি না। অধিকাংশ সময় উচ্চ বিষয় সকলে মনোযোগ রাখিয়া কখনও আমোদের নিমিত্ত ভাল এবং উপযুক্ত উপন্যাস পাঠ করাতে কোন ক্ষতি নাই। দুঃখের বিষয় এই যে স্ত্রীলোকের উপযুক্ত নভেল অতি বিরল। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষায় তাহা আরো দুর্ল্লভ, সাধারণতঃ উপন্যাস সকল এরূপে সুভাব এবং কুভাবে মিশ্রিত যে অল্পবয়স্কা নারীগণের পক্ষে তাহা অনেক সময় অনিষ্টকর ফলই উৎপাদন করে। এবং মন্দকেও অনেক সময় সুন্দরবর্ণে চিত্রিত করিয়া মনোমধ্যে তাহার স্থায়ী ফল রাখিয়া যায়। বয়স অল্প হইলে এ সকল অধিকতর অনিষ্টকর হয়। তাহার প্রভাবে কল্পনা এবং কবিতাপ্রিয় তরুণী জীবনের সহজ এবং স্বাভাবিক অবস্থা ভুলিয়া আপনাকে এক কাল্পনিক জগতে লইয়া যান, কাল্পনিক সুখ দুঃখে মন চালিত করেন এবং তাহার ভিতরে জ্ঞান ও সংসারে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। অনেক সময় তাহাতে প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা এই বলিবার আছে সাধারণতঃ নারীগণ এভাবে নভেল পাঠ করেন যে তাহার ভাষার সৌন্দর্য্য বা নূতনত্বের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এবং যাহা কিছু শিক্ষা করিবার থাকে তাহা মনে থাকে না। কেবল গল্পটি জানিবার ঔৎসুক্যে আর সব ভুলিয়া যান। কিসের পর কি হইল, বিমলা কে, তিলোত্তমা কাহার কন্যা, তাঁহার জগৎসিংহের সহিত বিবাহ হইল কি না, এ সমুদয় জানিতে মন ব্যগ্র, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার লালিত্য বা যাহা কিছু ভাবের উচ্চতা আছে তাহা মনে আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয় না। এজন্য উপন্যাস পাঠের অপকারটুকু লাভ হয় আর উপকারের অংশটি বর্জ্জিত হয়। আমাদের প্রথম কথা এই যে, উচ্চ জ্ঞানগর্ভ এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠে অভ্যাস এবং অনুরাগ যাহাতে

জন্মে তাহার চেষ্টা থাকা উচিত। দ্বিতীয়তঃ যদি কখন উপন্যাস বা অন্যান্য তরল পুস্তক পাঠে নিযুক্ত হইতে হয় কেবল উত্তম এবং উপযুক্ত বিষয় পড়িতে হইবে। তৃতীয়তঃ তাহা পাঠের সময় তন্মধ্যে যাহা কিছু শিক্ষার আছে তাহা অনুধাবন পূর্ব্বক মনে মুদ্রিত রাখিতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ভরসা করি আমাদের পাঠিকাগণ পাঠ সম্বন্ধে উপরি উক্ত প্রণালী সকল অবলম্বন করিতে অবহেলা করিবেন না।

ঈশার ইন্দ্রজাল।

ঈশার জীবন বৃত্তান্ত বহুবিধ অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই সকল ঘটনা প্রকৃতির নিয়ম বহির্ভূত, মহাবিস্ময়কর, এবং ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষিত এবং সুবিজ্ঞ লোকদিগের পক্ষে এই সমস্ত ঘটনা বিশ্বাস করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এদেশে এবং ইউরোপে, হিন্দুদিগের মধ্যে এবং খ্রীষ্টীয় জনসমাজ মধ্যে, এই স্বভাবের অতীত ইন্দ্রজালের উপর ভয়ানক সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। যদি এতাদৃশ সন্দেহে ঈশার প্রকৃত চরিত্র এবং ধর্ম্মজীবনে কলঙ্ক স্পর্শ না হইত, যদি বাইবেল উল্লিখিত অদ্ভুত ঘটনাজাল হইতে প্রমুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমিতে অধিষ্ঠিত করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার সকল শিষ্য তাঁহার সমুদয় জীবনালেখ্য, এবং তৎকালীন ও সেই দেশীয় সমুদয় ইতিবৃত্তবেত্তা এই ঐন্দ্রজালিক গুণের সাক্ষ্য দিতেছে, এবং প্রকৃতির অতীত ঘটনাবলীর সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার ও কার্য্যকে জড়িত করিয়াছে। প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর লক্ষ লক্ষ সুপ্রবীণ খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। এবং সাবধান হইয়া বিবেচনা করিলে ইহাও প্রতীতি হয় যে, ঈশা স্বয়ং তাঁহার চরিত্রগত কোন গভীর অদ্ভুত ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করিতেন। তবে এই ক্ষমতা কি? তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পন্ন যে সমস্ত আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় সে তাবৎ কি মিথ্যা? শিষ্যদিগের স্বকপোল কল্পিত? প্রতারণা ও জুয়াচুরি? ইহাতে কি এক বিন্দুও সত্যের লেশ নাই? এ বিষয়ে কিছু পরিষ্কার সিদ্ধান্ত আবশ্যক। খ্রীষ্টকৃত অদ্ভুত ব্যাপার সকলের মধ্যে যে অনেক অত্যুক্তি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই, দুই চারিটী কল্পিত ও অমূলক বৃত্তান্ত ও থাকিতে পারে, কোন কোন স্থানে শিষ্য এবং ইতিবৃত্ত লেখকগণ আপনাদিগের দর্শন সংস্কার এবং বুদ্ধির দোষে সামান্য স্বাভাবিক ঘটনাকে অলৌকিক আকারে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ঘটনার মূলে যে কিছু পরিমাণে প্রকৃত

সত্য ছিল তাহা অবিশ্বাস করিতে গেলে ঈশা সম্বন্ধীয় সমুদয় আদিম বৃত্তান্তকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হয়। আমরা তাহাতে প্রস্তুত নই।

ধর্ম্মোন্নত মহাত্মা দিগের হস্তে যে লোকাতীত অদ্ভুত ঐশী শক্তি প্রদত্ত হয়, সর্ব্বত্রই সাধারণ লোকদিগের এই বিশ্বাস তাঁহারাই মনে করিলে অন্ধকে চক্ষু দিতে পারেন, গতিহীনদিগকে চলৎশক্তি দিতে পারেন, মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন, এবং প্রকৃতির ঘটনা ও নিয়মাবলিকে বিপর্যস্ত করিতে পারেন। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই লোকের এইরূপ সংস্কার, গ্রীক এবং এবং মিসর দেশেও লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল। কিন্তু য়িহুদিজাতি মধ্যে এই সংস্কার যেমন বদ্ধমূল ও লোক সাধারণের নিকট আদরণীয় দেখা যাইতেছিল এমন আর কোথাও নহে। শরীরে যত প্রকার পীড়া হইয়া থাকে য়িহুদিরা তৎসমুদয়কে পাপ নিবন্ধন মনে করিত। তাহারা ভূত এবং উপদেবতার দৃষ্টি বিলক্ষণ মানিত। শয়তান এবং তাহার সহকারী দানব, দলের উপরে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিত; সুতরাং তাহারা কেবল ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মযাজকগণের নিকট এই সকল কারণ সম্ভূত সমস্ত উপদ্রবের নিরাকরণ প্রত্যাশা করিত। ধর্ম্মোন্নত ব্যক্তি ভিন্ন পাপের কারণ ও পাপের ফলাফল কে নিবারণ করিতে পারে? ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ভিন্ন কে ভূত প্রেত ও পাপমূর্ত্তি শয়তানের অভিসন্ধি এবং কুচক্রকে ব্যর্থ করিতে পারে? সকল প্রকার রোগ ও বিপদের সময় ঈশ্বর মনোনীত সাধু ব্যক্তি য়িহুদিগণের নিকট পরমাশ্রয় বলিয়া বোধ হইত। ঈশা স্বয়ং যে একেবারে এ সংস্কারের অধীন ছিলেন না এমন বোধ হয় না। বিশ্বাসের দ্বারা সমস্ত মানব প্রকৃতিকে পরাজয় করা যাইতে পারে এমত তিনি ভূয়োভূয়ঃ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসের অদ্ভুত শক্তি তিনি যেমন মানিতেন এমন আর কে মানিত, বিশ্বাস মাহাত্ম্য তিনি যেমন বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছে? সর্ষপকণা সমান বিশ্বাসে ঘোরতর বিঘ্ন দূর করা যায় একথা তিনিই প্রথমে বলেন। বিশ্বাসে আরোগ্য লাভ হয়, পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সংসারের সকল অভাব দূর হয়, বিচারালয়ে মুক্ত হওয়া যায়, ব্যাধি আরোগ্য হয় এই সমুদয় উপদেশ উচ্চারণ করিয়াই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। অতএব বিশ্বাসের বল তাঁহার নিকটে মহাবলরূপে অনুভূত হইত এবং এই পরাক্রমে তিনি বহুবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে পীড়ার আরোগ্য দান একটী মাত্র ব্যাপার। প্রধানতঃ তাঁহার শিষ্যেরা এবং তৎকালীন য়িহুদিরা উৎকট রোগের চিকিৎসার জন্য তাঁহার

লোকাতীত শক্তির উপর বিশ্বাস রাখিত; অন্ধ, পঙ্গু, এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিত; এবং কথিত আছে তাঁহার সাহায্যে অনেক সময় রোগ হইতে অব্যাহতি পাইত। ঈশাকৃত অলৌকিক কার্য্যের মধ্যে প্রায় সমুদয় গুলি, এইরূপ সুচিকিৎসার দৃষ্টান্ত। সেকালে য়িহুদি সাধুদিগের মধ্যে সকলেই অল্পাধিক চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। নানা প্রকার মুষ্টিযোগে কঠিন কঠিন রোগ আরোগ্য করিয়া দিতেন। কথিত আছে এইরূপ চিকিৎসাতে ঈশা বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি বিশ্বাসের অলৌকিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতেন; এবং সেই ক্ষমতা নিজে লাভ করিয়াছিলেন। আতুর লোকের যন্ত্রণা কিম্বা পীড়া দেখিলে তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইত ও আরোগ্য দান করিবার জন্য ব্যাকুল হইত, তাঁহার সেই দয়া ও প্রেম একটি নূতন বিধ বিচিত্র শক্তি রূপে তাঁহার চরিত্রে পরিণত হইল। অর্থাৎ প্রথমতঃ তাঁহার বিচিত্র প্রেম ও দয়াতে মুগ্ধ হইয়া রোগিগণ তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও নির্ভর স্থাপন করিত ও তন্নিবন্ধন কিয়ৎ পরিমাণে রোগমুক্ত হইত। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বিশ্বাসের আশ্চর্য্য শক্তিতে রোগীদিগের বিশ্বাস ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি লাভ করিত। তাহাতেও রোগের উপশম হইত। তৃতীয়তঃ, আরোগ্যের অবশিষ্ট কার্য্য তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য দ্বারা সম্পন্ন হইত। যে চিকিৎসক পীড়িত ব্যক্তির মর্ম্ম বেদনা বুঝিয়া দয়া মমতা প্রকাশ করিতে অক্ষম; যে চিকিৎসক অবিশ্বাসী অর্থাৎ শরীরের উপর আত্মার প্রভাব স্বীকার করে না, ও রোগীর অন্তঃকরণে ঈশ্বরের করুণার প্রতি সমস্ত নির্ভর স্থাপন করিবার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে না তাহাদ্বারা চিকিৎসা কার্য্য কোনরূপে সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না। ধর্ম্মাত্মা চিকিৎসকদিগের দৃষ্টান্ত বিরল। ঈশার অদ্ভুত আরোগ্য কার্য্যের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই দৃষ্ট হয় যে, পাছে তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য বিষয়ে লোকের মনে কুসংস্কার ও অস্বাভাবিক নির্ভর জন্মে এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই রোগী এবং স্বীয় শিষ্যদিগকে এই আরোগ্য সম্বন্ধে লোকের নিকট গোলোযোগ করিতে নিষেধ করিতেন। আর ইহাও দৃষ্ট হয় যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে এবং তাঁহার চরিত্র বিষয়ে প্রমাণ লাভের জন্য যাহারা তাঁহাকে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিত তিনি তাহাদিগকে বারম্বার সক্রোধে এমনি কঠোর তিরস্কার করিতেন যে তদ্দ্বারা তিনি অনেক লোকের শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয়েন। এই অনুরোধ রক্ষা করিলে য়িহুদিদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র ধনী বিদ্বান্ ও পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার অনুচর হইত। কিন্তু

কেপারণম নগরে (যেখানে প্রথমাবধি তাঁহার আদর সম্ভ্রম ছিল) এবংবিধ লোকাতীত প্রমাণ প্রদর্শনে অসম্মত হইয়া তিনি চিরকালের জন্য ফিরুসী এবং অধ্যাপকদিগের বিশ্বাস হারাইলেন। তিনি এই বলিয়া উত্তর দিতেন যে এরূপ অদ্ভুত ক্রিয়া কে না করিতে পারে। কপটী এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারে। তাহাদ্বারা সত্য ধর্ম্ম ও প্রকৃত মাহাত্মাদিগের চরিত্রের বিচার করিতে গেলে লোকে ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইবে। বাস্তবিক আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সঙ্গে এই প্রকার অস্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের যোগ করিতে তিনি স্পষ্ট নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সত্য ধর্ম্মের প্রমাণ সত্য এবং সুচরিত্রতা ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তবে বিশ্বাসের বলে ভৌতিক রাজ্যেও সময়ে সময়ে এ রূপ ঘটনা হইয়া থাকে যাহা দেখিলে আপাততঃ আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই রূপ ঘটনাই ঈশা সময়ে সময়ে সংঘটিত করিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্য যে তিনি অনিচ্ছা ক্রমে করিতেন এবং ইহার ভাবী ফল বিষয়েও যে তাঁহার মনে সময়ে সময়ে তর্ক উপস্থিত হইত, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বিরল নহে। তবে তিনি যে স্থানে এবং যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সকল লোকের মধ্যে বাস করিতেন তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে লোকের অনুরোধ ও আগ্রহে নিজের অসীম দয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে অসামান্য চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখাইতে হইত। এই সকল কার্য্যকে মূল করিয়া পর বংশীয়েরা নানা প্রকার অপ্রাকৃত ও অস্বাভাবিক কার্য্য তাঁহাতে আরোপ করিয়াছে, এবং তাঁহার উপদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচারিত নির্ম্মল সার ধর্ম্মকে অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছে। স্থানে স্থানে সামান্য রূপক, ও ব্যঞ্জক উপমাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু কালক্রমে বিজ্ঞান ও নীতি শাস্ত্রের উন্নতিতে যখন এই কাল্পনিক ভিত্তি ও লোকাতীত জনপ্রবাদ চূর্ণ এবং অদৃশ্য হইবে তখন ঈশার ধর্ম্ম ও ঈশার চরিত্র আরো সুদৃঢ়রূপে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক বিশ্বাসের উপর স্থাপিত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত স্থায়ী হইবে।

প্রাচীন হিন্দু বিবাহপ্রণালী।

নর নারী বিবাহসূত্রে ভর্ত্তৃ ভার্য্যা সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ইহা বিধাতার বিধি। পুরাকাল হইতে সভ্য অসভ্য সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যে বিভিন্ন প্রণালী অনুসারে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত,

এবং এইক্ষণও হইতেছে। পূর্ব্বকালে হিন্দু জাতির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কিরূপ বিবাহ প্রণালী ছিল, এবার আমরা প্রাচীন ব্যবস্থাশাস্ত্র মনু সংহিতা অবলম্বন করিয়া কিছু লিখিতেছি। মনুর মতে বিবাহ আট প্রকার, ব্রাহ্ম, দৈবত, আর্ষ প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ। প্রথমোক্ত চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য প্রশস্ত। ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষস প্রণালী অনুসারে বৈশ্য শূদ্রেরা আসুর প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিতেন। ব্রাহ্ম,দৈবত আর্ষ,এই তিন প্রকার বিবাহ ধর্ম্মানুমোদিত,প্রাজাপত্য, আসুর অধর্ম্ম বিবাহ। কখন পৈশাচ ও আসুর বিবাহ করিবে না মনুতে এরূপ নিষেধ আছে। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া লিখিত আছে। পণ্ডিতবরকে আহ্বান পূর্ব্বক বস্ত্রালঙ্কার দানে অর্চ্চনা করিয়া যে কন্যা দান করা তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক যথাবিধি কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত করিয়া যে কন্যা দান তাহার নাম দৈব বিবাহ। ধর্ম্মার্থ বর হইতে এক কিম্বা দুই গোমিথুন গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক যে কন্যা দান তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে। তোমরা দুই জনে ধর্ম্ম কর্ম্ম কর এই বলিয়া বরকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যা দান তাহা প্রাজাপত্য বিবাহ। কন্যার জ্ঞাতিগণকে কিম্বা কন্যাকে যথাশক্তি ধন দান পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে যে কন্যা গ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। পরস্পর অনুরাগবশতঃ বর ও কন্যার যে গোপনে সম্মিলন তাহার নাম গান্ধর্ব্ব বিবাহ। কন্যার পিতৃ বান্ধবদিগকে প্রহার করিয়া বা বধ করিয়া অকস্মাৎ কন্যা হরণ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। নিদ্রাভিভূতা বা মদ্যপান বিহ্বলা অরক্ষিতা কন্যাকে যে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ পাপিষ্ঠ অধম বিবাহ।

সলিল দান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কন্যা দান প্রশস্ত, জল দান ব্যতীত পরস্পরের ইচ্ছা ক্রমে কন্যাদান ক্ষত্রিয়াদির হইয়া থাকে। জলদান পূর্ব্বকও নিয়ম আছে। ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্বন্ধে এই নিয়ম যে বিবাহের পূর্ব্বে পিতা বা আচার্য্য উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট মাল্যযুক্ত বেদবিদ্ বরকে গোদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেন। প্রথম বয়সে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক বেদ দি অধ্যয়ন করিতেন, পরে গুরুর অনুমতি ক্রমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সবর্ণা সুলক্ষণান্বিতা কন্যা বিবাহ করিতেন। মাতৃকুলের অসপিণ্ডা পিতৃকুলের অসগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করা প্রশস্ত। কন্যা সম্বন্ধে ধন ধান্য গো মেষাদি বহু সম্পত্তি বিদ্যমানে ও এই কয়েকটি দোষ থাকিলে তাহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ। যথা পিতৃকুলে জাত কর্ম্মাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই, নিরবচ্ছিন্ন কন্যা

সন্তান জন্মে,বেদাধ্যয়ন নাই,পিতা মাতা বক্ষ রোগযুক্ত অর্শ যক্ষা উদরাময় মৃগী শ্বিত্র ও কুষ্ঠ রোগবিশিষ্ট, যে কন্যার কেশ পিঙ্গল বর্ণ; হস্তে কি পদে পঞ্চাধিক অঙ্গুলি, শরীর রুগ্ন, লোমশূন্য বা অধিক লোমযুক্ত, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ, কথা কর্কশ তাহাকে বিবাহ করা নিষেধ। আর্দ্রা রেবতী ইত্যাদি নক্ষত্রের নামে যে কন্যার নাম এবং বৃক্ষ নদী পর্ব্বত পক্ষী সর্পের নামে এবং ম্লেচ্ছ নামে যাহার নাম, ভীষণ ও দাস ভাবদ্যোতক যাহার নাম এমত কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই, যাহার অঙ্গ অবিকল, নাম সুখদ মধুর, গতি মরাল ও মাতঙ্গের ন্যায়, লোমও কেশ সূক্ষ্ম, দন্ত ক্ষুদ্র এবং শরীর কোমল এমত কন্যাকে বিবাহ করা বিধি। যে কন্যার ভ্রাতা নাই, পিতা পরিচিত নহে জ্ঞানবান্ ব্যক্তির সম্বন্ধে অধর্ম্ম আশঙ্কা বশতঃ তাহাকে বিবাহ করাবৈধ নহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রথম বিবাহ সবর্ণে হওয়া প্রশস্ত, পুনর্ব্বিবাহে অনুলোম বিধি। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বর্ণের বর নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করা বিধি। শূদ্রের ভার্য্যা শূদ্রাই হয়, বৈশ্যের ভার্য্যা বৈশ্যা ও শূদ্রা দুই হইতে পারে, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া শূদ্রা ভার্য্যা হয়, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ভার্য্যা হইয়া থাকে। শূদ্রা কন্যার পাণিগ্রহণে ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে নিষেধ। মোহবশতঃ শূদ্রা কেহ নারীকে বিবাহ করিলে তাঁহার বংশ সন্তান সন্ততিশূদ্রত্ব লাভ করিত।

আর্য্যনারীসমাজের কার্য্য-বিবরণ।

১৫ই শ্রাবণ শনিবার আচার্য্য মহাশয় যে উপদেশ দান করেন তাহার সার এই —ঈশ্বরের সঙ্গে যাহাতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাঁহার সঙ্গে কোন রূপ দূরতা না থাকে, কয়েক বৎসর হইতে উপাসনা প্রার্থনা উপদেশাদিতে সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। এইক্ষণ ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ স্বরূপ যাহাতে উজ্জলরূপে অন্তরে উপলব্ধি হয়,ব্রহ্মদর্শন উজ্জ্বল হয় উপদেশ বক্তৃতাদিতে তাহারই গূঢ় আলোচনা হইতেছে। ব্রাহ্মের জীবনে তাহা কতদূর সফল হইতেছে ও ব্রাহ্মিকারা কিরূপ বুঝিতে পারিতেছেন, তাহা জানি না। সত্যের সাধন না করিলে শুদ্ধ শ্রবণ দ্বারা কিছুই ফল হয় না। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের মন বড় চঞ্চল, তাঁহারা উপাসনা করিতে বসিয়া সংসার ভাবেন, দুই মিনিটও অনেকের মন স্থির হয় না। উপসনা করিতে অনেকে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করেন, উপাসনা ছাড়িবাযাইতে পারিলে আরাম বোধ করিয়া থাকেন। উপাসনা করিয়া যাহার মুখে বিশেষ স্ফূর্ত্তি ও নির্ম্মল আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ পায় না, তাহার উপাসানা উপাসনাই নহে। সে

আনন্দস্বরূপ হৃদয়বন্ধু ঈশ্বরের সহবাস কিছুমাত্র লাভ করে নাই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর দর্শনে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দের উচ্ছ্বাস হয়, মুখমণ্ডল প্রফুল্লতার শ্রী ধারণ করে। উপাসনা করিয়া নারীদিগের কাহারও সেরূপ আনন্দ হয় আমি ইহা বুঝিতে পারি না। কিঞ্চিৎ অধিকক্ষণ উপাসনা করিতে অনেকের মুখে বিষাদের চিহ্ন প্রকাশ পায়, ঈশ্বর কি দানব দৈত্য, না স্নেহময়ী জননী? যার নিকটে থাকিতে সন্তানের কষ্ট বোধ হইবে কেন? প্রকৃত সাধনের অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে অতএব অদ্য এই বিশেষ প্রস্তাব করা যাইতেছে যে এইক্ষণ হইতে সকলে নিয়মিত রূপে সাধনা অবলম্বন করিবেন। এক এক দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে তাহাতে সকলে ছাদের উপর বা অন্য কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া নির্জ্জন সাধন করিবেন। আমি উপস্থিত থাকিব, যখন যাঁহার মন বিচলিত হয়, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবেন, আমি মন স্থির করিবার উপায় বলিয়া দিব। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই মন্ত্রকে বার বার উচ্চারণ করিতে হইবে। একটী বিশেষ মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সাধন না করিলে কিছুই ধরিতে না পাইয়া মন স্বভাবতঃ চঞ্চল হইয়া থাকে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তরে এই স্বরূপ গুলি উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইবে। ক্রমে ক্রমে মন তাহাতে মগ্ন ও সমাহিত হইবে।

৩০ শে শ্রাবণ আর্য্যনারী সমাজে আচার্য মহাশয় যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার সার এই—এতদিন তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিলে আরাধনা প্রার্থনাদি করিলে, এইক্ষণ ঈশ্বর তোমাদিগকে ছাদের উপরে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিতে ডাকিতেছেন। তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে তথায় যাইয়া তাঁহাকে দর্শন কর। দুইটী বস্তুর মধ্যে যখন কোন ব্যবধান না থাকে তখন উভয় বস্তুতে যোগ হইয়াছে বলা যায়, যখন সাধক নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান অনুভব করেন না তখন জীবাত্মা পরমাত্মার যোগ বলা হয়, এই যোগধর্ম্ম সাধনে পুরুষের যেরূপ অধিকার নারীরও সেই প্রকার অধিকার। তোমরা কেবল সংসারের নীচ কর্ম্ম করিয়া, জীবন কর্ত্তন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ কর নাই, তোমরাও ঈশ্বর দর্শন করিয়াও তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়া জীবন সার্থক করিবে। পুরুষেরা যেমন যোগী হইবেন, স্ত্রীলোকেরা ও তদ্রূপ যোগিনী হইবেন। পুরুষের যোগ সাধনে ও নারীর যোগ সাধনে অল্পমাত্র প্রভেদ। নারীর যোগে কোমল ভক্তিভাবের প্রাধান্য থাকিবে। তোমরা জ্ঞান ভোজনে অগ্রে তিক্ত, পরে মিষ্ট, তিক্ত শুকতনি ইত্যাদি খাইয়া শেষভাগে

মিষ্টান্নাদি খাইতে হয়। ভজনেরও এই রীতি, প্রথম তিক্ত পরে মিষ্ট। প্রথম সাধনায় কষ্ট স্বীকার করিতে হয় বিষয়চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া ঈশ্বরে সমাহিত করিতে প্রথমে আয়াস বোধ হয়, দৃঢ়তার সহিত সেই ক্লেশ টুক বহন করিলে পরে বড় আনন্দ। যাঁহারা প্রথমে ক্লেশ ভোগ করিয়া সাধন ছাড়িয়া দেন, তাঁহারা তিক্ত শুক্তনি খাইয়া ভোজনে নিবৃত্ত হন বলিতে হইবে; তাঁহারা জীবনে সেই ক্লেশ বহন ব্যতীত অন্য কিছু ফল লাভ করেন না। তোমরা কয়েকজন আজ হইতে দৃঢ়তার সহিত যোগধর্ম্মব্রত সাধন আরম্ভ কর। তোমরা ঈশ্বরের লক্ষ্মী ইত্যাদি স্বরূপের বিষয় এই কয় দিন শুনিলে, তাঁহার নিরাকারা লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হও। পৌত্তলিকেরা তাহাদের দেবতাকে সম্মুখে দর্শন করে, সেইরূপ বরং তদপেক্ষা স্পষ্টরূপে তোমাদের উপাস্য দেবকে অন্তরে দর্শন করিবে। তাঁহাদের লক্ষ্মী সরস্বতী অসত্য কল্পিত, তোমাদের লক্ষ্মী সরস্বতী জলন্ত জীবন্ত। আলোক ব্যতীত তাঁহাদের দেবতা দেখা যায় না। গভীর অন্ধকারে মধ্যে আমাদের অনন্ত নিরাকার লক্ষ্মী ও স্বরস্বতীর মনোহর রূপ সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। তোমরা লক্ষ্মীর ভুবন মোহন রূপ সাগরে নিমগ্ন হও, সমগ্র জীবন, সমুদায় সংসারকে লক্ষ্মীর শ্রীতে সমুজ্জ্বল কর, অনন্ত স্বরসতী অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপ সাধন করিয়া নির্ম্মল জ্ঞান লাভ কর, সকল কার্য্যে তাঁহার মধুর বাণী ও প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিতে থাক। স্বীয় জীবন দ্বারা পৌত্তলিকদিগকে বুঝাইয়া দেও যে তোমাদের দেবতা কেমন সত্য ও জীবন্ত। তোমরা কি তাহাদের দ্বারা পরাস্ত হইবে? না তোমরা জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত ও ভক্তি বিশ্বাস দ্বারা তাহাদের সকলকে পরাস্ত করিবে। সাধন দ্বারা ঈশ্বর ক্রমে নিকটবর্ত্তী হন। প্রথম দূরে বোধ হয়, যেন একশত হস্ত দূরে রহিয়াছেন, তৎপর ক্রমে ক্রমে যত সাধন ঘনীভূত হয় তাঁহাকে এত নিকটে দেখা যায় যে এরূপ নিকট আর কিছুই নহে। তাঁহার কথা স্পষ্ট শুনা যায়। এ সমুদায়ই অন্তরে হয়, বাহিরে কিছুই নয়। অনন্ত আকাশের ঈশ্বর বাস্তবিক দূরে নহেন। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তবে আমরা সংসারকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহা হইতে দূরে থাকি। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকস্থ হইয়া তাঁহাকে আত্মাতে ধারণ করিতে হইবে। এই যোগ ধর্ম্ম তোমরা সাধন কর। যাঁহারা এই ব্রত অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে এক এক খানা স্বতন্ত্র আসন রাখিতে হইবে। তাঁহারা সেই আসনে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্যান ধারণা করিবেন। এই উপদেশান্তে সাধনের নির্দ্দিষ্ট স্থলে সকলে সমবেত হইলে আচার্য্য মহাশয়

সাধনার নিয়ম বিধি সকল বলিয়া দিলেন।

শৈশব-কুসুম।

সুখের শৈশব সখি! কোথায় এখন,
কোথায় সে প্রাণাধিকা প্রিয়তমা গণ।
কুসুমিত উপবনে,
সকল সঙ্গিনীসনে,
ছুটোছুটী করিতাম কুরঙ্গী মতন;
সরোবর উপকূলে,
ভ্রমিতাম হেসে খেলে,
পুলিন প্রদেশে ভ্রমে মরালী যেমন;
সরসীনির্ম্মল জলে,
প্রতিবিম্ব দেখাদিলে,
দুলাতেম বারিরাশি করিয়ে যতন;
মধুর হিল্লোল মালা,
ধীরে ধীরে করি খেলা,
আসিত সরসী তটে ফণীর মতন;--
সেই সুখদিন সখি হয় কি স্মরণ?
আর কি শৈশব সখি আসিবে ফিরিয়ে!
পুন কি করিব খেলা সকলে মিলিয়ে।
হাত ধরাধরি করি,
বেড়াতেম ঘুরি ফিরি,
দিতেম করেতে তালি নাচিয়ে নাচিয়ে;
কুসুম কাননে গিয়ে,
প্রসূন রতনে লয়ে,
গাঁথি হার সবে মোরা গলে দোলাইয়ে;
হাসিতাম নাচিতাম প্রসূন লইয়ে।
পিয়া পাখি শাখিপরে,
চোক্ গেল যদি করে,
অমনি উত্তর তার তারে উপেক্ষিয়ে;—
দিতাম সকলে মিলে আমোদে মাতিয়ে।
সবে দিবা অবসানে,
নিলীমা গগণ পানে,
গুনিতাম তারা মালা চাহিয়ে চাহিয়ে;
কে আগে গুনেছে কটা,
কে আগে দেখেছে কটা,
হইত বিবাদ ক্রমে একথা লইয়ে;—
হারিলে মরমে হৃদি যাইত গলিয়ে।
আর এক দিন সখি যাইয়ে বাগানে;
তুলিয়ে কুসুমরাশী,
দোঁহে মুখোমুখি বসি,
গাঁথিনু মোহন মালা আনন্দিত মনে;
তুমি দিলে মম গলে,
আমি দিনু তব গলে,
বাঁধিনু উভয় হৃদি প্রণয় বন্ধনে;
বাহু রাখি কণ্ঠোপরি,
ঈশ্বরে স্মরণ করি,
করিনু চুম্বন দোহেঁ দোহাঁর বদনে;—
সেই দিন সুখদিন পড়ে কিলো মনে?
আর একদিন সখি সরোবরে গিয়ে;
তরুণ তপনে দেখি সোপানে বসিয়ে।
অস্তগেছে নিশামণি,
বিষাদিত কুমুদিনী,
হেন কালে এলে কাছে হাতে চাঁপালয়ে;
করে ধরি মম খোঁপা,
পরাইয়ে দিলে চাঁপা,
চারু চাঁপা চিকনিয়ে মম গলে দিয়ে;-
চাঁপা বলি সম্ভাষিলে আদর করিয়ে
দিনকরে সাক্ষিকরে,
পরস্পরে ধরি করে,

শ্রীহরি স্মরণে ডাকি সখী সম্বোধিয়ে ;
উভয়ে উভয় কণ্ঠ ধরিনু জড়িয়ে।
মনে পড়ে সেই রাতি,
যেরেতে নব দম্পতী,
গ্রথিত হইল দোহেঁ শুভ পরিণয়ে ;—
স্মরিলে সেদিন হৃদ উঠে উচ্ছলিয়ে।
আর কি সে দিন সখি হয়লো স্মরণ ?
নদীর নির্ম্মল নীরে,
সে দিন তরণী পরে,
অস্তমিত তপনেরে করি দরশন,
নেচে নেচে উর্ম্মীমালা,
বায়ু সহ করি খেলা,
ছুটিত পুলিনোদ্দেশে করিযে গর্জ্জন।
লোহিত অরুণকরে,
হেমবাস নীর পরে,
সিন্দুরে রঞ্জিত হ'ল পশ্চিম গগন ;
স্রোতস্বতীউপকূলে,
শ্যামল বিটপিদলে,
হেমতরুসম সবে করি দরশন।
শাখিপরে দেহ ঢাকি,
ঝঙ্কারে কোকিল পাখী,
মধুর পঞ্চম স্বরে তোষে প্রাণ মন ;—
আর কি সে সুখ দিন হয় লো স্মরণ ?
সুখদ শরত কালে সায়াহ্ন গগনে,
ভ্রমিতেছি উভয়েতে কুসুম কাননে।
সাহসা হইল মনে,
বেড়াইব জলযানে,
নাচিব নদীর বুকে লহরীর সনে ;
উভয়েতে গিয়ে তীরে,
উঠিনু তরণী পরে,
মৃদু মৃদু চলে তরী মৃদুল পবনে ;
করে লয়ে ক্ষেপণীরে,
বাহিলাম ধীরে ধীরে,
হাসিল জাহ্নবী জল প্রমোদিত মনে ;
নদীর গম্ভীর জল,
করিতেছে টল টল,
কাঁপিল সুস্থিরবারি ক্ষেপণীপীড়নে ;
কল্লোলিনী বক্ষোপরি,
নাচি তরী ধীরি ধীরি,
রাজহংস রূপ চলে মধুর গমনে ;
জাহ্নবীর মধ্য স্থলে,
"সাধের তরণী" বলে,
গেয়েছিনু মন সুখে বসিয়ে দুজনে ;
হাসিল প্রকৃতি সতী,
নাচিল রজনী পতি,
কাঁপিল জাহ্নবী জল প্রতিধ্বনি সনে ;—
সে সুখের দিন সখি পড়ে কি লো মনে ?

শ্রীমতী শি—

নদীকন্যা পুনশ্চ।

অভিনব নগরের অভিনব শোভা। শ্বেত অট্টালিকা নূতন, তাহার দ্বার জানেলা সম্প্রতি উজ্জ্বল সবুজ বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পরিষ্কার প্রশস্থ রাজ-পথ নূতন, তাহা সম্প্রতি খোয়া দ্বারা পেটা হইয়াছে। নূতন বাজারে নূতন দোকানে নূতন সামগ্রী। নূতন পনীর নবউদ্যানে নূতন রেল, নূতন জাতীয় বৃক্ষ, ফুল, ও প্রস্তরময়ী মূর্ত্তা। নগর প্রান্তে বেগবতী নীলাভ নদী। কূলে নূতন ঘাট ; নূতন নূতন দেবমন্দির,

তদুপরি নূতন কলস ও ত্রিশূল; নানা বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুচিত্রিত শ্রেণীবদ্ধ তরণী; নব্যগণ প্রাতঃকালে দলে দলে স্নান ও ভ্রমণ করিতে আসে, নূতন গীত গায়, ইংরাজী বাঙ্গলা মিশ্রিত এক প্রকার নূতন ভাষায় কথা কয়; সায়ংকালে আলঙ্কৃতা কুলবধূগণ উজ্জ্বল কলস নির্ম্মল জলে পূর্ণ করেন, নির্ম্মল হাসি হাসেন, নূতন গল্প করেন; ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃ-সন্ধ্যা পুষ্প চন্দনে দেবার্চ্চনা করেন, মন্ত্রোচ্চারণ করেন। আমি স্বাস্থ্যে, যৌবনে, আশায়, অবকাশে পূর্ণ, প্রতিদিন নদীতটে গমন করি। একদিন বিশেষ উল্লাসে পূর্ণ হইয়া পরিষ্কার চরে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। এইমাত্র সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রদোষের স্বর্ণ জ্যোতি এখনও নীল জলে ভাসিতেছে। সন্ধ্যা-কালে মধ্যাহ্নাকাশে প্রশান্ত শশিকলা সোণার আলোকের উপর রৌপ্যকান্তি বিকীর্ণ করিতেছে; ঈষৎ অনুচ্চ তরঙ্গ চয় উঠিয়া তখনি জলে মিসিতেছে, ঈষৎ হিল্লোল সমতল কূলের শ্বেত বালুকার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছে, যেন সুমিষ্ট ঈষৎ হাস্যের শব্দ হইতেছে। জল-স্রোতে ফুল ভাসিয়া ভাসিয়া চলিতেছে। পক্ষিগণ কলরব করিয়া উপরে উড়িয়া যাইতেছে। আমি সহাস্যমুখে প্রকৃতির শোভায় মগ্ন হইয়া দণ্ডায়মান আছি। যেন নদীর সঙ্গে নদীত্ব লাভ করিয়াছি, শশীর সঙ্গে শশিত্ব লাভ করিয়াছি। ক্রমে সমুদয় প্রকৃতি সজীব হইয়া উঠিল। চন্দ্র জলে নামিল; জল চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিল, এবং উভয়ে বায়ুভরে দুলিয়া দুলিয়া কূলের সঙ্গে মিলিয়া গেল। এই মিশ্রিত সৌন্দর্য্য আলোক অন্ধকার প্রভাবে আমার চক্ষে ঘনী-ভূত হইয়া এক দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিল, নদী হইতে এক বিস্ময়কর লাবণ্যযুক্ত হাস্যময়ী কন্যা উঠিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন। এই কন্যামূর্ত্তি রক্ত মাংসে রচিত নয়, কিন্তু ইহা কিসে রচিত, জ্যোৎস্নায় কি নদী হিল্লোলে, কি সমীরণে, কি নক্ষত্র জ্যোতিতে তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না, কেন না ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য অপার্থিব, বিচিত্র, আর কল্পনা শক্তি প্রভাবে আমার চক্ষুও জড়িত এবং অস্পষ্ট। তবে এই পর্য্যন্ত মনে হয় যে সম্মুখস্থ হাস্য পূর্ণ লাবণ্যবতীকে জ্যোৎস্নার অংশ বলিতে হইবে, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় ললাটকে নক্ষত্রের সার বলিতে হইবে. তাঁহার কবরী অন্ধকাররচিত, নদী-হিল্লোল তাঁহার বস্ত্রাকার ধারণ করিয়াছে, সন্ধ্যা প্রস্ফুটিত সহস্র ফুলের সৌরভ কন্যার আবির্ভাবে বায়ুকে আমোদিত করিয়াছে, এবং সমীরণ তাঁহার শব্দ হইয়া জল কল্লো-লের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিল "হে পথিক, তুমিও কি প্র-কৃতি মাতার এক জন সন্তান? তুমিও কি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, জগতের সুখ সম্পা-দের উত্তরাধিকারী? আমার প্রশ্নের

উত্তর দাও।” আমি উত্তর করিলাম “মাতঃ আপনি দেব কন্যা, ত্রিদিব পালিতা, স্বর্গীয় শ্রী শান্তির অধিকারিণী। আমি সামান্য মনুষ্য কুলোদ্ভব, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর কি রূপে দিব? তবে ইহা নিশ্চয় যে আমি প্রশস্ত প্রকৃতি মাতার জনৈক পুত্র বটে, আমি প্রকৃতির গৌরবে গৌরবান্বিত হই, প্রকৃতিজগতে আধ্যাত্মিক অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্য ও শান্তির অন্বেষণ করি। মাতঃ আপনি কে? কন্যা শশিকলা বিনিন্দিত মুখে বিচিত্র হাস্য করিয়া বলিলেন “তুমি আমাকে মাতঃ বলিলে ভালই হইল, যদি আমাকে মাতঃ না বলিয়া ভগ্নি বলিতে তাহা হইলেও অন্যায় হইত না। কেন না আমি বিশ্ব প্রকৃতির কন্যা, আমি পৃথ্বীপতির করুণা, এই নদীর আত্মা, নদী রূপে বহিয়া যাই, সমীরণের সঙ্গে গান করি, প্রাতঃ সূর্য্যের আলোকে ক্রীড়া করি, হাস্য করি, চন্দ্রালোকের সঙ্গে মিলিত হইয়া নৃত্য করি, উষা, সমীরণ, সন্ধ্যা সমীরণের সঙ্গে একতান হইয়া সুর তুলি, সর্ব্বদাই আমোদে থাকি।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “সর্ব্বদাই আপনার আমোদ কিসে? সংসারে সুখ ও দুঃখও আছে, আপনি নিত্য সুখী হইলেন কি প্রকারে?” কন্যা আবার হাসিলেন, বলিলেন “সমুদয় বলিতেছি স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। এখন আমাকে যেমন সুখ ঐশ্বর্য্যে বেষ্টিত দেখিতেছ হে পথিক, আমার জীবনের প্রারম্ভ সেরূপ নহে। অতি কঠিন বন্ধুর স্থানে আমার জন্ম, আমার পিতা মহিমান্বিত ভূস্বামী বটে, কিন্তু আমার মাতার বক্ষে স্নেহ নাই, প্রস্তরের উদরে আমার উৎপত্তি, প্রস্তরের বক্ষে আমি পালিত, তরুণ শৈশবে প্রস্তর শয্যায় আমি শয়ন করিতাম, প্রস্তরময় স্তন্য পান করিতাম, প্রস্তরের সঙ্গে ক্রীড়া করিতাম। আমার মাতার ধন ছিল না, বান্ধা ছিল না, স্নেহ ছিল না, কোমলতা ছিল না, অঙ্গে আচ্ছাদন করিবার বস্ত্র পর্য্যন্ত ছিল না। যে নিদারুণ হিমে বায়ুর নিশ্বাস জমিয়া যায়, মেঘের গতি বন্ধ হয়, জল স্রোত আড়ষ্ট হয়, বৃক্ষলতার বীজ মরিয়া যায়, পশু পক্ষীর প্রাণ বাঁচে না, সেই হিমে আমি অরক্ষিত শৈশব অতিবাহন করিয়াছি। অল্প বয়সে আমার ন্যায় কঠোর পরীক্ষা কে বহন করিয়াছে? পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অরণ্যে অরণ্যে, একাকী ভ্রমণ করিয়াছি; গিরিশৃঙ্গ জ্ঞাতির ন্যায় নির্মম হইয়া আমাকে গিরিশৃঙ্গে ফেলিয়া দিয়াছে; অন্ধকারময় গুহা গহ্বরগণ পাপদৈত্যের ন্যায় আমাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছে; প্রকাণ্ড শিলাগণ রোগ দুর্ভাগ্যের ন্যায় আমার বক্ষ ভেদ করিয়াছে; কিন্তু কেহই আমার অনিষ্ট করিতে পারে নাই। প্রতিবন্ধকতায় আমার বিক্রম বৃদ্ধি হইল; কঠোরতায় আমার হৃদয় নির্মল ও বিশাল হইল; প্রস্তর বক্ষ হইতে নির্ঝর সকল উৎসারিত হইয়া আমার শান্তি গভীরতা বৃদ্ধি করিল, কিন্তু যে জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি সে নিয়তি সম্পূর্ণ না করিয়া কি প্রকারে সংসার হইতে বিদায় হইতে পারি?” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “হে নদী কন্যে, সে নিয়তি কি?” কন্যা সহাস্যবদনে

বলিলেন "সে নিয়তি পরোপকার। পৃথিবীর সকল লোকের ভাল করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে বধ করে কাহার সাধ্য? কত নগর জনপদ সৃজিত হইল বিলুপ্ত হইল; কত বংশ পরম্পরা অবতীর্ণ হইল নিষ্ক্রান্ত হইল; কত কত যোদ্ধা, কবি, সম্রাট্ মানবলীলা সমাপ্ত করিল, কিন্তু আমার স্রোত তুং কূল ব্যাপিয়া বহিতেছে। সূর্য্য আমাকে শোষণ করিতে পারে না, নিদাঘ আমাকে নীরস করিতে পারে না, গিরিগুহা আমাকে প্রচ্ছন্ন করিতে পারে না, বন ও মরুভূমি আমার গতিরোধ করিতে পারে না। পর্ব্বত হইতে দ্রুতবেগে শত বাধা তুচ্ছ করিয়া প্রান্তরে নামিয়া আসিলাম, উজ্জ্বল হাস্য হাসিতে হাসিতে ভারতের প্রশস্ত প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম, আমাকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আমার প্রবেশভূমিকে লোকেরা তীর্থভূমি রূপে মান্য করিতে লাগিল। আমার সংস্পর্শে ক্ষেত্রগণ শ্যামল শস্য প্রসব করিতে লাগিল, আমার পুলিনে কমল কানন রোপিত হইল, আমার অমল সলিলে কুমুদ হাসিয়া হাসিয়া ভাসিতে লাগিল। আমি সকলকে আশ্রয় দিলাম, সকলের উপকার করিলাম আমাকে দেখিয়া বন উপবন কুসুমিত হইল, আমার কূলে কত গ্রাম নগর প্রতিষ্ঠিত হইল, আমার জলে কত তরণী ভাসিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়, ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত করিল। তৃষ্ণার্ত্ত আমার তীরে গমন করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে, তাপার্ত্ত আমার সলিলে অবগাহন করিয়া শীতল হয়। আমি গৃহস্থের গৃহ পরিষ্কার করি, জনপদের স্বাস্থ্য রক্ষা করি, ব্যাধিগ্রস্থের ব্যাধিহরণ করি, ধার্ম্মিকদিগের দেহমার্জ্জনা করি, চিন্তাশীলদিগের মনে গভীর চিন্তা উত্তেজনা করি, এবং পরিণামে প্রাণহত পরিত্যক্ত নরনারীরকে আমি নিজ ক্রোড়ে লুক্কায়িত করি। আমার কূলে বালিকাগণ ব্রত শিক্ষা করে, যোগিগণ যোগ অভ্যাস করে, ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠ করে, ভক্তগণ ধ্যানে মগ্ন হয়। আমার তটে শ্যামের বংশী ধ্বনি, প্যারীর নুপুরধ্বনি, কুলবধূদিগের হাস্য ধ্বনি, নাবিকদিগের সঙ্গীত ধ্বনি, পক্ষীদিগের কণ্ঠধ্বনি, আমি পরোপকারে সদা সুখী।"

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত অতিশয় তৃপ্ত হইল। আমি বলিলাম "নদীকন্যা, পরোপকারীর সঙ্গ পাইলে স্বার্থপরতা দূর হয়, পরোপকার করিতে ইচ্ছা জন্মে। আমি এখন অবধি পরোপকার ব্রত গ্রহণ করিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে তুমি এত কাল পৃথিবীর সেবায় নিযুক্তা রহিলে পরিণামে তোমার কি হইবে? নদীকন্যা শান্তভাবে উত্তর করিলেন "সৎকার্য্যের পরিণাম নিত্যশান্তি। আমি এতা-

বহুকাল, অন্যকে সুখী করিতে জীবন ক্ষয় করিলাম, ইহাতে নিজের সুখ একদিনের জন্য অন্বেষণ করি নাই, অথচ জ্যোতির্ম্ময় আনন্দ কোন কালেই আমার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। সুখ আমাকে আপনা আপনি অন্বেষণ করিয়াছে। পরিণামে অনন্ত সুখসাগরে মিলিত হইয়া যাইব। ক্রমে আমার স্রোত আরো বিস্তৃত হইবে। আরো অনেক গ্রাম প্রান্তর কূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবে; আরো সহস্র সহস্র জীব আমাকে পান করিতে আসিবে, আমাতে স্নান করিবে; সূর্য্য আমার বক্ষে আপনার মুখচ্ছবি দেখিয়া আরো উজ্জ্বল হইবে, চন্দ্র তারকা আমার হিল্লোলে নৃত্য করিবে; বসন্ত সমীরণ আমার বারিকণায় আরো শীতল হইবে, তার পর অকূল সমুদ্র মহাশব্দে আমাকে আহ্বান করিবেন, আমি সেই শব্দে শব্দ মিশাইয়া, সেই জলে জল মিশাইয়া, অতলস্পর্শ শান্তিতে অবগাহন করিয়া, অনন্ত আরামে নির্ব্বাণ পাইব। শিশু যেমন জননী ক্রোড়ে ঘুমায়; চন্দ্রালোক যেমন সূর্য্যালোকে মিশাইয়া যায়, ভগবদ্ভক্ত যেমন অনন্ত ব্রহ্মে আত্ম সমর্পণ করিয়া সংসারের শান্তি, স্মৃতি, ভাল মন্দ, সমুদয় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, আমিও তেমনি অপার আনন্দে লীন হইয়া যাইব।' এই বলিয়া কন্যা হাসিতে লাগিলেন, তাঁর সঙ্গে আকাশ পৃথিবী, নদীর জল সমুদয় হাস্য জ্যোতিতে প্লাবিত হইয়া গেল, সেই আলোক ক্রমে তাঁহার শরীরকে অপরিস্ফুট করিতে লাগিল, পরিশেষে কন্যার সর্ব্বাঙ্গ তরল সমীরণে, তরল চন্দ্রালোকে, তরল স্রোতে আলোকরূপে মিশাইয়া গেল। আমি কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, নদীকন্যার পরোপকার কার্য্য ভাবিতে লাগিলাম, ও সেই দিন অবধি পরসেবা ব্রতে দেহ মন সমর্পণ করিলাম।

বিধানভারত।

উপরোক্ত শীর্ষক একখানি অভিনব কাব্য আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমরা সচরাচর পরিচারিকার মধ্যে কোন পুস্তকের বিস্তীর্ণ সমালোচনা করি না। কিন্তু বিধানভারত একখানি বিশেষ গ্রন্থ, সাবধান হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইহার উদ্দেশ্য সঙ্গে নারী জাতির উন্নতি বিশেষরূপে জড়িত বোধ হয়, এতদ্ব্যতীত ইহার আরো দুই একটী বিশেষ লক্ষণ আছে সে জন্য আমাদিগকে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। মহাভারত ও রামায়ণের ন্যায় বিধানভারতকে গ্রন্থকর্ত্তা একখানি মহাকাব্যরূপে রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজ কাল যে নববিধানের প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যাইতেছে, তাহাই এ কাব্যের আলোচ্য বিষয়। আমরা পূর্ব্বে মনে করিতাম ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সুলেখক ও প্রকৃত

কমি অত্যন্ত বিরল। যে দুই এক জন ছিলেন প্রায় সংসার হইতে অপসৃত হইলেন। অবশিষ্ঠ ব্রাহ্মগণ কেবল পাঁচ সাতটী আছোলা আভাঙ্গা ডাল পালা শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ চর্ব্বণ ও উদ্গার করিতে করিতে কমিসেরিয়টের হস্তির ন্যায় এ দিক ওদিক ভ্রমণ করিতেন, এবং "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" করিয়া ও নাকীস্বরে এক আধবার "অতএব বলি শুন, ত্যজ দম্ভ অভিমান" ভাঁজিয়া, মানব লীলা সম্বরণ করিতেন। তাঁহাদেরও হাড় জুড়াইত, লোকেরও হাড় জুড়াইত। তার পর দিন কতক বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া প্রাণান্ত হইবার যো হইল। আবাল বৃদ্ধ সকলে বক্তৃতাই করে; রাঢ় বঙ্গ জুটিয়া বক্তৃতাই করে; শ্রোতা নাই বক্তাই সকলের ভাষাবোধ নাই, ধর্ম্মবোধ নাই, বর্ণবোধ নাই, সকলে বক্তৃতা করিতেই ব্যস্ত। বাধ্য হইয়া কোন বক্তাকে পশ্চাৎ হইতে তাহার চাদর টানিয়া হাত টানিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়; কোন বক্তা গলাবাজী আরম্ভ করিতে না করিতে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের সংস্কার জন্মিয়াছিল যে ব্রাহ্ম সমাজে বুঝি সুলেখক জন্মিবার আর আশা নাই কিন্তু এখন আমাদের সে ভ্রম, ক্রমে দূর হইতেছে। দুই চারিটী বিশুদ্ধ লেখনী চালিত হইয়া সমাজের কলঙ্ক দূর করিতেছে। সাহিত্য ও কবিত্বরস অল্পে অল্পে সমাজকে অভিষিক্ত করিতেছে। তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই বিধানভারত। কোন গ্রন্থকে অযথা প্রশংসা করিলে তাহার মান গ্লানি হয়, বিশেষতঃ আলোচ্য কাব্যের সঙ্গে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ তাহাতে সমালোচন কার্য্যে আমরা যত মিতভাষী হইতে পারি ততই ভাল। অতএব আমরা কেবল পাঠিকাদিগের জন্য বিধানভারতের প্রতিবিম্ব মাত্র প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইব।

চিরঞ্জীব শর্ম্মা নামক একজন দীর্ঘাকার সৌম্যমূর্ত্তি গৈরীক বস্ত্রধারী, ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব সাধু নারদের ন্যায় হরিগুণ গান করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে এক তম্বুরী বীণা হস্তে এক বিচিত্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেই আশ্রমে একজন ব্রহ্মপন্থী মহর্ষি সশিষ্যে বাস করিয়া থাকেন। তিনি ব্রতধারী যোগী, পরমার্থ কথা প্রসঙ্গে সর্ব্বদা মগ্নচিত্ত।

ঘন সন্নিবিষ্ট আম্র বকুল মণ্ডপে,
উপবিষ্ট মৃগচর্ম্মোপরি, শান্তচিত্ত,
স্তিমিত লোচন সাধু, ব্রহ্মব্রতাচারী।

যে আশ্রমে এই মহর্ষি তাহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অতি রমনীয় সেই তাপসনিবাস,
নিরাপদ, নিত্য শান্তি রসের আলয়।
অটবীকুসুম গন্ধরাজ পরিমল
আনিছে বহিয়া ধীরে ধীরে, গন্ধবহ
সন্ধ্যাসমীরণ, শীতলিয়া আশ্রমীর

তেজঃপুঞ্জ দেহ ; বিলাইছে কুঞ্জ কুঞ্জে
লতাপাশ ভেদি, মধু সুরভি হিল্লোল।
সাজায়ে ফুলের ডালি সরসী সুন্দরী,
কমলবদনা, ইন্দীবরাক্ষী ললনা,
নীলাম্বরা,—দেবকন্যা যেন দিব্যধামে,—
দাঁড়ায়ে অদূরে, স্মিতমুখে ; বিচলিত
সুমন্দ অনিলে কোমলাঙ্গ, মদ অন্ধ
ভ্রমর নিকর, তাহে গুঞ্জরে বসিয়া।
বিহঙ্গকুজিত বনে চকিত নয়না
মৃগবধূ, করে বিচরণ মৃদু পদে,
শাবকে লইয়া পাছে ; কভু স্তনদানে
তোষে তারে বসি, নদীতটে, তরুতলে।
কেহ বা লতাবিতানে করিয়া শয়ন,
রোমন্থন করে, সুখে, পুত্র কোলে লয়ে।
হিংসা দ্বেষপরিশূন্য নিরাবিল স্থান,
সবে অনুকূল ; বহে তটিনী জাহ্নবী,
কূলে কূলে, ধৌত করি বৃক্ষপাদমূল
মুকুলিত চূতশাখা নবীন পল্লবে,
ঢাকি রবি তাপ, ছায়া বিতরে শীতল
আগন্তুক অতিথিরে, বনবাসীজনে।
পিকবর ঝঙ্কারিয়া শুনায় পঞ্চম,
মধুর ললিত গীত, শ্রবণে উপজে
কত ভাব, শান্তিরস, যোগযুক্ত মনে।”

সমাগত চিরঞ্জীব শর্ম্মাকে দেখিয়া আশ্রম স্বামী গৃহর্ষি ও তাঁহার শিষ্যগণ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন হে বর্ষীয়ান্, আপনার মুখে আমরা প্রাচীন কাহিনী হরিপ্রেম লীলারসপূর্ণ মহাপ্রভু চৈতন্যচরিত শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে বলুন যখন শ্রীগৌরাঙ্গ, নীলাচলে প্রাকৃত জড় শরীর ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ, ভাবময়ী, ভাগবতী, চিদাত্মা তনু ধারণ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন, আর নির্ম্মলজ্যোতি ভক্তিদেবীর প্রতিমা অন্ধকারে, ঘোর পাপে ভবজলে মগ্ন হইয়া গেল, তখন হে তাত! সর্ব্ব জীবের জীবন ঈশ্বর জীবকে পরিত্রাণ দিবার জন্য, কলির কলুষ রাশি নাশ করিবার জন্য কি করিলেন ?

হে দ্বিজ! প্রাচীন আর্য্য, পরম বান্ধব,।
কৌতূহলী মোরা, তত্ত্বরসপিপাসিত,
বড় সাধ শুনিবারে হরি ভক্তিলীলা,
পাপীর উদ্ধার, শান্ত দাস্য মধুরাদি
নানা রসকেলি। কর সুখী তাত, আজ
পূরাও লালসা, শুনাইয়া হরিকথা ;
জ্ঞান ভূমি সব, ভ্রমি দেশ দেশান্তর।

উপরে যাহা লিখিত হইল তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে এই চিরঞ্জীব শর্ম্মাই ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যের চরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সমাপনান্তর বিধানভারতে মনোনিবেশ করিলেন। বিধানভারতের প্রারম্ভে আদ্যাশক্তির বন্দনা আছে। যথা “হে দেবি কল্পনে, শুভে, কবিতাসুন্দরি ভাবরসদাত্রী কবি হৃদি বিহারিণি ; অয়ি কাব্য মধুকরী প্রতিভাদায়িনী বরাননে ; তুমি শব্দরূপা, তেজোময়ী, অযোনিসম্ভবা পরাবিদ্যা নিত্য কাল আছ ভারতী”—এই কয় ছত্রের ভিতরে কিয়ৎ পরিমাণে খ্রীষ্টিয় ভবের সঞ্চার দেখা যায়। সুতরাং চিরঞ্জীব গোস্বামী বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি খ্রীষ্টান কি

ব্রাহ্ম নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। বোধ হয় তাঁহার "ভাবময়ী তনু" মধ্যে এই সমস্ত প্রকার রসলহরীর সঙ্গম হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক বৃদ্ধ চিরঞ্জীব আশ্রমবাসীদিগের প্রশ্নে পুলকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন :—"হে গৃহর্ষি যোগানন্দ, তোমরা অবগত আছ যে জন্য শ্রীচৈতন্য বঙ্গ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহলীলান্তে যবন শাসন কালে ভারত ঘোর আঁধারে আবৃত ও উপধর্ম্ম কুসংস্কারে জড়িত হইল। দুষ্টমতি যবন রাজগণ অবিচারে প্রজাগণের ধনমান কুল শীল হরণ করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর বঙ্গবাসীদিগকে বন্ধন মুক্ত করিবার জন্য অজ্ঞান তিমির দূর করিবার জন্য শ্বেতদ্বীপবাসী সুনিপুণ, সমরকুশল, ব্রিটিশবীরদিগকে এ দেশে প্রেরণ করিলেন।"

নিজ হাতে অভিষেক করিলেন তিনি,
ব্রিটিশ কেশরী নৃপবরে, রাজ্যপদে ;
দুর্জ্জয় প্রতাপে যার আজ হিন্দুস্থান,
সীমা হ'তে সামান্তর ভয়ে সশঙ্কিত।
শ্বেতাঙ্গের বলবার্য্য, বিজ্ঞান কৌশল,
আরম্ভিল মহা যুদ্ধ, ভাঙ্গিল সকল
প্রাচীন পদ্ধতি রীতি, গড়িল নূতন।
জ্ঞান বিজ্ঞানের জ্যোতি অভিনব রুচি,
প্রবেশিল ঘরে ঘরে যেন বন্যা বারি।
বঙ্গীয় যুবক দল, ভারত সন্তান,
ধরিল নবীন বেশ, দেখিতে সুন্দর,
সুপণ্ডিত, কিন্তু প্রাণ বলিতে বিদরে,
আঁখি ভাসে অশ্রুজলে, অবিদ্যা বাড়িল
বিদ্যা উপার্জ্জন করি। বহিল ভীষণ
পাপস্রোত দ্রুতবেগে ; মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
ব্যভিচার নাস্তিকতা, কপট আচার
অবিশ্বাস, সুরাপান বিলাস বাসনা,
ঘোর দুর্নিবার অতি, গ্রাসিল সকল।
অকালে হারা'ল প্রাণ কত যুবা, সুরা
হলাহল পানে, না মানিল কারো কথা ;
অনলে পতঙ্গ যেন পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
কুলধর্ম্ম আর্য্য নীতি করিয়া হেলন,
সদাচার দলি পদতলে, ম্লেচ্ছ পদ
চুম্বিবারে কত যে আগ্রহ, কি বলিব!
মায়া কুহকিনী বহুরূপা কলঙ্কিনী
পাশ্চাত্যরা সাগর, নব বিদ্যা বেশ ধরি,
ভুলাইল মদ্য মাংসে, ডুবাইল পাপে,
দুরাচারে, শুদ্ধসত্ত্ব হিন্দুবংশগণে।
বিবেক বিহীনা অন্ধ বুদ্ধি, কৃতবিদ্যে
লইয়া চলিল কেশে ধরি, অন্ধকার
গভীর নরককূপে, চতুরা কুহকী
যথা ধরে চুলে, মদমত্ত করীবরে,
গহন বিপিনে। আশু সুখে রত যুবা
মানে না ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম্মনীতি,
বলে এ সকল মিথ্যা, বাতুলের কথা।

* * *

মাখিয়া কলঙ্ক পিতৃকুলে, হিন্দু যুবা,
ধরিল ঘৃণিত ম্লেচ্ছাচার ; আর্য্যনারী,
ছিল যারা এককালে ধর্ম্মপরায়ণা,
পতিব্রতা সাধ্বী, মূর্ত্তিমতী ভক্তিরূপা,
আজ তারা উন্মাদিনী বিলাস বিকারে,
পুরুষের ক্রীড়ামৃগ, দাসী পরাধীনা।
যে কুলে জন্মিয়াছিল সীতা দময়ন্তী,

বিদুষী মহিলা, লীলাবতী খনা আদি,
হায়! আর সে কুলে কি নাহি বীরনারী
স্বাধীনা রমণী, যথা গার্গী মৈত্রেয়ী!
কত হিন্দু পরিবার শ্মশান সমান,
হরি শব্দ নাহি কারো মুখে, পূজা পর্ব্ব
সব যেন আমোদের হেতু। ধর্ম্মহীনা,
নাস্তিকরূপিণী নারী, (ভাবিলে যেরূপ
প্রাণ উঠে চমকিয়া) দেখি নাই কভু
যাহা এ জীবনে, তাও দেখিতে হইল।"

* * *

এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে চিরঞ্জীব শর্ম্মা কেবল হরিগুণরসাসক্ত নহেন। কিন্তু যথাপরিমাণে রাজনীতি রসে ও রসিক। নববিধানের অন্তর্গত যবন জাতীয় মহাত্মাদিগের সংখ্যা আমরা অবগত নই। কিন্তু যদি কেহ থাকেন, তো আশা করা যাইতে পারে তিনি যবন রাজগণের প্রতি গ্রন্থকর্ত্তার অপ্রসন্নতা কি জন্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আর বিধান ভারত পাঠে ব্রিটিশ কেশরী আহ্লাদে ভূমিপৃষ্ঠে দুর্জ্জয় লাঙ্গুলাঘাত করিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় যুবক দল যাহারা কপটাচার অবিশ্বাস সুরাপান ব্যভিচারাদিতে রত, হয়ত সরোষে লাঙ্গুল উত্তোলন করিতে পারেন। আর ধর্ম্মহীনা নাস্তিকরূপিণী যুবতী বৃন্দ হয়তো উদ্যত শতমুখী হস্তে ধরিয়া দণ্ডায়মানা হইবেন। ইহাতে চিরঞ্জীব শর্ম্মা ভীত কি না তিনিই বলিতে পারেন।

গ্রন্থকার বলেন এই সকল অত্যাচারে বিধাতা জীব শিক্ষার্থে যুগ প্রলয় প্রেরণ করিলেন।

"অকস্মাৎ ঘন ঘটা নীরব আকাশে,
ভীমবল প্রভঞ্জন ধায় দ্রুত গতি,
উখাড়ি পর্ব্বতসহ মহাক্রমে; ভাঙ্গে
গিরিচূড়া মড় মড় রবে। উদ্বেলত
সিন্ধু, সুবিশালবক্ষ, গরজে গম্ভীর
নাদে, ধরি রুদ্র বেশ, ভয়ঙ্কর; করে
আস্ফালন, মহাকোপে, পবন তাড়নে;
গ্রাসিতে অনন্ত ব্যোম, উঠে বীরমদে,
ঊর্দ্ধশিরে, ফেনপুঞ্জ বমন করিয়া;
প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনি হয় উপকূলে,
সিংহের বিক্রম যথা ভূধর কন্দরে।
মহাবেগে পড়ে খসি গিরীন্দ্র শিখর
তদুপরি, হৈটমুণ্ড প্রভূত নির্ঘোষে।
বিঘূর্ণিত মহীতল অসীম বিমানে;
উগারে অনল রাশি, ধবল অচল,
অভ্রভেদী, দ্রবধাতু পিণ্ড ছুড়ি ফেলে
চারি ভিতে; ভূমিকম্পে টলে বিশ্বধাম
মুহুঃ মুহুঃ। নিরখিয়া যুগান্তর চিহ্ন,
মহাপ্রলয়ের কাল, উঠিল জাগিয়া
সচকিত নেত্রে, যত নিদ্রাগত প্রাণী,
মোহনিদ্রাবশে মৃত প্রায় ছিল যারা।
ঘূর্ণবায়ু ধূলিপুঞ্জ লইয়া মস্তকে
পশি নদীগর্ভে, দৈত্য দানব সম্প্রতি,
বিরচিল চক্রগতি গভীর আবর্ত্ত,
জলস্তম্ভ শত শত। বিদ্যুতের শিখা,
ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, অযুত অশনি,
অগণ্য তারকা, সবে ছুটিল গগনে,
তীব্রবেগে, চমকিয়া আকাশ অবনী;
দাবাগ্নি কণিকা রাশি উড়ে ঝাঁকেং;

নিবিড়ান্ধকার ভীম ভৈরব মুরতি
পলাইছে ডরে, মহা সাগর লঙ্ঘিয়া,
ভয়ঙ্কর ডাক ছাড়ি; তার পাছে ধায়
তপন প্রচণ্ড, টঙ্কারিয়া ইন্দ্রধনু,
মার মার বলি ক্রোধে লোহিত লোচন।
বিদীর্ণ করিয়া তার কনক ললাট
বাহির হইল চন্দ্র, রজত রঞ্জন,
টলিতে আহত, বসুধার দীপ্ত শিরে।
বিস্ফারিত অম্বুনিধি পরশে গগন,
প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেন হিমানি মণ্ডিত;
গিরিরাজি মিলাইয়া গেল রসাতলে।
ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি স্রোতস্বিনী নীরে;
ফুটিল বাড়বানল ভেদিয়া ভূস্তর,
নানা দিকে, মেঘে মেঘে করে ঘোরবণ;
নাচে ক্ষণ প্রভা শত জিহ্বা বিস্তারিয়া।
প্রকৃতির গর্ভ বিলোড়িত আন্দোলনে,
বিষম বিপ্লবে, যুগ প্রলয় সংঘাতে।
কালকূট সম তেজস্বিনী সুরা যথা,
ফেনময় রূপ ধরি উছলিয়া উঠে,
ভাঙ্গে অলক্ষিতে, পুরাতন জীর্ণ পাত্র,
সর্ব্বগত ব্রহ্ম তথা প্রচ্ছন্ন অনল
জাগিল তেমনি যুগধর্ম্মের নিয়মে।

* * *

টুটিল যোগীর যোগনিদ্রা, আন্দোলনে,
ভাঙ্গিল সমাধি আচম্বিতে; স্বর্গপুরে
কাঁপিয়া উঠিল দেবসভা; যোগাসন
টলিতে লাগিল, দেখি, মানিয়া বিস্ময়,
উঠিলেন সিদ্ধগণ ধ্যান ভঙ্গ করি,
পূজিতে জগতপতি, সর্ব্বলোকনাথে।
পূজা অন্তে করিলেন স্তব সমস্বরে,
শ্রবণ মধুর অতি, খণ্ডে যাহে পাপ,
নাশে সর্ব্ব বিঘ্ন, হয় প্রাণের সঞ্চার।"

এই সর্ব্বনাশ নিবারণ হেতু দেবগণ ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা মীমাংসা বিধান ধর্ম্ম চাহিলেন। সর্ব্বসামঞ্জস্য চাহিলেন। অশান্তির পরিণাম প্রার্থনা করিলেন। এবং এই বলিয়া স্তব শেষ করিলেন—

"নূতন বিধান জ্যোতি
পাঠাইয়া ত্বরা গতি
শীঘ্র হর পাপ এই ভিক্ষা মাগিছে।"

ক্রমশঃ।

স্বর্ণরেণু।

অসৎ লোকের কর্ণ বিবর সর্পের গর্ত্ত, কুকথারূপ বিষধর তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সৎপ্রসঙ্গ ঈশ্বর প্রসঙ্গের স্থান হয় না।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ঈশ্বর জিহ্বার স্বামী, যে জিহ্বা ঈশ্বর গুণানুকীর্ত্তন না করিয়া অন্য কথা বলে। সে জিহ্বা অসতী। পাঠিকা, তুমি অসতী জিহ্বাকে পোষণ করিও না, তোমরা জিহ্বা যেন সতী হয়।

কথায় বলে গাধা সকল ভার বহন করিতে পারে, কেবল ভাতের কাটির বোঝা বহিতে পারে না। অভক্ত সংসারী লোকের অবস্থা এইরূপ; তাহারা সংসারের সব ভার বহন করিতে পারে, কেবল হরি নামের ভার বহিতে পারে না। এই নাম লইতেই তাহাদের প্রাণ ছট ফট করে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৫ সংখ্যা] আশ্বিন, সন ১২৮৭। [৩য় খণ্ড

দন্তপাতিঁ।

ইতিপূর্ব্বে পরিচারিকার কোন কোন সংখ্যায় শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে আমরা দন্তের বিষয় আলোচনা করিতেছি। সাধারণতঃ আমরা শরীরের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা দন্তকে উপেক্ষা করিয়া থাকি; অর্থাৎ তৎপ্রতি যেমন যত্ন করা উচিত তাহা করি না। লোকে কথায় বলে "দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না"। ইহা যথার্থ। দন্তকে সাবধানে রক্ষা করিতে লোকে অতি অল্প আয়াসই গ্রহণ করিয়া থাকে। তজ্জন্য নানারূপ দন্তরোগ উপস্থিত হয়। অকালে দন্তমূল শিথিল হইয়া যায়। শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্যের উপর দন্তের শুভাশুভের অনেকটা নির্ভর দেখা যায়। অল্প বয়সেও শরী-

...) হইলে দন্তস্খলন হয়।
আলা
থাকিতে মনে করিনা যে
সিতে হই-
হয় না, এবং তাহার
াসা করিতে

অবর্ত্তমানে কত কষ্ট এবং অসুবিধা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ পরিষ্কার রূপে কথা বলা দুষ্কর হয়, দ্বিতীয়তঃ আহার দ্রব্যাদি চর্ব্বণ করা যায় না, তৃতীয়তঃ মুখের শ্রী অনেক পরিমাণে বিনষ্ট হয়, এমন কি আকৃতির পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অতএব দন্ত রক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্যক।

আহার দ্রব্য উদরস্থ এবং পরিপাক করার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য দন্ত দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। সে কার্য্য এই যে চর্ব্বণ দ্বারা সমুদয় ভোজ্য বস্তু চূর্ণ করা। সকলেই অবগত আছেন দুই পংক্তি দন্ত মুখমধ্যে সন্নিবিষ্টা আছে। এই দন্তশ্রেণী তাহাদের মাংসল মূলমধ্যে প্রোথিত থাকে। দন্ত এক প্রকার অস্থিবৎ পদার্থে নির্ম্মিত। তাহার উপরিভাগ এক সূক্ষ্ম কঠিন আবরণে আবৃত, তাহাকে " এনামেল " বলা যায়। ঐ বস্তুই দন্তের ঔজ্জ্বল্যের কারণ। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয় যে শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় কঠিন দন্ত মধ্যেও শিরা এবং স্নায়ু আছে। কিন্তু

অন্য অন্য অঙ্গ অপেক্ষা অল্প পরিমাণে আছে বলিয়াই সামান্য সামান্য কারণে নানাবিধ দন্তরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দন্তপতনের পূর্ব্বে তাহার উপরিভাগের ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতা বিনষ্ট হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসে, এবং ক্রমে দন্তের উজ্জ্বল আবরণ ক্ষয় ও তাহার অভ্যন্তর ভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দন্তে যে স্নায়ু আছে তাহার এক প্রমাণ এই যে কোন রূপ অম্ল দ্রব্য চর্ব্বণ করিলে দন্ত টকিয়া যায়। যাহাদের দন্তের উপরিস্থ "এনামেল" আবরণ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তাহাদের দন্ত সামান্য অম্লরসে টকিয়া যায়, আর যাহাদের দন্তে উক্ত আবরণ স্থূলতর তাহাদের দন্ত শীঘ্র টকে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত "এনামেল" ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহার দ্রব্যের কণাদি দন্তমধ্যে থাকিয়া ও হিম লাগিয়া স্নায়ু উত্তেজিত করে, তাহাতেই দন্তশূল জন্মে। দন্ত সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। অধিক পান সুপারি খাওয়া দন্তের পক্ষে অনিষ্টকর। অধিক মিষ্ট বা অম্ল দ্রব্য আহারে দন্তের "এনামেল" ক্ষয় হয়, তাহাতে দন্তমূল শিথিল হইয়া যায়। মাংসাদি ভক্ষণেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ অধিক মাংস আহার করিলে দন্তের অনিষ্ট হয়। সাধারণতঃ জীবনে দুইবার দন্তের উৎপত্তি এবং পতন হইয়া থাকে, কোন সময়ে এমন শুনা গিয়াছে যে তিন বার দন্ত হয়। কিন্তু তাহা সচরাচর দেখা যায় না। প্রথমবারের দন্ত শিশুর পঞ্চম কিম্বা ... মাস হইতে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়, এবং ৬। ৭ বৎসর হইতে তাহাদের পতন আরম্ভ হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হয়। এই দশন শ্রেণীর সংখ্যা কুড়িটী। দ্বিতীয় বারের দন্ত সংখ্যায় সর্ব্ব শুদ্ধ বত্রিশটি। তন্মধ্যে সম্মুখের চারিটী দ্রব্যাদি কর্ত্তনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ছুরিকার কার্য্য করে। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি সূক্ষ্মাগ্র দন্ত মাংসাদি ভক্ষণের উপযোগী। অবশিষ্টগুলি দ্রব্য চূর্ণার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহারা জাঁতার কাজ করে। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। তন্মধ্যে একটি দন্ত যাহাকে লোকে "আক্কেল দাঁত" বলে, তাহা কিছু অধিক বয়সে হয়। সতর হইতে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ইহার উৎপত্তির সময়। কাহারও তদপেক্ষা অধিক বয়সে ও হয়। মনুষ্যদিগের উক্ত তিন শ্রেণীর দন্ত আছে। কিন্তু অন্যান্য জন্তুর দন্ত তাহাদের আহারের বস্তুর উপযোগী, অর্থাৎ যে যে জন্তু যে প্রকারের খাদ্যে জীবন ধারণ করে তাহার তদুপযোগী দন্ত। মাংসাশীজীবের ছুরিকাবৎ সুতীক্ষ্ণ দন্ত। যাহারা তৃণ শস্যাদিভক্ষণ করে তাহাদের চূর্ণ করিবার উপযুক্ত দন্ত আছে। হস্তী বন্য ... আত্মরক্ষা এবং শিকত পারে, নিমিত্ত বড় বড় দন্তবহিতে পারে ... তাহাদের প্রাণ

কীট ইত্যাদির দন্ত নাই। মনুষ্যদন্তের নির্ম্মাণ প্রণালী পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসকেরা বলিয়া থাকেন যে উদ্ভিদ এবং আমিষ দুই প্রকার খাদ্যই মনুষ্যের উপযোগী। দন্ত জীবন ধারণের পক্ষে একটি প্রধান সহায়। অতএব সর্ব্বদা দন্ত শ্রেণী যাহাতে পরিষ্কার ও সুদৃঢ় থাকে তাহার নিমিত্ত যত্ন করা উচিত।

সুরুচি।

যথার্থ সভ্যতার আর একটি নাম সুরুচি। বাহ্যিক সকল আচার ব্যবহার সুরুচির সহিত করিতে পারাই যথার্থ ভদ্রতা। সুরুচির ব্যাপক অর্থ, অর্থাৎ কেবল এক বিষয়ে নয় নানা বিষয়ে ইহা দ্বারা কার্য্য চালিত করিতে হইবে। ইংরাজ সমাজ যাহাকে Etiquette বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় সমাজের ভদ্রতা এবং সভ্যতা রক্ষার নিয়মাবলী বলে তাহার মূল উত্তম রুচিতে স্থিত। তবে তাহা অনেকটা বাহ্যিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা তাহার বিষয় বলিতেছি না। আমরা চাই আধুনিক বঙ্গীয় নারীদিগের সহ সুরুচির প্রতি সর্ব্বদা যেন দৃষ্টি থাকে। এটিকেটের অর্থ কলের পুতুলের ন্যায় কেবল করেকটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া দুই জনের সাক্ষাৎ হইলে এইআলাপ করিতে হইবে, এতটুকু সিতে হইবে, এই বিষয়ে প্রশ্ন জিকরিতে হইবে, মনের সহিত হউক বা না হউক পরস্পরের সহিত সাক্ষাতের জন্য "আনন্দিত হইলাম" বলিতে হইবে। কোন পরিচিতের দুঃখ শোক উপস্থিত হইয়াছে সহানুভূতি না হইলেও তাহা প্রকাশ করা চাই, কাহারও কোন শুভ সংবাদ কর্ণগোচর হইয়াছে মনে তাহাতে সন্তোষ না জন্মুক হয়ত ঈর্ষা হইল তথাপি তাহার করকম্পন পূর্ব্বক সহাস্যমুখে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিতে হইবে। চলিবার সময় পা ফেলিতে হইবে এইরূপে, আহারের সময় চামচ ধরিতে হইবে এইরূপে, বসিতে হইবে এইরূপে, যাহার সঙ্গে আলাপ করিতে তিলমাত্র ইচ্ছা নাই তাহার নিকট বসিয়া সাহাস্য আননে দুই ঘণ্টা তাহার কথা শুনিতে হইবে, মনে হইতেছে এই মুহূর্ত্তে চুপ করিলে প্রাণ বাঁচে কিন্তু প্রকাশের যো নাই, বাহিরে প্রকাশ করা চাই যে তাহার আলাপে কত আমোদই হইতেছে, এই সমুদয় ইংরাজ সভ্য সমাজের "এটিকেটের" অন্তর্গত। এইরূপ সমুদয় বিষয়ে নানা নিয়ম আছে, যাহার ব্যতিক্রমে লোকে অভদ্র প্রমাণিত হয়। যদিও এই সমুদয় নিয়ম ভদ্রুরুচিমূলক; কিন্তু পরিশেষে স্বাভাবিক ভাব বিনষ্ট হইয়া কেবল বাহ্যিক ও অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। যে সুরুচি অন্তরের তাহাই প্রশংসনীয়। আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে এ দেশের বর্ত্তমান নারীগণ এখন সভ্যতা শিখিতেছেন,

পূর্ব্বের ন্যায় একেবারে অন্তঃপুরনিবদ্ধা নহেন। আবশ্যক হইলে পরিচিত পুরুষদিগের সম্মুখে গিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের সহিত আলাপাদিও করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যভূমি এবং সমাজ মধ্যে স্থান প্রশস্ত হইতেছে। এ সময়ে তাঁহাদের সুরুচিসঙ্গত আচার ব্যবহার অবলম্বন করা উচিত। দেখা যায় ভদ্রবংশজাত স্ত্রীগণের স্বাভাবিক সংস্কার সকল অনেকটা আপনা আপনি সুরুচিসম্মত হয়, এক জন ইতর স্ত্রী আর এক জন ভদ্র নারী ইহাদের দুইটি কথা শুনিয়া পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা বেশ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে সকল বিষয়ে রুচির শ্রেষ্ঠতা প্রয়োজন। সকল নারী তাহাতে যত্নবতী কি না আমরা জানি না। তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। ইহা নারীগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। লজ্জা বিনয় ইত্যাদি যেমন নারীচরিত্রের উপযোগী ভূষণ, সুরুচিও তদ্রূপ একটি ভূষণ। অপরের সহিত আলাপের প্রণালী, বস্ত্র অলঙ্কার পরিধান, গৃহ সজ্জা ইত্যাদি সকল বিষয়ে যাহাতে সুরুচি রক্ষা হয় তাহার চেষ্টা থাকা চাই। প্রথমে এ বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে পরে অভ্যাসে তাহা স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে, পরিশেষে আর চেষ্টার আবশ্যক হইবে না, আপনা আপনি সমুদয় কার্য্যে সৌন্দর্য্য এবং প্রকৃত সভ্যতা প্রকাশ পাইবে।

ইহুদি মহারাজ দাউদের গাথা।

[সংখ্যা ৩]

প্রভু যাহারা আমার অনিষ্ট অন্বেষণ করে তাহাদের সংখ্যা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, বহু সংখ্যক লোক আমার বিপক্ষ হইয়াছে। কত লোক আছে যাহারা বলে তুমি আমার সহায়তা করিবে না।

কিন্তু হে প্রভু, তুমি আমার রক্ষাকর্ত্তা তুমিই আমার গৌরব, তুমি আমার নত মস্তককে উত্তোলন করিবে।

আমি উচ্চৈঃস্বরে প্রভুকে ডাকিলাম, তিনি তাঁহার পবিত্র গিরি হইতে শ্রবণ করিলেন।

আমি ভূমিতলে শয়ন করিলাম ও নিদ্রায় অচেতন হইলাম। আমি পুনর্জাগরিত হইয়া উঠিলাম, কারণ ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন। শত সহস্র শত্রুদ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইলেও আমি ভীত হইব না। হে প্রভু, উত্থান কর, হে আমার ঈশ্বর, আমাকে উদ্ধার কর। তুমি আমার শত্রুদিগকে গণ্ডদেশে আহত করিলে; তুমি পাপিষ্ঠদের দর্পচূর্ণ করিলে, পরিত্রাণ তোমারই হস্তে; হে প্রভো, তোমারই আশীর্ব্বাদ তোমার আশ্রিত লোকদিগকে রক্ষা করিবে। হে প্রভু, ক্রোধ করিয়া আমাকে তাড়না করিও না, অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দণ্ড দিও না।

হে প্রভু, আমার প্রতি দয়া ক[র] কারণ আমি অতি দুর্ব্বল। হে প্রভু

আমাকে আরোগ্য দান কর। আমার অস্থি ভগ্ন হইয়াছে।

আমার আত্মা অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু হে প্রভু,আর কত দিন? হে প্রভু,আমার আত্মাকে উদ্ধার কর। তোমার দয়াগুণে আমাকে রক্ষা কর।

মৃত্যুতে কে তোমাকে স্মরণ করিবে? মৃত্তিকাগর্ভে কে তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে?

আমি আর্ত্তনাদ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। সমস্ত রজনী আমার শয্যা অশ্রুজলে সিক্ত হয়,আমার চক্ষু যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াছে।

পাপানুষ্ঠানকারিগণ আমার নিকট হইতে দূর হও। কারণ প্রভু আমার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন। প্রভু আমার নিবেদন শ্রবণ করিয়াছেন। প্রভু আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন।

আমার শত্রুগণ লজ্জিত এবং ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া যাউক।

[সংখ্যা ২৫]

হে প্রভু, তোমার নিকট আমি আমার আত্মাকে উত্থিত করিতেছি।

হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমাতে নির্ভর করি। আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না। আমার শত্রুগণকে আমার উপর জয়লাভ করিতে দিও না।

যে কেহ তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাকে অপমানিত হইতে দিও না। যাহারা বিনা কারণে পাপ করে তাহাদিগকে লজ্জিত কর! আমাকে তোমার পথ দেখাও, হে প্রভু, আমাকে তোমার পথ শিক্ষা দাও।

তোমার সত্য মধ্যে আমাকে লইয়া চল। এবং আমাকে শিক্ষা দান কর তুমিই আমার পরিত্রাতা ঈশ্বর। আমি তোমারই উপর সমস্ত নির্ভর করি।

হে প্রভু, তোমার কোমল কৃপা এবং প্রেম স্মরণ কর। তাহা বহু পুরাতন কাল হইতে আমার সঙ্গে আছে। আমার অল্প বয়সের পাপ স্মরণ করিও না। তোমার দয়া এবং করুণার সহিত আমাকে স্মরণ করিও।

সেই প্রভু দয়াময় এবং ন্যায়বান। অতএব তিনি পাপীদিগকে সুপথ শিক্ষা দিবেন।

দীনাত্মাদিগকে প্রভু সুবিচার করিতে শিক্ষা দিবেন।

বিনীতগণকে তিনি তাঁহার পথে লইয়া যাইবেন।

যাহারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে, তাহাদের নিকট ধর্ম্মপথ দয়া এবং সত্যে পূর্ণ।

হে প্রভু,তোমার নামের গুণে আমার পাপ ক্ষমা কর। কারণ আমার পাপের সংখ্যা অনেক।

এমন কে আছে যে প্রভুকে ভয় ও সম্ভ্রম করে? তাহাকেই প্রভু তাঁহার অনুমোদিত পথে লইয়া যাইবেন।

সে ব্যক্তির আত্মা আরামে রক্ষিত হ-

হবে, তাহার বংশোদ্ভবগণ পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

ঈশ্বরকে যাহারা সম্ভ্রম করে তাহাদের নিকট তিনি তাঁহার গোপন সত্য সকল প্রকাশিত করেন। এবং তাঁহার নিয়ম পত্র তাহাদিগকে প্রদর্শন করিবেন।

আমার নয়নের দৃষ্টি সর্ব্বদা তোমার দিকে। প্রভু, আমার পদদ্বয়কে পাপ জাল হইতে মুক্ত কর। আমার প্রতি তুমি কৃপাদৃষ্টি কর, কারণ আমি বন্ধুহীন এবং ব্যথিত। আমার হৃদয়ের ক্লেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমি আমাকে ক্লেশ মুক্ত কর।

আমার কষ্ট যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমার পাপ ক্ষমা কর।

আমার শত্রুগণের বিষয় বিবেচনা কর। তাহাদের সংখ্যা অনেক। তাহারা আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। আমার আত্মাকে রক্ষা কর। আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না। কারণ আমি তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

সততা এবং পবিত্রতা আমাকে রক্ষা করুক। কারণ আমি তোমাতে নির্ভর করি।

হে ঈশ্বর, তুমি ইস্রায়েলকে সকল কষ্ট হইতে মুক্ত কর।

XXIII.

প্রভু, আমার রক্ষক এবং পালক, আমার কোন অভাব হইবেনা।

তিনি হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে আমাকে বিশ্রাম করাইয়া থাকেন। তিনি আমাকে সুশীতল জলস্রোতের নিকট লইয়া যান।

তিনি আমার আত্মাকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি তাহার নামের গুণে আমাকে পবিত্রতার পথে লইয়া যান।

যদিও আমি মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ামধ্যে ভ্রমণ করি তথাপি আমি বিপদাশঙ্কা করিবনা। কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছ, তোমার যষ্টি আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করে।

তুমি রিপুগণের সম্মুখে আমার নিমিত্ত আহার দ্রব্য সজ্জিত করিয়াছ। তুমি আমার মস্তক তৈল সিক্ত করিয়াছ। আমার সুখের পাত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

ঈশ্বরের দয়া সমস্ত জীবন আমার সহিত নিশ্চয়ই থাকিবে। এবং আমি চিরদিনই প্রভুর আলয়ে বাস করিব।

[সংখ্যা ৩৪]

আমি প্রভু পরমেশ্বরকে সকল সময়ে ধন্যবাদ করিব, আমার মুখে সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসা অনবরত উচ্চারিত হইবে।

আমার আত্মা ঈশ্বরেতে গৌরব প্রকাশ করিবে, দীনাত্মারা তাহা শ্রবণ করিবে, শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইবে। চল সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের মহত্ত্ব ঘোষণা করি, এবং একতান হইয়া তাঁহার নাম মহীয়ান্ করি।

আমি প্রভুকে অন্বেষণ করিয়াছিলাম, তিনি আমার মিনতি শ্রবণ করিয়াছেন, এবং সমুদয় ভয় হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতি ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া লোকের কষ্টভার লঘু হইয়া গেল, এবং মুখ প্রসন্ন হইল।

অনাথ ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকিবামাত্র তিনি শ্রবণ করিলেন, এবং সমুদয় ক্লেশ হইতে তাহাকে রক্ষা করিলেন।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করে স্বর্গের দূত আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করে।

তোমরা ঈশ্বরের দয়া আস্বাদন করিয়া দেখ। যে তাঁহার উপর বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি চিরসুখী।

হে পবিত্রাত্মাগণ, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, যে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া চলে, তাহার কোন অভাব থাকে না। সিংহ-শাবকগণ ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহারাভাবে কষ্ট পায়, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে অন্বেষণ করে তাহাদের কখনও কোন সুখের অভাব হয় না।

হে বৎসগণ, তোমরা আমার নিকট আগমন কর, আমি তোমাদিগকে ঈশ্বর ভক্তি শিক্ষা দিব। সে মনুষ্য কোথা যে ঈশ্বরদর্শনলাভ করিবার জন্য দীর্ঘ-জীবন আকাঙ্ক্ষা করে, এবং বহুদিন পৃথিবীতে বাস করিতে ইচ্ছা করে?

জিহ্বাকে অপবিত্রতা হইতে রক্ষা কর, এবং ওষ্ঠকে কপট বাক্য উচ্চারণ করিতে দিও না। মন্দপথ পরিত্যাগ কর এবং সৎকার্য্য কর, শান্তি অন্বেষণ কর এবং শান্তি লাভ করিতে যত্নশীল হও।

ঈশ্বর সর্ব্বদা ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এবং তাহাদের প্রার্থনা বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য তাঁহার কর্ণ সততই উন্মুক্ত রহিয়াছে।

যাহারা মন্দকার্য্যে রত প্রভু তাহাদিগের প্রতি বিমুখ, তিনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন।

ধার্ম্মিকেরা যখন প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর তাহা শ্রবণ করেন এবং সমুদয় বিপদ্ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন।

ঈশ্বর ব্যথিত ও ভগ্ন হৃদয়দিগের নিকটে সর্ব্বদা অবস্থিতি করেন। এবং অনুতপ্তদিগকে মুক্তিপ্রদান করেন।

ধার্ম্মিকগণ নানা দুঃখজালে বেষ্টিত বটে, কিন্তু সমুদয় দুঃখ হইতে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন।

ধার্ম্মিক জনের দেহের সমুদয় অস্থি মঙ্গলময় রক্ষা করেন, একটী অস্থিও তিনি ভগ্ন হইতে দেন না। মন্দ ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যাহারা ধর্ম্মাত্মাদিগকে ঘৃণা করে, তাহারা অবান্ধব হইবে। প্রভু তাঁহার অনুগত ভৃত্যদিগের আত্মাকে রক্ষা করিবেন যে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে কখন বন্ধুহীন হয় না।

[সংখ্যা ৯৭]

প্রভু রাজত্ব করিতেছেন পৃথিবী এই সংবাদে আনন্দিত হউক।

মেঘ রাশি এবং অন্ধকার তাঁহার চতুর্দ্দিকে, পবিত্রতা এবং সুবিচার মধ্যে তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত।

তাঁহার ভিতর হইতে তেজোরাশি নির্গত হইয়া তাঁহার শত্রুগণকে ধ্বংস করে।

তাঁহার জ্যোতি পৃথিবীকে আলোকিত করে। তদ্দর্শনে ভূলোক কম্পিত হয়।

বিশ্বপতির আবির্ভাবে পর্ব্বতশ্রেণীও দ্রব হইয়া যায়।

স্বর্গ তাঁহার পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করে। সকলে তাঁহার মহিমা দর্শন করে।

হে প্রভু তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতে উচ্চ, সকল দেবতার উপর তোমার আধিপত্য।

যাহারা ঈশ্বরকে ভালবাসে তাহারা মন্দকে ঘৃণা করে, ঈশ্বর তাঁহার পুণ্যাত্মা গণকে রক্ষা করেন। তিনি মন্দদিগের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।

পুণ্যাত্মাদিগের নিমিত্তই আলোক এবং আনন্দের সৃষ্টি হইয়াছে।

হে পবিত্রাত্মাগণ, তোমরা ঈশ্বরেতে সুখী হও এবং তাঁহার পুণ্য প্রতাপকে স্তুতি বন্দনা কর।

[সংখ্যা ৪]

হে আমার ঈশ্বর, আমার প্রতি সদয় হও। কারণ আমার আত্মা তোমাতে নির্ভর করিয়াছে। যত দিন না আমি সম্পূর্ণ রূপে এই বিপদ্‌জাল হইতে মুক্ত হইব তত দিন আমি তোমার পক্ষ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিব।

আমি সর্ব্বোচ্চ পরমেশ্বরকে ডাকিব, যিনি আমার সকল বিষয় সুসম্পন্ন করেন তাঁহাকে ডাকিব।

তিনি স্বর্গ হইতে তাঁহার সহায়তা প্রেরণ করিবেন। এবং যাহারা আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের অনুযোগ ও নিন্দা হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন। ঈশ্বর তাঁহার সত্য এবং কৃপা প্রেরণ করিবেন।

হে ঈশ্বর, স্বর্গে তুমি মহীয়ান্ হও। তোমার মহিমা ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে ব্যাপ্ত হউক।

আমার আত্মা ভারাবনত হইয়া পড়িয়াছে। আমার শত্রুগণ আমার পতনের নিমিত্ত গর্ত্ত খনন করিয়া রাখিয়াছিল, জাল বিস্তার করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা আপনারা তন্মধ্যে পতিত হইল। হে প্রভু, আমার হৃদয় তোমাতে স্থির হইয়াছে, আমি তোমার সঙ্গীত করিব। তোমার প্রশংসাগীত উচ্চারণ করিব।

বীণা ও বাদ্যযন্ত্রে সকলে তাঁহার মহিমা সঙ্গীত ধ্বনি করুক।

হে পরমেশ্বর, আমি সকলের নিকট তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব।

স্বর্গে তোমার কৃপা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; মেঘ রাশিতে তোমার সত্য সকল প্রকাশিত।

[সংখ্যা ৩০]

হে প্রভু আমি তোমার স্তুতি বন্দনা করিব। কারণ তুমিই আমাকে উর্দ্ধে

উত্থিত করিয়াছ। আমার শত্রুগণের উপহাস হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিয়াছ;

হে আমার প্রভু পরমেশ্বর আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিলাম, তুমি আমাকে আরোগ্য করিলে।

হে প্রভু, মৃত্তিকা গর্ভ হইতে তুমিই আমাকে উত্তোলন করিয়াছ, তুমি আমাকে জীবিত রাখিয়াছ। তুমি আমাকে গর্ত্ত মধ্যে পতিত হইতে দাও নাই। হে পুণ্যাত্মাগণ, তোমরা ঈশ্বরের স্তব কর। তাঁহার পবিত্রতার মহিমা উচ্চারণ কর।

কারণ তাঁহার ক্রোধ নিমেষ মাত্র থাকে। তাঁহার প্রসাদেই জীবন। ক্রন্দন এক রাত্রির জন্য থাকিতে পারে কিন্তু নিশাবসানে আনন্দের সমাগম হয়।

প্রভু তোমার কৃপাগুণে তুমি আমার পর্ব্বতকে সুদৃঢ় স্থানে স্থাপিত করিয়াছ। তুমি যখন আমার নিকট হইতে তোমার মুখ লুক্কায়িত করিয়াছিলে তখন আমার চিত্ত ভয়াকুল হইয়াছিল।

হে প্রভু আমি তোমারই নিকট প্রার্থনা করিলাম।

হে প্রভু আমার নিবেদন শ্রবণ কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমার সহায় [illegible] ও।

[illegible] তু[illegible] আমার দুঃখকে আনন্দে পরি-[illegible] করিয়াছ। এই নিমিত্ত আমার [illegible] আনন্দ দান করিলে যে আমি প্রফুল্ল হইয়া তোমার স্তুতি গীত করি। হে আমার প্রভু আমি চিরদিন তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব।

রাজর্ষি দাউদ কৃত মহাগীত।

[সংখ্যা ১]

সেই মনুষ্য ধন্য যে অধার্ম্মিকের পরামর্শে চলে না, এবং পাপ পথে দণ্ডায়মান হয় না ও অহঙ্কারীর আসনে উপবিষ্ট হয় না। প্রভুর আদেশ পালন করাই যাহার আনন্দ, এবং তাঁহার আজ্ঞা যে দিবা রাত্রি চিন্তা করে।

সে ব্যক্তি নদী তীরজাত উত্তম সরস বৃক্ষ তুল্য হইবে, যে বৃক্ষের পত্র কখনও শুষ্ক হয় না। সে ব্যক্তি যাহা কিছু করিবে তাহাতেই সুফল উৎপন্ন হইবে।

কিন্তু পাপীগণের অবস্থা অন্যরূপ তাহারা বায়ুতাড়িত তুষ তুল্য, তাহারা ধার্ম্মিকগণের সমাজে আসন প্রাপ্ত হইবে না।

ধার্ম্মিকগণের পথ ঈশ্বর অনুমোদন করেন কিন্তু পাপীদিগের পাপ-পন্থা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

[সংখ্যা ৪র্থ]

হে পবিত্র ঈশ্বর আমি যখন তোমার নিকট প্রার্থনা করি শ্রবণ করিও। আমি যখন ক্লেশে পড়িয়াছিলাম তখন তুমি আমাকে উন্নত করিয়াছিলে। আমার উপর কৃপা করিয়া আমার ভিক্ষা শ্রবণ কর।

হে মনুষ সন্তানগণ তোমরা আর কত কাল আমার গৌরবে কলঙ্ক আ

দিবে? আর কত কাল তোমরা অনিত্য মায়ায় বদ্ধ থাকিবে?

জানিও প্রভু পবিত্র চরিত্র ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহাকে ডাকিব তিনি শ্রবণ করিবেন।

সম্ভ্রমের সহিত দণ্ডায়মান হও। পাপ করিও না। নির্জ্জনে মনে মনে চিন্তা কর এবং স্থির হও।

পবিত্রতার উপহার অর্পণ কর এবং ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

এমন অনেকে আছে যাহারা বলে কে আমাদিগকে মঙ্গলের পথকে প্রদর্শন করাইবে? প্রভু তোমার মুখের জ্যোতি আমাদের উপর বর্ষণ কর।

তুমি তাহাদের সম্পদ সৌভাগ্যের সময় অপেক্ষা অধিক বার আমার হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ।

আমি শান্তিতে বিশ্রাম শয্যায় শয়ন করিব। কারণ হে প্রভু তুমি আমাকে কেবল নিরাপদে রক্ষা কর।

[সংখ্যা ৮ম]

হে প্রভু, হে আমার ঈশ্বর, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে তোমার নাম কত গৌরবান্বিত, তুমি আকাশ হইতে উচ্চে তোমার মহিমা স্থাপন করিয়াছ।

ক্ষুদ্র দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখ দ্বারা তুমি এ জন্য মহান বাক্য সকল উচ্চারিত করিয়াছ, যে তোমার শত্রুগণ তাহা শ্রবণ করিয়া নীরব হইবে। যখন আমি তোমার অঙ্গুলি রচিত চন্দ্র তারা দর্শন ক... তখন মনে হয় মনুষ্য সন্তান কে যে তুমি তাহাকে গ্রাহ্য করিবে? এবং তাহাকে দর্শন দিবে?

তুমি তাহাকে স্বর্গ দূত অপেক্ষা ঈষৎ নিকৃষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছ এবং তাহাকে জ্যোতি এবং সম্মানের মুকুট পরাইয়াছ।

তুমি মনুষ্যকে তোমার সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছ, এবং আর সকল বস্তুই তাহার অধীনে স্থাপন করিয়াছ।

মেষ গাভী এবং অন্যান্য সমুদয় পশু ও বিহঙ্গশ্রেণী এবং জল মধ্যস্থ মৎস্য এবং সমুদ্র গর্ভস্থ সমুদয় রত্ন মনুষ্যের অধীনে স্থিত করিয়াছ।

হে প্রভু হে আমার ঈশ্বর সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে তোমার নাম কত মহীয়ান্।

[সংখ্যা ৫ম]

হে প্রভু আমার চিন্তার প্রতি মনোযোগ কর। হে আমার ঈশ্বর তোমারই নিকট আমি প্রার্থনা করিব।

আমার কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ "তুমি", প্রাতঃকালে আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিব। এবং আমি আশান্বিত হইব।

কারণ তুমি এমন দেবতা নও যে পাপ কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইবে। তোমার নিকট অন্যায় বাস করিতে পারে না। নির্ব্বোধেরা তোমার সম্মুখে দণ্ডা... হইতে পারিবে না। তুমি সকল পা... কারীদিগকে ঘৃণা কর। তাহাদি... তুমি বিনাশ করিবে। সেই প্রভু ও

... হত্যাকারী মনুষ্যকে ঘৃণা করিবেন, কিন্তু আমি তোমার অজস্র কৃপার গৃহে গমন করিব, এবং সম্ভ্রমের সহিত তোমার পবিত্র মন্দিরে পূজা অর্চ্চনা করিব।

[সংখ্যা ৪২]

তৃষিত মৃগ যেরূপ ব্যাকুল হইয়া জলাশয় অন্বেষণ করে সেইরূপ হে ঈশ্বর আমার তৃষিত চিত্ত তোমার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

আমার আত্মা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের নিমিত্ত তৃষিত; কবে আমি তাঁহার দর্শন পাইব? তাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষায় আমি দিবা রজনী অশ্রুজলে বিসর্জ্জন করিয়াছি, আমার ঈশ্বর কোথায়?

হে আত্মন্ তুমি কেন নিরাশ হইতেছ? তুমি কেন অস্থির হইতেছ? ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তাঁহার সহায়তার নিমিত্ত আমি তাঁহার প্রশংসাগীত উচ্চারণ করিব।

হে আমার ঈশ্বর আমার আত্মা নিরাশ হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তোমাকে স্মরণ করিব।

দিবসে প্রভুর করুণা আমাকে রক্ষা করিবে রজনীতে আমি আমার প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা ও স্তুতিগীত উচ্চারণ করিব।

আমি আমার আশ্রয় স্বরূপ ঈশ্বরকে ... কেন তুমি আমায় ভুলিয়াছ? আমি শত্রুগণ দ্বারা উৎপীড়িত ... কষ্ট পাইতেছি।

হে আত্মন্ তুমি কেন নিরাশ হইতেছ? তুমি কি জন্যে অস্থির হইতেছ? ঈশ্বর, যিনি আমার নয়নের জ্যোতি তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন। আমি এখন তাঁহার জয় সঙ্গীত করিব।

[২৭]

প্রভু পর মশ্বর আমার আলোক এবং পরিত্রাণ আমি কাহাকে ভয় করি? প্রভু আমার জীবনের বল আমি কাহার ভয় করিব? প্রভু আমার জীবনের বল আমি কাহার নিকট শঙ্কিত হইব?

যখন আমার শত্রুগণ আমাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল তাহাদের পদস্খলিত হইল এবং পতন হইল।

অগণ্য শত্রুদল যদি আমাকে পরিবেষ্টন করে আমার বিশ্বাস স্থির থাকিবে।

প্রভুর নিকট আমি একটি মাত্র ভিক্ষা করি, এবং সর্ব্বদা তাহারই জন্য যত্ন করিব। তাহা এই আমি যেন ঈশ্বরের মন্দিরে চিরকাল বাস করিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারি।

কারণ বিপদকালে তিনি আমাকে তাঁহার মন্দির মধ্যে লুকায়িত রাখিবেন। তিনি আমাকে উচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপন করিবেন।

এখন আমার মস্তক শত্রুদল হইতে উন্নত হইবে আমি ঈশ্বরের মন্দিরে তাঁহার স্তুতি ও আনন্দ সঙ্গীত উচ্চারণ করিব।

হে প্রভু যখন আমি তোমার নিকট

প্রার্থনা করিব তুমি শ্রবণ করিও। যখন তুমি আদেশ করিয়াছিলে "আমাকে অন্বেষণ কর" তখন আমার হৃদয় এই উত্তর করিয়াছিল, "প্রভু আমি তোমাকেই অন্বেষণ করিব।"

তুমি আমার নিকট হইতে দূরে লুকায়িত থাকিও না, তোমার দাসের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দূর করিয়া দিও না। তুমিই আমার সহায়, হে পরিত্রাতা ঈশ্বর তুমি আমাকে ত্যাগ করিও না।

আমি যখন আমার পিতা মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইব তখন ঈশ্বর আমাকে আশ্রয় দান করিবেন।

হে প্রভু তোমার ধর্ম্মের পথ আমাকে শিক্ষা দাও। এবং আমাকে সরল পথে লইয়া চল, আমি যেন শত্রুগণ দ্বারা আক্রান্ত না হই।

নিষ্ঠুর শত্রুহস্তে আমাকে অর্পণ করিও না। কারণ তাহারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে। এবং অনেক নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে।

যদি আমি সেই জীবন্তদিগের প্রদেশে ঈশ্বরের দয়া দর্শনে বিশ্বাস না করিতাম তাহা হইলে আমি অবসন্ন হইয়া পড়িতাম।

প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা কর হৃদয়কে সাহসী কর, তিনি তোমাকে বল দিবেন। পুনরায় বলি ঈশ্বরের নিমিত্ত প্রতীক্ষা কর।

হে ঈশ্বর তোমার দয়াগুণে আমাকে কৃপা কর তোমার সুকোমল অজস্র করুণাগুণে আমার পাপ বিদূরিত কর।

[৩১]

আমার অপবিত্রতা ধৌত করিয়া দাও আমার হৃদয়কে পাপশূন্য কর। কারণ আমি তোমার সম্মুখে আমার অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আমার পাপের স্মৃতি সর্ব্বদাই আমার অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আমি তোমারই বিপক্ষে এই পাপ করিয়াছি।

দেখ আমি পাপেতেই নির্ম্মিত হইয়াছি, জন্ম হইতে আমার পাপে প্রবৃত্তি। তুমি অন্তর মধ্যে সত্য অন্বেষণ কর। তুমিই আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে।

আমাকে ধৌত কর, পবিত্র কর, তাহা হইলে আমি বরফ অপেক্ষা শুভ্র হইব। আমাকে আনন্দের সংবাদ শ্রবণ করাও যন্ত্রণায় আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছে পুনর্গঠিত হউক।

আমার পাপের প্রতি দৃষ্টি করিও না সমুদায় পাপ মুছিয়া ফেল।

আমার মধ্যে নির্ম্মল হৃদয়ের সৃষ্টি কর। তোমার সম্মুখ হইতে আমাকে দূর করিয়া দিও না। তোমার পবিত্র আত্মাকে আমার নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইও না।

পরিত্রাণের আনন্দ আমাকে [illegible] কর। সকল প্রকারের পাপ [illegible] আমাকে মুক্ত কর। হে আমার [illegible]

তাহা হইলে আমার জিহ্বা তোমার পবিত্রতার সঙ্গীত উচ্চারণ করিবে।

প্রভু তুমি বলিদান গ্রহণ কর না ভগ্ন এবং অনুতপ্ত আত্মাই তোমার নিকট এক মাত্র বলিদান। আমার ভগ্ন অনুতপ্ত আত্মাকে, হে ঈশ্বর তুমি ঘৃণা করিবে না।

[১৫]

প্রভু কে তোমার মন্দিরে বাস করিবে। কে তোমার পবিত্রতার পর্ব্বতোপরি অবস্থিতি করিবে? যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে চলে এবং সৎকার্য্য করিয়া থাকে এবং সত্যবাক্য বলে। যে ব্যক্তি পরনিন্দা করে না। যে তাহার প্রতিবাসির প্রতি অন্যায়াচারণ করে না। যাহার নিকট অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ ঘৃণিত। কিন্তু ধর্ম্মভীত ব্যক্তিগণকে যে সমাদর ও শ্রদ্ধা করে। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যে কখনও সুদের লোভে অর্থ ঋণ দেয় না, এ সমুদয় নিয়ম যে পালন করে তাহার কখনও পতন হয় না।

মুসলমানদিগের বিবাহ প্রণালী।

মুসলমানদিগের শাস্ত্রে বিবাহের উপকারিতা বিষয়ে উক্ত হইয়াছে যে বিবাহ করিলে পুরুষের পক্ষে এই বিশেষ লাভ [illegible] স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয় স্থাপিত হইয়া তাহার [illegible]ঙ্গে একত্র বাস ও যোগ স্থাপনে [illegible]ন আরাম হইয়া থাকে, এই আরামের কারণে উপাসনায় অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, কেননা সর্ব্বদা সাধন ভজন করিতে করিতে মন উদাস হইয়া পড়ে, তাহাতে লোকে ভগ্নোৎসাহ হইয়া যায়। উক্ত স্ত্রীসংসর্গজনিত আরাম সাধনার বলকে পুনঃ আনয়ন করে। ভার্য্যার সংসর্গে ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বামীর অন্য অনেক প্রকার উপকার হইয়া থাকে, শাস্ত্রে তাহা বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় উল্লেখ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। কিরূপ প্রণালীতে মুসলমানদিগের বিবাহ হয় তাহাই আলোচ্য।

বিবাহে এই কয়েকটি নিয়ম প্রতিপাল্য। (১) কন্যার অভিভাবক থাকা আবশ্যক, যাহার কোন অভিভাবক নাই রাজা তাহার অভিভাবক। (২) কন্যার সম্মতি আবশ্যক, কন্যা অল্প বয়স্কা হইলে পিতা বা পিতামহ তাহার বিবাহ দিবেন। তদবস্থায় তাহার সম্মতি প্রয়োজন করে না, তথাপি তাহাকে তাহা জ্ঞাপন করা বিধেয়, সে কোন প্রতিবাদ না করিয়া নীরব থাকিলেই সম্মতি বুঝাইবে। (৩) বিবাহের সময় দুই জন সাক্ষী গ্রহণ করিতে হইবে। বিবাহের সম্মতি বাক্য যেরূপ স্পষ্ট উচ্চারিত হইবে তদ্রূপ স্বয়ং বর ও কন্যার অভিভাবক কিম্বা প্রতিনিধি তাহা স্পষ্ট উচ্চারণ করিবেন।—বিধি এই যে বিবাহের খোতবা (মন্ত্র বিশেষ) পাঠান্তে কন্যাকর্ত্তা বলিবেন "বিসমিল্লা আর্‌রহ-

মান আর্ রহিম" এই পরিমান স্ত্রীধনের অঙ্গীকার অনুসারে অমুকীর বিবাহ আমি তোমার সঙ্গে সঙ্ঘটন করিয়া দিতেছি, তখন বর বলিবেন "বিস্মল্লা আর্ রহমান্ আর্ রহিম" এই বিবাহকে আমি এই পরিমাণ স্ত্রী ধনের অঙ্গীকারে স্বীকার করিলাম। বরকে স্ত্রীধন লিখিয়া দিতে হয়, সেই স্ত্রীধনের দানপত্রকে কাবিন বলে। বিবাহের সময় সেই কাবিনে স্বাক্ষর করিতে হয়, তাহাতে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার সম্মতি লেখা থাকে। বিবাহ রেজেষ্টরী হইয়া থাকে। বিবাহ ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে কন্যা অবলোকন করা বরের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

মুসলমানদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কন্যার আট নয় দশ বৎসরের সময় সচরাচর বিবাহ হইয়া থাকে ১৪। ১৫ বৎসর বয়সের অধিক প্রায় কেহ নিজ কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখে না। বর অপেক্ষা কন্যার বয়ঃক্রম ন্যূন হওয়া আবশ্যক। মুসলমানদিগের মধ্যে কৌলিন্য প্রথাও আছে, কুলীন অকুলীনে বিবাহ সঙ্ঘটন হইলে কুলীন পক্ষ অকুলীন পক্ষ হইতে সচরাচর কুল মর্য্যাদা স্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। সৈয়দ বংশীয়েরাই সমধিক কুলীন। মহাপুরুষ মহম্মদের বংশীয় লোকেরাই সৈয়দ বলিয়া খ্যাত। বর বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া বাদ্যোদ্যম সহ প্রোসেসন করিয়া সবান্ধবে যানারোহণে কন্যার আলয়ে যাইয়া বিবাহ করেন, বিবাহ অন্তে পরদিন সেইরূপে ঘটা করিয়া ভার্য্যা সহ নিজালয়ে প্রত্যাগমন করেন। বিবাহ রজনীতেই হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বর কন্যার উপবেশনাদি ও অন্য অনেক ব্যাপার হিন্দুদিগের নিয়মানুরূপ

মুসলমান জাতির মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা বাহুল্যরূপে প্রচলিত। ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণে এইরূপ বিধি আছে যে তুল্যরূপে প্রণয় দান করিতে পারিলে এক জন পুরুষ চারি জন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোরাণোক্ত চারি জন নারীর পাণিগ্রহণ বিধিও অনেক মুসলমান গ্রাহ্য করেন না। বাদশা ও ধনীলোকেরা শত শত বিবাহ করিয়া থাকেন। তাহারা বিধিপূর্ব্বক বিবাহ না করিয়াও অনেক স্ত্রীকে পত্নী ভাবে গৃহে রক্ষা করেন। ইহাতে বিশেষ কোন নিন্দা হয় না। বড় ধার্ম্মিক লোকদিগের মধ্যেও বহু বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাস্তবিক মুসলমানদিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় নীতি উৎকৃষ্ট নহে। খ্রীষ্টানদিগের বিবাহ বিষয়ক নীতি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ বলিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে কুৎসিত অধিবেদন প্রথা একেবারে প্রচলিত নাই। মুসলমানেরা ইচ্ছা করিলেই ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। পরিত্যাগ করিবার সময় কাবিনের সত্ব স্ত্রীধন স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিতে হয়

স্বামী যেমন স্ত্রীকে সহজে তলাক দিতে (পরিত্যাগ করিতে) পারে, স্ত্রী স্বামীকে তদ্রূপ পারে না।

হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন সগোত্রে অতি দূর সম্পর্কে পর্য্যন্ত বিবাহ হইতে পারে না এরূপ অন্য কোন জাতির মধ্যে নহে। যাহাদের সঙ্গে রক্তের অতি নিকট সম্বন্ধ মুসলমান জাতির তাহাদের মধ্যেও পরস্পর বিবাহাদি হইয়া থাকে। এক পিতৃব্যের সন্তানের মধ্যে পরস্পর পরিণয় হয়, বিবাহের বৈধাবৈধ পাত্রাপাত্র সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যায়। অতএব এ স্থলেই নিবৃত্ত হইতে হইল।

ধার্ম্মিকা এস্কিউ।

রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ইংলণ্ডের রাজা দুর্দ্দান্ত অষ্টম হেন্‌রি এবং তাঁহার কন্যা রাজ্ঞী মেরীর রাজত্ব কা[illegible] যে সকল প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মানুরাগী বীর[illegible] এবং নারী প্রাণ অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক প্রিয়জ্ঞানে রাজদণ্ডে দান[illegible] উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে অক[illegible] চিত্তে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন ক[illegible] ছিলেন. তাঁহাদের মধ্যে উপরি-[illegible]রী এক জন। সে সময়ে ধর্ম্মের কত অন্যায় কার্য্যই অনুষ্ঠিত হইত। কুসংস্কার ধর্ম্মের আকার অথবা নাম ধারণ পূর্ব্বক কত লোককেই অন্ধ করিয়াছিল এবং কত লোকের সর্ব্বনাশ সাধনই করিত। বাস্তবিক ইংলণ্ড এক সময় এমন ভয়ানক অবস্থা ধারণ করিয়াছিল যে ধর্ম্ম লোকের প্রতিহিংসা ক্রোধ রক্ত পিপাসা ইত্যাদি পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। আমরা যে ঘটনা বর্ণনা করিতেছি তাহা অষ্টম হেন্‌রির রাজত্ব সময়ে ঘটিয়াছিল।

এন্ এস্কিউ ১৫২০ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিনকন্‌সিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিচার কালে তিনি যেরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত যুক্তি প্রদর্শন ও উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষার প্রভাব স্পষ্ট প্রতীত হয়। তাঁহার বিবাহই তাঁহার বিপদের মূলস্বরূপ হইল। এন্ এর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর এক জন ধনশালী ব্যক্তির সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয় কিন্তু পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে কন্যার মৃত্যু হইল। কন্যার পিতা তাদৃশ ধনী পাত্রকে হস্তান্তর করিতে অনিচ্ছুক হইয়া দ্বিতীয় কন্যা এন্‌কে উক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎসময়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ইংলণ্ডে বিবাহাদি সম্বন্ধে কন্যার মতামত প্রকাশের বিশেষ অধিকার ছিল না। কন্যা বয়স্থা হইত বটে কিন্তু এ সকল বিষয়ে পিতা

মাতার আদেশানুযায়ী হইয়া চলিতে হইত। সুতরাং যদিও এই বিবাহ এন্ এর মনোনীত ছিল না তথাপি তিনি পিতার আজ্ঞায় উক্ত ব্যক্তির সহিত পরিণীত হইলেন। এই ঘটনার পর এন্ অনেক সময় তাঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে কাথলিক ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হইল, তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস স্থাপিত হইল। ইহাতে এন্ তাঁহার স্বামীর বিষম আক্রোশের পাত্রী হইলেন। ধর্ম্ম পুরোহিতগণের পরামর্শে এই ব্যক্তি এক দিন বলপূর্ব্বক স্বীয় অসহায়া পত্নীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই দুর্ব্যবহার ও নিষ্ঠুরতার এন্ আর পতি গৃহে গমনে অনিচ্ছুক হইয়া পরস্পর হইতে একেবারে পৃথক্ হইবার মানসে বিচারালয়ে আবেদন করিলেন। এই কারণে তাঁহার স্বামীর ক্রোধ দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তখন সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া এন্‌কে সমুচিত শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে অন্য উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হইল। এই ব্যক্তিরই চক্রান্তে এন্ ধর্ম্মবিদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধা হইলেন। যে এক দিন ধর্ম্ম মন্দিরের পবিত্র বেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া চির দিন "রক্ষা করিব, স্নেহ করিব" বলিয়া পত্নীরূপে এই নারীকে গ্রহণ করিয়াছিল সে এখন তাঁহার পরম শত্রু হইল। এন্ যখন পঞ্চবিংশ বৎসর বয়স্কা তৎকালে এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অপরাধের নিমিত্ত বিধিমতে পরীক্ষিত হইলেন। তৎকালীন পাঁচ জন ধর্ম্ম যাজক এবং উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী বিচারার্থ নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা নানা কূট প্রশ্নে এন্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া দোষী সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এন্ ধীর ও শান্ত ভাবে অথচ সুবিবেচনার সহিত সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভয় প্রদর্শন তাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে পারিল না। মিষ্ট বাক্যেও তাঁহার মন চঞ্চল হইল না। এই সময় তাঁহার এক জন আত্মীয় অনেক চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন গত হইতে না হইতে আবার এন্ ধৃত হইয়া বন্দী হই বিরল নানা রূপ উৎপীড়নে তাঁহার হ্য বিবা ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁ য় খ্রীষ্টা বিচারকগণ বিষম কুপিত র্ব্বাপেক্ষ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবার পূর্ব্বে ক র মনে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে কবারে পুরোহিতের নিকট নিজ মনের করি সকল স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে কি না। (রোমান কাথলিকদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে) এন্ তাহাকে

সহাস্যমুখে উত্তর করিয়া ছিলেন যে "আমি আমার দোষ সকল ঈশ্বরের নিকট স্বীকার করিব আর কাহারও নিকট নহে" পরে তাঁহার মৃত্যু আজ্ঞা প্রদত্ত হইল। এখন তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অন্য উপায় অবলম্বিত হইল। পূর্ব্বকালে দোষীর উৎপীড়নের নিমিত্ত এক নিষ্ঠুর প্রথা ছিল। একপ্রকার লৌহযন্ত্র ছিল। তাহাতে অপরাধীকে বদ্ধ করিয়া কল চালনা করা হইত। তাহাতে শরীর ভয়ানক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইত, অস্থি ও গ্রন্থি সকল ভগ্ন হইয়া যাইত। এই যন্ত্রে এন্‌কে সংলগ্ন করিয়া বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করা হইল। তাঁহার বিশ্বাস অটল রহিল দেখিয়া পামরগণ তাঁহার সহিত অন্য অন্য লোককে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার মানসে তিনি আর কোন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীকে জানেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু এন্‌এর নিকট উত্তর না পাওয়াতে যন্ত্রদ্বারা বিলক্ষণ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন। অবশেষে কারারক্ষক যথেষ্ট শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে জ্ঞানে কল চালনায় ক্ষান্ত করিল কিন্তু দুইজন রাজকর্ম্মচারী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায় কারাধ্যক্ষকে যন্ত্র চালন করিতে অনুমতি করিল কিন্তু সে অসম্মত হওয়াতে আপনারাই সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল অবশেষে তাহাতেও এন্‌কে বিচলিত করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া ক্ষান্ত হইল। ইহার পর এন্ এর শরীর ও তিনি এরূপ ভগ্ন উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইল। পরে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া শত্রুগণ প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি মধ্যে এন্‌কে নিক্ষিপ্ত করিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের সুন্দর শান্ত পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া সকলে মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল। বধ্যভূমিতেও বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করা হইবে এরূপ রাজাজ্ঞা আসিল। কিন্তু তিনি বলিলেন "আমি আমার প্রভুকে অস্বীকার করিতে পারি নাই" পরে অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত হইল ধীরভাবে তন্মধ্যে এন্ প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

আর্য্যনারী সমাজ।

গত ২৯ শে আগষ্ট কমলকুটীরে আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে আচার্য্য মহাশয় যে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

দেখা যায় যে এদেশের সর্ব্বত্র মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত আছে। সেই মূর্ত্তি পূজা কেন উদ্ভাবিত হইল, আমরা দেখিব। ব্রহ্মের ঘনশক্তি ও জ্ঞান চিন্তা করিতে করিতে লোকে তাঁহার নিরাকার মূর্ত্তি বিস্মৃত হইল। জ্ঞানের সহিত সর্ব্বদা আলোকের উপমা হইয়া

থাকে, সুতরাং শুভ্রজ্যোতি পূর্ণ ঈশ্বরের এই জ্ঞানের অর্চ্চনা করিতে গিয়া হিন্দুরা শুভ্র মূর্ত্তি সরস্বতী রচনা করিল, নিরাকার জ্ঞান লোপ হইল কেবল তাহারশুভ্রতা রহিল। ঘনীভূত ঘোরাশক্তি ভাবিতে ভাবিতে লোকে কৃষ্ণবর্ণা কালী মূর্ত্তিকে সৃজন করিল, নিরাকার শক্তি ভুলিয়া গেল, সেই ঘনবর্ণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর মূর্ত্তির উৎপত্তি হইল। তোমাদের নিরাকার ব্রহ্মরূপ চিন্তা করিতে হইবে। লক্ষ্মী সরস্বতী কালী ইত্যাদির নিরাকার রূপ তোমরা ধ্যান করিয়া স্পষ্টরূপে হৃদয় মধ্যে দর্শন করিবে। তোমরা ধ্যান কিরূপে করিবে? ধ্যানের সময় মনে রাখিবে ব্রহ্ম এক কিন্তু তাঁহার রূপ অগণ্য। একাধারে সহস্ররূপ। তবে নিরাকারে রূপ কিরূপে সম্ভব হইবে? আকারবিহীন ব্রহ্মের গুণই তাঁহার রূপ। রূপ চিন্তা করিতে হইলে বাহ্যিক আকার কল্পনা করিতে হইবে তাহা নহে। তাঁহার গুণই তাঁহার রূপ। ঐ সকল গুণ বা রূপ এক একটি করিয়া নির্জ্জনে সাধন করিবে। যেমন তিনি স্নেহময়; তাঁহার প্রেমস্বরূপ যখন ধ্যান করিবে, ভাবিবে যে একটি প্রকাণ্ড অনন্ত ভালবাসা তোমার সম্মুখে, এবং চারিদিকে, ভিতর এবং বাহির পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাকে মাতা পিতা বন্ধু নানারূপ স্নেহের সম্বন্ধে আহ্বান করিবে, কেবল চিন্তা করিলে হইবে না মনে ধারণা করিতে হইবে। অর্থাৎ সকল সময় তাঁহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিবে। সাধনা দ্বারা অবশেষে এমন অভ্যাস হইবে যে আর তাঁহার স্থিতি চেষ্টা করিয়া অনুভব করিতে হইবে না। সকল সময় তাঁহার প্রকাশ বুঝিতে পারিবে। এমন কি চেষ্টা করিলেও তাঁহার সত্ত্বাকে তোমার নিকট হইতে অন্তর করিতে সক্ষম হইবে না। ইহাকেই ধারণা বলে। ইহাই ধ্যান, এবং এই অবস্থাতেই যোগের আরম্ভ।

ইটালী ভ্রমণ।

ইয়োরোপখণ্ডে ইটালী দেশ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য যেরূপ এমন আর কোথায়? ১৮৭৪ শালের এপ্রেল মাসে আমি ইটালী দেশে পৌছিলাম। সুতরাং আমার ইউরোপ ভ্রমণ ও পরিদর্শন এই দেশ হইতেই আরম্ভ হয় বলিতে হইবে। ইটালীতে বসন্ত কাল অতি রমণীয়। বায়ুর তীক্ষ্ণ এবং তীব্র শৈত্য কমিয়া যায়। কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গে নির্ম্মল তুষাররাশি সম্পূর্ণরূপে বিগলিত না হইয়া বসন্ত প্রভাকরের আলোকে অপরূপ বর্ণ ও উজ্জ্বলতা ধারণ করে। গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য অনুভূত হয় না। প্রান্তরে ও জলধিকূলে ভ্রমণ করি শরীর ঈষৎ ঘর্ম্মাক্ত ও অত্যন্ত বোধ হয়। নিবিড় দ্রাক্ষালতা মণ্ড

রাশি রাশি দ্রাক্ষা ঝুলিতেছে। ঘন কৃষ্ণবর্ণ উন্নত চেস্‌নট্‌ বৃক্ষ পল্লবিত হইয়াছে। সেই নুতন পল্লবের কি মৃদু শ্যামবর্ণ। প্রান্তরের দুই ধারে সারি সারি আপেল বৃক্ষে ফুল ধরিয়াছে। তাহার নিম্নে কৃষক কন্যাগণ বাহু অবধি পোষাকের আস্তিন উঠাইয়া কৃষিযন্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান আছে; কৃষকেরা হল চালনা করিতেছে। আকাশের এমন পরিষ্কার গভীর নীলবর্ণ কোথাও দেখি নাই। ইটালি দেশের লোকেরা ইংরাজ ও ফরাসিদিগের ন্যায় বিকৃত শ্বেতবর্ণ নহে, তাহাদের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ এবং ঘোরাল। কেশ, ভ্রূ এবং চক্ষুর তারা ঘন কৃষ্ণবর্ণ। দন্তপাঁতি অতি উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার নানা জাতীয়. নানা বর্ণযুক্ত. ও অত্যন্ত বিচিত্র। এমন শ্রীসম্পন্ন জাতি ইয়োরোপ খণ্ডে অতি অল্পই আছে। পুরুষেরা প্রায় কেহই দাড়ি রাখে না। প্রায় সকলেই কৃশাঙ্গ সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র গোঁপধারী. কোপনস্বভাব, বহুভাষী এবং মিতপায়ী। ইটালিয়ানদিগের মধ্যে মাতাল প্রায় নয়নগোচর হয় না, কিন্তু অন্যান্য দোষ বহুপরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইটালিয়ান জাতি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, অত্যন্ত চিত্রপ্রিয়। সকল প্রকার সুকুমার বিদ্যা ইটালী দেশে যত উন্নতিলাভ করিয়াছে এমত কুত্রাপি নহে।

[illegible]ী দেশীয় ধর্ম্মমন্দিরের উচ্চতা ও [illegible]তা জগতের সকল ধর্ম্মমন্দিরকে [illegible]াস করে। তথাকার আদর্শ লইয়াই পৃথিবীময় সর্ব্বোচ্চ মন্দির সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইটালী দেশীয় চিত্রকরেরা জগদ্বিখ্যাত চিত্রবিদ্যার আদর্শস্বরূপ। ইটালী দেশীয় গায়ক গায়িকারা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়; ইটালীর প্রস্তর মূর্ত্তি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দেশের প্রধান নগরকে সুশোভিত করিয়াছে রোম, মিলান, নেপল্‌স, ভেনিস্‌, সকল জাতীয় সুকুমার সৌন্দর্য্য বিদ্যার আধার। অদ্য ভেনিস নগর বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। কেন না এখানে কয় দিন অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ভেনিস চমৎকার স্থান। ইহা জলে কি স্থলে দূর হইতে স্থির করা দুঃসাধ্য, কেবল এড্রিয়াটিক সাগরের উপর ভাসিতেছে এই মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভেনিস স্থলেও নয়, জলেও নয়, কিন্তু কতকগুলি দ্বীপমালার উপর সংস্থাপিত। প্রায় বিশ পঁচিশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ একত্র করিয়া ভেনিস নগর রচিত হইয়াছে। প্রত্যেকটী দ্বীপের উপর রাশি রাশি অতি উচ্চ সুন্দর অট্টালিকা যেন সমুদ্র বক্ষে দণ্ডায়মান আছে। এই সকল দ্বীপ পুঞ্জের মধ্যে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রজল প্রণালী, ইহাই ভেনিস নগরের রাজপথ। এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে হইলে নৌকা করিয়া যাইতে হয়। এই সমস্ত নৌকা অতি বিচিত্র, ইহার নাম "গণ্ডোলা" ইহাই ভেনিস নগরে শকট ও প্রকাশ্য যান। নগরে একটী দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার জন্য অনেকগুলি সেতু আছে। সেতু

গুলি মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত শ্বেত বর্ণ। যখন সমস্ত দ্বীপপুঞ্জস্থিত অট্টালিকা ও সেতুর উপর রাত্রি যোগে আলোক দেওয়া হয়, এবং সেই সকল আলোকের জ্যোতি যখন জলের বক্ষে প্রতিফলিত হয়, তখন ভেনিস যে কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে তাহা কল্পনা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইতে পারে। ভেনিস নগর দৈর্ঘ্যে দুই মাইলও দুর মাইল প্রশস্ত হইবে, এখানে প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোকের নিবাস। যখন এটিলা নামক দুর্জ্জয় বীর খৃষ্টীয় ৪২৭ অব্দে ইটালীদেশকে আক্রমণ করে, তখন তাহার দৌরাত্ম্য হইতে বাঁচিবার জন্য ইটালী দেশস্থ লোকের ভেনিস নগর সংস্থাপন করিয়াছিল। ইহা বহুকালাবধি সাধারণ তন্ত্র দ্বারা শাসিত হইয়া আসিতেছিল, তার পর দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষ ইহার শাসন ভার গ্রহণ করেন, এবং পরিশেষে ইহা অষ্ট্রিয়া সম্রাট দ্বারা অধিকৃত হয়। কেবল স্বাভাবিক বিচিত্রতা হেতু নহে, কিন্তু অন্যান্য কারণ বশতঃ ও ভেনিস অতি প্রসিদ্ধ স্থান। ভেনিস নগরে চিত্রবিদ্যা এক সময় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। টিসিয়ান প্রভৃতি কতকগুলি জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর এখানে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ঈশার জীবন ঘটিত কোন কোন ব্যাপার চিত্র করিয়া অক্ষয় প্রতিপত্তি লাভ করেন। রোমাণ কাথলিকদিগের পক্ষে ভেনিস একটী বিশেষ তীর্থ স্থান। মহাত্মা মার্ক, যিনি ঈশার জীবন চরিত লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাঁহার সমাধি মন্দির ভেনিস নগরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমাধির উপর এক প্রকাণ্ড অনির্ব্বচনীয় ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এসিয়া এবং ইস্তাম্বুল ও গ্রীক দেশীয় অসংখ্য ও বচনাতীত অলঙ্কারে ঐ ক্যাথিড্রাল পরিশোভিত। ইহার চমৎকার চিত্র আমাদের সম্মুখে ঝুলিতেছে। স্যান মার্ক মন্দিরে যে কত প্রকার অমূল্য চিত্র, সুন্দর প্রস্তরময় মূর্ত্তি, তাহা আর কি বলিব। সমস্ত মন্দিরের নিম্নস্থল বহুমূল্য বিবিধ বর্ণ প্রস্তরে মণ্ডিত, ইহার ভিতর প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত কেবল পাঁচশত স্তম্ভই আছে। অসংখ্য লোক সমস্ত দিন মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া পূজা ও পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অরগ্যাণ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজিতেছে। নীল, পীত, লোহিত স্ফটিক বাতায়নের ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক নানা বর্ণ ধারণ করিয়া প্রবেশ করিতেছে। এই নগরে আর একটী বিচিত্র অট্টালিকা আছে। তাহার নাম ডোজি দিগের প্রাসাদ। ভেনিস যখন সাধারণ তন্ত্র ছিল তখন রাজপুরুষ দিগের প্রধান ব্যক্তি ডোজী উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহার বাস করিবার জন্য একটী অপূর্ব্ব প্রাসাদ সাধারণের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা [illegible] এবং ইহার সর্ব্বনিম্ন তল সমুদ্রের [illegible] গর্ব্বে নিহিত। এই অন্ধকার

বেষ্টিত নিম্নতল কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। অনেক দুর্ভাগার এই ভয়ঙ্কর স্থানে প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। উপরে ভোক্তিদিগের ঐশ্বর্য্যভোগ আর নিম্নে বন্দীদিগের মৃত্যু যন্ত্রণা। এই দণ্ড ষে'রত অন্ধকার ময় কারাগার মধ্যে দিবা দ্বিপ্রহর কালে আলোক হস্তে লইয়া আমরা নামিলাম। এবং অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তি সেখানে কি ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া শরীর কম্পিত হইল। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, ভেনিসের ন্যায় স্থান ইয়ুরোপ খণ্ডে অতি অল্পই নয়নগোচর করিয়াছি।

নারীর কোমলতাই বীরত্ব।

(১)

সরলা অবলা ভীরু কোমলাঙ্গী নারী,
চকিতা কুরঙ্গী যথা, বনবিহারিণী;
কিন্তু কোমলতা তার, দেবদত্ত অলঙ্কার,
অজেয় বীরত্ব শূরাসুর বিমর্দ্দিনী;
যার কাছে নত কত বীর ধনুর্দ্ধারী।

(২)

কঠিন পাষাণ তুল্য যে জন নির্দ্দয়,
ভীমাকার বজ্রদেহী কৃতান্ত সমান,
ভীষণ আরক্ত নেত্রে, অগ্নিময় রণক্ষেত্রে,
বিচরে নাশিতে শত যোদ্ধার পরাণ;
নারীর প্রভাবে গলে তাহারো হৃদয়।

(৩)

শত উপদেশে যার ফেরে না জীবন,
গুরুবাক্য সহজে যে দলে পদতলে,
তাহার দুরন্ত ভাব, ভ্রষ্টাচার কুস্বভাব,
তিরোভাব হয় প্রেয়সীর চক্ষুজলে;
প্রাণভেদা সর্ব্বজয়ী নারীর ক্রন্দন।

(৪)

পাষণ্ড চরিত যার বিকৃত মানব,
লোকলজ্জা রাজদণ্ডে রোগ বা মরণে,
কিছুতে না করে ভয়, ভাল হইবার নয়,
সেও বশীভূত হয় প্রেমের শাসনে;
অনুতাপে দহি শেষে মানে পরাভব।

(৫)

পারে না শান্তিতে যেই রোগের যাতনা,—
অব্যর্থ ভেষজ কিম্বা সুদক্ষভিষকে,
মায়ের কোমল কর, পরশিলে কলেবর,
বিদূরিত হয় তাহা চক্ষের পলকে,
সকল সন্তাপহারী মাতার সান্ত্বনা।

(৬)

কোমল প্রভাবে নারী দ্রবে নরহিয়া,
দৃঢ় লৌহপিণ্ড যথা অনল দহনে,
নহিলে কি বঙ্গনারী, গৃহপিঞ্জরের সারী,
বাঁধিতে পারিত স্বামী প্রণয় বন্ধনে?
কুহকিনী যথা বাঁধে কাণে মন্ত্র দিয়া?

(৭)

নহে তারা গুণবতী বিদুষী ললনা,
সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পে নহেক চতুরা,
কেবল সেবায় সুখী, করে সবে বিধুমুখী,
সহজেই হয় প্রিয়বিরহে বিধুরা;
স্বামী পুত্রসুখে সদা প্রসন্ন বদনা।

(৮)

বিদ্যাহীনা, হৃতবীর্য্যআর্য্যকুললক্ষ্মী,
তথাপি পণ্ডিত পতি তার আজ্ঞাবহ;
এমনি সম্বন্ধ আঁটা, যেন শেয়াকুল কাঁটা
ছাড়িলে ছাড়ে না সঙ্গে থাকে অহরহ;
প্রিয়তমা সখী প্রাণ-পিঞ্জরের পক্ষী।

(৯)

কত কৃতবিদ্য জ্ঞানী বনিতার ভয়ে,
শীতলা ষষ্ঠির পদে দেয় গড়াগড়ি,
ঘুরে যায় সংস্কার, বাক্য মাত্র হয় সার,
হৃতবুদ্ধি হয় শেষে নানা শাস্ত্র পড়ি;
মেষবৎ পড়ে থাকে তার পদাশ্রয়ে।

(১০)

কিন্তু ওগো বঙ্গবালা স্বামীসোহাগিনী,
কিসের প্রভাব তব কিসের গৌরব?
হাব ভাব অঙ্গরাগে, পতিপ্রেম অনুরাগে,
নারিবে রক্ষিতে নারীজীবন-সৌরভ;
নও কি তোমরা বৃথা মানে গরবিনী?

(১১)

আছে তোমাদের সত্য, স্বভাবে সঞ্চিত,
মধুর কোমল ভাব, বিধাতার দান;
কিন্তু নীচ সুখ ভোগে,
বিলাস বাসনারোগে,
হয়েছ তোমরা এবে পাষাণ পরাণ;
ভগবতভক্তিরসে হইয়া বঞ্চিত।

(১২)

ধরিতেছে দিন দিন পুরুষ প্রকৃতি,
কত কুলবতী অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণী,
অসার শিক্ষার ফল, যেমন যুবক দল,
তারাও তেমনি নাকি হবে কালফণী!
নাশিবে সকল সদাচার ধর্ম্মনীতি!

(১৩)

তাইত দেখিতে পাই প্রতি ঘরে ঘরে,
বঙ্গীয় যুবতী কত নাস্তিকের প্রায়,
আহার বিহারে রত, ছাড়ি ইষ্টনিষ্ঠা ব্রত,
দিবা নিশি মহাবিনাশের পথে ধায়;
মোহমন্ত্রে ধর্ম্মহীন পতিচিত্ত হরে।

(১৪)

ইহাদের পুত্র কন্যা ভাবীবংশগণ,
কেমনে থাকিবে পাপ মানবসমাজে!
হায় লো বিলাসবতী! কি হবে তাদের গতি
এ চিন্তা কভু কি উঠে তোর হিয়া মাঝে?
ভাব্ দেখি একবার হয়ে স্থির মন?

(১৫)

হেঁগা বাছা! বল্ দেখি খুলিয়া অন্তর,
কেমনে ভুলিলি তোরা প্রভু ভগবানে?
তিনি যে হৃদয়স্বামী, প্রাণপতি অন্তর্যামী,
বিদায় করিয়া তাঁরে দিলি কোন্ প্রাণে?
একবারো ডাকিতে কি নাহি অবসর?

(১৬)

দিনান্তে যে নারী দীননাথে নাহি স্মরে,
ভুলেও তাঁহার পদে করে না প্রণতি,
আমরা সেকেলে মেয়ে,
দেখি না তাহারে চেয়ে,
করি না তাহার সঙ্গে একত্র বসতি;
চাণ্ডালিনী সেই যারে ছুঁলে পুণ্য হরে।

(১৭)

মানবী বলিয়া মোরা তারে নাহি গণি,
নারীবেশে বাঘিনী সে সংসার কাননে,
উগ্রচণ্ডী ভয়ঙ্করী, কালসর্পী বিষধরী,
করাল দংষ্ট্রাঘাতে নাশে প্রিয় জনে;
পান করে পতিরক্ত দিবস রজনী।

(১৮)
বিকট বদন তার কুটিল নয়ন,
বদনে কালাগ্নি শিখা ঝলসে নিয়ত,
লোলজিহ্বা রক্তদন্তী,
ভৈরবী অবিদ্যা শক্তি,
তার পায়ে করি গো মা দণ্ডবত শত!
বাঙ্গালীর মেয়ে তোরা হস্নে তেমন।

(১৯)
হায় মা! ভারতলক্ষ্মী আর্য্যপ্রসবিনী,
হিন্দুপরিবার তুমি ছাড়িলে কি সতী?
আর্য্যের বিপুল মান, হ'ল এবে অন্তর্দ্ধান,
নিরখি কাঁদিছে মাগো! দেখ বসুমতী;
এস একবার, শুন দুঃখের কাহিনী।

(২০)
শুন গো বঙ্গের কন্যা বচন আমার,
বিলাতি বিলাস যাতে নাশে আর্য্যনীতি,
ছেড়ে দিয়ে সে সকলে,
স্নান কর গঙ্গাজলে,
সাধ ব্রত অনুষ্ঠান, পোষো ধর্ম্মভীতি,
নৈলে যে দেখ না, সব হয় ছারখার?

(২১)
কদর্য্য নাটক পড়ে কি হবে বলনা,
দিবানিদ্রা বৃথা গল্প কর পরিহার,
বরং ঘুরাও যাতা, শেলাই কর মা কাঁথা,
রচ সিন্দূরের পেতে কাসুন্দি আচার;
পড় রামায়ণ চণ্ডী গঙ্গার বন্দনা।

(২২)
না হয় আবার ফিরে পর শাখা সাড়ী,
চরণে অলক্ত মাখি এয়ো সতী সাজ;
বিনাও চিকুর কেশ, ধর মা লক্ষ্মীর বেশ,
:পুর মাঝে সুখে করহ
াবে অলঙ্কৃত কর ঘরবাড়ী

(২৩)
ডাকাবুকো ধবলাঙ্গী তুরঙ্গবাহিনী,
তাদের গৌড়ীয় অনুবাদে কাজ নাই,
মুর্খ হয়ে ঘরে থাক, জগদম্বে বলে ডাক,
নাস্তিক বাঙ্গালী বিবি দেখিতে না চাই;
ধর্ম্মহীনা নারী ঘোর বিশ্বাসঘাতিনী।

(২৪)
যে মাধুর্য্য রস নারীস্বভাবের ধর্ম্ম,
সেই কমনীয় ভাব থাকিতে কি পারে,—
যদি তারা অন্ধ হয়ে,
কেবল সংসার লয়ে,
ভুলে থাকে নাহি দেখে জগত মাতারে?
ছাড়ে একেবারে পূজা বিধি সাধু কর্ম্ম?

(২৫)
যার গুণে তোরা মাগো হইলি সুন্দরী,
সেই বিশ্বজননীর ভজ শ্রীচরণ,
তাঁর দত্ত কোমলতা, রমণীয় মধুরতা,
করে অলঙ্কৃত যত নারীর জীবন;
তাহাতে বঞ্চিত যে, সে যমের কিঙ্করী।

কোন প্রাচীনা ব্রাহ্মণী।

স্বর্ণরেণু।

ব্রহ্ম শব্দের মানে কি প্রথমে শিক্ষা কর তার পর ব্রহ্মজ্ঞানী নাম লইও।

গর্দ্দভ সিংহের চর্ম্ম পরিধান করিলে সিংহ হয় না, আর ব্যাঘ্র মেষের বেশ ধারণ করিলে তাহার প্রবৃত্তি অন্য প্রকার হয় না।

যাহাকে খুব ভাল মনে ...ও করিয়া ... ঝরিয়া মনের ভিতর কত মন্দ ...

কল্পনারও আসে না। যাহাকে খুব মন্দ মনে কর তার গভীর সদ্‌গুণ দেখিয়া তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।

পৃথিবী মধ্যে যত বস্তু আছে সকলের প্রকৃতি ঈশ্বরপ্রকৃতির মধ্যে নিহিত দেখা যায়; পৃথিবী মধ্যে যত বস্তু আছে সকলের প্রকৃতিমধ্যে ঈশ্বর প্রকৃতি নিহিত দেখা যায়। অতএব সাবধান হইয়া সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিবে।

প্রতিদিন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জন কতক সধু সাধ্বীর চরিত্র ও গুণ স্মরন করিবে, এবং প্রতি প্রাতঃকালে অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল শান্তচিত্ত হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে।

শূকরকে উত্তম স্থানে রাখ, সুখাদ্য সামগ্রী খাইতে দেও সে সেখানে থাকিবে না ও তাহা খাইবে না। সে ময়লা খাইবে, খানায় পড়িয়া পচা দুর্গন্ধ বস্তু সকল খাইবে। ধর্ম্মহীন লোকের স্বভাবও এইরূপ, সাধু সংসর্গে থাকিয়া সৎপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরগুণানুবাদ শ্রবণে তাহাদের বিষম কষ্ট হয়, তাহারা কুসংঅসৎসর্গে দৌড়িয়া যাইবে, অভক্তি নাস্তিকতা তারাও দুর্নিবাররূপ গরল পান করিবে। নাশিবে সকল

LETTER.

My Dear Friend,—

Some dreadful people have resolved to "emancipate" me inspite of myself. I am content to see and talk to my relatives, or their immediate friends. But my emancipators will by force take me everywhere, even into the company of men whom my moral sense teaches me to shun. It is said such men may be reformed in my company. This may or may not be. But I can not trust myself into the presence of bad men whose very looks, even when they say nothing, are an insult to me. The time may perhaps come when bad men shall be ashamed of their badness as they stand before the presence of such as myself. But that time has not yet come, and till then I entreat the emancipators of our sex to keep still.

Yours Sincerely,——

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে দেলদুয়ারের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী করিমোন্নেসা খাতুন চৌধুরাণী পরিচারিকার উন্নতির জন্য ৩০ ত্রিশ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা এই সদাশয়া মাননীয়া মহিলাকে বার বার ধন্যবাদ করিতেছি। মুসলমান কন্যার স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য এরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৬ সংখ্যা] কার্ত্তিক, সন ৮৭। [৩য় খণ্ড

ত্বক্।

মনুষ্যশরীরের উপরিভাগ যে আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত তাহাকে ত্বক্ বা চর্ম্ম বলা যায়। বস্তুতঃ এই চর্ম্মের উপর মানবদেহের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। দেহমধ্যে যাবতীয় রক্ত মাংস শিরা অস্থি ইত্যাদি পদার্থ ত্বক্ দ্বারা আবৃত থাকে। যে বর্ণ মনুষ্য মুখের শ্রী ও শোভা এত পরিমাণে বৃদ্ধি করে সেই বর্ণ এই চর্ম্মের উপর ভাসমান আছে। চর্ম্মের কোমলতাতে শৈশব ও যৌবনের মর্য্যাদ, চক্ষের শুভ্রতা, সৌন্দর্য্যের ও অবস্থাভেদের এক প্রধান অঙ্গ। কবিকল্পনা দ্বারা সুন্দরীগণের বর্ণ প্রশংসিত হয়। কেহবা তপ্ত কাঞ্চন, কেহ বা চম্পক কুসুম, কেহবা সুপক্ক কদলী; কেহ বা অপক্ক আম্র, কেহবা আবলুষ কাষ্ঠের বর্ণ ধারণ করেন। ত্বকের শোভাই মনুষ্যশরীরের উজ্জ্বলতার কারণ। তরুণ বয়সে ত্বক্ কোমল ও চিকণ থাকে বলিয়া বর্ণের ও শ্রী থাকে। বৃদ্ধ বয়সে তাহা লোল, নীরস ও মলিন হইয়া যায়। দেখা যায় যে নবীন অবস্থায় সকল দ্রব্যেরই শোভা বর্দ্ধিত হয়। শীতের পর যখন পুরাতন পত্র সকল শুষ্ক ও ভূপতিত হইয়া বৃক্ষে নব পল্লব ও পত্র হয় তখন তাহার তরুণ স্নিগ্ধ শ্যাম শোভায় নয়ন তৃপ্ত হয়। পুষ্পকলিকার কেমন কোমল শোভা, তাহা যখন প্রস্ফুটিত হয় তখনকার বর্ণ ও সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতাও মনোহর। মনুষ্য জীবনের সহিত পুষ্পের তুলনা হইতে পারে। শৈশব কালে সকলেরই এক প্রকার স্বাভাবিক কোমল মনোহর লাবণ্য থাকে। এই তিন বস্তুর ন্যায় সুন্দর পদার্থ কি আছে? পুষ্প, শিশু, আর সাধুতা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু। আবার বিকসিত পুষ্পের ন্যায় যৌবনাবস্থায় মনুষ্যআকৃতিতে এক নূতন প্রকার শ্রী ও উজ্জ্বলতা হইয়া থাকে। বার্দ্ধক্য আসিয়া নরদেহের শ্রী বিকৃত করিয়া ফেলে, পুষ্পও বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া

পড়িবার পূর্ব্বে বিশুষ্ক ও ম্লান হইয়া যায়, বর্ণের চিক্কণতা অপেক্ষাকৃত বিনষ্ট হয়। সে যাহা হউক এক্ষণে ত্বকের বিষয় আলোচনা করা যাউক। শরীরে উপর্য্যুপরি তিন প্রস্থ চর্ম্ম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম স্তরে অর্থাৎ সর্ব্বোপরিস্থ চর্ম্মে শিরা বা স্নায়ু নাই। তদুপরি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। সেই লোম কূপ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া যায়। এই ত্বক্ হস্তের তালুতে এবং পদনিম্নে অপেক্ষাকৃত স্থূল। ত্বকের নিম্নে অধিকতর সূক্ষ্ম জালবৎ চর্ম্ম আছে; ইহার বর্ণের বিভিন্নতায় মনুষ্যশরীরের বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে। এই চর্ম্মের নিম্নে আর একখানি চর্ম্ম আছে অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু দ্বারা ইহা পরিপূর্ণ। এই সমুদয় শিরা পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। এমন কি অতি সূক্ষ্মাগ্র সূচির ব্যবধান ও পরস্পরের মধ্যে নাই। অঙ্গুলির অগ্রভাগে, ওষ্ঠে এবং শরীরের অন্য কোন কোন অংশে এই সকল শিরার সংখ্যা অধিক। এই নিমিত্ত ঐ সকল স্থানের বোধশক্তিও অধিক। এই চর্ম্মের আর একটি জালবৎ আবরণ আছে তাহা চর্ব্বিপূর্ণ, সুতরাং মাংসপেশী সকলের মধ্যে মধ্যে যে শূন্য স্থান থাকে চর্ব্বি দ্বারা তাহা পূর্ণ হয়। তাহাতে শরীরের সুগঠন, স্থূলতা, শ্রী এবং সৌষ্ঠব হইয়া থাকে। পীড়া দ্বারা চর্ব্বি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া শরীর শীর্ণ হয় এবং বর্ণের চাকচিক্যও বহু পরিমাণে বিনষ্ট হয়, এবং অল্পতাপ্রযুক্ত অস্থি সকল দৃষ্ট হয় বলিয়া গঠনের সৌষ্ঠব বিনষ্ট হইয়া যায়। ত্বক্ দ্বারা আমাদের শরীরে এই তিন দ্রব্য লাভ হয়। বোধ বা স্পর্শশক্তি, বর্ণ, এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। ত্বক্ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত। নতুবা নানা রূপ চর্ম্মরোগ জন্মিয়া শ্রী ও আরাম উভয়ই নাশ করে।

আলাপ।

ইতিপূর্ব্বে "সুরুচি" শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে মনুষ্যদের পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে হইলে সুপ্রণালী ও সুরুচি দ্বারা আলাপ করা উচিত, অসদালাপ ও অযথালাপ অতিশয় অনিষ্টকর, আলাপ স্বাভাবিক কার্য্য। আলাপসম্বন্ধে আবার কি প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন? লোক সমাজমধ্যে আলাপ পরস্পরের সহিত যোগ ও ঘনিষ্টতা রক্ষার প্রধান উপায়। এই আলাপে সমাজবন্ধন দৃঢ় থাকে; পরস্পরের সহবাস আদরণীয় হয়। পাঁচ জনের সহিত মিশিতে ইচ্ছা হয়; লোকের বাটীতে যাইবার আকর্ষণ হয়। পরিচিত বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ করিতে আসিলে কিরূপে গল্প করিতে হয়, কিরূপে কথা কহিলে সমাগত ব্যক্তিগণের সন্তোষ হয়, তাহা বিবেচনাকরিয়া অতি

অল্প লোকেই চলে। স্ত্রীলোকের এ বিষয়ে বড় দৃষ্টি নাই, যাহাতে দৃষ্টি হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা আবশ্যক। যে আলাপ করিতে জানে তাহার নিকট পাঁচ দণ্ড বসিতে ইচ্ছা করে। যে আলাপ করিতে জানে না, তার সহবাস কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহাদের কথার প্রণালী ও বিচিত্রতায় তাঁহাদের সঙ্গ আর সকলের নিকট আকর্ষণের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কাহারও আবার এরূপ অভ্যাস যে লোকের সঙ্গে দেখা হইলে কেবল আপনার কথা লইয়া ব্যস্ত, যে আসিল তাহার কোন সংবাদ জিজ্ঞাসা নাই, কেবল ঘরকন্নার সামান্য বিষয় বিবৃত করিতেই দুই ঘণ্টা সময় চলিয়া গেল। সমাগত ব্যক্তি কোন রূপে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া অবশেষে প্রস্থান করিলেন, এবং স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে ভবিষ্যতে ইহার নিকট যাইবার বিষয়ে সাবধান হইব। কেহ কেহবা পাঁচ জনের সাক্ষাত পাইলেই আপনার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। কেহ আপনার গুণপনা কীর্ত্তনে নিয়ত ব্যস্ত এবং কেহবা নিজ পুত্র কন্যার রূপ গুণ বর্ণনা দ্বারা শ্রোতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। কেহ বা অন্যের কথা আরম্ভ হইবামাত্র স্বীয় বক্তব্য এমন উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন, যে প্রথম বক্তা রোষে ও পরিতাপে হয়ত আরও উচ্চৈঃস্বর অবলম্বন করেন, নয়ত একেবারে নীরব হয়েন। ইহাতে যিনি বলেন তাঁহার পরিতোষ ও তৃপ্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু যিনি শ্রবণ করেন তাঁহার কতক্ষণ ভাল লাগিবে, আর কতক্ষণইবা শুনিতে ইচ্ছা হইবে? বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা হইলে নিজের বিষয় কোন কথা একেবারে উল্লেখ না করাই ভাল। তবে অতি আত্মীয়দের নিকট প্রয়োজন হইলে সময়ে সময়ে আপনার সম্বন্ধে আলাপ করিলে ক্ষতি নাই। সাধারণতঃ আলাপের প্রণালী এরূপ হওয়া উচিত যে যাহাদের সহিত কথা কহিবে তাহাদের কোন্ বিষয় ভাল লাগিবে তাহা পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়া সেইরূপ আলাপে প্রবৃত্ত হইবে। পাঁচ জন একত্র থাকিলে এমন কথার আলোচনা ভাল নহে যাহাতে তন্মধ্যে এক জনেরও মনে আঘাত বা লজ্জা দেওয়া হয়। যে বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, পুনরায় সেই প্রশ্নের পুনরুল্লেখ করা উচিত নহে। উপস্থিত কাহারও এমন কোন বিষয় লইয়া আমোদ করা উচিত নয় যাহাতে সে আর সকলের সম্মুখে অপ্রস্তুত হয়। পরনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা, এই দুইই যেন পরিহার করা হয়। কেহ মনের কষ্ট বা আনন্দ জানাইলে উপযুক্ত সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত। মনের সদ্ভাব ও প্রীতি বাহিরে কথায় প্রকাশ পাইবে, কেবল বাহ্যিক

আড়ম্বর পূর্ণ যেন না হয়। পা এমন করিয়া আলাপ করিবেন যে তাহাতে লোকের সন্তোষ হয় এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তোমার সহিত দুই দণ্ড কথা কহিতে গিয়া লোকে যেন বিরক্ত হইয়া চলিয়া না যায়। তোমার সঙ্গ যেন তোমার পরিচিতগণের নিকট সকল সময় আদরণীয় ও বাঞ্ছনীয় হয়। মনের সহিত এবং ভাল করিয়া কথা কহিতে জানিলে বন্ধুর অভাব থাকিবে না, অনেক আত্মীয় মিলিবে।

নৈনীতালের ভগ্ন দশা।

হিমালয় ধসিয়া পড়িল, পর্ব্বতের শৃঙ্গ চূর্ণ হইল, অকস্মাৎ ঘোর বিপদ ঘটিল, সুখের নৈনীতালের কপাল ভাঙ্গিয়া গেল। পাঠিকাগণের মধ্যে হয়ত অনেকে বিশেষ রূপ অবগত হেন কি সর্ব্বনাশ সে দিন হইয়া গিয়াছে। কিছু কাল পূর্ব্বে আমরা হিমালয়স্থিত নৈনীতালের শোভা বর্ণনা করিয়াছিলাম। প্রান্তর হইতে আট নয় ক্রোশ পর্ব্বতের মধ্যে আরোহণ করিলে নৈনীতালে উপস্থিত হওয়া যায়। সেখানে গিরি উপত্যকায় একটী অপরূপ হ্রদ আছে। হ্রদের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে পর্ব্বতমালা প্রাচীরের ন্যায় তাহাকে ঘেরিয়া আছে। হ্রদের উত্তর বিভাগে সাহেব মেমদিগের অশ্বারোহণ ও অন্যান্য প্রকার আমোদের জন্য এক খণ্ড প্রশস্ত সমতল ভূমি নির্ম্মিত হইয়াছিল নিকটে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দোকান, হোটেল, বাস গৃহ, ও একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা যন্মধ্যে পুস্তকালয় ও প্রকাশ্য সভাদি আহুত হইত। হ্রদের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতমালার নাম সের কে ডাণ্ডা (অর্থাৎ ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠ) পশ্চিম পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতমালার নাম এয়ার পাট্টা। সের ডাণ্ডার উপর অধিকাংশ ইংরাজদিগের নিবাস, সর্ব্বোচ্চ অট্টালিকা সকল সেইখানেই সংস্থাপিত, এবং সকল প্রকার লোকদিগের গমনাগমন সেখানেই অধিক। গত ১৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবারে, নৈনীতালে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হয়, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবারের মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বৃষ্টি অবিশ্রান্ত হইল। সের ডাণ্ডার নিম্নতলস্থ ভিক্টারিয়া হোটেলের দুই এক খানি বহিঃস্থিত ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল। পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে বৃষ্টি জনিত এক প্রকাণ্ড জলস্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। এতদ্দর্শনে হোটেল নিবাসীগণ কিঞ্চিৎ ভয়ার্ত্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট টেলার সাহেব স্বয়ং এবং পুলিসের বড় সাহেব কতকগুলি লোক সঙ্গে আনিয়া জলস্রোতের গতি ফিরাইয়া দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ও কার্য্যের সহায়তার জন্য

পল্টন হইতে কতকগুলি গোরা ও আফিসর আনাইলেন। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইবে। হোটেল নিবাসী সাহেবদিগের মধ্যেও কেহ কেহ স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া জলরাশিকে অন্য দিকে তাড়িত করিতে যৎপরোনাস্তি আয়াস পাইতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। হোটেলের ভিতর জল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। হোটেলের নিম্নস্থিত ভূমিতে বেল সাহেবের একটী প্রকাণ্ড দোকান ছিল তাহার মধ্যেও জল প্রবেশ করিতে লাগিল। অনেক লোক, প্রায় দুই শত লোকের অপেক্ষাও অধিক হইবে এই সকল গৃহ রক্ষার্থে পরিশ্রম করিতেছিল। ইহার মধ্যে চল্লিশ জন লোকের অধিক ইয়ুরোপীয় হইবে, এবং দেড় শত লোকের অধিক হিন্দু হইবে। অনুমান বেলা একটার সময় একটী ভয়ঙ্কর শব্দ হইল, সমস্ত নৈনীতাল কম্পিত হইল, সকল লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভয়ানক বেগে সের ডাণ্ডা পর্ব্বতমালার উত্তর পূর্ব্ব কোণ খসিয়া পড়িল, সমস্ত ভিক্টোরিয়া হোটেল ও সমুদায় লোক ও তত্ত্বাবধায়কগণ তাহার ভিতর প্রোথিত হইয়া গেল, সেই গিরিরাশীকৃত প্রস্তরচূর্ণ, ধূলি ও ধূম নিম্নগামী হইয়া বেল সাহেবের দোকানের উপর বিকট শব্দে চাপিয়া পড়িল, এবং পরিশেষে হ্রদতটস্থিত এসেম্বিলি রুম নামা প্রকাণ্ড অট্টালিকার মস্তকে পতিত হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ হ্রদের অতলস্পর্শ জল গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গেল। জলরাশি ভীষণরূপে স্ফীত হইয়া ঘোর তরঙ্গে কূলকে অতিক্রম করিয়া অনেক লোককে ভাসাইয়া পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। আর তাহাদের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া গেল না। শত শত বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া অদৃশ্য হইল। নৈনীদেবীর মন্দির (এই দেবী হইতেই নৈনীতালের নাম) ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত বর্গ সমভিব্যাহারে হ্রদগর্ভে অদৃশ্য হইল। পথ প্রান্তর জলময় হইল। দোকান ও বাজার ছাড়িয়া বিক্রেতাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল; গৃহ সম্পত্তি ছাড়িয়া সাহেব মেমগণ পর্ব্বতের অন্য দিকে মহাবেগে প্রস্থান করিলেন, পাহাড়ী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালাদের কুল বধূগণ অসহায় হইয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া পথে পথে ভ্রমণ আরম্ভ করিলেন, সকলেরই মনে হইল, বুঝি নৈনীতালের প্রলয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি সমুদায় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া হ্রদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। লোকের আর জ্ঞানগোচর রহিল না। এ দিকে মুষলধারে অনবরত বৃষ্টি পড়িতেছে, কাল নিঃশ্বাস ভয়ঙ্কর ঝড় বহিতেছে, মহাবেগে জলস্রোত শৃঙ্গ হইতে গিরিতলে নামিতেছে। কে মরিল, কে রহিল সংবাদ পাওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরে শনিবার অপরাহ্নে বৃষ্টি কিঞ্চিৎ কমিয়া গেলে, অন্বেষণ করিয়া দেখা গেল

যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও আরো চল্লিশ জন ইংরাজের মৃত্যু হইয়াছে। ইহার মধ্যে উচ্চ পদস্থ লোক অনেক, আর দেশীয় লোক যে কত মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যাঁহারা এই প্রকার পর্ব্বত পতনে প্রোথিত হইয়া গেলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের মৃত শরীর পাওয়া যায় নাই. কে সেই ভগ্ন গিরিরাশি খনন করিয়া মৃতদিগের দেহ উদ্ধার করিবে ? এই ঘোরতর বিপদে নৈনী-তালের শ্রী সৌন্দর্য্য, সম্পদ্ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ভবিষ্যতে বোধ হয়, আর অনেক লোক সেখানে যাইবে না। আর সে হ্রদের তটে, সমতল ভূমিতে সুমন্দ বায়ু হিল্লোলে, মেঘরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া কেহ প্রকৃতির শোভাতে নিমগ্ন হইবে না। আর সে তট নাই; সে ভূমি নাই, সে শোভা নাই, সকলই জলময় প্রস্তরময়, ও ভয়ঙ্কর মৃত্যুর চিহ্নেতে পরিপূর্ণ! মনে হইলে হৃদয় কম্পিত হয়। আর সে ঘন নিবিষ্ট ছায়াযুক্ত উইলো বৃক্ষতলে সন্ধ্যাকালে অবাক্ হইয়া সন্ধ্যাজ্যোতিতে হ্রদের কনক তরঙ্গ কেহ দর্শন করিবে না; সে বৃক্ষ আর নাই, সে ছায়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে বিনাশ, ভয়, ও কালের করাল মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে। আর নৈনীদেবীর সুন্দর মন্দিরে অবগুণ্ঠনবতী পর্ব্বতীয় নারীগণ নৈবেদ্যহস্তে নূপুরের শব্দ করিয়া প্রবেশ করিবে না, মৃত্যুর চিরাবগুণ্ঠন দেবীকে ও তাঁহার মন্দিরকে পর্ব্বত নিবাসীদিগের নয়ন হইতে প্রচ্ছন্ন করিল। নৈনীতালে প্রাতঃসন্ধ্যা ঘরে ঘরে উৎসবের সঙ্গীত ও পিয়ানোর লহরী শ্রুতিগোচর হইত, এখন সেখানে হতভাগিনী বিধবাগণ দিবা রজনী ক্রন্দন করিতেছে; পুত্রের শবান্বেষণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; পথে ভয়ে লোক চলে না, কর্ম্ম কাজ বন্ধ হইয়াছে। হা মনুষ্য জীবনের কি বিস্ময়কর অস্থিরতা, সংসারে মৃত্যু ও বিপদের নৈকট্য কি হৃদয়ভেদী।

ননীর বিমাতা।

দুই বৎসর হইল ননীর মাতার মৃত্যু হইয়াছে। ননী তখন চারি বৎসরের শিশু। মাকে ভাল মনে পড়ে না। একটু একটু অস্পষ্ট মনে হয় যে একজন অতি মনোহর সস্নেহ আকৃতি নারী তাহাকে কোলে করিতেন, আদর করিতেন, নিজ হস্তে কাপড় পরাইয়া দিতেন, খাওয়াইতেন, আব্দার করিলে উপকথা বলিয়া চাঁদ দেখাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। তারপর তাঁহার কি অসুখ হইল তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতেন, তাঁহার ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ থাকিত, ননীকে দাসীরা সে ঘরে প্রায় যাইতে দিত না; এক এক বার লইয়া গেলে গোল করিতে বা কথা কহিতে বারণ করিত; আর নিকটে

শুইতে দিত না, অন্ধকার ঘরে ননীর ভয় হইত সে খানিক পরে ঝিকে বলিত যে " আমাকে বাহিরে লইয়া যা " কিছুদিন পরে একদিন অপরাহ্ণে দাসী ননীকে আর কাহারো বাড়ী লইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর যখন বাড়ী আসিল ননী মার ঘরে গিয়া দেখে যে মা নাই, কিন্তু বাবা ঘরের কোণে মুখে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। ননী ঝিকে জিজ্ঞাসা করে "মা কোথায়" সে কিছু বলে না, কাঁদে। চাকরদের জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা ভুলাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ননীর মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। একদিন ঝিকে বড় পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে সে আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল " মা ঐ ওখানে গিয়াছেন।" ননী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "অত দূরে কেমন করিয়া গেলেন? আমি ওখানে কবে যাব?" ঝি আদর করিয়া বলিল " চাঁদ আমার; বালাই " তুমি যাবে কেন।"

ননীর মাতা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এই বিশ্বস্তা প্রাচীনা দাসীর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া যান। তিনি বলিয়াছিলেন " ঝি আমি হয়ত এবার আর বাঁচিব না. তুই আমাকে মানুষ করিয়াছিলি, আমার ননীকে দেখিস।" দাসী তাঁহার মাতার অনুরোধে যত্নে রক্ষা করিত। ননী গোপালের পিতা চন্দ্র বাবু পত্নীর শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুদিন সমুদয় বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে শোকাভিভূত হইয়া থাকিতেন, কাহারও সহিত আলাপাদি পর্য্যন্ত করিতেন না। তাঁহার বন্ধু বান্ধবের ভয় হইল যে হয়ত তিনি শোকে উম্মাদগ্রস্ত হইবেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইল। সময় সর্ব্ব দুঃখ হারী। কালক্রমে চন্দ্রবাবুর শোকের শমতা হইল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন। পাঁচজন বন্ধু বান্ধবের গৃহে গমনাগমন করিতে লাগিলেন! সংসারের ধর্ম্ম! দুই বৎসর অন্তে চন্দ্রবাবু আবার বিবাহ করিলেন। এমন ঘটনা অতি বিরল যে সুশীলা প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ হইলে স্বামী আজীবন ভার্য্যার প্রতি স্থির স্নেহ হইয়া আর বিবাহ করে না। যে স্ত্রীর একদিন অদর্শন পতির পক্ষে কষ্টকর সেই স্বামী স্বচ্ছন্দে তাহার মৃত্যুর পর আর একজনকে সেই স্ত্রীর স্থান ও ভালবাসা প্রদান করিয়া থাকে। এক জন বিধবা ও এক জন মৃতপত্নী এই উভয়ের ব্যবহার ভাবিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভাব দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। বিধবার ধর্ম্ম মরণ পর্য্যন্ত সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া ব্রহ্মচর্য্যায় জীবন অবসান করা; স্বল্প ও সামান্য আহার সামান্য বস্ত্র পরিধান, অলঙ্কার ও সকল প্রকার বেশ ভূষা ত্যাগ, সকল আমোদ ত্যাগ, কঠোর উপবাস ব্রত গ্রহণ এই সকল বিধ-

বার ব্রত। মৃত্যু পর্য্যন্ত পরলোক গত পতির প্রতি কর্ত্তব্যে দৃঢ় থাকিতে হইবে, বিশ্বাসী থাকিতে হইবে। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। তরুণী হউন, প্রৌঢ়া হউন, বৃদ্ধা হউন, স্বামীর চিতায় তাঁহার সকল আশা ও সুখ ভস্মসাৎ করিতে হইবে। এই ধর্ম্মের অনুরোধেই হিন্দুর ঘরের নারী সহমরণে প্রাণত্যাগ করিত। সত্য বটে কেহ কেহ আত্মীয় গণের বল প্রয়োগে চিতারোহণ করিতে বাধ্য হইত, কিন্তু এরূপ ঘটনাও বিরল নহে যে স্বেচ্ছায় ধীর ভাবে নির্ভীকচিত্তে ভীরুস্বভাবা হিন্দু কন্যা জীবিত অবস্থায় প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া পতিসম্মিলনের আশায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

এই পতিভক্তি এবং পবিত্র বৈধব্য ব্রত পালন অশিক্ষিতা অন্তঃপুর নিবদ্ধ হিন্দুনারীর ভূষণ এবং তজ্জন্য তাঁহারা চির প্রসিদ্ধ। লোকে বলে পুরুষচরিত্রে অধিক দৃঢ়তা যে স্থলে স্নেহের দৃঢ়তা আবশ্যক তথায় নারীর ন্যায় দৃঢ় কে? আপন বিশ্বাস ও সংস্কারানুযায়ী কার্য্য করিবার সময় নারীর তুল্য দৃঢ় কে? প্রিয়গণের পক্ষপাতিনী হইবার সময় নারীর ন্যায় দৃঢ় কে? পত্নীহীন স্বামীর আচরণ কি রূপ? ভার্য্যার বিয়োগ হইল, তিনি অধীর হইলেন, উন্মত্তবৎ হইলেন, সংসারে বিরাগী হইলেন, সকল কার্য্যে উদাসীন হইলেন, কিন্তু বৎসরান্তে তাঁহার ঘরে নবপত্নী ও নব সংসার, নূতন সুখ নূতন অনুরাগের সৃষ্টি। পুরুষ অন্য যে বিষয়েই দৃঢ় হউন না কেন, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে তিনি স্নেহে চঞ্চল। পিতার স্নেহ অপেক্ষা মাতার স্নেহ অধিক ভ্রাতার ভালবাসা অপেক্ষা ভগিনীর ভালবাসা অধিক স্বামীর স্নেহ অপেক্ষা স্ত্রীর ভালবাসা এবং পুত্রের ভক্তি অপেক্ষা কন্যার ভক্তি অধিক। সাধারণতঃ এই রূপই দেখা যায়।

স্বভাবের বা সংসারের ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া চন্দ্র বাবু আবার পরিণয় করিলেন। কিছু দিন গত হইল, গৃহে নববধূ আনয়নের উদ্যোগ হইতে লাগিল। নবোৎসাহ, নবানুরাগ, নানা আয়োজন ও সজ্জায় গৃহ সজ্জিত হইতে লাগিল। চন্দ্র বাবুর শয়ন গৃহে ননীর মৃত মাতার একখানি সুন্দর বৃহৎ অনুরূপ ছবি ছিল, সেখানি সে গৃহ হইতে স্থানান্তরিত হইয়া ছাদের উপর একটি ক্ষুদ্র অব্যবহার্য্য গৃহে অযত্নে স্থাপিত হইল। ননী প্রথমে এ সব কিছু বুঝিতে পারিল না। প্রাচীনা দাসীর এ সব ভাল লাগিল না। এক জন নূতন কর্ত্রী আসিয়া তাহার প্রিয় পুরাতন কর্ত্রীর পদবী গ্রহণ করিবে ইহা কিরূপে মনঃপূত হইবে? পিতার একমাত্র সন্তান ননীর বিমাতা হইবে ও পিতার স্নেহ খর্ব্ব করিবে ইহাই বা তাহার কিরূপে ভাল লাগিবে? সে মধ্যে মধ্যে ননীর নিকট এ সব ভাব প্রকাশ করত,

তাহাকে আদর করে, দয়ার পাত্রের ন্যায় দুঃখ করিয়া কথা বলে। নামারূপে সৎমা যে একটি ভয়ানক অসন্তোষকর পদার্থ মনীর ক্ষুদ্র মনে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইল। বিশেষতঃ তার মার সুন্দর ছবিখানি যেখানির দিকে সে খেলা ছাড়িয়া কতক্ষণ বসিয়া তাকাইয়া থাকিতে ভাল বাসিত, সেখানি অন্ধকার ছোট ঘরে বাবা রাখিয়া দিলেন তাহা তার ভাল লাগিল না, বাবা ও আর তেমন করিয়া তাকে আদর করেন না। ক্রমে মনীর বিমাতার আসিবার দিন আগত হইল, চন্দ্র বাবু স্বয়ং নবপত্নীকে আনয়নের নিমিত্ত এক দিন প্রাতে শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। দাস দাসীকে উপযুক্ত আয়োজনের আদেশ দিয়া অপরাহ্নে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত বিবাহ।

আমরা গত দুই সংখ্যায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিবাহপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। এবার আসামীদের অদ্ভুতবিবাহের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। পাঠিকারা পড়িয়া হাসিবেন ও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আমাদের দেশে বিবাহে জয় ঢাক রোশনচৌকি ঢোল সানাই ইত্যাদি বাদ্য বাজিয়া থাকে। আসাম দেশীয় লোকের বিবাহে খোল করতাল ও ভেঁপুর বাদ্য হয়, ও তৎসঙ্গে এক প্রকার কদাকার ঢোল বিকট ধ্বনিতে বাজিয়া থাকে। বাদ্যকরেরা নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য করে ও গান করে। সে দেশে ব্যবসায়ী বাদ্যকর নাই, প্রত্যেক গৃহেই বাদ্যকর। প্রায় সকলের গৃহেই খোল করতালাদি বাদ্য যন্ত্র আছে। বিবাহকর্ত্তার আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতিরা বিবাহের দিন খোল ঢোল কাঁধে করিয়া আসিয়া বাজাইয়া থাকেন। তাঁহারা এ জন্য নিমন্ত্রিত হন। তাঁহারা গলদ ঘর্ম্মকলেবর হইয়া বাজান, ও মাথার টিকি ঝুলাইয়া নৃত্য করেন। কিন্তু বিবাহ বাড়ীতে এক বেলা খেতেও পান না। কেন না আসামী লোকের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা এরূপ প্রবল যে প্রায় কেহ কাহার হাতে খায় না। বিবাহকর্ত্তা বাদ্যকর এবং নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতিকে পান সুপারি ও লবঙ্গ মাত্র দান করিয়া আদর করিয়া থাকেন। আমরা একবার মধ্য আসামের অন্তর্গত তেজপুর নগরে ভ্রমণ উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন এক জন আসামী ভদ্রলোকের কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত হই। কন্যা সম্প্রদানের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা সভায় উপস্থিত হইয়া দেখি যে পনর বিশটি খোল ও ঢোল, বার চৌদ্দ জোড়া করতাল বাজিতেছে ও আসামীরা নৃত্য করিতেছে, যেমন বাদ্যের শ্রী তেমনি নৃত্যের শ্রী। এরূপ অদ্ভুত বাদ্য ও নৃত্য আমাদের

আর কখন দর্শন ও শ্রবণ হয় নাই। আমাদিগের হাসি পাইতে লাগিল। বাদ্যকরদিগের উৎসাহ দেখিয়া অবাক্ হইলাম। বাদ্যের তাল মান যে কিছু আছে এরূপ বোধ হইল না। বাদ্যক-রেরা কেবল সজোরে ঢোল ও খোলকে পিটিতে লাগিল। আসামী এক জোড়া করতালের ধ্বনি আমাদের দেশের পাঁচ জোড়া করতালের ধ্বনি অপেক্ষা অধিক উচ্চ ও গম্ভীর। ঢোল খোলের সঙ্গে সেই করতাল ১২। ১৪ জোড়া বাজিতে লাগিল আমাদের কাণ ঝালাপালা করিতে লাগিল। ভেঁপুর বিকট ধ্বনিতে অস্থির হইতে লাগিলাম। এমত কর্কশ ধ্বনি আর কখ কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কি না সন্দেহ। ভেঁপুর ধ্বনিতে আমাদের শরীরের শিরা যেন ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তখন বাহির হইয়া চলিয়া গেলে প্রাণ বাঁচে। কিন্তু বিবাহ দর্শনের জন্য প্রবল কৌতুহল ছিল বলিয়া সেই কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। আমা-দের দেশে শ্রাদ্ধাদিতেই খোল করতাল বাজে, বিবাহে খোল বাজে ইহা জানি-তাম না। আবার বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে আসামীরা তখন বিহু নামক অশ্রাব্য গান করিতেছিল। যাহা হৌক আমাদিগকে বড় অধিক ক্ষণ সে ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। পুলিষের লোক আসিয়া সেই গীত বাদ্য বন্ধ করিয়া দিল। এক জন সাহেবের বাঙ্গলা বিবাহ বাড়ীর অদূরে ছিল, বোধ হয় সাহেব বাদ্যের চোট পাটে অস্থির হইয়া তাহা নিবারণের জন্য পুলিষের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, যাউক, এইক্ষণ বিবাহের কথা বলা যাইতেছে। আমরা সভায় যাইয়াই দেখি ৩০ কি ৩৫ বৎসর বয়সের বর চাপকন পরিয়া টুপি মাথায় দিয়া মুসলমানের বেশে বসিয়া আছেন। সম্মুখে চিতার কাষ্ঠের ন্যায় রাশী-কৃত কাষ্ঠ সজ্জিত রহিয়াছে। কতক-গুলি ব্রাহ্মণ নিকটে বসিয়া আছে। তাহাদের স্কন্ধে স্থূল যজ্ঞসূত্র, মস্তকে দীর্ঘ সিকা, হাঁটুর উপর কাপড় পরা, সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত। আমরা রাত্রি ৯টার সময় বিবাহের লগ্ন জানিয়া তাহার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন রাত্রি শেষ ভাগে বিবাহ হওয়ার কথা হইল। আমাদের বিবাহ দর্শনের বিশেষ কৌতূহল। শেষরাত্রি বিবাহ হইলে আর তাহা দেখা হইবে না ভাবিয়া এখনই বিবাহ কার্য্য সম্পা-দন করিতে হইবে বলিয়া জিদ করিতে লাগিলাম। পুরোহিত আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি ১ম লগ্নেই বিবাহ সম্পাদনের অনুমতি দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ব্যক্তি অবগুণ্ঠনাবৃত কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত হইল। কন্যার বয়স ১৬ ১৭ বৎসর। একজন পুরুষ ১৬। ১৭ বৎসরের যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া আসিল দেখিয়া আমাদের

মনে কিছু ক্লেশ হইল। কন্যা সভায় উপস্থিত হইলেই তাঁহার ভ্রাতা সম্প্রদান করিলেন। পরে পুরোহিতগণ কিয়ৎক্ষণ ঝগড়া করিলেন। আসামী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল না বলিয়া ঝগড়ার সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তৎপর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অনেক ক্ষণ হোম করা হইল। বাস্তবিক কাষ্ঠ পুঞ্জযোগে হোমাগ্নি চিতাগ্নির ন্যায় ভয়ানক প্রজ্বলিত হইয়াছিল। হোমান্তে বর কন্যা স্ত্রী আচারের জন্য অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, আমরাও চলিয়া আসিলাম। শুনিলাম অন্তঃপুরে কন্যার বন্ধুগণ কন্যাকে বরের ক্রোড়ে বসাইয়া কত কি আমোদ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত আসামীদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রায় হয় না। ব্রাহ্মণ কন্যাদিগের সচরাচর ৮। ৯ বৎসরের সময় বিবাহ হইয়া থাকে। অপর লোকের অধিকাংশ স্থলেই বিবাহ হয় না, স্বেচ্ছানুসারে এক স্ত্রী এক পুরুষকে স্বামীরূপে অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের সন্তানাদি হইলে সমাজে কোন নিন্দা নাই। সন্তান সন্ততিগণ যথা রীতি তাহাদের বিত্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে জীবনে একবার বিবাহ না হইলে অস্থি শুদ্ধ হয় না, অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে অধোগতি হয়, সকল আসামীর এই সংস্কার আছে তজ্জন্য পুত্র পৌত্রাদি হইলে যথারীতি একবার হইয়া থাকে। বিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে পুরুষের মৃত্যু হইলে স্ত্রী পুষ্পতরু বা কদলী তরুকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া বিবাহ করে। আমাদের এক জন বন্ধু তেজপুরের জেইল দারোগা ছিলেন, তাঁহার নিকটে তাঁহার রাইটার মাতার বিবাহ বলিয়া ছুটী প্রার্থনা করিয়াছিল। বন্ধু তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও সেই বিবাহ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই রাইটারের মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধা, অনেক বৎসর হইল তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। জীবদ্দশায় তাহার মাতার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই। এ জন্য মাতা ফুল গাছকে বিবাহ করিবেন। বন্ধু যাইয়া সেই বৃদ্ধার অদ্ভুত বিবাহ দেখিয়া আসিলেন। অনেক আসামী যুবতী বাঙ্গালি পুরুষদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে, অনেকে নিজের কন্যা বা ভগিনীকে আহ্লাদের সহিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বিবাহ দেন। তাহাতে তাঁহারা জাত্যন্তর হন না।

দাক্ষিণাত্যে মেঙ্গালোর অঞ্চলে এক জাতির বিবাহ প্রথা বড়ই অদ্ভুত। বিবাহের দিন বর সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বলেন আমার বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করিতেছি এই বলিয়া তিনি কন্যার পিত্রালয়ের নিকট দিয়া চলিয়া যান। কন্যার পিতা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন স্বামীজি কোথায় যাইতেছেন? সন্ন্যাসী বলেন গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা

করিয়াছি। তখন কন্যার পিতা বলেন যে আমি আপনার সেবার জন্য এক জন দাসী দিতেছি, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। তখন সন্ন্যাসী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় আলয়ে চলিয়া আসেন ও যথা রীতি তাহাকে বিবাহ করেন।

বনবালা।

(প্রথম)

"কালি কি অতুল আনন্দ লহরী,
বিনোদ কাননে উঠিবে—মা!
কালী দীপোৎসব, কত নর নারী—
কত গ্রাম হতে জুটিবে—মা!"

কুসুমভূষণা চারু মধুমাস,
আসিয়াছে লয়ে আনন্দের বাস,
নিদারুণ শীত গিয়াছে চলে;—
মৃদুল মলয়-অনিল আসিয়া,
কহিছে সবারে স্বনিয়া স্বনিয়া,
এসেছে বসন্ত অবনী তলে!

শুনি এ বারতা উঠিয়া চমকি,
ধরণী চৌদিকে মেলিতেছে আঁখি,
ভেঙ্গেছে তাহার ঘুমের ঘোর;
পূর্ব্বাশার চারু সুন্দর তোরণ,
করেছে প্লাবিত কনক কিরণ,
শীত-নিশীথিনী হয়েছে ভোর!

হয়েছে আকাশ নির্ম্মল নিথর,
উজলে তাহাতে নব বিভাকর,
দশ দিগে পড়ে কিরণ ফুটি;—
শূন্য, বনস্থলী, প্লাবিত করিয়া
কল কণ্ঠ স্বর উঠিছে নাচিয়া
গাহিছে পাপিয়া গগণে উঠি।

ছুটিছে তটিনী হাসিয়া হাসিয়া,
হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিছে নাচিয়া,
কুল কুল স্বনে গাহিছে গান!
নিকটে দাড়ায়ে তীরতরুরাজি,
নব চারু বাস ফল ফুলে সাজি
সর সরে যেন দিতেছে তাল!
কাননে কাননে আঁখি বিচলিয়া,
কুসুম শোভন ঈষৎ হাসিয়া
চারি ভিত যেন নেহারে চেয়ে।
বনস্থলী কিবা হয়েছে শোভিত
ভ্রমর নিকরে করিয়া লোভিত,
তার কাছে যেন আসিছে ধেয়ে!

গ্রামবাসী যত আনন্দে মাতিয়া,
নব নব বেশে সাজিয়া গুজিয়া,
ফিরিতেছে সবে প্রফুল্ল মনে।
কুটীরে কুটীরে আনন্দের ধ্বনি
উল্লাসে উন্মত্ত পুরুষ রমণী,
কালি দীপোৎসব বিনোদবনে।

কুটীর বাসিনী কমলা সুন্দরী
কালি দীপোৎসব রূপে আলো করি
সাজিবে কানন কুমারী বেশে;
আনন্দে হরষে ভাসিতেছে হিয়া
শয়ন সময়ে আদরে হাসিয়া
কহিছে জননী নিকটে এসে।

"কালিকে যখন নিলীম গগণে
শুভ্র শুক তারা উজল আননে
ধীরে ধীরে দেখে মিলিবে—মা,

যখন মৃদুল প্রভাত পবন,
ফুল পরিমল করি আহরণ,
কুটীরের দ্বারে আসিবে—মা;

কালিকে যখন পূরব গগণে,
ঊষা হাসি আসি বিলোল লোচনে,
ঘুমন্ত ধরণী হেরিবে—মা,
যখন তরুণ কিরণ পরশে
বিমল সরসী সলিলে হরষে
কনক কমল ফুটিবে—মা;

ড'কিস্ তখন জননী আমারে,
যখন ছাদেতে মদকল স্বরে,
বিহগ গাহিয়া উঠিবে—মা,
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো,
জননী তোমার মোহিনী কমলা
বন বালা বেশে সাজিবে—মা!

কালিকে প্রভাতে কত যে যতনে,
ফুল দল লয়ে সহচরী গণে,
সাজাতে আমায় আসিবে—মা,
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো,
জননী তোমার মোহিনী কমলা,
বনবালা বেশে সাজিবে—মা!

কুসুমের মালা কণ্ঠেতে অর্পিবে,
কেশরাশি মাঝে ফুল দল দিবে,
মৃণাল বলয় পরাবে হাতে,
কোমল কেশর শিরীষ তুলিয়া
বন ফুল কণ্ঠে দিবে দোলাইয়া
ফুলের মুকুট পরাবে মাথে;
পরাইবে অঙ্গে চিকণ বাকল,
দিবে দুই করে—চারু রক্তোৎপল,
সকলে আমায় হেরিবে—মা,

কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো
জননী তোমার মোহিনী কমলা
বনবালা বেশে সাজিবে—মা!

আরও ত কত আছে মা বালিকা
প্রতিভা, ললনা, লাবণ্য, মল্লিকা,
সবাই নিন্দিত কমলা কাছে,
কাহার এমন কমল নয়ন
কাহার এমন উজ্জল বরণ
তাদের ভিতর বল মা আছে?

তাইত সবাই বলেছে জননী,
কমলা ব্যতীত দীপোৎসব রাণী,
কেহই নাহিক হইবে—মা,
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো
তাইত জননী তোমার কমলা
বনবালা বেশে সাজিবে—মা!

জানিস জননী আজিকে বিনয়,
আহরি যতনে নব ফুল চয়,
এসেছিল এই কুটীর পরে,
সজল নয়ন মুখ পানে তুলি,
রাখি মম করে সে কুসুম গুলি,
কহিল বিনয় কাতর স্বরে;—

প্রণয়প্রতিমা কমলা সুন্দরি!
এ কুসুম গুচ্ছ অরপণ করি,
ও চারু কমল করে কমলে তোমার,
লও গো লাবণ্যবালাস্নেহ উপহার!
মোহিনী! তোমার ও কমল করে,
যদিগো বিনয় আজি স্নেহভরে,
হৃদয় কুসুমাঞ্জলি দেয় উপহার,
লইবে কমলে কিগো দান অভাগার?

বিনয়ের পানে না করি দর্শন,
ফেলিয়াছি দূরে কুসুম রতন,
বিনয় দাঁড়ায়ে চকিত প্রায় ;
নিঃশব্দে নিবারি নয়নের জল,
লইল তুলিয়া কুসুম সকল,
চলিল যে দিকে নয়ন ধায় ;

আরো ভাল ভাল বর কত শত,
রূপেতে শারদ চন্দ্রমার মত,
বরিতে আমায় আসিবে—মা,
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো
জননী তোমার মোহিনী কমলা
বনবালা বেশে সাজিবে—মা !
দূরগ্রাম হতে কালিকে জননী
বালক বালিকা পুরুষ রমণী
সাজি নব বেশে মিলিবে—মা,
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো,
জননী তোমার মোহিনী কমলা,
বনবালা বেশে সাজিবে—মা !

তুইও জননী বিনোদ কাননে
যাইবি কালিকে সরলার সনে,
হেরিবি কত যে আনন্দ রাশি ;—
হেরিবি কানন কেমন সজ্জিত
কত লোকে তাহা হয়েছে পূর্ণিত
সবার আননে উথলে হাসি;

শুনিবি কত যে বাজিছে বাজনা,
মঙ্গল মুরজ নহবত বীণা,
প্রতিধ্বনি ছুটে কানন ময় ;
কোথাবা আমোদে হরষে মাতিয়া
উভয়ের কর উভয়ে ধরিয়া
নাচিছে বালক বালিকা চয় ;—

হেরিবি কন্দুক লইয়া হরষে
ফেলিছে কেহবা হাসিয়া আকাশে,
হাসিয়া আবার ধরিছে তায় ;
কোথাবা শোভিছে বিপণি সুন্দর
চারু দ্রব্যজাত রাখি থরে থর
হেরিয়া কত যে আমোদ হয় ;—

হেরিবি বিনোদ কাননের মাঝে
কুসুম ভূষিত তরুবর সাজে
হেরিবি সেই সে অশোক তলে,
কেমন সুন্দর বেদিকা রচিত
তাহাতে কেমন করেছে চিত্রিত
চারু আলিপনা রমণী দলে ;

হেরিবি বেদীর উপরে শোভন,
কুসুম খচিত চারু সিংহাসন,
কেমন সুন্দর সাজিবে—মা !
তাহার উপরি তোমার কমলা
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো
বনবালা বেশে সাজিবে—মা !

তুষার অমল বসন পরিয়া
সহচরী যত দাঁড়ায়ে ঘিরিয়া,
নাচিবে কেহবা গাহিবে গান,
মধুর বীণাটী রাখি কোল পরে
আমিও গাহিব সুবিমল স্বরে
বনের সঙ্গীত তুলিয়া তান,

আকাশ উদ্যান করি আলোকিত
সে স্বর লহরী হইবে উত্থিত
মধুর বীণাটী গাহিবে সঙ্গে,
উদ্যান হইতে নর নারী যত
সেইখানে সবে হবে উপাগত
শুনিবে সে গান সকলে রঙ্গে।

এক এক করি তাহারা সকলে,
আসিয়া সে চারু সিংহাসন তলে,
কুসুম মালিকা লইয়া করে
কত যে যতন আদর করিয়া,
জয় বনবালা,—মুখে উচ্চারিয়া
জড়াইয়া দিবে মাথার পরে!

অমনি কানন ধ্বনিত করিয়া
জয় বনবালা,—সঘনে বলিয়া
বাদিত্র বাজিয়া উঠিবে—মা,
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো,
জননী তোমার মোহিনী কমলা
বনবালা বেশে সাজিবে—মা!

তাইগো জননী কালিকে আমারে
ডাকিস্ ডাকিস্ যখন অম্বরে
উজলি তপন উদিবে—মা,
কেননা জননী তোমার কমলা
কালি দীপোৎসব রূপে করি আলো
বনবালা বেশে সাজিবে—মা!

লিয়ার কন্যা কর্ডিলিয়ার পিতৃভক্তি।

সেক্সপিয়রের কাব্যখনির আর একটি রত্ন কর্ডিলিয়া। তাঁহার জীবন সাধারণ কাব্যের নায়িকার ন্যায় চিত্রিত নহে। ইহার জীবন পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ইংলণ্ডাধিপতি লিয়ারের তিন কন্যা ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠার নাম কর্ডিলিয়া। তাঁহার অপর দুই ভগিনী সুন্দরী প্রখরা গর্ব্বিতা এবং উগ্র-স্বভাবা। ইহার চরিত্র তাঁহার বিপরীত। ইনি সলজ্জা মৃদুভাষিনী মিতভাষিনী নম্র প্রকৃতি এবং কোমল হৃদয়া, বৃদ্ধ রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান। অপুত্রক রাজা যখন বৃদ্ধ বয়সে আপন বিস্তীর্ণ রাজ্য কন্যাগণের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিবার মানস করিলেন তখন তিন জনকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং রাজ্যের এক প্রকাণ্ড প্রতিরূপ চিত্র সম্মুখে রাখিয়া কোন অংশ কাহাকে দান করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। এবং এই ভাব প্রকাশ করিলেন যাহার ভালবাসা যত অধিক তাহাকে সেই পরিমাণে রাজ্যের অংশ প্রদত্ত হইবে। কন্যাগণের কত দূর ভালবাসা তাহা জানিবার ইচ্ছায় তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আমার প্রতি কত ভালবাসা?" তিনি বলিলেন "মহারাজ আমি আপনাকে যতদূর ভালবাসি তাহা বাক্যে প্রকাশ হয় না, এই সুখ স্বাস্থ্য পূর্ণ জীবন অপেক্ষা আপনি আমার প্রিয়, স্বাধীনতা, চক্ষের দৃষ্টি শক্তি, সংসারের ধন রত্ন এ সমুদয় অপেক্ষা আপনি আমার নিকটে আদরণীয়। কি বলিব আমার স্নেহের সীমা হইতে পারে না বাক্য তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম হয়।" এই চাটু বাক্য শ্রবণে কনিষ্ঠা কর্ডিলিয়া ভাবিলেন তবে কর্ডিলিয়া কি করিবে? নীরবে ভালবাসিবে।" নির্ব্বোধ রাজা চাটুবাক্যে

প্রতারিত ও মহা সন্তুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় কন্যাকে পূর্ব্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি উত্তর করিলেন “আমার ভগিনী আপনাকে যেরূপ ভাল বাসেন আমি তদ্রূপ ভালবাসি। তবে তাঁহা অপেক্ষা ও আমার স্নেহের পরিমাণ অধিক। কি বলিব আপনার সঙ্গ ভিন্ন আর কোনরূপ সুখ আমাকে সুখী করিতে পারে না।” প্রতারিত রাজা হৃষ্টচিত্তে এই উত্তর কন্যাকে রাজ্যের কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দিলেন। এবং কর্ডিলিয়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “প্রিয়তমা বৎসে তোমার কি বলিবার আছে?” রাজা মনে করিয়াছিলেন কর্ডিলিয়া তাঁহার ভগিনীদ্বয় অপেক্ষা অধিক স্তুতিবাক্যে রাজার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিবেন। কিন্তু কর্ডেলিয়া নত মস্তকে শান্তভাবে উত্তর করিলেন “আমার কিছুই বলিবার নাই।”

রাজা (আশ্চর্য্য হইয়া) কিছুই না?

কর্ডিলিয়া। না পিতা কিছুই না।

রাজা মনে রাখিও “কিছু না” হইতে কিছুই হইবে না, আবার বল কি বলিবার আছে।

কর্ডি। আমার অদৃষ্টের কারণ আমি আমার হৃদয়কে জিহ্বাগ্রে আনয়ন করিতে পারি না, আমি আপনাকে কন্যার কর্ত্তব্যানুসারে ভালবাসি তদপেক্ষা অধিকও নহে কমও নয়।

রাজা—এখনও সাবধান হও, এখনও তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। তুমি জান তোমার সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য তোমার উত্তরের উপরে নির্ভর করিতেছে?

কর্ডি। পিতঃ আপনি আমাকে জন্ম দান করিয়াছেন পালন করিয়াছেন, স্নেহ করিয়াছেন, আমিও আপনাকে তদনুসারে ভালবাসি, ভক্তি করি এবং আপনার আদেশ পালন করিয়া থাকি। আমার ভগিনীরা কিরূপে বলিলেন যে সমুদয় ভালবাসা কেবল আপনাকেই দান করিয়াছেন। তবে কি তাঁহাদের স্বামীদিগকে তাঁহারা ভালবাসেন না? হয়ত আমার বিবাহ হইলে আমার ভালবাসার অর্দ্ধাংশ আমার স্বামীকে প্রদান করিতে হইবে। তবে কিরূপে আমি সমস্ত ভালবাসা আপনাকে প্রদান করিব?

রাজা—এই কি তোমার উত্তর।

কর্ডি—হাঁ পিতঃ

রাজা—এত অল্পবয়স্কা হইয়াও এমন কঠিন হৃদয়?

কর্ডি—না পিতঃ এমন অল্পবয়স্কা হইয়াও এত অকপট—

রাজা (সক্রোধে) আচ্ছা তাই হউক তোমার সত্যপ্রিয়তাই তোমার সম্পত্ত হউক। আজি হইতে তোমার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।

এই বলিয়া রাজা রাজ্যের অবশিষ্ট অংশও জ্যেষ্ঠা কন্যাদ্বয়ের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ফ্রান্সদেশের সম্রাট কর্ডিলিয়ার পাণিগ্রহণার্থী হইয়া ইংলণ্ডে

আ[illegible] করিয়াছিলেন। তিনি কর্ডিলিয়ার গুণ দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন এবং স্বদেশে লইয়া গেলেন।

লিয়ার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করিয়া দিয়া এই নিয়ম করিলেন যে এক পক্ষ জ্যেষ্ঠা কন্যার আলয়ে থাকিবেন, আর এক পক্ষ দ্বিতীয় কন্যার আলয়ে কাটাইবেন।

ক্রমশঃ।

পরিচারিকার মূল্য।

বেলা প্রায় চারিটা। আশ্বিন মাসের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। গ্রীষ্মের প্রভাবে সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও অবসন্ন। সহযোগী বন্ধুগণ কার্ত্তিক মাসের পরিচারিকার জন্য নানাবিধ গদ্য পদ্য রচিত প্রবন্ধাদি প্রয়োগ করিতেছেন, তচ্ছ্রবণে আমাদের চিত্ত আর্দ্র হইয়া ক্রমে নিদ্রাকার্ষণ হইল। শুনিয়াছিলাম ভাবের আতিশয্যে মনুষ্যের সুসুপ্তি উপস্থিত হয়, আমাদিগের বোধ করি সেই অবস্থা ঘটিল। যাহা হউক ক্ষণকাল নিদ্রার পর একটী অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলাম, পাঠক ও পাঠিকাদিগের গোচরার্থে, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যেই কাহারো কাহারো অবগতির জন্য নিম্নে সেই স্বপ্ন বিবরণ প্রদত্ত হইল।

দেখিলাম যেন এক প্রশস্ত অথচ অন্ধকারময় গৃহে এক খণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট আছি। সম্মুখে লেখনী, মস্যাধার, ছিন্ন প্রুফ, বেয়ারিং পত্র, প্রভৃতি নানা প্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী। দুই পার্শ্বে দুই জন যমকিঙ্কর তুল্য উগ্রমূর্ত্তী এক দৃষ্টে আমাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন চীনাবাজার নামক বিখ্যাত দেবধাম হইতে সমাগত; হস্তে বিল, বাহু নিম্নে দপ্তর; ব্যবসায়ে কাগজ বিক্রেতা; তিনি ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিতেছেন "পরিচারিকার দরুণ কাগজের হিসাবে যে এত টাকা আমার প্রাপ্য আছে তাহা পাইব কবে?" এই বলিয়া মুখব্যাদান করিতেছেন, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছেন ও নানা প্রকারে বিভীষিকা দেখাইতেছেন। অপর পার্শ্বে যাঁহার উল্লেখ করিলাম, তিনি প্রবল গোঁপধারী, উচ্চভাষী, তাঁহার হস্তে এবং মুখে কালীর চিহ্ন। মুদ্রাযন্ত্রালয়ে তাঁহার নিবাস। যন্ত্রোপরি তাঁহার শয়ন। যন্ত্রীদল লইয়া তাঁহার ভ্রমণ, ছোট, বড়, মধ্যমাকার, হিন্দু মুসলমান, নানা জাতীয় কম্পোজিটর নামধারী ভূত প্রেত সমস্ত শরীরে তেল কালি চর্ব্বি ইত্যাদি দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া "কাপি চাই কাপি চাই" বলিয়া চিৎকার করিতেছে। আর তাহাদিগের দলপতি হুঙ্কার করিয়া বলিতেছেন "ছাপাখানার সমস্ত বাকি টাকা আদায়

পরিচারিক।

মাসিক পত্রিকা

৭ সংখ্যা] অগ্রহায়ণ, সন ১২৮৭। [৩য় খণ্ড

শ্বাস যন্ত্র।

মনুষ্যের জীবন ধারণের পক্ষে উক্ত যন্ত্র একটি প্রধান সহায়। এই শ্বাস যন্ত্র মধ্যে দুই অংশ আছে, তাহা বক্ষঃস্থলের দুই দিকে স্থিত। দক্ষিণ-দিকেরটি আবার তিন ভাগে বিভক্ত; বাম পার্শ্বস্থ শ্বাসযন্ত্র আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কারণ হৃদয় তাহার নিকটেই স্থাপিত। ইহার মধ্যে দুই অংশ আছে। শ্বাসযন্ত্রের সাধারণ নাম ফুস্‌ফুস্। ইহার ভিতরে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র অথবা শূন্য স্থান আছে, নিশ্বাস গ্রহণ কালে এই ছিদ্র সকল বায়ুদ্বারা পূর্ণ হয় এবং ফুসফুস্ স্ফীত হইয়া উঠে। তাহাতে হৃদয়স্থ দূষিত রক্ত পরিষ্কার বায়ুতে পরিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই নিশ্বাস গ্রহণের নিমিত্তই রক্তের অথবা মনুষ্যশরীরের উষ্ণতা থাকে। শ্বাসযন্ত্র একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত, তাহার নাম ফুস্‌ফুসাপদী, ইংরাজিতে "প্লুরা" বলে। হিম লাগিয়া সময়ে সময়ে ঐ চর্ম্মাবরণ স্ফীত হইয়া বেদনা হয় ইহাতে "প্লুরিসি" নামক রোগের উৎপত্তি হয়। শ্বাসযন্ত্রের সহিত শ্বাসনলী যুক্ত আছে। ইহা দ্বারা, নিশ্বাস বায়ু ফুসফুসে নীত হয়। শ্বাসনলী মুখ প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া কণ্ঠ মধ্য দিয়া শ্বাসযন্ত্র পর্য্যন্ত গিয়াছে, প্রান্তভাগে দুই অংশে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ দক্ষিণ এবং অন্য ভাগ বাম দিকস্থ শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। মুখের শেষ ভাগে শ্বাসনলীর আরম্ভ বলিয়া সর্দ্দি ইত্যাদিতে নাসিকারন্ধ্র অবরুদ্ধ হইলে মুখদ্বারাও নিশ্বাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্বাসনলী এরূপ সাবধানে রক্ষিত যে আহার দ্রব্য উদরস্থ করিবার সময় কণামাত্র ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না, হইলে তৎক্ষণাৎ কাশিতে কাশিতে তাহা নির্গত হইয়া যায়। ইহাকেই চলিত কোথায় "বিষম লাগা" বলে। যদি কোনরূপে আহার দ্রব্যের কণা শ্বাসনলী মধ্যে আটকাইয়া যায় তবে নিশ্বাসপথ

অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা হয়। এ জন্য আহার বা পানের সময় সাবধান হওয়া উচিত।

যক্ষ্মাকাশ বা ক্ষয়রোগ যাহাকে বলে সে আর কিছুই নহে অধিক হিম লাগিলে ফুস্‌ফুসের মধ্যে ফোড়া জন্মে, তাহা ক্রমে ক্ষতের আকারে পরিণত হয় এবং তাহাতে রক্ত উদ্গার হয়। এ রোগ বড় ভয়ানক। একবার হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা থাকে না। কাশরোগ স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উক্ত রোগে পরিণত হইতে পারে। নিশ্বাস কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে নির্ম্মল বায়ু সেবন প্রয়োজন। কিন্তু শীতল বায়ু শরীরে অধিক লাগান উচিত নহে তাহাতে নানা রোগের উৎপত্তি হয়।

পারিবারিক শান্তি।

যে পরিবারে বিবাদ বিসম্বাদ নাই, রাগ দ্বেষ নাই, পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বন্ধুভাব, সকলে অক্রোধী শান্ত ও বিনীত, স্বামী স্ত্রীকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, তাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, স্ত্রী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও শুভাকাঙ্ক্ষী, উভয়ের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর, তাঁহার চরণে একান্ত নির্ভর, সুখে দুঃখে সম্পদ বিপদে উভয়ে স্থির প্রশান্ত, সন্তান সন্ততিগণ পিতামাতার অনুগত ও ধর্ম্মানুরাগী সুশীল সচ্চরিত্র, সেই পরিবারের শান্তি সেই পরিবারই সুখের পরিবার ও স্বর্গীয় পরিবার। ঘোর সাংসারিক দুর্ভাগ্য দরিদ্রতা সেই পরিবারের সুখ শান্তি হরণ করিতে পারে না। সেই পরিবার পর্ণকুটীরবাসী হইয়া এক বেলা শাকান্ন মাত্র ভোজন করিয়া যে সুখশান্তি সম্ভোগ করে স্বর্ণ অট্টালিকায় বাস করিয়া রাজাও তাহা ভোগ করিতে পারেন না, কেননা ধর্ম্মেতে ও মনের সন্তোষেই সুখ শান্তি! এইরূপ ধার্ম্মিক পরিবারের গৃহেই পুণ্যজ্যোতি ও লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত। এই পরিবারস্থ লোকের মুখেই শ্রী সৌন্দর্য্য। তাঁহাদিগকে দেখিলে চক্ষু উজ্জ্বল হৃদয় প্রসন্ন হয়। তাঁহারা আপনাদের পুণ্য জীবনের সদ্দৃষ্টান্তে কত লোককে সুখী করেন, তাঁহাদের প্রশান্ত চরিত্র, বিলাসবিহীন আড়ম্বরশূন্য সাত্ত্বিক জীবন দেখিয়া কত লোক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহাদের পুণ্য সৌরভে পল্লীর সমস্ত লোক আমোদিত হয়। যে পরিবারে দিবারাত্রি কলহ বিবাদ, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব নাই, স্বামী স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচার করেন, বা স্ত্রী স্বামীকে আক্রমণ ও অপমান করেন, কটু কাটব্য বলেন, তাঁহার সৎকার্য্যে বাধা দেন, দাস দাসীর সঙ্গে সর্ব্বদা ঝগড়া করেন, সন্তান সন্ততিদিগকে প্রহার করেন, বালক বালিকাগণ দুষ্ট অবাধ্য পিতামাতাকে অমান্য ও অপমান করে, সকলেই অশান্ত কটুভাষী ও রুক্ষ্মমূর্ত্তি

নাই ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা নাই, সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ নাই, কেবল ভোগ বিলাস লালসা, সেই পরিবারেই শয়তানের আধিপত্য, সেই গৃহেই নরক প্রতিষ্ঠিত, অশান্তির অগ্নি প্রজ্বলিত, দুঃখের ক্রন্দন উত্থিত। এই পরিবারস্থ লোকের নিঃশ্বাসে চতুষ্পার্শ্বের বায়ু দূষিত হয়, তাহারা স্বীয় চরিত্রের দৃষ্টান্তে শত শত নর নারীর সর্ব্বনাশ করে। তাহারা উচ্চ পদস্থ হইলে তাহাদের কুদৃষ্টান্তে সাধারণ লোকের অধিকতর অনিষ্ট হয়, তাহারা নিজে দুঃখের জীবন বহন করে অন্য লোককেও দুঃখী করে। কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া সুখী হইতে পারে না। পাঠিকা, তুমি ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা হও, ঈশ্বরকে জীবনের সারধন কর, শান্ত বিনম্র সহিষ্ণু ও প্রিয় ভাষিণী হও, তোমার দৃষ্টান্তে পরিবারস্থ সকল লোকের মন ভাল হইবে, তোমাকে দেখিয়া সকলে সুখী হইবে, তোমার মন প্রচুর সুখ শান্তির ভাণ্ডার হইবে, গৃহ শান্তির আলয় হইবে।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর চরিত্র।

স্ত্রীচরিত্রের মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণ আলোচনা করিতে হইলে আজকাল সকলেই রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে প্রবেশ করেন। দয়া, ধর্ম্ম, নীতি এই সকলের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলেই হয় কুন্তী, না হয়, দ্রৌপদী, না হয় সাবিত্রীর অঞ্চল ধারণ করিয়া রঙ্গভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করিতে হয়। ঠিক যেন সেকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত নারীচরিত্রের দৃষ্টান্ত আর কেহ প্রদর্শন করেন নাই। সীতা সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদী অসাধারণ গুণবতী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠিক তাঁহাদের অবস্থা ও চরিত্র কি ছিল তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া অসম্ভব। কুরুক্ষেত্রের ভূমি খনন করিয়া সরযূ নদীর দুই কূল অন্বেষণ করিয়াও সীতা দ্রৌপদীর প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের মধ্যে ভারতবর্ষের চতুঃসীমার ভিতরে এরূপ কোন কোন উচ্চপ্রকৃতি নারী জীবন ধারণ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের কার্য্য এবং ব্যবহার অনুকরণ করিলে আমাদের পাঠিকাবর্গের যার পর নাই উপকার হয়। অহল্যাবাই মীরাবাই, রাণী দুর্গাবতী ইত্যাদী বীরনারীর বৃত্তান্ত কি বঙ্গীয় কুলকন্যারা শ্রবণ করিয়াছেন? বোধ করি না। কিন্তু ইহাঁরাও কিছুকাল হইল জীবনভূমি হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইহাঁরাও ভারতবর্ষের দূরস্থিত নানা প্রদেশে বাস করিতেন। ইহাঁদিগের অপেক্ষাও নিকটতর, সমকালবর্ত্তিনী দয়া ও হিতৈষণার আদর্শ মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম পাঠিকাগণ কি শ্রবণ করিয়াছেন? অবশ্য শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের বিশেষ বিবরণ কয়জনে অবগত আছেন? ইংরাজী ১৮২৭ অব্দে অগ্রহায়ণ মাসে

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকল গ্রামে মহারাণী স্বর্ণময়ীর জন্ম হয়। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে কাসিমবাজারের প্রসিদ্ধ রাজ বংশের উত্তরাধিকারী রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। রাজা কৃষ্ণনাথ মহৎ চরিত্র যুবা ছিলেন, বিদ্যার উন্নতির জন্যে, দেশের মঙ্গলের জন্যে, সাধুচরিত্র লোকদিগের উৎসাহের জন্যে অর্থদান করিতে তিনি কখনই কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বিদ্যাদাতাদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ডেভিড হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থে রাজা কৃষ্ণনাথ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, এবং যথেষ্ট অর্থানুকূল্য প্রদান করেন। সংস্কৃত বিদ্যা এবং অন্যান্য বিদ্যার চর্চ্চার নিমিত্ত সেই সময় কাসিমবাজার অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। আমাদিগের সম্ভ্রান্ত নগরবাসী মৃত রাজা দিগম্বর মিত্র পূর্ব্বে অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ কুমারের অনুগ্রহে তিনি এককালে লক্ষ টাকা লাভ করিয়া মহা ভাগ্যশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, যে এই মহৎ চরিত্র রাজা শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া ইংরাজী ১৮৪৪ সালে আত্মহত্যা করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে রাণী স্বর্ণময়ী বিধবা হয়েন। স্বামীর প্রভূত সম্পত্তি লাভ করিবামাত্র এই বদান্যা নারী পরোপকার কার্য্যে ব্রতী হয়েন। প্রথমে তাঁহার প্রশস্ত জমীদারী ঋণ ভারে আক্রান্ত ছিল। রাণী নিজ বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে, বিশেষতঃ তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ রায় রাজীবলোচন বাহাদুরের অসাধারণ কৌশল ও নানা সদ্গুণে শক্তিতে নিজ সম্পত্তিকে ঋণ মুক্ত করিলেন। অতঃপর দেশোন্নতির জন্য এরূপ অকাতরে অর্থ বিতরণ আরম্ভ করিলেন যে রাজ পুরুষেরা তাঁর দান শক্তিতে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে আদরের সহিত মহারাণী উপাধি প্রদান করিলেন এবং বিশেষ প্রশংসা ও সম্ভ্রম প্রদান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এরূপ আদেশ করিলেন যে ভবিষ্যতে মহারাণী স্বর্ণময়ী যে ব্যক্তিকে আপনার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিবেন তাহাকে মহারাজ উপাধি প্রদান করা হইবে। এতাদৃশ অনুগ্রহ সহজে রাজ পুরুষেরা কাহারও উপরে প্রকাশ করেন না। মহারাণীর সদ্গুণের দ্বারা একান্ত বিমোহিত হইয়াই এতাদৃশ কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৭৪ সালে বেহার দেশে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণ করিবার উদ্দেশে মহারাণী এরূপ উৎসাহ ও দানশীলতা প্রকাশ করেন যে তদ্দ্বার সকল লোকে তাঁহার উপরে কৃতজ্ঞ

হয়। ইম্পিরিয়াল ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া নামক যে সম্ভ্রম সূচক উপাধি কিছুদিন হইল ভারতেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সর্ব্ব প্রথমে মহারাণী স্বর্ণময়ী সেই উপাধি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৮ সালে রাজসাহার কমিসনর সাহেব উক্ত শ্রেণীর সনদ প্রদানকালে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর গুণের বিশেষ উল্লেখ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে কয়েক বৎসরের মধ্যে মহারাণী পাঁচলক্ষ টাকার অধিক পরহিতার্থে ব্যয় করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর অর্থব্যয় অন্য লোকের অর্থ ব্যয়ের ন্যায় নহে, তাহারা অনুরোধ পরবশ হইয়া কোন বিশেস বিষয়ে অযথারূপে দান করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজন হইলেও দিতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু কাসিমবাজারের মহারাণীর দানশীলতার বিশেস লক্ষণ এই যে লোকহিতার্থে যখন যে কোন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে তিনি জানিতে পারিলেই অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। কি বঙ্গদেশ, কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, কি পাশ্চাত্য ভারতবর্ষ যেখান হইতে যে তাঁহার নিকটে উচিত বিষয়ে আনুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছে কেহই নিরাশ হইয়া ফিরে নাই। কি দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কি মারীভয় দমনের জন্য, কি ঔষধালয় সংস্থাপনের জন্য, কি দরিদ্র জনপদের উন্নতির জন্য, কি রাজপথ নির্ম্মাণের জন্য, কি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, কি স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহের জন্য যখন যে কোন বিষয়ে মহারাণীর নিকট আবেদন করা হইয়াছে তিনি আশাতীত সাহায্য মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য বেথুন স্কুলে তিনি ১৫০০ টাকা দান করেন। মিস্ মিলম্যান কলিকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহাতে তিনি ১৯,০০০ টাকা দান করেন। মিস্ফেগুন পতিত নারীদিগের উদ্ধারের জন্য যে গৃহ স্থাপন করেন তৎসাহায্যে তিনি সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আবেদনে ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উন্নতির উদ্দেশে যে কত অর্থ দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। অবরোধের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া জনসমাজের দুঃখ ক্লেশ স্বচক্ষে না দেখিয়া কেবল নিজের হৃদিস্থিত সহানুভূতি ও দয়া ধর্ম্মের অনুরোধে মহারাণী স্বর্ণময়ী এতাধিক পরোপকার সাধন করিলেন। চির বৈধব্য ব্রত গ্রহণ করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য ভোগে পরাঙ্মুখ হইলেন, এবং বিধবা ও অনাথাদিগের ক্লেশ মোচনে এক দিনের জন্য ও বিরত হইলেন না। স্ত্রীজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী পরিচারিকা তাঁহার চরিত্র অন্যান্য ঐশ্বর্য্যশালিনী মহিলাদিগের সম্মুখে অনুকরণের নিমিত্ত সংস্থাপন করিতেছেন। যদি সমস্ত বঙ্গীয় নারী তাঁহার ন্যায় পরদুঃখে কাতরা হয়েন,

ভোগ বিলাসে নিবৃত্ত হইয়া বিদ্যার উন্নতির হেতু, স্ত্রীজাতির শিক্ষাহেতু রোগীর ও ক্ষুধার্ত্তদিগের যাতনা লঘুকরণের জন্য যত্নশীলা ও চেষ্টাশীলা হয়েন তাহা হইলে এদেশে আর দারিদ্র্য দুঃর্ভিক্ষ পীড়া ও পাপ থাকিতে পারে না। সধবার জীবনসুলভ সুখসম্পদ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের আমোদ সহস্র সহস্র নারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং এ সৌভাগ্য অতি সামান্য ও স্বাভাবিক কিন্তু পরহিতার্থে সকল চেষ্টা ও সকল অর্থ ব্যয় করা এই যে দেবদুর্ল্লভ সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। ঈশ্বর প্রসাদে শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভাগ্যে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এই সুব্রত পালন করুন, এবং চিরকালের জন্য বঙ্গীয় নারীকুলের গৌরব বর্দ্ধন করিতে থাকুন। ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে।

বন্ধুতা।

এ সংসারে বন্ধুতা লাভ করিতে ইচ্ছা করে না, এমন কেহই নাই। জীবন পথে অন্ততঃ দুই একজনও এমন বন্ধু পাইতে মন লালায়িত হয় যাহারা সকল অবস্থায় সকল সময়ে নিঃস্বার্থ অকপট স্নেহ সহানুভূতি প্রদান করিবে। মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ যে পরস্পরের সহিত আত্মীয়তার বন্ধনে বদ্ধ হইতে চায়, সে বন্ধন ঘনিষ্ঠ হইলে বন্ধুতাতে পরিণত হয়। ছোট ছোট বালক বালিকারা যখন ক্রীড়া ও আমোদ করে একজন অন্যজনের সহিত "ভাব" করে বালিকারা মনের মত সঙ্গিনীর সহিত "সই" পাতাইয়া থাকে, এবং তাহার ক্ষুদ্র মনে যতটুকু সুখ দুঃখ উপস্থিত হয় প্রিয় সঙ্গিনীকে বলিয়া তৃপ্ত হয়। এইরূপে শৈশব হইতে বন্ধুতা পাইবার ইচ্ছার সূত্রপাত হয়। কয় জনের ভাগ্যে বন্ধুরত্ন লাভ হয় জানি না। হাসিবার সময়, আমোদ করিবার সময় অনেক সঙ্গী পাওয়া যায়, সুখ সম্পদের সময় অনেকের সহানুভূতি লাভ হয় কিন্তু তাহাকে বন্ধুতা বলা যায় না। যথার্থ বন্ধুতা যাহা তাহা চিরদিনই স্থায়ী, তাহাতে জোয়ার ভাঁটা খেলে না। তাহা সুখেও যেমন দুঃখেও তেমনি থাকে। তাহা একবার তোমাকে আদর করিয়া সুখের সপ্তম স্বর্গে বসাইয়া পরক্ষণেই অন্ধকার পাতালে ফেলিয়া পলায়ন করে না। যথার্থ বন্ধু যিনি তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহার সর্ব্বদা তোমার প্রতি অনুকূল হউক না হউক অন্তরের অন্তর সর্ব্বদা তোমার প্রতি সুমিষ্ট এবং তোমার জন্য ব্যস্ত সকল সময় তিনি তোমার আবদার সহ্য করেন। তিনি তোমার দোষগুণ জানেন কিন্তু তাঁহার সহানুভূতি সর্ব্বদাই তোমার

নিমিত্ত উন্মুক্ত। তুমি তাঁহাকে ত্যাগ কর তিনি তোমাকে ছাড়িবেন না। উক্ত আছে যে সময়ে সময়ে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে যে বিশ্বাস অর্পণ করিতে পারে না তাহা বন্ধুকে প্রদান করা যায়।

বন্ধুতার বর্ণনা উৎকৃষ্ট হইল। কল্পনার চক্ষে অদৃশ্য কি? মানুষ যাহা মনে চিত্রিত করে, এবং দেখিতে বা পাইতে ইচ্ছা করে যদি তাহা জীবনে লাভ করিত তবে আর ভাবনা ছিল না এবং কোন অভাবও বোধ হয় থাকিত না। দুঃখের বিষয় এই, কল্পনা সকল সময় সত্য হয় না। বন্ধুতার যেরূপ আদর্শ চিত্রিত হইল তাহা কি মানব জীবনে বড় সুলভ? ইহা যেমন যথার্থই প্রয়োজনায় তেমনি দুর্ল্লভ। সময় বিশেষে বা কোন কোন অবস্থায় বন্ধুতা পাওয়া যায় না এমন নহে। সেই সময়ের জন্য তাহা অকপট এবং অকৃত্রিম ইহাও হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্থায়ী হওয়া বড় বিরল। সাধারণতঃ সংসারের আত্মীয়তা দোষগুণের পক্ষপাতী যতক্ষণ তুমি ব্যবহারে গুণে লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পার ততক্ষণ কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ও প্রীতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কিন্তু যখন এমন কোন কাজ করিলে যাহা লোকের মনের মত হইল না অমনি তুমি বিরাগ ভাজন হইলে। যতক্ষণ বন্ধুর মনের মত হইয়া চলিতে পারিলে তিনি তোমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। সংশোধনার্থে তুমি নির্জ্জনে কোন দোষ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে তাহা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। পৃথিবীতে এরূপ আত্মীয়তার অভাব নাই কিন্তু প্রকৃত বন্ধুতা বড় দুর্ল্লভ এই সম্বন্ধ কি উচ্চ এবং পবিত্র; পরস্পরের মধ্যে কত দূর বিশ্বাস এবং স্নেহের গভীরতা প্রয়োজন। বন্ধু সম্পর্কীয় তাবৎ কথা বন্ধুর নিকট পবিত্র। বন্ধুর দোষ অপরের নিকট আলোচ্য নহে বন্ধুর নিন্দা শ্রবণ ও বন্ধুর কার্য্য নহে। বন্ধুর পক্ষ সমর্থন করা উচিত; দুই জনের মধ্যে কখনও মতের অমিল হইবে না তাহা বলিতেছি না প্রয়োজন হইলে বিরলে বন্ধুকে দোষের নিমিত্ত সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দেখা যায় স্ত্রীলোকের প্রায় পরস্পরের সহিত বন্ধুতা হয় না। যদিও হয়, অল্প বয়সে হইয়া থাকে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহা শিথিল হইয়া যায়। ইহার এক কারণ বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বার্থপরতা বৃদ্ধি হয়, আর এক কারণ স্ত্রীলোকেরা স্বামী সন্তান ইত্যাদি স্নেহের সামগ্রী দ্বারা সংসারে জড়িত হইয়া পড়েন বন্ধুতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, সমুদয় জীবনে সমান সহানুভূতি স্নেহ বিশ্বাস প্রদান করে এবং চিরকাল বিশ্বাসের উপযুক্ত থাকে এমন বন্ধু পাইতে ইচ্ছা করে। সে বন্ধুতা সংসারে আছে কি?

ব্রহ্মমন্দিরে শুভানুষ্ঠান।

খৃষ্টানদিগের শুভ উদ্বাহ কার্য্য তাঁহাদের ধর্ম্মমন্দির গিরজাতে সম্পাদিত হয় ব্রাহ্মদিগের এ পর্য্যন্ত কোনরূপ পারিবারিক শুভ অনুষ্ঠান ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হয় নাই। গত ৫ ই কার্ত্তিক ব্রহ্মমন্দিরে একটি শুভ অনুষ্ঠান হইয়াছে, আমরা তদ্বিবরণ পাঠিকাদিগের গোচর করিতেছি। প্রায় তিন বৎসর হইল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুনীতি দেবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজ শ্রীমান্ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ মহোদয়ের যে শুভ পরিণয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা কাহার অবিদিত নাই। এ পর্য্যন্ত রাজা ও রাণী কুমার ও কুমারীর ভাবে জীবন যাপন করিয়া উক্ত দিবস বলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় ব্রহ্মমন্দিরে বিবাহের পূর্ত্তিা সম্পাদন করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান একটি নূতন ব্যাপার, আর কখন এরূপ হয় নাই। মন্দিরের অভ্যন্তর পল্লব পুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। তিন জন ইয়োরোপীয় মহিলা এবং রাণীর পরিচিত আত্মীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সর্ব্বশুদ্ধ ৪০।৫০ জন নর নারী ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহিলাগণ বেদীর দক্ষিণ দিকের আসনে পুরুষেরা বাম দিকের আসনে উপবেশন করেন। রাজা ও রাণী বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হন। প্রথমতঃ একটি সঙ্গীত হইলে আচার্য্য মহাশয় বলিলেন।

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ১৮৭৮ সনের ৬ই মার্চ্চ উপস্থিত নর নারীর বিবাহের সূত্রপাত হয় সেই বিবাহ ও তদনুষ্ঠানের পূর্ণতার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন ও পরিচালিত করুন।"

আচার্য্যের সম্মুখে উভয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলে উভয়ের দক্ষিণ হস্ত পুষ্পমালা দ্বারা বদ্ধ হইল, উভয়ে নিম্ন লিখিত অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলেন।

"আমি তোমাকে বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, অদ্য হইতে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে ভাল বাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ অনুসারে তোমাকে রক্ষা করিব, এতদর্থ আমি অঙ্গীকার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

"আমি তোমাকে বিবাহিত স্বামীরূপে গ্রহণ করিতেছি, অদ্য হইতে সুখে দুঃখে সম্পদ্ বিপদে সুস্থতায় অসুস্থতায় মিলিত থাকিয়া তোমাকে ভাল বাসিব এবং ঈশ্বরের পবিত্র আদেশ অনুসারে রক্ষা করিব। এতদর্থ আমি অঙ্গীকার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

হীরকাঙ্গুরীয় গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ মহারাণীর অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন ;—

"আমার প্রতিজ্ঞার অভিজ্ঞান স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় তোমাকে অর্পণ করিতেছি এবং এতৎসহকারে তোমাকে আমার পার্থিব সম্পত্তির অধিকারিণী করিতেছি। করুণাময় পবিত্র ঈশ্বর ধন্য হউন।"

আচার্য্য তখন নিম্নলিখিত প্রার্থনা করিলেন;—

"করুণাময় ঈশ্বর! এই দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ কর এবং এমত করুণা বিধান কর যেন ইহারা সুখে ও বিশ্বস্ততা সহকারে পতি পত্নীরূপে তোমার সেবায় একত্র বাস করিতে পারেন। দয়াময় ঈশ্বর! বিশ্বাস প্রেম এবং ধর্ম্ম ইহাদিগকে অর্পণ কর। এবং ইহাদিগের গৃহ শান্তি ও কুশলের নিকেতন কর।"

তৎপর বিশেষ প্রার্থনা ও সঙ্গীত অন্তে আচার্য্য মহাশয় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিলেন;—"ঈশ্বর আমাদিগকে বর্দ্ধিতবিশ্বাস ও পূর্ণ আনন্দ সহকারে বিদায় দিন।" পরে সকলে মিলিত হইয়া "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিলেন।

মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ এইক্ষণ ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়া ১৯ বৎসরে এবং মহারাণী ১৭ বৎসরে উপনীত হইয়াছেন। মহারাজ উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে সুপ্রণালী মতে শৈশবকাল হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। ইনি প্রিয়দর্শন অতি সরল ও নম্রস্বভাব নির্ম্মলচরিত্র বুদ্ধিমান্ ও প্রিয়ভাষী। এই যুবা মহারাজ শিক্ষা সদ্‌গুণ ও সচ্চরিত্রতায় ভারতবর্ষস্থ অন্য অন্য রাজাদিগের আদর্শ স্থানীয়। একটি রাজ্যের স্বাধীন রাজা এরূপ শুদ্ধ চরিত্র ও উচ্চ প্রকৃতি পরম সুখের বিষয়। মহারাণী সুনীতি দেবী ও সর্ব্বাংশে ইহাঁর অনুরূপ হইয়াছেন। এই দম্পতী, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া চিরজীবী ও চির সুখী হউন, উভয়ে মিলিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধনে রত থাকুন।

—

কর্ডিলিয়ার পিতৃভক্তি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রাজা লিয়ার কনিষ্ঠা কন্যাকে উক্তরূপে তিরস্কার করিয়া তাঁহাকে দেয় অংশ ও অপর কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। তখন কেণ্ট নামক তাঁহার একজন বিশ্বস্ত পুরাতন অমাত্য এ অবিচারের প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ আমি সর্ব্বদা আপনাকে আমার প্রভু এবং রাজা বলিয়া সম্মান করিয়াছি এবং পিতৃতুল্য জ্ঞানে ভাল বাসিয়াছি, এখন আমি আপনার অবিচারের প্রতিবাদ করিতেছি। ইহাতে কেণ্ট রাজার প্রতি অসম্ভ্রম প্রদর্শন দোষে দোষী হউক ক্ষতি নাই, কারণ লিয়ার এখন উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে। রাজন্ তুমি কি মনে করিয়াছ মিথ্যা তোষামোদে যখন তুমি

প্রতারিত হইবে তখন আমার কর্ত্তব্য বুদ্ধি নীরব থাকিবে? তোমার আজ্ঞা এখন ও পরিবর্ত্তিত কর। আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া বলিতে পারি যে তোমার কনিষ্ঠা কন্যা তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন।"

রাজা—কেণ্ট, যদি জীবনের ভয় থাকে নিরস্ত হও—

কেণ্ট—যেথানে আপনার মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে সেখানে আমি জীবনের জন্য ভয় করি না।

রাজা—আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

কেণ্ট—আর একটু বিবেচনা কর—

রাজা—(ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তুই—

কেণ্ট—তোমার শপথ নিষ্ফল। রাজা এই বাক্যে কুপিত হইয়া খড়্গ লইয়া কেণ্টকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কেণ্ট ধীর ভাবে উত্তর করিলেন "আমাকে বধ কর। তোমার চিকিৎসককে বধ করিয়া তাহাকে দেয় পুরস্কার রোগের কারণ কে প্রদান কর। তুমি কর্ডিলিয়ার প্রাপ্য দান এখন ও প্রতি গ্রহণ কর, নতুবা যতক্ষণ আমার বাক্‌শক্তি থাকিবে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিব তুমি অন্যায় কর্ম্ম করিতেছ।

রাজা—শোন্ হতভাগা তুই যে আমার আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিয়াছিস এবং বারবার আমার অবাধ্যতাচরণ করিতেছিস তাহার দণ্ড স্বরূপ, আমি তোর রাজা এবং প্রভু, এই শাস্তিবিধান করিতেছি যে তোর পাঁচদিনের মধ্যে দেশত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে হইবে। তুই নির্ব্বাসিত হইলি। যদি পাঁচ দিন পরে এদেশে কেহ তোর সাক্ষাৎ পায় তখনি তোর প্রাণ দণ্ড হইবে। এখনি আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা" এইরূপে নির্ব্বোধ রাজা বিশ্বস্ত অমাত্যকে দূর করিয়া দিয়া নিয়মানুসারে একশত সহচর লইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার ভবনে গমন করিলেন। কিছু দিন তথায় বাস করিতে না করিতে তাঁহার অকৃতজ্ঞ গর্ব্বিত কন্যা নানা রূপে তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য অবমাননা প্রদর্শন করিতে লাগিল, এবং নিজ অনুচরগণ দ্বারা রাজার সহচর দিগকে অবমাননা করাইতে লাগিল। রাজা একবার কন্যার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কন্যা বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার অবসর ও সুবিধা নাই। পরে যখন পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার বহুসংখ্যক সহচর রাখিবার বিষয় অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন একশত জনের মধ্যে পঞ্চাশজনকে বিদায় দিলেন। এই প্রকার নানা কারণে রাজ লিয়ার কন্যার আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া তথা হইতে দ্বিতীয় কন্যার আলয়ে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন দ্বিতীয় কন্যা তাঁহার যথেষ্ট সমাদর এবং যত্ন সম্ভ্রম

রক্ষা করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজার পূর্ব্ব অনুগত অমাত্য কেণ্ট ছদ্মবেশে তাঁহার নিকট নিযুক্ত হইবার প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। রাজা কেণ্টকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার আকৃতি এবং ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অনুচর মধ্যে তাঁহাকে সন্নিবিষ্ট করিলেন। এদিকে লিয়ারের জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁহার অনুরূপ চরিত্রা মধ্যমা ভগিনীকে এই ভাবে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যে পিতার এবং তাঁহার অনুচর বর্গের উপদ্রবে তিনি ত্যক্ত হইয়াছেন। লিয়ার দ্বিতীয় কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং কন্যা জামাতার সহিত সাক্ষাতের মানসে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কন্যা রিগাণ জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মন্ত্রণায় শিক্ষিত, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন তাঁহার শরীর ভাল নাই তিনি দেখা করিতে পারিবেন না। ইহাতে রাজা বড় ক্ষুব্ধ হইলেন কিন্তু পুনরায় সংবাদ প্রেরণ করাতে কন্যা আসিলেন। তখন রাজা কন্যার নিকট জ্যেষ্ঠা তনয়ার দুর্ব্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কিন্তু কঠিনহৃদয়া রিগাণ তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া বলিতে লাগিলেন—"পিতা, আমার বোধ হয় না যে আমার ভগিনী তোমার প্রতি কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবেন। সত্য বটে তিনি তোমার অনুচর বর্গের যথেচ্ছাচরণের নিমিত্ত তাহাদিগকে শাসন করিয়া থাকিবেন সে ভালই করিয়াছেন, তুমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, এমন তোমা অপেক্ষা যাহারা ভাল বুঝিতে পারেন তাঁহাদের বিবেচনার অধীন হইয়া তোমার চলা উচিত। অতএব আমার নিবেদন এই তুমি সত্বর আমার ভগিনীর আলয়ে প্রত্যাগমন কর। এবং তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছ ইহা স্বীকার কর।"

রাজা—না রিগাণ, সে আমার অসম্ভ্রম করিয়াছে, এখন ও সর্প দংশনের ন্যায় আমার হৃদয় তাহার বাক্যে বিদ্ধ হইতেছে।

এই বলিয়া কুপিত রাজা জ্যেষ্ঠা কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। এমন সময় উক্ত দুহিতা গনেরিল রিগাণের আলয়ে উপনীত হইলেন। রিগাণ যথেষ্ট সমাদরের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। লিয়ার তদ্দর্শনে বলিলেন, "রিগাণ, তুমি ইহার সমাদর করিতেছ?" গনেরিল সদর্পে উত্তর করিলেন, "কেন করিবেন না?" রিগাণ বলিলেন, "পিতা তুমি একমাস তোমার পঞ্চাশ জন সঙ্গীর সহিত আমার ভগিনীর আলয়ে গমন পূর্ব্বক অবস্থান কর, পরে নিয়মানুসারে এক মাস গত হইলে আমার গৃহে আগমন করিও।

রাজা—গনেরিলের গৃহে প্রত্যাগমন

করিব ? কখন না, পরে গনেরিলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি আর তোমাকে কিছু বলিব না তোমার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, যদি পার চরিত্র এবং মন সংশোধন কর। আমি আমার শত অনুচরের সহিত রিগানের আলয়ে অবস্থিতি করিব।"

রিগাণ—না পিতা, তোমার এখন আমার ভবনে বাস করিবার কথা নয়, সুতরাং তদুপযোগী আয়োজনও কিছু নাই। তুমি আমার ভগিনীর বাক্য রক্ষা কর।

রাজা—তুমি অন্তর হইতে কি ইহা বলিতেছ ?

রিগাণ—সত্যই বলিতেছি। কেন, পঞ্চাশ জন অনুচর তোমার পক্ষে যথেষ্ট। ইহা অপেক্ষা অধিক লোকের প্রয়োজন কি ? এত লোকেরই বা আবশ্যক কি ?

গনেরিল—কেন পিতা, তোমার এত অনুচরের প্রয়োজন কি ? আমার কিম্বা আমার ভগিনীর ভৃত্যেরাইত তোমার সেবা করিতে পারে। স্বতন্ত্র অনুচরের প্রয়োজন নাই।

রিগাণ—যথার্থ বলিয়াছ, পিতা, আমার ভৃত্যেরাইত তোমার পরিচর্য্যা করিতে পারে। অতএব তুমি যদি আমার আলয়ে অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর পঁচিশ জনের অধিক অনুচর সঙ্গে আনিও না। ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের স্থান আমি দিতে পারি না।

রাজা—(সবিষাদে) আমি তোমাদিগকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি—আমি তোমাদিগকে আমার সমুদয় রাজ্যের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া কেবল তোমাদের ভবনে আমার এবং এক শত সহচরের স্থান প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রিগাণ, তুমি কি সত্যই বলিলে যে আমি পঁচিশ জন মাত্র সঙ্গী লইয়া তোমার গৃহে অবস্থিতি করিব ?

রিগাণ—আমার বাক্যের ব্যতিক্রম হইবে না।

রাজা—যাহারা মন্দ হয় তাহারাও তদপেক্ষা মন্দদিগের সহিত তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং সাধু। গনেরিল, আমি তোমার আলয়েই গমন করিব। তুমি তোমার ভগিনীর দ্বিগুণসংখ্যক লোককে স্থান দিবে বলিয়াছিলে সুতরাং আমার প্রতি তোমার ভাল বাসা অন্ততঃ রিগাণের দ্বিগুণও হইবে।

গনেরিল—পঁচিশ জনের প্রয়োজন কি ? দশ জন বা পাঁচ জনেরই বা কি আবশ্যক ? যখন আমাদের অনুচর দ্বারা তোমার সেবা হইতে পারে ?

রিগাণ—আমিত এক জন স্বতন্ত্র ভৃত্যেরও আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

তখন লিয়ার বলিলেন—'প্রয়োজনের কথা বলিও না। দরিদ্র ভিক্ষুক যে সেও প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হয়। কেবল প্রাণ ধারণ করিবার নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন তাহা পশু এবং মুষ্যের পক্ষে সমানই, তুমি উচ্চ বংশ-

জাত তজ্জন্য তদুপযোগী বেশ ভূষা করিয়াছ যদি কেবল শরীর উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বস্ত্রের প্রয়োজন হয়, এরূপ মূল্যবান্ বসন ভূষণের আবশ্যক কি? যথার্থ প্রয়োজন কি?—(ঊর্দ্ধমুখে) হে দেবগণ তোমরা আমাকে ধৈর্য্য দাও কারণ তাহাই আমার এখন যথার্থ প্রয়োজন। আমি একজন দুর্ভাগা বৃদ্ধ। জরা এবং দুঃখে অবসন্ন। যদি তোমরাই আমার কন্যাদ্বয়ের চিত্ত আমার প্রতি এরূপ কঠিন এবং অকৃতজ্ঞ করিয়া থাক তবে তোমরা আমাকে এমন শক্তি এবং বীর্য্য দাও যে আমি নীরবে এবং কাপুরুষ তুল্য ইহাদের ব্যবহার বহন না করি। নারী জাতির স্বভাবদত্ত অস্ত্র অশ্রু জল যেন আমার চক্ষু কলঙ্কিত না করে।” (কন্যাগণের প্রতি) রে অস্বাভাবিক কঠিনহৃদয়া নারীগণ, আমি ইহার প্রতিশোধ লইবই লইব, তোরা মনে করিতেছিস্ আমি চক্ষের জল ফেলিব, কিন্তু জানিস্ যদিও তাহার যথেষ্ট কারণ আছে, তথাপি আমার হৃদয় যদি শত খণ্ডে ভগ্ন হয় তথাপি আমি এক বিন্দু বারি বিসর্জ্জন করিব না।” পরে এক জন অনুচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আমি বোধ হয় পাগল হইব।” এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। তখন অন্ধকার রজনী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝটিকা হইবার উপক্রম হইতেছে। সেই সময়ে বৃদ্ধ নিরাশ্রয় রাজা অনুচরবর্গসহ কন্যা গৃহ ত্যাগ করিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যাগণ এক বারও তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন না। এ দিকে রাজা কষ্ট এবং ক্ষোভে উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর এবং অমাত্য কেন্ট কোন রূপে কনিষ্ঠ কন্যা কর্ডিলিয়ার নিকট সকল সংবাদ প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পিতার প্রতি যথার্থ অনুরক্তা কন্যা সমুদয় অবগত হইবা মাত্র পিতাকে আশ্রয় প্রদানার্থ এবং ভগিনীদ্বয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সেনা প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া পিতাকে নিজ শিবিরে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার ব্যাধি আরোগ্যের নিমিত্ত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিনি পিতার দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং নিজে দিবা রাত্রি নিকটে থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। অনেক যত্নে লিয়ার প্রকৃতিস্থ হইলেন। কন্যাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন কি সত্য ঘটনা। নিকটস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমরা শুনিয়া হাসিও না, কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই নারী আমার কন্যা কর্ডিলিয়া।”

কর্ডিলিয়া—(অশ্রুপূর্ণলোচনে) পিতা

আমি তাহাই।

রাজা—তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমার জন্য কি বিষ আনিয়াছ? দাও পান করি। তোমার ভগিনীরা আমার প্রতি অকারণে বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে। তোমার ত আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ ব্যবহার করিবার কারণ আছে।

কর্ডি না পিতঃ কোন কারণ নাই।

রাজা—আমি কি ফ্রান্সে আসিয়াছি?

কেণ্ট—প্রভু আপনার নিজ রাজ্যে রহিয়াছেন।

রাজা—তুমি আমাকে উপহাস করিও না।

এই সময় চিকিৎসক আর অধিক কথা বলা অনিষ্টকর জ্ঞানে নিষেধ করিলেন।

পরে দুই পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। তাহাতে ফ্রান্স সেনারা পরাজিত হইল, এবং লিয়ার এবং কর্ডিলিয়া ধৃত হইয়া ইংরাজ শিবিরে নীত হইলেন। গনেরিলের স্বামী অপেক্ষাকৃত সদয় হৃদয় ছিলেন, তিনি রাজা এবং কর্ডিলিয়াকে মুক্তি দিবেন এরূপ মানস করিলেন। এমন সময় এক জন পাপিষ্ঠ ক্ষমতাশালী সেনানায়কের ষড়যন্ত্রে কর্ডিলিয়া কারাগারে অবস্থান কালে সহসা নিহত হইলেন। লিয়ার এই ঘটনায় পুনরায় উন্মাদগ্রস্ত হইলেন, তাঁহার শরীর মন জীর্ণ হইয়াছিল, এ শোক আর বহন করিতে পারিলেন না। কন্যার মৃত শব ক্রোড়ে করিয়া তিনিও প্রাণত্যাগ করিলেন। এদিকে গনেরিল ও রিগাণ উভয়েই উপরিউক্ত পাপিষ্ঠ সেনানায়কের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল, ঈর্ষ্যাবশতঃ গনেরিল রিগাণকে বিষ প্রয়োগদ্বারা বিনাশ করিল। অবশেষে আপন পাপ প্রবৃত্তি স্বামীর নিকট প্রকাশিত হইলে আত্মহত্যা করিয়া পাপ জীবন শেষ করিল।

ইংলণ্ডাধিপতি মহা প্রতাপশালী লিয়ার কেবল স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ রাজ্য হারাইলেন। অবশেষে কন্যাদ্বয়ের নিমিত্তই বৃদ্ধ বয়সে শোক জরা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত দুর্ভাগার ন্যায় জীবন ত্যাগ করিলেন। তিনি যে কন্যাদিগের স্নেহের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে আপন রাজ্যের অধিকারিণী করিলেন, তাহারই তাঁহার সকল দুরবস্থার কারণ হইল। আর স্নেহহীন জ্ঞানে যাহাকে অনাদর করিয়া দূর করিয়া দিয়াছিলেন, সে কন্যাই তাঁহার প্রতি যথার্থ ভাল বাসার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার জন্য জীবন অবধি বিসর্জ্জন করিল।

ননীর বিমাতা।

চন্দ্র বাবু শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলে পর প্রাচীনা দাসী সমস্ত দিন আপন

মনে বকিয়াছে। ক্রীড়া করিতে করিতে সে বকুনি ননীর কর্ণেও কতক কতক প্রবেশ করিয়াছে। তাহার প্রভাবে সে সৎমা রূপ ভয়ানক পদার্থ বিষয়ে আপন সংস্কার ও সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া স্থির করিয়া লইল। সন্ধ্যা হইল, ননীর ঘুম পাইল চন্দ্রবাবু আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে ননী যেন নিদ্রা না যায়। সে জন্য দাসী তাহাকে ঘুমাইতে দিল না। ননীর তাহা ভাল লাগিল না। যাহা হউক সন্ধ্যার কিছু পরে চন্দ্রবাবু নব পত্নী সমভিব্যাহারে বাটী আসিলেন। তাঁহাদের সম্মানের নিমিত্ত প্রাসাদ আলোকময়; গৃহ সুসজ্জিত; ভৃত্যগণ উপযুক্ত বেশ ভূষা পরিধান করিয়া তোরণে দণ্ডায়মান। চন্দ্রবাবু প্রফুল্ল চিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। তরুণী পত্নীকে সাদর গৃহের এটাওটা, দেখাইতে লাগিলেন। পরে কিছুক্ষন বিশ্রামের পর দাসীকে আহ্বান করিয়া ননীকে নূতন মাতার নিকট লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। দাসী আজ্ঞানুসারে ননীকে বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া আনিল। চন্দ্রবাবু ননীকে পত্নীর সমক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন "ননী এই তোমার মা" ননীর বিমাতা অল্পবয়স্কা সরলস্বভাবা। একটি সুন্দর শিশু দেখিয়া স্বভাবতঃই মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি প্রফুল্ল আননে গাত্রোত্থান করিয়া ননীকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিলেন। ননী আদুরে ছেলে, একে ঘুম পাইয়াছে, তাহাতে ঝি তাহাকে কাপড় পরাইবার জন্য বিরক্ত করিয়াছে। তাহাতে আবার সৎমা সম্মুখে, সে মহা বিরক্ত হইয়া সহসা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে বিমাতাকে এক চপেটাঘাত করিল এবং বলিল "সা তোকে আমি মা বলিব না? চন্দ্রবাবুর পত্নী এই ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া ননীর নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। নববিবাহিতা পত্নী, স্বামী গৃহে নবাগতা এবং পিতা মাতার আদরের কন্যা, তাঁহার চক্ষু অভিমানের অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। চন্দ্রবাবু বালকের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "ঝি নিয়ে যা ননীকে আমার সম্মুখ হইতে।" এই বলিয়া বালকের হস্ত ধরিয়া সে ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। শিশুর নয়ন জলভারাকীর্ণ হইল। সে পিতার নিকট হইতে কখনও এরূপ কঠিন ব্যবহার পায় নাই। কি একরূপ বিষাদ আসিয়া তাহার হৃদয় ম্লান করিল। বাবা এত দিন পরে বাড়ী আসিলেন তাহাকে একবারও আদর করিলেন না। পূর্ব্বের মত নূতন খেলনা কাপড় দিলেন না, কিন্তু রাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মা নাই যে তাঁর কোলে গিয়া মুখ লুকায়। আর এক জন কে আসিয়া বাবার সব ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছে। তার জন্যইত তাহাকে বাবা ধমকাই-

লেন। আরত কখনও ননীকে তিনি বকেন নাই। এই সব ভাব যেন ননীর ক্ষুদ্র হৃদয়কে অস্পষ্টরূপে আঘাত করিতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু আপনাকে যেন একেবারে অসহায় মনে করিতে লাগিল। মার ছবিখানি তার দেখিতে ইচ্ছা হইল, সে একাকী ছাদের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দাসী ননীকে খুজিতে খুজিতে উপরে গিয়া দেখিল ননী তাহার মৃত মাতার স্নেহময়ী চিত্র খানির নীচে বসিয়া কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে "মা তুই আমার কাছে ফিরে আয় না।" প্রাচীনা দাসীর চক্ষে জল আসিল। সে ননীকে ক্রোড়ে করিয়া সান্ত্বনা এবং আদর করিতে করিতে নীচে লইয়া আসিল এবং অনেক খেলনা দিয়া রূপককথা বলিয়া তাহাকে শান্ত করিতে লাগিল। শিশুর মন, দুঃখ কতক্ষণ থাকিবে ? ক্রীড়াতে মগ্ন হইয়া সে পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইল। শিশুর দুঃখ তীব্র বা যাতনা জনক হয় না তাহা নহে কিন্তু শৈশবের স্বভাবগুণে সে ক্লেশ স্থায়ী হয় না। মার একটু কটু কথায়, পিতার একটু অনাদরে শিশু মনে কত আঘাত পায় তাহা লোকে বুঝিতে পারে না, তাহার পক্ষে সে কষ্টই যথেষ্ট। বয়ঃপ্রাপ্তদিগের নিকট বালক বালিকার ক্লেশ অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তাহাদিগের নিকট নহে। শিশুর ও সহানুভূতির প্রয়োজন, তাহার মনও বন্ধুতা চায়, আদর চায়। শিশুর মনও কঠিন কথাতে ব্যথিত হয়। রুক্ষ ব্যবহার বুঝিতে পারে, শিশু চিত্তেও স্নেহের কোমলতা এবং গভীরতা আছে। শৈশবের সুখ দুঃখের আভাস এখনও এক একবার মনে উদয় হয়। লোকে বলে বাল্যকাল অতি সুখের। একথা সত্য বটে, কারণ শৈশব নির্দ্দোষ সময়। কিন্তু শিশুরও দুঃখ আছে। মর্ম্মভেদী ক্লেশ শিশুর চিত্তকেও কোন কোন সময়ে বিদ্ধ করে। তবে দুঃখের তিক্ততা শিশুর অন্তরে স্থায়ী হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

তৈলের আশ্চর্য্যগুণ।

তৈলের একটি বিশেষ গুণ আছে। পাঠিকারা অনেকে বোধ হয় তাহা অবগত নহেন। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই তৈলের শীতল করিবার ক্ষমতা আছে। জলের সহিত তৈল মিশ্রিত করিলে তাহা অধিকতর শীতল হয় ইহা সকলেই জানেন। এই জন্য পেট কামড়াইলে বা উদরের পীড়া হইলে লোকে তৈল এবং জল মালিস করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তৈলের আর একটি শ্রেষ্ঠ এবং উপকারী গুণ আছে। তাহা এই যে নদী বা সমুদ্রের জল যখন বড় অস্থির হয়, তখন তদুপরি তৈল নিক্ষেপ করিলে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও তরঙ্গের বেগ নিবৃত্ত হয় এবং জল শান্ত এবং স্থির হয়।

সকলের জল পথে ভ্রমণ কালে সঙ্গে যথেষ্ট তৈল বা চর্বি লইয়া যাওয়া উচিত। পূর্ব্বে যখন বাষ্পীয় পোতের সৃষ্টি হয় নাই তখন জাহাজের নাবিকগণ সমুদ্রপথে ভ্রমণ কালে যথেষ্ট তৈল বা চর্ব্বি সঙ্গে লইয়া যাইত এবং ঝড়ের সময় জাহাজের বিপদাশঙ্কা হইলে তাহার চারিপার্শ্বে উক্ত তৈল বা চর্ব্বি নিক্ষেপ করিত। তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য তরঙ্গের বেগ অনেক কমিয়া যাইত, এবং জাহাজ স্থির থাকিত। যাহা হউক তৈলের এই গুণের নিমিত্ত দুই বৎসর পূর্ব্বে আশ্চর্য্যরূপে একটি খুন ধরা পড়িয়াছিল। উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কোন প্রদেশ একজন লোক গোপনে তাহার পত্নীকে হত্যা করে। কোন রবিবারে ঐ নারী ভজনালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে ইহা দৃষ্ট হইল. তাহার পর হইতে সে অদৃশ্য হইল কি হইল, কোথায় গেল কেহ আর নিরূপণ করিতে পারে না। ইহার এক সপ্তাহ পরে সেই প্রদেশের কোন নদীতে কতিপয় ধীবর নৌকাযোগে মৎস্য আহরণ করিতে গমন করিয়াছিল। উক্ত নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল এবং তরঙ্গের অতিশয় বেগ ছিল। ধীবরগণ নৌকা চালনা করিতে করিতে দেখিল কিছু দূরে নদীর কিয়দংশের জল অতি স্থির হইয়া রহিয়াছে [illegible] আরও বুঝিতে পারিল তৈল [illegible] করিলে জল যেরূপ স্থির হয় ইহা সেইরূপ। দেখিয়া প্রথমে তাহারা কিছু নির্দ্ধারণ করিতে পারিল না। সেই সময়ে ঐ নারীর অদৃশ্য হইবার বিষয়ে অত্যন্ত আন্দোলন চলিতেছিল। সকলেরই মনে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল যে কিরূপে তাহার কারণ আবিষ্কার হয়। ধীবরগণের মনে আপনা আপনি প্রত্যয় জন্মিল যে হয়ত ইহার সহিত সেই নারীর কোন যোগ থাকিতে পারে। সেই স্ত্রীলোকটির ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের নিকট এই ঘটনা বর্ণিত হইলে পর তাহারা দুই একদিন পরে নৌকারোহণ করিয়া নদীর উক্ত অংশে গমন করিল। এবং বৃহৎ বৃহৎ জাল নিক্ষেপ করিয়া নদীতল অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপ করিবার পর জলমধ্যে কি একটা পদার্থ জালে সংযুক্ত হইল। এক প্রকার কাচনির্ম্মিত যন্ত্র আছে তদ্দ্বারা জলমধ্যস্থ সমুদয় বস্তু দৃষ্ট হয়। সেই যন্ত্র দ্বারা নৌকারোহীগণ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে একটি নরকঙ্কাল অর্থাৎ মৃত মনুষ্যের অস্থিপুঞ্জ জালের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কোন একটা ভারি দ্রব্য দ্বারা সেই নরকঙ্কাল আবদ্ধ রহিয়াছে। অনেক টানিবার পর নরকঙ্কালটি সেই ভারি পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। পরে ডুবুরি নামাইয়া দেওয়া হইল, তাহারা হত নারীর বস্ত্র এবং একগাছি দড়ি ও প্রস্তর উত্তোলন করিল। দড়িদ্বারা ঐ প্রস্তরখণ্ডের

সহিত সেই নারীর দেহ আবদ্ধ ছিল। বস্ত্র দ্বারাই মৃত নারীর পরিচয় পাওয়া গেল। তাহার স্বামী একজন ধীবর ছিল। নদীর উক্ত অংশে অনেক মৎস্য ছিল। শরীর শীঘ্রই উদরস্থ করিবে তাহা হইলে হত্যার কোন চিহ্ন থাকিবে না ইহা মনে করিয়া ঐ ব্যক্তি তথায় স্ত্রীর শরীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহার মনে হয় নাই যে মৎস্যগণ চর্ব্বির অংশ হইতে মাংস পৃথক করিয়া আহার করিবে এবং এইরূপে তাহার পাপের প্রমাণ হইবে। আরও অনুসন্ধানের পর অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা দ্বারা মৃত নারীর স্বামী হন্তা প্রমাণিত হইল, এবং তাহার প্রাণ দণ্ড হইল।

আর্য্য নারীসমাজের কার্য্য-বিবরণ।

গত ৭ই কার্ত্তিক আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে প্রার্থনা এবং যোগ শিক্ষা হইয়াছিল। গত ২২ শে কার্ত্তিক আর্য্যনারী সমাজের পুনরধিবেশন হয়। নিয়মিত প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর যে সুন্দর উপদেশ হইয়াছিল নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রদত্ত হইল ;—

"নারীস্বভাব প্রস্ফুটিত হইলে আপনা আপনি ব্রহ্মচরণে সমর্পিত হয়। সংসারে শৈশব অবস্থায় কন্যা পিতা মাতাকে ভক্তি করে, পরে কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল তাহার বিবাহ হইল। তখন স্বামী তাহার সর্ব্বস্ব হইল। সেইরূপ যদি তোমার আত্মার শৈশব অবস্থা থাকে ঈশ্বরকে পিতা মাতা বলিয়া ভক্তি কর, পূজা কর। আর যদি তোমার ধর্ম্ম পরিপক্ক হইয়া থাকে ব্রহ্মের সহিত সখ্যভাব স্থাপন কর। তাঁহাকে পতি জ্ঞান করিয়া সকল অনুরাগ প্রেম, বাধ্যতা অর্পণ কর। তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে যত্নবতী হও তোমার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিবে না। ব্রহ্মের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা হইবে। তোমার সর্ব্বস্ব ধন তিনি হইবেন। তোমার বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা সহায় সম্বল সব কেবল তিনি হইবেন। মন প্রাণ সমুদয় তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হইবে এবং তাঁহার অনুগত দাসী হইয়া থাকিবে।"

তাপসমালা।

সম্প্রতি উপরিউক্ত পুস্তকখানি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এখানি যাঁহার লেখনীপ্রসূত সময়ে সময়ে সেই গ্রন্থকার পারস্য এবং আরবীয় ভাষায় মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর উপদেশ, সাধুজীবন, ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাহা বাঙ্গলা-ভাষায় রচনা করিয়া সাধারণকে উপহার দিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থদ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের আভাস এবং ইয়।

আমরা কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাইয়া থাকি, এ পুস্তকখানি ও তাহার অন্তর্গত; ইহা পারস্য ভাষার তেজকরতোল আওলিয়া নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত এবং অনুবাদিত। ইহাতে চতুর্দশ জন মুসলমান তপস্বীর জীবন বৃত্তান্ত আছে। তন্মধ্যে একজন তপস্বিনীর জীবনও সন্নিবিষ্ট। তাঁহার নাম বোধ হয় পাঠিকাগণের নিকট একেবারে অপরিচিত নহে। অনেকেই তপস্বিনী রাবার নাম শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। আমরা তাঁহার এবং অন্য একজনের জীবনের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তপস্বিনী রাবা বা রাবেয়ার ধর্ম্মভাব উচ্চ ছিল। তাঁহার সময়ে তত্তুল্য ধর্ম্মনিষ্ঠা তত কাহারও ছিল না। তাঁহার প্রথম জীবন কষ্টে গত হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রের কন্যা ছিলেন। পরে পিতামাতার লোকান্তর হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কোন দুর্বৃত্ত তাঁহাকে অসহায় পাইয়া একজন ধনী অথচ নিষ্ঠুর প্রকৃতি লোকের নিকট বিক্রয় করে। রাবার প্রভু তাঁহাকে স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিল। এবং সাধ্যাতীত পরিশ্রম করাইতে লাগিল ও বিষম নিগ্রহ করিতে লাগিল। একদা রাবা আর ক্লেশ এবং অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুরগৃহ হইতে পলায়ন করেন, কিছু দূর গিয়া পথে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন ভূমিতে মস্তক রাখিয়া এই প্রার্থনা করিলেন "হে পরমেশ্বর আমি পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী, বন্দিনী হইয়া আছি, হস্ত ভগ্ন হইয়া গেল; এই সকল দুরবস্থাতেও আমার শোক নাই, আমি তোমার প্রসন্নতা চাই, বল প্রভু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন কি না?" তখন তিনি এই স্বর্গীয় বাণী হৃদয় মধ্যে শুনিতে পাইলেন "বৎসে শোক করিও না, অচিরে তোমার গৌরব বর্দ্ধন হইবে, দেবগণ তোমাকে আদর করিবেন।" এইরূপে সান্ত্বনা পাইয়া তিনি প্রভুর গৃহে পুনরায় গমন করিলেন। সেই অবধি দিবস গৃহস্বামীর পরিচর্য্যা, এবং ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং উপাসনা করিয়া রজনী অতিবাহিত করিতেন। কোন রজনীতে রাবার উপাসনা শুনিতে পাইয়া গৃহস্বামীর মন ফিরিয়া গেল। এরূপ ধার্ম্মিকা নারীকে দাসীত্বে বদ্ধ রাখা যে অনুচিত তাহা সে বুঝিতে পারিল এবং তাঁহাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দিল। রাবা তদবধি কঠোর তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি অবিশ্রাম ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, আলোচনা উপাসনা সাধনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। প্রথমে কিছু কাল তিনি নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া যোগাভ্যাস করেন, পরে কোন ভজনালয়ে কিছুদিন অবস্থিত করেন। পরিশেষে মক্কা নগরে গমনপূর্ব্বক তথায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। তিনি পবিত্র চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন

করিয়া ঈশ্বর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এ সমুদয় ঘটনা বারশত বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, "একদা বসন্ত ঋতুতে রাবা এক কুটীরে স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দাসী আসিয়া বলিল আর্য্যে, বাহিরে আগমন করিয়া সৃষ্টির শোভা দেখুন।" তিনি বলিলেন "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার শোভা দেখ।"

একবার কতকগুলি লোক রাবার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পরমেশ্বরকে কিরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাক?" সে উত্তর করিল "নরকের ভয়ানক যন্ত্রণা তাহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহার পূজা করিয়া থাকি।" তিনি উক্ত প্রশ্ন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল "স্বর্গ পরম রমণীয় স্থান, তথায় অপার সুখ, সেই সুখের আকাঙ্ক্ষায়।" রাবা বলিলেন "অধম দাসেরাই ভয় বা পুরস্কারের লোভে প্রভুর সেবা করে। যদি স্বর্গ নরক না থাকিত তিনি কি পূজিত হইতেন না? প্রকৃত পক্ষে তাঁহার অর্চ্চনা অহেতুকী।"

এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ রাবার পরিধান জীর্ণবস্ত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তপস্বিনী তুমি যদি ইঙ্গিত কর, অনেক লোক আছেন যে তোমার অসচ্ছলতা দূর করিবার ইচ্ছু হইবেন।" রাবা উত্তর করিলেন "সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে কাহার নিকট কিছু চাহিতে আমার লজ্জা হয়। এই সংসার ঈশ্বরের রাজ্য, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যের নিকট আমি কিরূপে ভিক্ষা চাহিব? যাহা কিছু চাহিয়া লইতে হয় তাঁহার হস্ত হইতে লইব।"

একবার এক জন যোগী রাবার নিকট বসিয়া সংসারের গ্লানি আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাবা বলিলেন "তুমি অত্যন্ত সংসারপ্রেমিক, যদি তাহা না হইত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া অন্য প্রসঙ্গ করিতে না; যে যাহাকে ভাল বাসে সে [illegible] করিয়া থাকে।

একবার রাবা পীড়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইজন আত্মীয় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন রাবাকে বলিলেন "আর্য্যে, আপনি প্রার্থনা করুন ঈশ্বর আপনাকে আ[illegible] দিবেন।" রাবেয়া বলিলেন "তুমি কি জান না কাহার ইচ্ছায় এই রোগ হইয়াছে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কি হয় নাই?" তিনি বলিলেন "হাঁ তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে।" রাবা বলিলেন "তবে কেমন করিয়া বলিতেছ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি প্রার্থনা করি? প্রভুর ইচ্ছাকে খণ্ডন করা কি কর্ত্তব্য? আমি দাসী, দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা কি? আমি যাহা ইচ্ছা করিতেছি আমার প্রভুর ইচ্ছার বিরোধী হইলে তাহা অবৈধ"।

রাবার একটি প্রার্থনা এই—

"পরমেশ্বর, তুমি ইহলোকে যাহা কিছু আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ তাহা তোমার শত্রুকে দান কর, পরলোকের যাহা কিছু তাহা তোমার বন্ধুকে দাও। তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমি আর কিছুই চাহি না। হে ঈশ্বর, যদি নরকের ভয়ে আমি তোমার পূজা করি তাহা হইলে নরকানলে আমাকে দগ্ধ কর, যদি স্বর্গলোভে তোমার পূজা করি, আমার পক্ষে তাহা অবৈধ কর। যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমাকে পূজা করিয়া থাকি তবে উজ্জ্বলরূপে তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

এ প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল আমরা তাঁহার জীবন হইতে কতিপয় ঘটনা মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। আমরা আশা করি পাঠিকাগণের নিকট তাপসমালা আদরের বস্তু হইবে, এবং গ্রন্থকারকৃত মুসলমান ধর্ম্মপুস্তক হইতে গৃহীত অপর সকল পুস্তক সাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। সকলের বিশেষতঃ বিদ্যা এবং ধর্ম্মানুরাগী গণের উচিত এ সকল পুস্তক পাঠে গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন ও তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার দান করেন। আমরা উপরি উক্ত গ্রন্থ হইতে আর একটি সাধ্বী নারী জীবনের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি। শাহ সুজা নামক এক জন সাধু ছিলেন। তিনি রাজবংশ সম্ভূত হইয়াও অতি ধার্ম্মিক সংসারবিরাগী ও মহা পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাঁহার এক অতি ধার্ম্মিক যুবতী কন্যা ছিলেন। কের্ম্মাণ দেশের রাজা শাহের নিকট তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ জানাইলেন। শাহ বলিলেন, "তিন দিন পরে আমি ইহার উত্তর দিব।" সেই তিন দিবস তিনি মস্‌জিদে মস্‌জিদে ঘুরিয়া বেড়ান। তৃতীয় দিবস এক মস্‌জিদে এক জন যুবা ফকিরকে দেখিতে পাইলেন যে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত নমাজ পড়িতেছেন, শাহ তাঁহার নমাজ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিলেন। ফকির নমাজ শেষ করিলে শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক তুমি কি দারপরিগ্রহ করিয়াছ?" ফকির বলিলেন "না"। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "বিবাহ করিতে কি ইচ্ছা আছে?" তিনি বলিলেন "আমার ন্যায় দরিদ্রকে কে কন্যা সম্প্রদান করিবে? আমার তিনটি পয়সার অধিক সম্বল নাই।" শাহ বলিলেন "আমি স্বীয় কন্যা তোমাকে প্রদান করিব, তুমি সেই তিনটি পয়সার একটি দ্বারা রুটিকা এবং এক পয়সার শর্করা, ও এক পয়সার গন্ধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিবাহ কর।" তদনুরূপ উদ্বাহ হইল। শাহ অতুল ধন সম্পদ্‌শালী কের্ম্মাণের বাদশাকে কন্যাদান না করিয়া এক জন নিঃস্ব ফকিরকে ঈশ্বরপ্রেমিক উপাসনাশীল জানিয়া পরমাহ্লাদে স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন। সেই রজনীতেই বিবাহ হইল।

বিবাহান্তে কন্যা স্বামিগৃহে আগমন করিলেন। আসিয়াই দেখিলেন যে গৃহের এক পার্শ্বে জলপাত্রের উপর শুষ্ক রুটি স্থাপিত আছে। কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন "এই রুটি কেন?" স্বামী বলিলেন "অদ্য রজনীতে খাইবার জন্য গত কল্য রাখিয়া দিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া যুবতী অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইলেন। পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে চাহিলেন। ফকির বলিলেন "আমি তো জানিই, শাহ শুজার দুহিতা আমার দুঃখ দারিদ্রের সঙ্গে যোগ দিতে পারিবেন না।" যুবতী বলিলেন "প্রিয়তম! তোমার দরিদ্রতা দেখিয়া আমি ক্ষুণ্ণ হইয়াছি ও তজ্জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া যাইতে চাহিতেছি এরূপ নহে। তোমার ঈশ্বরনির্ভর ও বিশ্বাসের দুর্ব্বলতার জন্য শোকাকুল অন্তরে প্রস্থান করিতে উদ্যত। তুমি আজ যাহা খাইবে, তাহা গত কল্য ভাবিয়া চিন্তিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। হা! আমি আমার পিতার ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিতা। তিনি বিশ বৎসর আমাকে প্রতিপালন করিলেন, বলিয়াছিলেন যাহার বৈরাগ্য ও ঈশ্বরে নির্ভর আছে, তাহার হস্তে আমাকে অর্পণ করিবেন, এইক্ষণ এমত লোকের সঙ্গে বিবাহ দিলেন যাহার নিজের জীবিকাসম্বন্ধে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর নাই।" ইহা শুনিয়া ফকিরের চক্ষু স্থির হইল। তিনি কাতরভাবে বলিলেন "প্রিয়ে! এই পাপের কোন রূপ প্রায়শ্চিত্ত কি হইতে পারে?" সতী বলিলেন "এই গৃহে হয় এই শুষ্ক রুটিকা থাকিবে, নয় আমি থাকিব।" ফকির তৎক্ষণাৎ রুটিকা গৃহ হইতে দূর করিলেন।

ভগবানের উক্তি।

(উদ্ধৃত)

পাবে না মন্দিরে স্থান বিধানবিরোধী,
চিরশত্রু, ছদ্মবেশী অবিশ্বাসী যারা।
নিশ্বাস বীজনে তুষ দিব উড়াইয়া
চারিধারে; সযতনে করিব সঞ্চয়
শস্যকণা, শস্যাগারে, যথা কৃষিবল।
অজ্ঞানে সজ্ঞানে, শত্রু কিংবা মিত্রভাবে,
আমার বিধান পূর্ণ করিবে সকলে;
দিবে কর, রাজদ্রোহী নাহি রবে কেহ।
প্রিয় কন্যা মম সাধ্বী ভারত সম্রাট্,
ভিক্টোরিয়া, দাসীরূপে সেবিবে আমারে;–
বিজ্ঞান কৌশলে, বাহুবলে; লৌহবর্ত্ম,
বিচার মন্দির, বিদ্যালয়, সকলেই
হইবে সহায়; কেহ রবে না বিরোধী।
ভক্তিহীন ভণ্ড, কিংবা জড়বাদী জ্ঞানী
সাধিবে মঙ্গল জড় পদার্থ যেমতি;
কোথাও পাবে না বাধা নূতন বিধান।
দেবতা সহায় যার, আমি রক্ষাকারী,
মানুষে তাহার কি করিবে? নিরাপদে
থাকি মোর কোলে শিশু করিবে বিস্তার
স্বর্গরাজ্য, নানাদেশে, ইহ পরলোকে,
উড়াইয়া জয়ধ্বজা। করিব চালিত
সবাকারে, ভাল মন্দ, পাপী সাধু
না গণিব; কিন্তু অভিপ্রায় যার

মলিন কুটিল, তার ঘটিবে দুর্গতি ;
উড়ে যাবে তুষ যথা পবন নিস্বনে।
বিধান-বিশ্বাসী মোর হবে সত্যবাদী,
জিতেন্দ্রিয়, রাজভক্ত পবিত্র চরিত ;
মদ্গত প্রাণ, সাধু বিবেকী বৈরাগী ;
শুনিবে না তারা অন্য কথা, মানিবে না
প্রভু বলে ভ্রান্তচিত্ত নরে ; হয়ে বলী
করিবে দলন, মোর বলে জাতি কুল,
বুদ্ধির গরিমা, রবে একান্ত অধীন ;
নির্ভয়ে আমার পক্ষে দিবে সাক্ষ্য তারা।
জ্ঞানেতে হইবে সবে সত্য অনুরাগী,
কার্য্যদক্ষ তড়িতের সম, আগমুখ
উজ্জ্বল করিবে যোগ ধ্যানে ; ভক্তিরসে
থাকিবে ডুবিয়া। সাজাইব নিজ হাতে
স্বর্গের ভূষণে, যত আছে, বিধানবাদীরে।
সঞ্চার হইতে শিশু জননী উদরে
দেখাইল কত, দেখাইবে আরো
দৈবকার্য্য ভবিষ্যতে ; প্রকাশিয়া
নগরে নগরে সাধু যোগী। অলৌকিক
ক্রিয়া কত হবে কলিযুগে, হইয়াছে
যেমন বিদেশে, পুরাকালে। ভারতে কি
হয়নি কখন, ভূতকালে,—বর্ত্তমানে ?
ইতিহাসে পাঠ কর আমার অনুজ্ঞা,
বিধান পুরাণ দেখ চেয়ে; দীপ্যমান
চিহ্ন সব আছে প্রতি পাতে, নহে
নিরর্থক তাহা, অন্ধ ঘটনার খেলা।

বিধান ভারত।

আসামস্থ বন্ধুর পত্র।

"পরিচারিকায় অদ্ভুত বিবাহের প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। দুই একটী কথা আরও বাকী আছে। এ দেশীয় লোকে রীতি মত বিবাহ না করিয়া স্ত্রীগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সন্তানাদি হয়। ঐ স্ত্রী যত বড়ই কেন হউক না স্বামীর সহিত কলহ কি অপ্রণয় হইলে অনায়াসে অপর পুরুষকে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে তাহার জাতি ও কুল মানের অগৌরব হয় না। এমন কি এইরূপে বহুপতির আশ্রয় লয়, তাহা হইলেও কোন অখ্যাতি হয় না। আবার কতক গুলি লোক যাহারা ভদ্রসমাজভুক্ত হইয়া থাকেন তাঁহারাও অর্থলোভে আপন কন্যা কি ভগ্নীকে সাহেবদিগকে সমর্পন করিতে কুণ্ঠিত হন না। এখানকার পুরুষেরা ইচ্ছা করিলেই নূতন নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক এক জন ৪। ৫ টী পর্য্যন্ত স্ত্রী পালন করিতেছেন। আসামের অবস্থা অতি শোচনীয়।"

স্বর্ণরেণু।

সৎসঙ্গে সকলই হয়। পরশ মণির স্পর্শে লৌহ ও স্বর্ণ হয়। এক খণ্ড সামান্য মৃত্তিকা যদি কতকগুলি গোলাপ ফুলের মধ্যে থাকে তাহাও মনোহর সৌরভযুক্ত হইয়া থাকে। কুসঙ্গ সং-

ক্রামক রোগতুল্য। যে কুসঙ্গ করে তাহার চরিত্র দূষিত হয়।

তিনিই যথার্থ মহৎ যিনি নিজের মহত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। যে আপনাকে উচ্চ জানিয়া গর্ব্বিত হয় তাহার পতন হয়।

তোষামোদে প্রতারিত হয় না এমন লোক অল্পই আছে। সংসারের নিয়ম এই লোকে যথার্থ আত্মীয়তা প্রায় বুঝিতে পারে না, ও বিশ্বাস করে না। কিন্তু চাটু বাক্যে সহজে প্রতারিত হইয়া থাকে। বাহিরের আড়ম্বরশূন্য অন্তরের আত্মীয়তা প্রায় কেহ গ্রাহ্য করে না।

যে অন্যের অনিষ্ট চেষ্টা করে পরিণামে তাহার নিজেরই ক্ষতি হয়। যে কষ্ট পায় তাহার পাপ হয় না কিন্তু যে কষ্ট দেয় তাহারই পাপ হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় দেবগণ মানব অপেক্ষা কি কারণে শ্রেষ্ঠ? প্রথমতঃ তাঁহারা পাপশূন্য, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা অহংকার শূন্য, আমাদের ন্যায় পাপী জীবের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা নাই। তাঁহারা জ্ঞানী অথচ গর্ব্বশূন্য। বুদ্ধিমান্ অথচ কোমল হৃদয়।

কেহ এমন নীচ হইয়া যায় নাই যে পুনরায় ভাল হইতে পারে না, এবং কেহ এত উচ্চ হয় নাই যে তাহার ধর্ম্মপথে কখনও পদস্খলন হইবে না।

ক্রোধই নরক। শান্তিই স্বর্গ। অতএব যত শান্ত এবং স্থির হইবে ততই স্বর্গের নিকটস্থ হইবে।

সৃষ্টি ঈশ্বরের আবরণস্বরূপ। তাহার অন্তরালে তিনি লুক্কায়িত আছেন।

এই পৃথিবী আমাদের ভাণ্ডারের ন্যায়। যখন যাহা প্রয়োজন হয় ইহা হইতে লাভ হইতেছে। সমুদ্র নদী মৃত্তিকা অরণ্য সকলই আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যোগাইতেছে।

অনেক অঙ্গীকার করা এবং অনেক ওজর করা মিথ্যা কথা হইতে বড় অধিক দূরে নহে।

চাটুবাদ করা অপেক্ষা নীরব হইয়া থাকা ভাল।

মন পবিত্র না হইলে তীর্থ দর্শনে কি হইবে? মনের পবিত্রতাই তীর্থ।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

৮ম সংখ্যা] পৌষ, সন ১২৮৭। [৩ য় খণ্ড

পাকস্থলী।

শ্বাসনলী (অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ু নীত হইবার প্রণালী) কণ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত শ্বাসনলীর পশ্চাতে আর একটী নল আছে যাহার অগ্রভাগ মুখের প্রান্ত ভাগে যুক্ত। তাহা কণ্ঠ হইতে আরম্ভ হইয়া পাকস্থলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাদ্বারা আহার পানীয় সামগ্রী সকল পাকস্থলী মধ্যে নীত হইয়া থাকে। এই নল উপরিভাগে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত। যদি কোনরূপে আহার দ্রব্য শ্বাসনলী মধ্যে প্রবেশ করে এই জন্য একটি ছোট জিহ্বা তাহার অগ্রভাগে স্থাপিত। আশ্চর্য্য এই যে খাদ্য উদরস্থ করিবার সময় ঐ জিহ্বা আপনা আপনি শ্বাসনলীর মুখের উপর পড়িয়া তাহার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে, এবং আহার দ্রব্য পাকস্থলীর নলে নীত হইবামাত্র পুনরায় সেই জিহ্বা খুলিয়া যায় এবং শ্বাসনলীর দ্বার হইতে অবসৃত হইয়া নিশ্বাস বায়ুর পথ মুক্ত করিয়া দেয়। আর একটি ক্ষুদ্র জিহ্বা এ জিহ্বার প্রান্তে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে লোকে "আল্ জিহ্বা" বলে। ইহা নাসিকার প্রবেশ পথ রক্ষা করিয়া থাকে। যে রসনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কণ্ঠের আরও নিম্নদেশে স্থিত, এজন্য চক্ষুগোচর হয় না। বাম পার্শ্বে শ্বাস যন্ত্রস্থ হৃদয় নামক বিভাগের নিম্নে পাক স্থলী স্থাপিত। তিনটি আবরণে ইহা আবৃত। ইহার দুইটি দ্বার আছে। একটি ঊর্দ্ধে তাহা আহার দ্রব্যের নলের সহিত যুক্ত, অপরটি নিম্নে। পাকস্থলীর কার্য্য খাদ্য গ্রহণ করা এবং তাহার পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদনের সহায়তা করা।

যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উদরস্থ হয় তাহা পরিপাক পাইয়া নানা পরিবর্ত্তনের পর শরীরের পুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যেক অঙ্গে প্রবিষ্ট হয়। মনুষ্য-শরীর ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার অন্তর্গত কঠিন পদার্থ (অর্থা

জন্য, স্বদেশের কল্যাণের জন্য যিনি আত্মসুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন করেন তাঁহারই মহত্ত্ব, স্বর্গে তাঁহারই অধিকার। অর্থ, শারীরিক পরিশ্রম ও উপদেশ ইত্যাদি নানা উপায়ে পরসেবা করিতে পারা যায়। ২।১ টি পরসেবা ব্রতধারিণী আদর্শ রজনীয় নারী জীবন দেখিলে আমাদের নয়ন মন কৃতার্থ হয়। দুঃখের বিষয় আমরা প্রায় একজন নব্য মহিলার এরূপ উচ্চাভিলাষও পবিত্র দেব চরিত্র দেখিতে পাইনা যে পরকে সুখী করিবার জন্য নিজে সুখ ত্যাগ করিতে, অন্যের দুঃখ মোচনের জন্য নিজে দুঃখিনী হইতে প্রস্তুত আছেন। নব্য মহিলাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত তাঁহারা কি খাওয়া পরা ও সাংসারিক নিকৃষ্ট সুখ আমোদের জন্য মনুষ্য জীবন ধারণ করিতেছেন, না তাঁহাদের জীবনের কোন উচ্চতম লক্ষ্য আছে। প্রতিদিন তাঁহাদের একবার চিন্তা করা উচিত যে আমি অদ্য আমার জীবন দ্বারা স্বদেশ ও স্বজাতির কতদূর সেবা করিলাম, স্বদেশীয় দুঃখিনী ভগিনীদিগের দুঃখ মোচন জন্য কতদূর চেষ্টা করিতে পারিলাম। আর্য্যনারী সমাজের সভ্যদিগের প্রতি আমাদিগের আশা ভরসা। তাঁহারা অনেক উচ্চ উচ্চ উপদেশ লাভ ও সাধন ভজন করিতেছেন। তাঁহারা গুরুসেবা ভ্রাতৃসেবা দীনসেবা প্রভৃতি ব্রত পালন ও করিয়াছেন। আমরা অন্ততঃ দুই এক জনের চরিত্র ও জীবন সেই ভাবে সংগঠিত হইয়াছে দেখিতে বাসনা করি। যদি তাঁহাদের এক জন ও নিঃস্বার্থ ভাব ও দয়া ধর্ম্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন শত শত নারীর জীবন ভাল হইবে। নতুব বিদ্যা প্রকাশে বা মুখের বক্তৃতায় কেছুই হইবার নহে। যদি অন্য সংসারী স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও আচার ব্যবহার হয়, জীবনে উচ্চ ভাব ও বিশেষত্ব প্রকাশ না পায় আর্য্যনারী সমাজের উদ্দেশ্য বিফল। আর্য্যনারী সমাজে গার্গী মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রতধারিণী পুণ্যবতী ব্রহ্মদাসী একটীও কি দেখিতে পাইব না? আর্য্যনারী সমাজের দুই একটি মহিলা জীবনে জ্বলন্ত উপাসনা ও পরসেবার উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লোকের মনকে ধর্ম্মেতে আকর্ষণ করেন ও স্বীয় পুণ্য জীবনের প্রভায় সকলের শ্রদ্ধা ভাজন হন ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়। আমি বড় এই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া তৃণের ন্যায় বিনয়ী না হইলে তাঁহাদের দ্বারা জগতের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা নিজের উপাসনাশীলতায় চরিত্রের সদ্দৃষ্টান্তে উপাসনাবিহীন নাস্তিক স্ত্রীপুরুষের মনে বিশ্বাস ও উপাসনার ভাব উদ্দীপন করিয়া দিবেন। তাঁহারা সেই সকল ধর্ম্ম বিমুখ বিলাসী স্ত্রী পুরুষের শ্রেণী ভুক্ত হইয়া অসাত্ত্বিক ভাবে আমোদ প্রমোদ করিতে পারেন

না, ইহা তাহা তাঁহাদের মনে করা উচিত। তাঁহাদের জীবনের বড় দায়িত্ব। তাঁহাদের কথা চিন্তা ভাব কার্য্য কত দূর বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুগত হইয়াছে প্রতি দিন ভাবিয়া দেখা উচিত।

রাজ দরবার।

আমাদের এ দেশের শাসন সম্বন্ধে কি কি প্রণালী অনুসারে রাজ পুরুষগণ চলিয়া থাকেন বোধ হয় পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অনবগত। ভারতবর্ষরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধীনে রাখিবার জন্য ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন রাজদরবার তন্মধ্যে একটী নিমিত্ত উপায়। তিন বৎসর হইল দিল্লীতে এই প্রকার একটী প্রকাণ্ড দরবার হইয়াছিল। আবার সে দিন লাহোর নগরে আর একটী দরবার হইয়াছে। দরবার শব্দের অর্থ একটী প্রকাণ্ড সভা। মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি আমাদের বড় লাট সাহেব এই সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। দেশীয় সকল রাজা স্বীয় স্বীয় দেশ হইতে সভাতে উপস্থিত হয়েন। ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিলক্ষণ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী। প্রধানতম রাজাদিগের মধ্যে এই কয় জন। ১ম হাইদারাবাদের নিজাম বা নবাব। ২য় গাইকোয়ার বা বরদার মহারাজ। ৩ মাইসোরের মহারাজ। ৪ কাশ্মীরের মহারাজ। ৫ সিন্দিয়া বা গোয়ালিয়রের মহারাজ। ৬ হলকার বা ইন্দোরের মহারাজ। ৭ জয়পুরের মহারাজ। এই সাত জন ব্যতীত আরো অনেক ক্ষুদ্র রাজা আছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগের সকলেরই অধিপতি এবং প্রভু। ইংরাজ রাজপুরুষগণ মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের প্রভাব ও ক্ষমতা সংস্থাপন করিবার জন্য এক একটী দরবার করিয়া থাকেন। দরবারের জন্য বিশেষ স্থান ও দিন স্থির করিয়া রাজাদিগের নিকট পত্র প্রেরিত হয়। নানা উদ্যোগ হইতে থাকে। শত শত তাম্বু আসিয়া পড়ে। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা আসিয়া যুটে। রাজগণ হস্তী, অশ্ব, রথ, অসংখ্য লোক জন সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। এক এক জন রাজা শতাধিক শিবির সংস্থাপন করিয়া নানা বর্ণের পতাকা উড্ডীন করিয়া, নানাপ্রকার আলোকের বন্দবস্ত করিয়া, নগরের এক এক দিক্ অধিকার করেন। তাম্বুর ভিতর বাজার বসে, তাম্বুর ভিতর পাক হয়, তাম্বুর ভিতর শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, উদ্যান, রাজপথ, তাম্বুর ভিতর গাড়ী, ঘোড়া, হস্তী, পাল্কী, কামান, বন্দুক, ফৌজ; তাম্বুর দ্বারা যেন ঠিক একটী নূতন পৃথিবী রচিত হয়। তার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে লাট সাহেব গবর্ণর জেনেরেল

আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সকল রাজা দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সমভিব্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন। অতঃপর সকলে নিজ নিজ হস্তীতে আরোহণ করেন। হস্তীর শ্রেণী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য খচিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া ঘণ্টা ও নূপুরের শব্দ করিতে করিতে ধীর গমনে চলিতে থাকে। সহস্র সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য পতাকা শোভিত বর্শা হস্ত করিয়া সদর্পে তুরঙ্গপদাঘাতে ভূমিকে কম্পিত করিয়া অগ্রে পশ্চাতে গমন করে। চক্রের উপর সংস্থাপিতপ্রকাণ্ড ২ তোপ বহু অশ্ব দ্বারা বাহিত হইয়া চলে। বাদ্য বাজে তুরী ভেরীর শব্দ হয়। তন্মধ্যে লাট সাহেব বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সকলের সেলাম লইতে লইতে সকলকে সেলাম করিতে করিতে চলিয়া যান। তাঁহার মস্তকের উপর রাজছত্র, তাঁহার চারি দিকে রাজগণ, তখনকার জন্য তিনিই ভারতবর্ষের সম্রাট। এইরূপে তো নগর প্রবেশ হয়। তার পর নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতে থাকে। পরিশেষে আসল দরবারের দিন উপস্থিত হয়। এই মহা সভায় কি কি হইয়া থাকে এখন আমরা তাহার বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই। দরবার প্রায়ই প্রকাণ্ড তাম্বুর নিম্নে হইয়া থাকে। গত লাহোরের দরবারে প্রায় দেড় সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। প্রথমতঃ নিমন্ত্রিত লোক (নিমন্ত্রণ না হইলে কেহ দরবারে যাইতে পায় না।) একে একে আসিতে আরম্ভ করেন। তার পর রাজগণ বহুমূল্য পরিচ্ছদে শোভিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়েন। এবং সর্ব্বশেষে তোপের ভয়ঙ্কর শব্দের মধ্যে বাদ্যের লহরীর ভিতরে লাট সাহেব নিজে আসিয়া উপস্থিত হন। সভা মণ্ডপের মধ্যস্থলে উচ্চ ভূমিতে ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধির জন্য স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। নিম্ন ভূমিতে তাঁহার দক্ষিণ দিকে রাজগণের জন্য সাল ও কিংখাব মণ্ডিত চেয়ার শ্রেণীবদ্ধ সন্নিবিষ্ট। তাঁহার বাম দিকে ইংরাজ রাজপুরুষদের জন্যও চেয়ার নির্দ্দিষ্ট থাকে। রাজা-দিগের মধ্যে, যাঁহার মর্য্যাদা যেমন তদনুসারে তিনি লাট সাহেবের নিকটে কিম্বা দূরে উপবিষ্ট হয়েন। বড় সাহেব আসন গ্রহণ করিলে রাজাদিগের মধ্যে প্রতিজন তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া সেলাম করেন ও "নজর" অর্পণ করেন। কেহ দশ মোহর কেহ পাঁচ মোহর, যাঁহার যাহা দেয় তিনি রুমালের উপর সংরক্ষণ পূর্ব্বক লাট সাহেবের সম্মুখে লইয়া যান। লাট সাহেব তাহা স্পর্শ করেন, কিন্তু গ্রহণ করেন না। ইহারি নাম "নজর" দেওয়া। কর্ম্মাধ্যক্ষগণ প্রত্যেক নজর দাতার নাম ধাম পাঠ করেন। ইহা শেষ হইয়া গেলে ভারতেশ্বরীর নামে

রাজাদিগকে "খিলাত" বা সম্ভ্রমসূচক সামগ্রী দান করা হয়। কাহারো জন্য পঞ্চাশ পাত্র কাহারো জন্য চল্লিশ পাত্র পূর্ণ দান দরবারের মধ্যে সংরক্ষিত হয়। বিগত দরবারে কেবল কাশ্মীরের মহারাজের জন্য ৪১,০০০ টাকার মূল্যের দ্রব্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। সাল, রুমাল, কিংখাব, মণি মাণিক্যাদি জড়িত অলঙ্কার তরবারি প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়া থাকে। লাহোর দরবারে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশজন রাজা ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে এক লক্ষ একান্ন হাজার টাকা মূল্যের "খিলাৎ" দেওয়া হইয়াছিল। রাজাদিগকে এই সমস্ত সামগ্রী দান করা শেষ হইলে অপরাপর লোক যাঁহারা কোন বিশেষ গুণের নিমিত্ত রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকার পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। কাহারও গলায় কণ্ঠী বাঁধিয়া দেওয়া হয়, কাহারও স্কন্ধে সাচ্চা ওড়না ঝুলাইয়া দেওয়া হয়; কাহারও হস্তে বহুমূল্য তরবারি অর্পণ করা হয়। এই প্রকারে সকলেই নিজ নিজ পদ মর্য্যাদা অনুসারে সম্মানিত হন। এইরূপে কার্য্য শেষ হইলে লাট সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করেন। দেশের উন্নতি ও কল্যাণ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন। উপস্থিত রাজাদিগকে প্রজা পালন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। দেশীয় লোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে কিং কর্ত্তব্য তাহা প্রকাশ করেন। অন্যান্য বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, রুচি ইত্যাদি ব্যক্ত করেন। বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি পুনরায় আসন গ্রহণ করেন। পরিশেষে উপস্থিত রাজমণ্ডলীকে ও অন্যান্য লোকদিগকে আতর ও পান পরিবেশন করা হয়, এবং মহাসভা ভঙ্গ হয়। আবার তোপ ছুটিতে থাকে, আবার গম্ভীর শব্দে রণবাদ্য বাজিতে থাকে, অশ্বগণ মহাধ্বনি করিতে থাকে, এবং এই সমস্ত আড়ম্বরের মধ্যে ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি নিজ শকটে আরোহণ করেন, আর ভূপতি বর্গ স্বীয় রথে প্রবেশ করেন, এবং পরিশ্রান্ত পরিচারিকার লেখক মহাশয় রৌদ্র ও ধূলি মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র যান অবলম্বন করিয়া বাসস্থানে প্রত্যাগমন করেন। দরবার শেষ হইয়া যায়।

দেশভ্রমণ—লোড়ী বন্দর।

সিন্ধুনদের ন্যায় নদী ভারতবর্ষে আর কোথায়? পঞ্জাবের পঞ্চনদীকে গণ্ডূষ করিয়া, পাহাড় কাটিয়া, মরু ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়া, হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমা রূপে সিন্ধু বহমান রহিয়াছেন। সিন্ধু নদের নামে আমাদিগের দেশের নাম হিন্দুস্থান। পুরাতন পারস্যগণ সিন্ধুর পূর্ব্বতননিবাসী লোকদিগকে হিন্দু কহিত, অদ্যাবধি প্রবাদ আছে যে সিন্ধুকে অতিক্রম করিলে আর হিন্দুর হিন্দু-

য়ানীরক্ষা পায় না, সেই সিন্ধুকূলে আমি অবস্থিতি করিতেছি। যেখানে আসিয়াছি সে স্থানের নাম রোড়ী। ইহা নদের পূর্ব্বকূলে স্থিত। নদের অপর পারে সকর নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান। এ সমস্ত প্রদেশ বালুকাময়। সিন্ধুর প্লাবনে বহুক্রোশ অবধি প্রতি বৎসর জলমগ্ন হয়। এবং এই জলমগ্ন ভূমিতে শস্যাদি জন্মে। তদ্ব্যতীত আর সকল দিক্ শুভ্রবর্ণ বালুকাতে ধূ ধূ করিতেছে। তৃণ নাই, বৃক্ষ নাই। বৃক্ষের মধ্যে কেবল খর্জ্জুর বৃক্ষ। খর্জ্জুরের অরণ্য এইখানে আমার সম্মুখে নদী তট অবধি প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে; আমার পশ্চাদ্ভাগে তৃণহীন মরুভূমি, বৃক্ষশূন্য ঘুটীম চূর্ণের পাহাড় আকাশকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। রোড়ী অতি পুরাতন স্থান। আকবর সা যখন ভারতাধিপতি ছিলেন, তখন যে সকল মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল এখনও তাহা নয়ন গোচর হয়। পূর্ব্বে সিন্ধু দেশ ইংরাজদিগের অধিকৃত ছিল না। ইহার উত্তরে পশ্চিমে বেলুচীস্থান, ইহার দক্ষিণে ও পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ। চল্লিশ বৎসরের অধিক হয় নাই এই দেশ ইংরাজ অধিকার করিয়াছে, সুতরাং এখানকার আচার ব্যবহার মুসলমান দিগের ন্যায়। হিন্দুদিগের আকার দেখিলে মুসলমান বলিয়া বোধ হয়। হিন্দু মহিলাগণ পায়জামা, কোরতা পরিধান করিয়া থাকেন, মদ্য পানে সুপটু, এবং দুই বেলা পোলাও কোফ্তা আহার করেন। এখানে উষ্ট্র আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে হয়, সুতরাং আমিও সেই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি। উষ্ট্র আন্দাজ দুই তালা উচ্চ হইবে, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে হইলে তাহাকে জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে অনুরোধ করিতে হয়, পরে কার্য্যে সে সমস্ত হইলে কোনমতে হাঁচড পেচড় করিয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশে চড়িতে হয়। তবে কি না উপবেশন কার্য্যে উষ্ট্র সহসা সম্মত হয় না। এ বিষয় অনুরোধ করিলে সে প্রথমে চক্ষু মুদ্রিত করে, ত'র পর গম্ভীর মুখ ব্যাদান করিয়া দুই পাটি সুদীর্ঘ দন্ত প্রদর্শন করে,; দীর্ঘ কণ্ঠ লম্বীকৃত করে, ফেন উদ্গার করিতে২ নানা জাতীয় বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করে, তার পর ক্রমে২ ভূমির উপর জানু পাতিয়া বসে। সে সময় লোহার রেকাবে পা দিয়া তাহার পৃষ্ঠে উঠিতে হয়। সে ক্রমে২ ঊর্দ্ধে উত্থান করিতে থাকে; প্রথমে সম্মুখ ভাগ আকাশ মার্গে উত্থিত হয়, তার পর পশ্চাদ্ভাগ, যখন চলিতে থাকে মনে হয় বুঝি আরোহীর সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থানভ্রষ্ট হইল। কিন্তু কিঞ্চিৎ অভ্যাসে ইহাতে এক প্রকার আমোদ জন্মে এবং এতাদৃশ অঙ্গ চালনার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। সিন্ধুনদের মধ্যে২ প্রকাণ্ড দ্বীপ আছে। রোড়ী বন্দরের সম্মুখে কতকগুলি দ্বীপ দৃষ্ট

হয় ...র নাম বক্কর। আর একটীর নাম সাতবেলা। বক্কর দ্বীপ ঠিক নদের অন্য স্থলে, মুসলমান দিগের রাজ্যকালাবধি বক্কর দ্বীপে একটী প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মিত আছে। কিন্তু নদীর জল যখন ভাদ্র মাসে তাল বৃক্ষ সদৃশ বর্দ্ধিত ও স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিকের প্রান্তরকে প্লাবিত করে, তখন এই উক্ত বক্কর দুর্গ নদের বক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, এবং দ্বীপের ভূমিকে জল স্পর্শ করিতে পারেনা। জলপথে, নিম্ন ভূমিপথে বহু দূর পর্য্যন্ত কোন শত্রুও এই দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। সাতবেলা নামক যে দ্বিতীয় দ্বীপের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার উপর অনেক ফকির ও সন্ন্যাসীর নিবাস। সন্ন্যাসীরা সকলেই গুরু নানকের প্রতিষ্ঠিত শিক ধর্ম্মাবলম্বী। প্রায় শতাধিক ফকির এখানে বাস করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান। তিনি "কত্তার" নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। মাসে তাঁহার সহস্রাধিক টাকা আয়, এবং তদনুসারে তিনি ব্যয় ও করিয়া থাকেন। এখানে আগন্তুক ফকির মাত্রেরই সমাদর হয়, যে আসে সেই আহার আচ্ছাদন পায়। প্রত্যেক জন ফকিরের নিয়মিত কার্য্য আছে। কেহ শাস্ত্র পাঠ করেন, কেহ স্থান পরিষ্কার করেন, কেহ কাষ্ঠ সংগ্রহ করেন, কেহ বন্দনাদি করেন, কেহ কথকতা করেন। সাতবেলা দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে ফকির দিগের হস্তগত। এতদ্ব্যতীত আর একটী দ্বীপ আছে তাহার নাম সত্যাস্কু। এস্থানে অনেক গুলি পুরাতন কবর নয়নগোচর হয়। নদগর্ভ হইতে একটী পাহাড় উত্থিত হইয়াছে, তাহার উপর এই সমস্ত সমাধি। তথায় উত্থান করিতে হইলে একটী গুহার পার্শ্বভূমি দিয়া যাইতে হয়। গুহার মুখে দ্বার, তাহা বন্ধ। ইহার মধ্যে সাতজন শুদ্ধ চরিত্রা কুমারীর মৃত দেহ নিহিত আছে। এই জন্য এদ্বীপের নাম সত্যাস্কু, অর্থাৎ সতী দিগের সমাধি ভূমি, এই সপ্ত কুমারী মুসলমান বংশীয় ছিলেন, পুরুষদিগের সম্মুখে কখন বাহির হইতেন না, এই কারণে গুহার মধ্যে তাঁহাদিগকে গোর দেওয়া হইয়াছে, এবং গুহার মুখে দ্বার সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের সমাধি স্থানে কোন পুরুষ যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন না। রোড়ীতে একটী প্রকাণ্ড মসজিদ আছে। শ্রবণ করা গেল সেখানে মহাত্মা মহম্মদের দাড়ির একটী কেশ মহা সম্ভ্রমে রক্ষিত। উপস্থিত হইয়া উক্ত কেশ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র অনেক গুলি মুসলমান ব্যস্ত হইয়া আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেল। সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একটী ঘরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সে ঘরের দ্বার দেশে অনেক ফুলের মালা ঝুলিতেছে। কেশ মহাশয় সেই প্রকোষ্ঠে বিরাজ করেন।

ঘরের সম্মুখভাগে একখানি খাট পাতা রহিয়াছে। উপস্থিত মুসলমান শীঘ্র তদুপরি বিছানা করিল। সকলে কোরাণ হইতে বয়েত্ উচ্চারণ করিতে লাগিল। কেহ চক্ষে হস্ত দিল, কেহ কর্ণে হস্ত দিল, এবং এই সকল আড়ম্বরের মধ্যে একটী পোটলী আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাকলরবে এই পোটলী খাটের উপর রক্ষিত হইল। মুসলমানেরা আরবী ফারসী নানা ভাষায় স্তব করিতে লাগিল। এবং তন্মধ্যে একজন ক্রমাগত পোটলীর আবরণ খুলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে প্রায় চতুর্দ্দশ খানি নানা বর্ণের আবরণ মুক্ত হইল। তার পর একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত আধার নয়নগোচর হইল। এই আধার চুনি পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরখচিত। তার ভিতর আবার আর একটী মণি মাণিক্য খচিত স্বর্ণ আধার। ইহার অগ্রভাগে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র, সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটী শুভ্র বর্ণ কেশের এক অংশ নয়ন গোচর হয়। ইহা বাহিরে আনিবা মাত্র মুসলমানগণ নানা ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করিতে, এবং আরো উচ্চৈঃস্বরে আরবী ফারসী পড়িতে লাগিল। ইহার নিকট হস্ত লইয়া গিয়া সেই হস্ত আপনাদিগের চক্ষে বুলাইল, আমাদিগের চক্ষে বুলাইতে আসিল। আবার মহাকলরবে আবরণ সকল বদ্ধ করিয়া ফেলিল। আমরা মৃত ব্যক্তির উপর এই প্রকার মহামান্যের চিহ্ন দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

রোড়ী বন্দরের অপর পারে সক্কর নগর। এই নগর সম্প্রতি রচিত হইয়াছে। ইহা দেখিতে সুন্দর ও পরিষ্কার। সক্কর এবং রোড়ী উভয় স্থানেই পথ অত্যন্ত বন্ধুর, স্থানে২ পর্ব্বত কাটিয়া পথ রচিত হইয়াছে। সিন্ধুনদীর জল পড়িলে ইহা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং ইহার শব্দ বহুদূর অবধি শ্রবণ করা যায়।

স্ত্রীলোকের অদ্ভুত ক্রিয়া।

গত বৎসর আমরা উইল্‌সন সাহেবের আশ্চর্য্য ঘোড়ার নৃত্যের বিবরণ পাঠিকা দিগকে উপহার দিয়াছি। কয়েক সপ্তাহ হইল ইটালি দেশীয় চিরণী সাহেবের দল নানা দেশীয় সুদৃশ্য সুনিপুণ ঘোড়া সকল, তিনটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র, দুইটি সুন্দর জিব্রা ও কাঙ্গারু এবং ভয়ানক দৃশ্য প্রকাণ্ড ভাইসন জন্তু ও নানা জাতীয় ক্রীড়াশীল কুকুর ও বানর সহ উপনীত হইয়া গড়ের মাঠে আশ্চর্য্য ক্রীড়া প্রদর্শন করিতেছেন। বড় বড় বাঘের সঙ্গে মনুষ্যের খেলা জিব্রা ও ভীষণকায় ভাইসন ইত্যাতি নূতন জন্তুর ক্রীড়া দেখিতে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একদিন আমরা রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হই। ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ক্রীড়া অপেক্ষা ২।১ টি স্ত্রীলোকের ক্রিয়া

আমাদের নিকটে অধিক অদ্ভুত বোধ হইল। পরিচারিকার পাঠিকা দিগকে তদ্বৃত্তান্ত উপহার দেওয়া যাইতেছে। অশ্বক্রীড়ার পরে রঙ্গভূমিতে লৌহবৎ দৃঢ়কায় মুক্তকেশী বজ্রদশনা এক যুবতী আসিয়া উপস্থিত হন তিনি প্রায় অর্দ্ধমন পরিমিত লৌহময় গ্যাম্বল নামক মুদ্গার দুই হস্তে দুইটি এবং একখানা চেয়ার দন্ত যোগে শূন্যে ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে ক্রীড়া করিলেন। তৎপর একটি পিত্তলময় কামান দশনবলে শূন্যে উঠাইলেন, সেই অবস্থায় তাহাকে অগ্নি সংস্পর্শ করা হইল, ভয়ানক শব্দ হইয়া গেল। শ্রুত হইল সেই কামানটি ওজনে দুই মন। তদনন্তর একটি জলপূর্ণ প্রকাণ্ড পিপে কামড় দিয়া শূন্যে তুলিলেন। কতক জল নিঃসারণ করিলে পর দুই জন লোকে বহন করিয়া সেই পিপে লইয়া যায়। এ কেমন স্ত্রীলোক, পাঠিকা! ইহাকে কি আপনি কোমলাঙ্গী অবলা বলিবেন, না অসুরমর্দ্দিনী বজ্রদন্তা দানবী বলিবেন। আমরা স্ত্রীলোক দূরে থাকুক পুরুষের ও এরূপ বিক্রম কখন দেখি নাই। আর একটি নবযুবতী রঙ্গভূমিতে উপনীত হইয়া ধাবমান অশ্বের পৃষ্ঠে দণ্ডামান হইলেন। তিনি তদবস্থায় এক যোগে উভয় হস্তে পাঁচ ছয়টি করিয়া গোলা, পাঁচ ছয়টা বড় বড় ছুরি, পাচ ছয়টা বড় বড় পিত্তলের কড়া ক্ষিপ্র হস্তে শূন্যে লুফিলেন। তদ্রূপ ঘোড়া দৌড়াইয়া কাটির উপর দুই হাতে দুইটি রেকাব এবং দাঁতে দুই তিনটি রেকাব একযোগে ঘুরাইলেন। এই সকল ক্রীড়া করিতে করিতে কখন কখন লম্ফদানে সম্মুখে শূন্যে বিস্তৃত একখানা বস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া অবলীলাক্রমে সেই ধাবমান অশ্ব পৃষ্ঠে পূর্ব্ববৎ সোজা ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সার্কেসে এইরূপ অনেক অদ্ভুত ক্রিয়া স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে।

ননীর বিমাতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চন্দ্রবাবু ননীকে গৃহ হইতে উক্তরূপ পরুষভাবে বিদায় করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার মনে তজ্জন্য ক্ষোভ জন্মিতে লাগিল। তিনি স্বভাবতঃ স্নেহহীন বা কঠোরপ্রকৃতি ছিলেন না। বিশেষতঃ মাতৃহীন শিশুর প্রতি ইহার পূর্ব্বে কখন ও এরূপ ব্যবহার করেন নাই। এখন তজ্জন্য তাঁহার চিত্ত অনুতপ্ত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি অন্যমনস্কভাবে ভবনস্থ আর একটি ঘরে গমন করিলেন। ইহা পুর্ব্বে তাঁহার মৃত পত্নীর বসিবার ঘর ছিল। এখন নব পত্নীর সমাদরার্থ নূতন সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে। চন্দ্রবাবু টেবিলের নিকট বসিয়া পাঠের ইচ্ছায় একখানি পুস্তক উদ্ঘাটিত করিলেন। পুস্তক খানি তাঁহার মৃত পত্নীর, কোন সময়ে তিনি উপহার দিয়াছিলেন। ভৃত্যগণ

ভ্রমক্রমে তাহা অপসারিত করে নাই। পুস্তক খানি মুক্ত করিবামাত্র এক খণ্ড লিখিত কাগজ তন্মধ্য হইতে ভুমিতে পতিত হইল। চন্দ্রবাবু সেখানি তুলিয়া লইলেন, দেখিলেন ননীর মাতার হস্তাক্ষরে লিখিত। তিনি তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল "জীবন চিরস্থায়ী নহে। ইহার সুখ দুঃখ আশা, ভালবাসা লইয়া ভুলিয়া আছি, কিন্তু কে জানে কোন্ দিন মৃত্যু আসিয়া এ সমুদয় স্বপ্ন শেস করিয়া দিবে? কে জানে প্রাণ সম প্রিয় গণের নিকট বিদায় লইয়া কবে ইহলোকে হইতে প্রস্থান করিতে হইবে। মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই ভাবিয়া প্রাণে খেদ হয় যে চক্ষুর অন্তরাল হইলে আমার ভালবাসা আত্মীয় গণের মন হইতে অন্তর্হিত হইবে। দুঃখ হয় যে তাঁহাদের হৃদয়ে আমি যে স্নেহ অধিকার করিয়া আছি, তাহা আর একজনকে প্রদত্ত হইবে। হয়ত আমার স্থান আর একজন লইবে, আমার গৃহ আর এক জনের হইবে, আমার স্মৃতি অনাদৃত হইবে, আমার নাম আত্মীয়গণ বিস্মৃত হইবেন। পৃথিবীর সব যেমন অস্থায়ী ভালবাসাও কি তেমনি? এই মনে হইয়া প্রাণ কাঁদে। তবে কি জীবনের সকলই স্বপ্ন? আশা ভালবাসা, সুখ আনন্দ সকলই কি দুদিনের? চিরদিনের সম্বন্ধ কি কাহারও সহিত নাই? চিরকাল কেহ কি "আমার বলিবার থাকিবেন না? সুমিষ্ট স্বপ্নের ন্যায় জীবন কাটিয়া যাইতেছে, কে জানে এ স্বপ্ন কবে ফুরাইবে।" চন্দ্রবাবু একবার, দুইবার, বহুবার অনন্যমনে পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল; কিন্তু এ ভাবের সহিত ও ননীর ক্ষুদ্র মুর্ত্তি জড়িত। তাঁহার স্নেহময়ী পত্নী চিহ্নস্বরূপ একটি সুকুমার শিশু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে তিনি এরূপে অনাদর এবং কর্কশব্যবহার করিয়াছেন। তাহার মৃত মাতার মুর্ত্তি স্মৃতি পথে উদিত হইয়া যেন তাঁহাকে অনুযোগ করিতে লাগিল। তিনি বার বার আপনাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রি তাঁহার ভাল নিদ্রা হইল না। তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, ননীর মাতা যেন ননীকে ক্রোড়ে লইয়া আসিয়া বলিতেছেন "আমার ননীকে তুমি কি এমন করিয়া রক্ষা করিতেছ"? পর দিন প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি ননীর শয়ন ঘরে গমন করিলেন। ঘরের নিকটস্থ হইয়া ননী এবং তাঁহার নব পত্নীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া গৃহে প্রবেশ না করিয়া অন্তরাল হইতে তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন, এবং দেখিলেন যে ননী তাহার খেলনা গুলি লইয়া বসিয়া আছে। তাহার বিমাতা সস্নেহ বাক্যে বলিতেছেন "ননী তুমি আমাকে

কাছে কেন এলেনা। আমায় কেন মা বলিবে না? আমি তোমায় কত ভালবাসি।" ননী তাঁহার দিকে অৰ্দ্ধ সংশয় অথচ অৰ্দ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিতেছে "তুমি আমার খেলনা কেড়ে নেবে না?"

বিমাতা। না ননী।

ন। একটি ও নেবে না?

বি। না। আমি তোমায় আরও কত খেলনা দেব।

ন। তুমি আমায় বাবার কোলে বসিতে দেবে? অনেকক্ষণ বস্‌তে দেবে? বাবাকে অনেক ভালবাস্‌তে দেবে?

বি। চাঁদ আমার, কেন দেব না?

ন। আচ্ছা তবে আমি তোমাকে মা বলিব। এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। ননীর বিমাতা সুশীলা এবং সরলস্বভাবা। তিনি আদর করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং নানা রূপ কোমল বচনে শিশুর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবু অন্তরাল হইতে এই সকল দেখিলেন। এই ঘটনা তাঁহার মনে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর এক মাত্র সন্তান আজ কি না একজন নবাগতার নিকট এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে যে "আমায় বাবার কোলে বসিতে দিবে, তাঁকে অনেক ভালবাসিতে দিবে?" আর তিনি পিতা হইয়া ননীর প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিলেন, কিন্তু তাঁহার নব পত্নী বিমাতা হইয়াও এরূপ মধুর ব্যবহারে তাহাকে বশীভূত করিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ না করিয়া ফিরিয়া গেলেন। তদবধি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ভবিষ্যতে কখনও পূর্ব্ব পত্নীর আদরের সন্তান ননীকে অনাদর করিবেন না। সৌভাগ্যক্রমে ননীর বিমাতা এই বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিলেন। তিনি আপন সন্তানের ন্যায় ননীকে পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই ইচ্ছা এবং যত্নে ননীর মাতার চিত্র পূর্ব্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি চন্দ্রবাবুকে বলিলেন "ননীর মাতার প্রসন্ন চিত্রখানি দেখিলে আমি তাঁহার মাতৃহীন পুত্রের প্রতি আমার কর্ত্তব্য আর ও ভাল করিয়া করিতে পারিব। গৃহ এক সময়ে তাঁহারই ছিল, কেন তিনি এখন এখনকার উৎকৃষ্ট স্থানে স্থান পাইবেন না" চন্দ্রবাবু লজ্জিত হইয়া পত্নীর অনুরোধানুসারে কার্য্য করিলেন।

ননীর বিমাতা আর এখন তাহার নিকট "সৎমা" নহে। কিন্তু যথার্থই তাহার "মা"।

বৃহৎ মেলা।

এদেশে যত মেলা আছে সকল অপেক্ষা বৃহৎ শোনপুরের মেলা। এদেশের সমুদায় প্রসিদ্ধ মেলারই ধর্ম্মের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ। বিশেষ তীর্থস্থান ও পর্ব্বাহ উপলক্ষেই বড় বড় মেলা

হইয়া থাকে। শোণপুরের বিখ্যাত বৃহৎ মেলা প্রতি বৎসর শোণপুর নামক স্থানে গণ্ডক ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থলে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে হয়। গত পাঁচই অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা স্নানযোগে উক্ত মেলা হইয়া গিয়াছে। এই বৃহৎ মেলা কত কাল যাবৎ হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানা নাই। পরিচারিকার পাঠিকারা অন্তঃপুরবাসিনী, তাঁহারা প্রায় কেহই বৃহৎ মেলা দর্শন করেন নাই, তদ্বিবরণ অবগত হইতে অনেকেরই হয়তো কৌতূহল আছে। অতএব আমরা শোণপুরের মেলার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছি।

শোণপুরের মেলার অপর নাম হরিহর ছত্রের মেলা। হরিহর ছত্র নামক বিগ্রহ গণ্ডক ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিগ্রহের নামানুসারে মেলার ও নাম হইয়াছে। শোণপুর পাটনা নগরের প্রায় তিন ক্রোশ দূরে ভাগিরথীর পূর্ব্ব পারে ছাপরা জিলার অন্তর্গত। এই মেলা উপলক্ষে বেহার প্রদেশের সমুদায় জিলার গবর্ণমেণ্ট বিচারালয়াদি দশ দিনের জন্য বন্ধ থাকে। নানা জিলার কমিশানর জজ মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর প্রভৃতি রাজপুরুষগণও অনেক বড় বড় রাজা জমিদার মেলা স্থলে যাইয়া আটদশ দিন আমোদে প্রমোদে যাপন করেন। নাচ, ঘোড় দৌড় ও নানা প্রকার ক্রীড়া গান বাদ্যে সকলে মত্ত থাকেন। সাহেব ও রাজা জমিদার ও সওদাগরদিগের হাজার হাজার তাম্বুতে মেলা স্থানটি একটি তাম্বুর সহর বলিয়া বোধ হয়। অনেক দূর স্থান ব্যাপিয়া রাজাদিগের বড় বড় ক্যাম্প সকল স্থাপিত হইয়া থাকে। ২।৩ তিন জিলার ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সদলে মেলার শান্তি রক্ষা করেন। মেলা স্থলের প্রশস্ত রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়া হাতী দিবা রাত্রি চলিতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক বেচা কিনায় মত্ত, মহা ব্যাপার। মানুষ গরু গাড়ী ঘোড়া পার করিবার জন্য দেড়শত বড় বড় পারের নৌকা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই তিন খানা জাহাজ ১৫। ২০ দিন দিবা রাত্রি নিযুক্ত থাকে পূর্ণিমা দিন যে কত লোক স্নান করে তাহার সংখ্যা করা যায় না। তাহা দেখিলে হৃদয় প্রশস্ত হয়। সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী রামওয়াত উপস্থিত হইয়া থাকে। এই মেলাতে পাওয়া যায়না, এমত জিনিষ প্রায় নাই এক দিকে গাড়ী বগ্‌গী পাল্কী প্রভৃতি ও নানা প্রকার কাঠের জিনিসের বাজার বসিয়াছে, এক দিকে ঝাড় লণ্ঠন ফানুসের দোকান ও মনিহারীর দোকান সকল শ্রেণীবদ্ধ, এক দিকে কাপড়ের দোকানের শ্রেণী, একদিকে পাথরের দোকান ও কাঁসা পিত্তলের দোকান সকল স্থাপিত। ময়রার দোকান আটা ডাল চালের দোকানের অন্ত নাই। একদিকে দেখ তাম্বুর বাজার, বিক্রয়ের জন্য ছোট বড়

নানা আকারের শত শত তাম্বু খাটান রহিয়াছে। পশু পক্ষী যে কত বিক্রয় হয় তাহা গণনা করা যায়না। লক্ষাবধি গরুর আমদানি হয়, নানা দেশীয় উত্তম উত্তম ঘোড়া হাজার হাজার বিক্রী হয়। এক স্থানে যাইয়া দেখ কেবল উট, সেখানে উট্রের বাজার বসিয়াছে। অন্য স্থানে যাইয়া দেখ হাজার দে; হাজার হস্তী বিক্রয়ের জন্য বাঁধা রহিয়াছে। চিরিয়া বাজারে হীরামন মুরী কাকাতুয়া ময়ূর পায়রা হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী বিক্রী হয়। এই মেলায় নানা দেশের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এই মেলা দেখিলে মন খুলিয়া যায়। এই বিস্তীর্ণ মেলার অধিকাংশ স্থান বৃক্ষাচ্ছাদিত।

আলস্য।

জীবনকে ভয়াবহ করিবার পক্ষে আলস্য যেমন প্রধান সহায় এমন আর কিছুই নয়। যে মনে করে তাহার "কিছু করিবার নাই" সে অতি দুর্ভাগ্য। কারণ দিন কাটান তাহার নিকট যেমন কষ্টকর এমন আর কাহারও নিকট নহে। সকলেই অবগত আছেন হস্তে কার্য্য না থাকিলে দিন দীর্ঘ বোধ হয়, এবং কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে সময় কত শীঘ্র শীঘ্র কাটিয়া। যাহার কাজ করিবার আছে তাহার সময় কাটাইবার নিমিত্ত অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না। আলস্যের অনেক দোষ। প্রথমতঃ তাহা মনের এবং শরীরের উৎসাহ তেজ এবং ব্যগ্রতা কাড়িয়া লয়। দ্বিতীয়তঃ মন নিষ্কর্ম্মা এবং নিশ্চিন্ত থাকে বলিয়া নানা রূপ কুচিন্তা মনোমধ্যে উদয় হইতে পারে। তৃতীয়তঃ আলস্যের অভ্যাস বদ্ধমূল হইলে আর কোন বিষয়ে মনোযোগ থাকে না, ক্রমে এমনি জড়তা আসিয়া মনকে অধিকার করে যে কিছুতে মনঃসংযোগ করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং আলস্য অভ্যাসের বশীভূত হইলে লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন "অলসচিত্ত ব্যক্তির মনে শয়তান আসিয়া উঁকিদেয়।" তাহার অর্থ এই যে কিছু করিবার না থাকিলে কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয় এবং মনে নানা রূপ কুচিন্তার উদ্রেক করিয়া দেয়, ও অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে পাপ আসিয়া মনকে অধিকার করে। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "পাপ যে বিকটাকার ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে বিভীষিকা দেখাইয়া আক্রমণ করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু তোমার মন যখন আরামে এবং আলস্যে ও স্বপ্ননিদ্রায় অভিভূত থাকিবে এবং তুমি অসতর্ক অবস্থায় থাকিবে তখনই মৃদুভাবে ও সুখপ্রদ ভাবে পাপ তোমার চিত্তমধ্যে প্রবেশ করিবে।"

আজ কাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়া আরম্ভ হইয়াছে। কার্পেট বোনাও বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। যিনি সামান্যদরের লেখা পড়া শিখিয়াছেন তিনি দুই চারি পাতা নাটক নভেল উল্টাইয়া আর এক আধটু কার্পেট বুনিয়া দিন কাটান। আর যিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চদরের শিক্ষা পাইয়াছেন হয়ত মন লাগিলে দুই এক খানি উপকারী পুস্তক কখনও পাঠ করেন, কিন্তু রুচি এবং প্রবৃত্তি নভেল ইত্যাদির দিকে। ইহাতে লেখা পড়া শিক্ষায় বিপরীত ফল দাঁড়ায়। আজ কালের সময়ে ঘরের গৃহিণীগণ ও যে সকলে গৃহ কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগী তাহা বোধ হয় না। সন্তান পালন ইত্যাদির ভার অধিকাংশ সময় দাস দাসী ও তাহাদের নিজের উপরই অর্পিত থাকে, সুতরাং ইহাদেরই বাস্তবিক কিছু করিবার নাই। আমাদের মতে সময় কাটাইবার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ কার্য্যের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। কখনও যে আমোদ বা বিশ্রাম করা হইবে না তাহা নহে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে শরীর বা মনকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া সময় বিশেষে বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। সকলের কর্ত্তব্য যে একরূপ হইবে তাহা নহে। যাহার উপর যেরূপ কর্ম্মের ভার পড়িয়াছে তাহাই সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করা উচিত। এসংসারে কার্য্য করিতেই আগমন। জীবনের কার্য্যে অমনোযোগী হইলে তাহা অসিদ্ধ থাকে। উদ্দেশ্য ও কার্য্যহীন জীবন সৃষ্টির একটি অনাবশ্যক দ্রব্য। মনুষ্য সমাজে তাহা অপ্রয়োজনীয়। "কিছু করিবার নাই" বলিয়া নির্জ্জীবতুল্য চুপ করিয়া থাকা বা একটু এদিক ও-দিক করিয়া বেড়ান যাহার জীবনের কার্য্য এ সংসারে তাহার ন্যায় লোকের বাঁচিয়া থাকা কি প্রয়োজন ?

উৎসাহ দান।

সম্প্রতি এক জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারিণী তাপসমালা পুস্তক উপহার পাইয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তদ্রচয়িতাকে স্বহস্তে একখানা সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন। সেই পত্রে উক্ত মাননীয়া মহিলার মনের উন্নত ভাব ও গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি সহৃদয়তা বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাহা এক জন উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলার স্বহস্তের পত্র বলিয়া আমাদিগের নিকটে অধিকতর প্রীতিকর ও আদরণীয় হইয়াছে। আমরা আদর সহকারে সেই পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম। লেখিকা আমাদের পরিচিতা ও আমাদের শুভানুকাঙ্ক্ষিণী, আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মপুস্তক ও পত্রিকাদি নিয়মিত রূপ পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার অনুমতি ব্যতীত পরিচারিকার

পাঠিকাদিগকে তাঁহার পরিচয় দান অনুচিত বলিয়া তদ্বিষয়ে বিরত থাকা গেল।

"ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্ব রক্ষক ; তাঁহারই অসীম কৃপায় তাপসমালার রচয়িতার লেখনী ধন্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক।

তাপসমালা যেমন রচয়িতার নিকট আদরের বস্তু, এই সামান্য পাঠিকার নিকটও তাহা তদপেক্ষা অধিকতর কম আদরের বস্তু বলিয়া পরিগৃহীত হইল না, সে ধন আজীবন তাহার মানস রঞ্জন করিতে থাকিবে।

পাঠিকা হৃদয়ের সহিত আশা করিতেছে, অন্তরের সহিত রচয়িতাকে উত্তেজিত করিতেছে এবং উৎসাহের পর উৎসাহ দিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে বারম্বার অনুরোধ করিতেছে। সে আশা করে, সে ভরসা রাখে যেন লিখকের লেখনী ভবিষ্যতের জন্য নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া সুবিমল মুক্তামালায় জন্মভূমির কণ্ঠ শোভা বর্দ্ধন করে। আর ইহাও বাসনা যে, সুগ্রন্থ প্রণয়নে যেন গ্রন্থকারের বিশেষ যত্ন ও বিশেষ মনোযোগ থাকে।

উপহার পরিগ্রহণ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া গেল। (তাহার আর মূল্য নাই!) পাঠিকা কর্ত্তৃক যে কিঞ্চিৎ প্রেরিত হইল, তাহা অনাদর না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

শুভানুধ্যায়িনী * *।"

সতীর প্রেম।

এই পদ্যটি এক জন নব লেখিকা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার প্রথমাংশ চন্দ্রের প্রতি গোলাপ পুষ্পের প্রেম, শেষাংশ ঈশ্বরপ্রীতিবিষয়ক। আমরা শেষাংশ এ স্থলে প্রকাশ করিলাম।

তুমি পতিব্রতা সতী,
বশীভূত করে পতি,
রেখেছ কুসুম, নিজ হৃদয় মাঝারে।
কবে গো তোমায়মত,
করি পতি বশীভূত,
অনাদি অনন্ত দেবে রাখিব অন্তরে।
অবিশ্বাসি ভক্তিহীন,
পাপ তাপেতে মলিন,
বল কিসে তাঁর মুখ দেখিবারে পাই।
ইচ্ছা করে পুজি তাঁরে,
প্রেম ভক্তি উপহারে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে যাতনা ঘুচাই।
বার বার ডাকি আমি,
জেনেও অন্তর যামী,
কি জানি কি দোষে দেখা না দেন আমায়।
পাপে দগ্ধ এ হৃদয়,
কেবল কলঙ্ক ময়,
কাঁদিতেছি দিবানিশী হয়ে নিরুপায়।
কবে সে পূর্ণিমা হবে,
পাপ তাপ দূরে যাবে,
জগত পতিরে হেরি জুড়াব জীবন।
ধন্য সেই সাধ্বী সতী,
দিয়ে নিত্য ভক্তি প্রীতি,
পরম পতির যিনি পুজেন চরণ।

আর্য্যনারীসমাজ।

গত ১১ই অগ্রহায়ণ অপরাহ্নে কমল-কুটীরে আর্য্যনারীসমাজের অধিবেশন হয়। সকলে একত্র হইলে প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল ;—

পতি পত্নীকে পত্নী পতিকে ধার্ম্মিকও করিতে পারেন অধার্ম্মিকও করিতে পারেন। ব্রহ্মহীন স্বামী স্ত্রীকে ব্রহ্ম-হীন করিতে পারেন সংসারী স্ত্রী চেষ্টা করিলে স্বামীকে সংসারী করিতে পারে। এ ক্ষমতা যে দম্পতীর আছে তাহা কে না স্বীকার করিবে? ইতি-হাস দ্বারা এ বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে। তথাপি পৃথিবীতে বিবাহ হয় এবং ধার্ম্মিকেরাও বিবাহ করেন। স্ত্রী এবং পুরুষের কি স্বভাব? কি রূপে উভয়ের মিলন হয় একথা ভুক্ত কিম্বা বর্ত্তমানে নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে নিহিত আছে। বিবাহ কেন হয়? স্ত্রী পুরুষের পর-স্পরের মধ্যে এ সম্বন্ধ কেন? আমরা ইতিহাসে এ প্রশ্নের মীমাংসা যদিও দেখিতে না পাই আশা আছে সহস্র বৎসর পরে ইহার মীমাংসা হইবে। ঈশ্বর যখন দুই প্রকৃতি সৃজন করি-লেন, এবং তাহাদের মধ্যে উদ্বাহ নিয়ম করিলেন তখন তিনিই জানেন ইহার মর্ম্ম কি! এক প্রকার বিবাহ হয় পশুর মধ্যে। স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করে, সন্তানাদি হয়, ইহা বুঝা যায়। পুরুষ পশু এবং স্ত্রী পশু দুইজনে মিলিত হইল কেন? সন্তান রক্ষার জন্য ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য এই বুঝিতে পারা যায় যে অশরীরী সন্তান আত্মা পালনের জন্য; দেব স্বামী, দেবী স্ত্রী পৃথিবীতে ধর্ম্মের পরিবার রাখিয়া যায়। আর্য্য-নারী সমাজ বিশ্বাস করেন পুরুষ এবং স্ত্রী দুই জন দুই জনকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত। আর দুই জনের সংসারে বাস করিবার অভিপ্রায় এই যে সন্তানদিগকে পালন এবং চালনা করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবে। আর্য্য সমাজে ইহা কত দূর হইতেছে? যে স্ত্রী, স্বামীর এবং যে স্বামী, স্ত্রীর হিং-সা, বিলাস, সাংসারিকতা ইত্যাদি বৃদ্ধি করে এবং হরিনাম করিতে পর-স্পরকে প্রবৃত্ত না করে, তাহারা স্ত্রী স্বামী নামের উপযুক্ত নহে।' যে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা স্বর্গের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করে, সে পরিবারের কল্যাণ হইবে। স্ত্রীর উচিত এ প্রকার চেষ্টা করা। তাঁহাদের মনে করা উচিত স্বামীর শরীর নাই। যাহা আছে দুদিনের। যদি অশরীরী স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়, নিরাকার হইয়া যদি দুজনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসারে লক্ষ্মী স্থাপন করিতে পারেন, সন্তান পালন করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহারা ঐ নামের উপযুক্ত। আর্য্যনারী সমাজ কি একার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন? ইনি এমন করিয়া

স্ত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে চান, সে যথা সময়ে নিরাকার স্বামীকে যাহা কিছু আশা ভরসা সব সমর্পণ করিয়া স্বামী দ্বারা ধর্ম্মশিক্ষা করেন। আর্য্যনারী, ঘরে থাক, ঘরে বসিয়া আমোদ কর, ঘরের লক্ষ্মী হও, ঘরের ধন সম্ভোগ কর, ঘরে জ্ঞান শিক্ষা কর, এবং ঘরে বসিয়া স্বামী সাহায্যে ব্রহ্মধন সঞ্চয় কর। কত অল্পলোকে এ প্রকার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া সঙ্কুচিত হইও না। ভবিষ্যতে পৃথিবীতে এরূপ উদ্বাহই প্রচলিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে বসিতে ভীত হও। স্বামী স্ত্রীর কাছে বসিতে ভীত হও। এখনও তোমরা পরস্পরকে চেন নাই। দুজনে ব্রহ্মকে ডাক তিনি বুঝাইয়া দিবেন, কে যথার্থ স্বামী, এবং কে যথার্থ স্ত্রী। ডাকিতে ডাকিতে দুজনে ব্রহ্মচরণে মিলিত হইয়া যাইবে। সংসারে পুণ্য শান্তি বাড়িবে।

গত ২৭শে অগ্রহায়ণ আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়, উক্ত অধিবেশনে নিম্ন লিখিত উপদেশ হইয়াছিল;—

বৈরাগ্য বলিলে ভয় হয়। আর্য্যনারী, বৈরাগ্য বলিলে তোমার ভয় হওয়া উচিত নয়। কেননা তোমাদের দেশে আর্য্যকুলে অনেক প্রকার বৈরাগ্য দেখা গিয়াছে। তোমার দেশে বৈরাগ্য নূতন জিনিস নয়। তোমার কাছে বৈরাগ্য নূতন নাম কখন হইতে পারে না। হিন্দুস্থানে বেদ বেদান্তে বৈরাগ্য বিচিত্র রূপ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তোমার দেশে পুরুষ বৈরাগী, স্ত্রী বৈরাগী, যুবা বৈরাগী, বৃদ্ধ বৈরাগী অনেক হইয়াছে। পৃথিবীতে অন্য কোন স্থানে কি এত পাওয়া যায়, যেমন তোমার কুলে পাওয়া যায়? তবে আজ তুমি বৈরাগ্য শব্দ উচ্চারণে ভীত হইতে পার না। তোমার দেশের আদরের ধনকে তোমার কাছে আনিলাম, তোমার ভারতমাতার চির আদৃত ধনকে তোমার হাতে দিলাম। ইহা আমি মানি কোন কোন বৈরাগ্যের আকার ভয়ানক। তাহাতে চিত্তাকর্ষণ হওয়া দূরে থাকুক, ভয় হয়। ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, ভাল স্থানে বসিবে না এ সব দুর্গম অন্ধকার বৈরাগ্যের পথ তোমাদিগকে লইতে বলিতেছি না। সন্ন্যাসিনী হইবে আর্য্যনারী? ঈশ্বর বারণ করুন। গৃহস্থ হইয়া বৈরাগিনী হও। আমি কি কঠোর সন্ন্যাস ধর্ম্ম দিয়া নারী হৃদয়ের মধুরতাকে কাড়িয়া লইব? আমি কি বলিব ছিন্ন কাপড় পরিয়া বনে যাও? না। কিন্তু বৈরাগ্যের অর্থ লইতে হইবে। এমন বৈরাগ্য ভাব যাহা সুখের। যাহাতে মন উদাস হয় না, কিন্তু সুপ্রসন্ন হয়। এরূপ বৈরাগ্য লোভের বস্তু. ঈশ্বর করুন তাহা তোমাদের হয়। একরকম বৈরাগ্য আছে যাহা কেবল ক্রন্দন, উপবাস, রাত্রি জাগরণ রোগ শোকে পূর্ণ। সাবধান, আর্য্যনারী, এপথ তুমি লইবে না। কিন্তু সেই

পথ লইবে যাহাতে হরিতে অনুরাগ জন্মিবে। এ বৈরাগ্যে তোমার প্রেম বৃদ্ধি হইবে। আপনার চেয়ে অন্যকে অধিক ভাল বাসিবে। আবার সকলের চেয়ে হরিকে অধিক ভাল বাসিবে। তুমি প্রেমের সন্তান জান না? তোমার জাতীয় ধর্ম্ম প্রেম ভক্তি, তুমি সমস্ত পৃথিবীকে ভাল বাসিবে। ইহাই তোমার বৈরাগ্য। তোমার কাছে আত্মপর থাকিবে না। প্রাণের প্রেম উথলিত হইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। আপনাতে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে। ইহাকে বলি বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ইহা নয় যে আপনাকে উৎপীড়ন করি, ভস্ম মাখি, কিন্তু খুব প্রেমই বৈরাগ্য। আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া অন্যকে ভাল বাসিবে। ঈশ্বরকে খুব ভাল বাসিবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডেকে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইবে। ইহা কি দুঃখের বৈরাগ্য না সুখের? মাকে ভজনা করিতে অসুখী হইবে? না সুখী হইবে? বৈরাগ্যের মুখ ম্লান নহে। সে দুঃখী সন্ন্যাসীর মুখ বৈরাগীর প্রেম কেবল উৎসারিত হইতেছে। অন্যের দুঃখে মন কাতর হইবে, নিজের কি হইল তাহা দেখিবার সময় পাইবে না। কেবল অন্যের কথা ভাবিবে, পরকে এত ভাল বাসিবে যে ঠিক যেন আপনার, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া পরকে লইয়া থাকিবে; পরের মুখ দেখিয়া মনে আহ্লাদ আর ধরিবে না। আহা, কি সুখের বৈরাগ্য। আর্য্যনারী, তুমি মার কাছে ভিক্ষা চাও যেন এ বৈরাগ্য মা তোমাকে দিয়া সুখী করেন। আবার বলি বৈরাগ্য না লইলে চলিবে না। আপনার সুখ, সৌন্দর্য্য বিদ্যা এ সকলের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। পরকে ভাল বাসায় কত সুখ জান না বলিয়া এই বৈরাগ্য লইতে ভয় হয়, ভালবাসায় প্রাণ মত্ত হউক, জগতের সকলকে প্রাণ দিয়া ভালবাস। আর হরিকে সকল প্রাণ দিয়া পূজা কর, করিয়া সুখী হও। ধন্য বৈরাগিণী আর্য্যনারী, কারণ যথার্থ বিমলানন্দ তাঁহারই।

স্বর্ণরেণু।

দুঃখে সহিষ্ণুতা তিক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সুমিষ্ট ফল প্রসব করে

আমোদের মত্ততা সম্ভোগ করা অপেক্ষা মনে শান্তির সুস্থিরতা ভোগ করা সহস্র গুণে ভাল।

জীবন অস্থায়ী এবং নশ্বর। ধর্ম্মই কেবল তাহাকে অনন্তকাল স্থায়ী এবং অমর করিতে পারে।

যিনি যথার্থ প্রশংসার উপযুক্ত তিনি আপনার প্রশংসা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া থাকেন। যে তাহার অনুপযুক্ত, যশ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাহারই হৃদয় স্ফীত ও গর্ব্বিত হয়।

পরিচারিকা

মাসিক পত্রিকা

৯ম সংখ্যা | মাঘ, সন ১২৮৭। | [৩ য় খণ্ড

অস্থিমালা।

নরকঙ্কাল তিনভাগে বিভক্ত! মস্তক ধড় এবং নিম্নস্থি উরু পদ ইত্যাদি। এই তিন ভাগ সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত চুয়ান্ন খণ্ড অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। সকল অস্থি প্রায় তুল্যরূপ পদার্থে গঠিত। ইহাতে চূণ এবং আর এক প্রকার আঠার ন্যায় মাংসীয় পদার্থের অংশ আছে। চূণ দ্বারা ইহা দৃঢ় ও কঠিন হয় এবং উক্ত মাংসীয় পদার্থ দ্বারা দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক জন বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের কঙ্কাল ওজনে ৫।৬ সের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মস্তকের এবং শরীরের নিম্নাংশের অস্থিসমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক ভারি। মনুষ্য দেহের অস্থির উপরিভাগ সাধারণতঃ মসৃণ হইয়া থাকে। তাহার অন্তর্ভাগে এক প্রস্থ কঠিন আবরণ স্থিত, পরে অবশিষ্ট ভাগ স্পঞ্জতুল্য ছিদ্র ছিদ্র। (সাধারণ ভাষায় যাহাকে ঝাঁঝাঁ বলে।) পদবিভাগের অস্থি সকল দেখিতে নলের ন্যায় বটে, কিন্তু তাহা শূন্যগর্ভ নহে। তাহা এক প্রকার চর্ব্বিতুল্য পদার্থে (যাহাকে মজ্জা বলে) পূর্ণ।

মস্তক ৮টি ভিন্ন অস্থিখণ্ডে নির্ম্মিত, বয়স্কদিগের মস্তকের অস্থিমালা অতি দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত। শিশুদিগের মস্তক অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে। উক্ত সুদৃঢ় অস্থি দুর্গের মধ্যে মস্তিষ্ক রক্ষিত আছে। মস্তকে অনেক সময় আঘাত পাওয়া যায় যদি মস্তিষ্কে সে আঘাত স্পর্শ হয় তাহা হইলে গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা এ নিমিত্ত তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ আবরণ এত সুদৃঢ়, ইহাদের নির্ম্মাণ কৌশলে সৃষ্টিকর্ত্তার দয়ার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মস্তকের নীচে মুখ স্থাপিত। মুখে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪ টি অস্থি আছে। তন্মধ্যে চোয়ালের, দুইটি, গণ্ডদেশের, (অর্থাৎ হনুদ্বয়ের) দুইটি নাসিকার দুই পার্শ্বের, আর দুইটি ক্ষুদ্রাকার অস্থি নাসিকার মধ্যে, আর একটি নাসিকার মূলে স্থাপিত; ইহা ভিন্ন মুখ

মধ্যে তালুর দুইটি অস্থি, চক্ষু কোটরস্থ দুইটি এবং সর্ব্বনিম্নস্থ চোয়াল বা চিবুকের একটি অস্থি এই চোদ্দটি অস্থি দ্বারা মনুষ্যমুখ সুন্দররূপে গঠিত। মস্তকের এবং মুখের অস্থিসমূহ মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া স্থিত। মেরুদণ্ডে ২৪টি অস্থি আছে। মেরুদণ্ড গলদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া পৃষ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া তন্নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পৃষ্ঠদেশের নিম্নভাগ দুইটি অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত, তদুপরি মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ স্থাপিত। গলদেশের নিম্ন হইতে দুইটি দীর্ঘ এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকার অস্থি নির্গত হইয়া দুই দিকে চলিয়াগিয়াছে। ইহারা স্কন্ধের অস্থি। তাহাদের শেষভাগে মনুষ্যবাহুদ্বয়ের অস্থি সংযুক্ত। বাহুর উপরিভাগে একখণ্ড অস্থি, তাহা কনুইয়ের গ্রন্থির সহিত যুক্ত; তাহার অন্তে অপর দুইখানি অস্থি পরে পরে স্থিত। সর্ব্বনিম্নে হস্ত স্থিত। হস্ত ও বাহুর সংযোগ স্থল আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিতে গঠিত, তাহার প্রান্তে হস্ত, ইহা কতিপয় দীর্ঘ এবং সূক্ষ্মাকার অস্থিতে নির্ম্মিত। তন্নিম্নে অঙ্গুলি সমূহের আরম্ভ। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি অস্থি আছে। কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুইটি অস্থি থাকে। হস্ত ও বাহুর নির্ম্মাণ প্রণালী এরূপ যে ইচ্ছা মত বাহু সঞ্চালন করা যায়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে পঞ্জরের সূক্ষ্ম এবং কোমল অস্থিমালা সারি সারি স্থিত, ইহারা সংখ্যায় এক এক দিকে দ্বাদশটি। তন্নিম্নে উদর। কটিদেশের নিম্নে দুইটি অস্থিনির্ম্মিত শূন্যগর্ভ পশ্চাদ্দেশে স্থাপিত, তাহার নিম্নে উরুদ্বয়ের আরম্ভ। জানুদ্বয় পর্য্যন্ত দুই উরুর দুইখণ্ড অস্থি, তাহার প্রান্তে জানুগ্রন্থি বা গাঁট, ইহার নির্ম্মাণ প্রণালীর কৌশলে পদদ্বয় যে দিকে ইচ্ছা সঞ্চালন করা যায়, জানুগ্রন্থির উপরিভাগে একখণ্ড ক্ষুদ্র অস্থি আছে। জানু হইতে চরণ পর্য্যন্ত আর একখণ্ড দীর্ঘ অস্থি থাকে। ইহার এক পার্শ্বে আর এক এক খণ্ড সূক্ষ্মাকার অস্থি সংযুক্ত। উপরিউক্ত দীর্ঘ অস্থি এবং চরণের সংযোগ স্থলে সাতটি অস্থি আছে, ইহাদের দ্বারা পদের পশ্চাৎ ভাগ (বা গোড়ালি) নির্ম্মিত। উক্ত অস্থিগুলি চরণের আর পাঁচটি অস্থির সহিত যুক্ত। পরে চরণাঙ্গুলি আরম্ভ। হস্তের ন্যায় ইহাদের প্রত্যেকটি তিন খণ্ড অস্থিতে গঠিত, কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে দুইটি অস্থি। প্রত্যেক চরণে অঙ্গুলি সমূহে চোদ্দটি করিয়া অস্থি আছে।”

মনুষ্য শরীর উপরিউক্ত অস্থিমালার নির্ম্মিত। ইহার গঠন প্রণালীতে সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত কৌশল ও দয়া সুন্দর রূপে প্রকাশ পায়। সৌন্দর্য্য ও কৌশলের অন্বেষণ করিলে মনুষ্য শরীর পর্য্যালোচনা করিলেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রী প্রকৃতির সংগঠন ও সমুন্নতি সাধনই স্ত্রীশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকদিগকে শুদ্ধ গণিত সাহিত্য ইতিহাস ভূগোলের বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক পড়াইলে তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। যে শিক্ষায় ধর্ম্মের প্রাধান্য নাই সেই শিক্ষা বিষময় ফল প্রসব করে। কলেজের শিক্ষিত বিএ এম এ উপাধি ধারী যুবকগণের ধর্ম্ম ও নীতিহীন জীবন আমাদের এ কথার প্রমাণ। যে শিক্ষা দুর্নীতি, জড়বাদিতা ও নাস্তিকতা পোষণ কারিণী সেই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হইয়া মূর্খ থাকা বরং ভাল।

স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে বাহুল্য রূপে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। গণিত সাহিত্যাদির শিক্ষা খর্ব্ব করিয়া অধিক পরিমাণে বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করা বিধেয়। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, করুণা, প্রেমের ভাব ছাত্রীদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। দেহতত্ত্ব জলতত্ত্ব উদ্ভিদ তত্ত্ব ভূতত্ত্বাদির এক এক অংশ শিক্ষা দান কালে ঈশ্বরপরায়ণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষক ঈশ্বরের জ্ঞান ও মঙ্গল ভাবের কত নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিতে পারেন। তিনি এক বিন্দু শোণিত কিম্বা এক বিন্দু জল সম্বন্ধে কতরূপে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে সক্ষম হন। ঈশ্বর সমুদায় পদার্থে জাজ্জ্বল্যরূপে বর্ত্তমান, অন্ধ-ভাবে পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান শিক্ষা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে ছাত্রীদিগের বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধি হয়, মন নির্ম্মল ও কোমল হয় শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এমত সরল ভাবে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, যাহাতে সহজে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ ও উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। যাহাতে গৃহ কর্ম্মে পটুতা লাভ করিয়া সুগৃহিণী হইতে পারেন, সেরূপ শিক্ষা পাওয়া স্ত্রী লোকের পক্ষে আবশ্যক। যেহেতু বিবাহান্তে চিরজীবন তাহাদিগকে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সাহিত্যাদি শিক্ষা অপেক্ষা নারীর পক্ষে উত্তম রন্ধন শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। সু পাচিকা মহিলাকে আমরা আদর পূর্ব্বক উচ্চাসন প্রদান করি। ছাত্রীগণ যখন যখন রন্ধন করিবেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিলে লেখক ভোজন করিতে বিশেষ আহ্লাদিত হইবেন। লেখক স্বাদ গ্রহণ কাজেই ব্যঞ্জনাদির পরীক্ষা করিতে সুনিপুণ। বাল্যকাল হইতে ছাত্রীদিগকে যেমন গৃহকর্ম্ম রন্ধন শিক্ষা করা আবশ্যক, প্রয়োজনোপযোগী শিল্পকর্ম্ম শিক্ষাও তদ্রূপ আবশ্যক। কাটা চামচা যোগে পুরুষের সঙ্গে গরু মুর্গির মাংস ভক্ষণ করিয়া বিবিয়ানা প্রকাশে জীবনের উন্নতি হয় না।

দয়া।

দুঃখী গরিবকে "দয়া" করা হিন্দুর একটি প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। গৃহ দ্বারে দরিদ্র ভিখারী আসিলে তাহাকে এক মুষ্টি চাল দেওয়া সকলের বাটীতেই এই প্রথা আছে। সকলের সংস্কার শূন্য-হস্তে ভিক্ষুককে ফিরাইতে নাই। আমরা মহাভারত ইত্যাদিতে প্রাচীনকালের আতিথেয় ও দয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা পাঠ করিয়া থাকি। প্রধান প্রধান রাজা ও রাণীগণের মধ্যেও আতিথেয় ধর্ম্মের ত্রুটি লক্ষিত হইত না, হইলে পাপ বলিয়া নিন্দিত হইত। হিন্দু-শাস্ত্রে আমরা হরিশ্চন্দ্র রাজার অদ্ভুত দানশীলতার কথা পড়িয়া অবাক্ হই। প্রাচীনকাল হইতে যে দেশের বিশেষ ধর্ম্ম দয়া, সে ধর্ম্ম সে দেশের বর্ত্তমান স্ত্রীলোকদিগের নিকট কেন অনাদৃত হইবে? যদি তাঁহাদিগের দ্বারা একার্য্য উপেক্ষিত হয় তবে তাঁহাদের দ্বারা জাতীয় গৌরব কলঙ্কিত হইবে। আমরা আশা করি এখনকার বঙ্গমহিলাগণ তাঁহাদের জাতীয় উচ্চধর্ম্ম ভুলিবেন না।

আমরা দয়ার প্রশংসা করিলাম কিন্তু দয়া প্রকাশ কিরূপে করা উচিত সে বিষয়ে লোকের কি দৃষ্টি আছে? তাহা দেখিতে হইবে। কিরূপে দয়া করিতে হয় তাহা স্থির করিতে হইবে। ছিন্ন জীর্ণ ও মলিন বস্ত্র পরিয়া দ্বারে ভিক্ষুক আসিলেই তাহাকে একটি টাকা ফেলিয়া দিলাম, দয়ার প্রকৃত অর্থ বা উদ্দেশ্য ইহা নহে। দয়ার অর্থ যথার্থ যাহার যে বিষয়ের অভাব হইয়াছে তাহা মোচন করিতে ইচ্ছুক এবং যত্নশীল হওয়া। হয়ত দ্বারস্থ ভিক্ষুক প্রকৃতপক্ষে এক-জন বঞ্চক। অর্থলোভে ভিক্ষুকের ছদ্ম-বেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে দান করা তাহার আলস্য এবং চৌর্য্যবৃত্তির সহা-য়তা করা প্রায় সমান। না জানিয়া শুনিয়া দান করা উচিত নহে। যাহাকে দান করিবে সে যথার্থ দানের পাত্র কি না, তাহার অবস্থা কিরূপ ইহার অনুসন্ধান লইয়া পরে তাহাকে সাহায্য করা উচিত। কেবল দান করিলেই দয়া করা হয় তাহা নহে। এমন অনেক ভিক্ষুক দেখা যায় যাহারা বেশ সবল সুস্থ শরীর অল্পবয়স্ক। তাহারা অনায়াসে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে। কেবল আলস্যের অধীন হইয়া নীচ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করে। দয়ার পাত্র চিনিয়া লইয়া দান করাই দয়া ধর্ম্ম পালন। দয়া হৃদয়ের একটি স্বাভা-বিক প্রবল বৃত্তি হওয়া প্রয়োজন। অন্তরে লেশ মাত্র সহানুভূতি নাই বাহিরে দুই টাকা দান করিলাম সে দয়ার মূল্য কমিয়া যায়। অন্তর দয়া পূর্ণ পরহিতাকাঙ্ক্ষী এবং পরদুঃখে কাতর হইলে ক্ষমতা না থাকিলেও

ব্যবহারে লোকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কারণ কেবল যে অর্থ সাহায্য করিলে দয়া প্রকাশ হইবে তাহা নহে। যাহার দিবার ক্ষমতা নাই সে যদি দরিদ্রকে দুইটি মিষ্ট কথা বলে তাহাই তাহার দান করা হইল। যাহার মিষ্ট কথার অভাব তাহাকে দুইটি মিষ্ট কথা বলা যাহার রোগ হইয়াছে তাহাকে যথাসাধ্য সেবা করা যাহার বিপদ হইয়াছে তাহাকে দুইটি সান্ত্বনা ও সহানুভূতির কথা বলা, এ সকলই দয়ার কার্য্য। অন্তর দয়ার আর্দ্র ভাবে কোমল না হইলে এ সব ব্যবহার হওয়া কঠিন। দুইটি পরুষবাক্য বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গরিবকে ১০ টি টাকা ফেলিয়া দেওয়া অপেক্ষা তাহার দুঃখে কাতর হইয়া দুই একটি মিষ্ট বাক্য বলা অনেক শ্রেষ্ঠ দয়া। তবে নিয়মিত দয়ার অনুষ্ঠান করিবার ও অনেক গুণ আছে। তাহাতে মনে ক্রমে দয়াবৃত্তি প্রবলা হইবে এবং প্রথমে যদিও মন তত পরদুঃখে কাতর না থাকে অবশেষে দয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহা স্বাভাবিক এবং সহজ হইয়া পড়ে। কেবল শরীরের প্রতি দয়া, দয়া নহে অভাব বুঝিয়া শরীর মন উভয়ের প্রতি যিনি দয়া করিতে জানেন তিনিই যথার্থ দয়ালু।

কুমারীচরিত্র।

ত্রিবিধ শ্রেণীর কুমারী ইয়ুরোপে দৃষ্ট হয়। ১ম শ্রেণী, চির কৌমার্য্য ব্রতধারিণী তপস্বিনী। ইহারা পৃথিবীর সুখ বিলাস বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর বৈরাগ্যের জীবন যাপন করেন। ইহাঁরা মহর্ষি ঈশার পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনকে পতিরূপে বরণ করিয়া চির জীবনের জন্য বিবাহের সঙ্কল্পকে পরিত্যাগ করেন। বিবিধ ব্রতাচার ইন্দ্রিয় সংযমন উপাসনাদিই ইহাঁদের জীবনের নিত্যকর্ম্ম। স্বর্গের দিকে ইহাঁদের দৃষ্টি নিয়ত স্থাপিত। ইহাঁরা সংসারে কোন আশা ভরসা রাখেন না। পবিত্রতা ইহাঁদের বসন, বৈরাগ্য ইহাঁদের ভূষণ। ইহাঁরা রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়স্থ নন্ আখ্যায় আখ্যাত। পূর্ব্বতন নন্‌দিগের পবিত্র চরিত্রে নানা-ভাষায় অনেক অমূল্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহাঁরা সকলের পরম ভক্তির পাত্রী,ইহাঁরাই যথার্থ সতী সাধ্বী নামের উপযুক্ত, ইহাঁদের হস্ত প্রভুর সেবার জন্য রসনা প্রভুর গুণানুকীর্ত্তনের জন্য কর্ণ প্রভুর নাম শ্রবণের জন্য। ইহাঁদের চক্ষে বিশ্বাসের শুভ্র আলোক, মুখ মণ্ডলে ভক্তি বিনয়ের বিমল জ্যোৎস্না, দেখিলেই দেবী বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। ২য় শ্রেণী, দেশ হিতৈষিণী বা সমাজ সংস্কারিকা কুমারী। ইহাঁদের অনেকে

চির জীবন নির্ব্বিঘ্নে দেশের হিত সাধন বা সমাজ সংস্কার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে বিবাহিত হন না, অনেকে মনোমত বর না পাইয়া অবিবাহিত থাকিয়া পরোপকার সাধনে বাধ্য হন। তাঁহাদের কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া দেশ হিতৈষিণী নামে পরিচিতা হন। এই শ্রেণীর কুমারীর অল্প সঙ্খ্যকেরই বিশ্বাস ভক্তি সাত্বিক ভাব আছে। ২।৪ জন শ্রদ্ধেয় কুমারীই নিঃস্বার্থ ভাবে ঈশ্বরপ্রীতি উদ্দেশ্যে পর-হিত সাধন ব্রতে রত। অনেকে স্বাভাবিক দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কিম্বা আত্মম্ভরিতা ও যশোলিপ্সায় বশবর্ত্তিনী হইয়া দেশহিতৈষিণী হইয়া থাকেন। ইঁহাদের অনেকেরই উপাসনাদির সঙ্গে সংস্রব নাই, ধর্ম্মে আস্থা নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। সকলেই প্রায় জড়বাদিনী নাস্তিক ও কঠোর পুরুষ প্রকৃতি। ইঁহারা মুখরা প্রখরা "স্ট্রং মাইণ্ডেড ওমেন (উগ্রপ্রকৃতি নারী)" ইঁহারা ঝগড়া করিতে বিশেষ পটু। এই নারীপ্রকৃতিবিহীন কুমারীদিগের প্রতাপে বিলাতের বীরপুরুষগণ কম্পিত হয়। আমাদের দেশে এই অবিশ্বাসিনী জড়বাদিনী নির্লজ্জ কুমারীদিগের দেশ-হিতৈষিণিতা ব্যাপ্ত হইতেছে। এ দেশের অনেক সভ্য ভব্য বিদ্যাভিমানী কুমারী ও অকুমারী তাঁহাদিগের চরিত্রের অনুকরণ করিতে বিশেষ ব্যগ্র। কিন্তু তাঁহাদের অনেকের ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে সদনুষ্ঠানে রত হইতে প্রায় কাহার আগ্রহ দৃষ্ট হয় না। এই সকল কুমারী রিফর্ম্মার পুরুষদিগের (সমাজসংস্কারক) দিগের বিশেষ আদরের ও শ্রদ্ধার পাত্রী, ইঁহারা দেবী বলিয়া তাহাদিগকে মাথায় তোলেন। যে সকল ষ্ট্রংমাইণ্ডেড স্ত্রীলোক সভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়ান বিলাতের ভদ্র সাহেবেরা তাহাদের প্রায় মুখ দর্শন করিতে চাহেন না। ভদ্রসমাজে সেই বাগিনীদিগের বড় নিন্দা হয়। কালে এখনকার সমাজ সংস্কারিকা কুমারীরা হয় তো নব্য যুবা-দিগের ন্যায় কাজে কিছু করুন বা না করুন বক্তৃতা সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইবেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কুমারী, ভোগ বিলাসানুরাগিনী স্বেচ্ছাচারিণী। ইঁহারা মনোমত বর না পাওয়াতে অবিবাহিতা থাকিতে বাধ্য। ইঁহারা কোন ধর্ম্ম মানেন না, নীতি মানেন না, নির্লজ্জা মুখরা, রাক্ষসীর ন্যায় মদ মাংস খান পুরুষের সঙ্গে সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ান লেখা পড়ার মধ্যে কেবল প্রণয়পুস্তক নভেল পাঠ করেন আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা ইঁহাদের জীবনের কার্য্য। আমাদের ভগিনীগণ যেন ইঁহাদের চরিত্রের অনুকরণ না করেন এই আমাদের বিশেষ অনুরোধ।

কয়েকটী সতকথা।

অনেক দিন দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে প্রতীতি হইয়াছে যে যথার্থরূপে

শুদ্ধাত্মা ও ঈশ্বরপরায়ণ হওয়া বড় কঠিন কার্য্য। ইহার জন্য অতিশয় যত্ন ও শ্রম করিতে হয়। আবার আর এক দিকে পবিত্র হওয়া ও ভক্তিমান্ হওয়া যেমন সহজ ও স্বাভাবিক এমন আর কিছুই নহে। ভাল হইবার ইচ্ছা করিলেই ভাল হওয়া যায়। বৎসে, তুমি বলিয়া থাক সেই শুভ ইচ্ছা সময়ে সময়ে তোমার হইয়া থাকে, তবে তাহা তোমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী হয় না। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ এই রূপেই হয়। অবকাশ পাইলেই হৃদয় আপনা আপনি পবিত্রতা ও ভক্তি প্রার্থনা করে, বিচিত্র ঈশ্বরের মহিমা ও পরমানন্দকর গুণ জানিতে ইচ্ছা করে, শুনিয়া তৃপ্ত হয়, ভাল লোক দিগকে শ্রদ্ধা করিয়া সুখী হয়, সদাচরণের পথে চলিতে বাসনা করে। কিন্তু ভগ্নি, তুমি অবশ্য অবগত আছ যে কোন ভাল বিষয়ে "ইচ্ছা" হইলেই তাহা লাভ করা যায় না, লাভ করিতে গেলে উপযুক্ত নিয়মানুসারে চেষ্টা করিতে হয়। "ইচ্ছা" নানা জাতীয় হইয়া থাকে। এক জাতীয় ইচ্ছাকে ইংরাজীতে ইম্পুলস্ বলে, ইহাকে বাঙ্গালাতে দৈবপ্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে। হঠাৎ কাহারো কথা শুনিয়া, কি কাহাকেও দেখিয়া, কি কোন পুস্তক পাঠ করিয়া, কি কোন কথা মনে পড়িয়া, ধার্ম্মিক হইতে, শুদ্ধ চরিত্র হইতে মনে বড় ইচ্ছা হয়। এই দৈবপ্রবৃত্তি আকস্মিক নহে, ইহা পার্থিব নহে, ইহাকে আমি দেবানুগ্রহ বলিয়া বিশ্বাস করি, ইহা ঈশ্বরের আহ্বান, ইহা স্বর্গবাসীদিগের নিমন্ত্রণ, ইহা পবিত্র জীবনের প্রারম্ভ। ধন্য সেই নারী যাঁহার হৃদয়ে এই আহ্বান বিশ্বাসের সহিত শ্রুত হয়। ইম্প্‌লস্‌কে, দৈবপ্রবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করিও না, কারণ মহাত্মাগণ ইহারই দ্বারা প্রথমে ধর্ম্ম রাজ্যে আহূত হইয়াছিলেন। এই আহ্বানে সায় দিলে ইহা ক্রমে প্রবল ও স্পষ্ট হইয়া উঠে; ইহাকে অগ্রাহ্য করিলে ক্রমে ইহা ক্ষীণ, নিস্তেজ, ও অসার হইয়া যায়। কিন্তু দেবানুগ্রহ স্থায়ী হইবার জন্য আমাদিগের যত্ন আবশ্যক। অযত্নলব্ধ কোন সামগ্রীই আদৃত হয় না, এই নিমিত্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কখন উজ্জ্বল কখন দুর্ব্বল বোধ হয়, কখন কখন অদৃশ্য হয়, কখন কখন মনুষ্যকে একেবারে ব্যাকুল করিয়া তুলে। আমি যে যত্ন ও চেষ্টার কথা উল্লেখ করিলাম তাহা কোন কোন সময়ে প্রবৃত্তির সহায়তা লাভ করে, কোন কোন সময়ে কঠোর ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা সঞ্চালিত হয়। যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ আরো স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে গেলে দৃষ্টান্ত দিতে হয়। মনে কর এক জন লোকের ইন্দ্রিয় দমনের ও পরসেবার প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উত্তেজিত হইল। সময়ে সময়ে (কিন্তু সকল সময়ে নহে)

এই প্রবৃত্তি তাহাকে ব্যাকুল করে। ইন্দ্রিয়সংযম ও পরসেবা করিলে চির জীবনের জন্য সে সুখী হইবে ইহা তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সে ব্যক্তির অভিলষিত জীবন অবলম্বন করিবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে গেলে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথ অথবা নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল নিয়ম পালন করিয়া সময়ে সময়ে তাহার প্রকৃতি চরিতার্থতা লাভ করে, আবার সময়ে সময়ে বিরক্তও হয়। প্রকৃতি যে অবলম্বিত চেষ্টার পথে সকল সময় সাহায্য করিবে, তাহা নহে। কিন্তু তত্রাপি দৃঢভাবে, কেবল সাধু ইচ্ছা ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া সেই পথে চলিতে হয়, সেই নিয়ম পালন করিতে হয়। যে পরিমাণে মনুষ্য দৃঢ়ব্রত হইয়া এইরূপ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিবে, সেই পরিমাণে তাহার চরিত্রে প্রকৃত পবিত্রতা ও তাহার জীবনে প্রকৃত ধর্ম্ম স্থায়ী এবং বদ্ধমূল হইবে।

এক্ষণে যে যে পথে চলিলে স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও পবিত্র হইবার ইচ্ছা চিরস্থায়ী হয় তাহার বিষয় কিছু উল্লেখ করি, ইহার মধ্যে প্রথম পথ উপাসনার পথ। নিয়মিত উপাসনা কয় জন করে, উপাসনাকে চির জীবনের ব্রত মনে করিয়া কয় জন পালন করে, সমস্ত দিনের মধ্যে একবার ভক্তিপূর্ণ উপাসনা না হইলে কয় জনের চিত্ত অস্থির হয়? প্রিয় বৎসে, সকল সময় স্মরণ করিয়া রাখিও, উপাসনা বিষয়ে প্রধান নিয়ম এই যে সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার ঈশ্বরকে নিঃসন্দেহ সত্য রূপে হৃদয়ের সহিত উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। অধিক আর কি বলিব মঙ্গলময় যে সত্য ইহাতে তোমার পূর্ণ বিশ্বাস হউক, তাহার গম্ভীর সর্ব্বগত অস্তিত্ব তোমার সকল সংশয় ভঞ্জন করুক। তিনি যে কি বিস্ময়কর ইহা তুমি দেখিতে পাইলে চির দিনের জন্য শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারিবে। নিজে যেমন উপাসনা করিবে তেমনি শুদ্ধ চরিত্র লোকদিগের মুখবিনিঃসৃত উপাসনাদি শ্রবণ করিবে। প্রতি দিন মহাত্মাদিগের রচিত প্রার্থনাদি এক একটি পাঠ করিবে। চেষ্টা করিয়া উপাসনাকে দীর্ঘ করিও না। আপনা আপনি দীর্ঘ হয় ভালই, নতুবা, সংক্ষেপ উপাসনা করা বিধেয়। শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ গাত্রে, শুদ্ধ স্থানে উপাসনা করিবে। উপাসনার পর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিবে। উপাসনার সময় কোন বস্তুর প্রতি কি কোন লোকের প্রতি কদাচিৎ দৃষ্টি করিবে না। উপাসনার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ মুখে উচ্চারণ করিবে, কোন নির্দ্দিষ্ট কথা মনে মনে বলিবে। উপাসনাকে সমস্ত দিনের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য জানিয়া তাহার জন্য প্রস্তুত হইবে।

দ্বিতীয় পথ নীতি রক্ষার পথ। বিবেককে নির্ম্মল রাখিতে লোকের ঘোরতর অপ্রবৃত্তি, খুব ভাল লোকেও কত সময় গোপনে অনীতি পোষণ করে এ বিষয়ে অধিক কথ বলিবার আমার রুচি নাই। সকল ধর্ম্ম সাধন ও ভাল হইবার ইচ্ছা বিফল হয় যদি গোপনে অনীতির পথে মনুষ্য বিচরণ করে। দুই চারিটী দোষকে আমি বিশেষরূপে ঘৃণা করি, ১। সময় নষ্ট করা। ২ অপবিত্র দৃষ্টি। ৩। প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ভাবে অপবিত্র আলাপ। ৪। প্রণয় ঘটিত নাটক ও নভেলাদি পাঠ। ৫ স্বার্থপরতা। যদি নীতি রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে যাহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার অনীতি দৃষ্টিগোচর হয় তাহাদিগের সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। সমস্ত দিনের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখিবে। দেখিবে যেন কার্য্যের অভাবে কোন সময় কাহারো ধারস্থ হইতে না হয়। জানিত লোকদিগের মধ্যে যাঁহাদের চরিত্র পবিত্র বলিয়া জান তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ ও সহবাস আবশ্যক, প্রতিজনেই জানেন কোন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে মনের নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। বিষবৎ সেই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের স্বাস্থ্য ও শুদ্ধতা রক্ষা না করাতে অনেক সময় মন অপবিত্র হয়, ও লোকের ধর্ম্মপথে ব্যাঘাত জন্মে। প্রকৃত পবিত্রতা জীবনের সকল অবস্থাতে আত্ম পরিচয় প্রদান করে, এবং অপবিত্রতা অজ্ঞাতসারে আপনাকে আপনি প্রকাশ করে। উপাসনা এবং নীতি উভয়কে একত্র রক্ষা করিবে। তৃতীয় পথ পরসেবা। যে পরের জন্য কোন কার্য্য না করে, কেবল নিজের হিত ও উন্নতির উদ্দেশে ব্যস্ত থাকে তাহার জীবন হইতে ধর্ম্ম বহু দূরে পলায়ন করেন। সমস্ত দিনের মধ্যে পরহিতার্থে একটী কার্য্যও করিবে। লোকের শারীরিক সুখই হউক আর মানসিক উন্নতিই হউক, জগতের হিতের জন্য কোন প্রকার দৈনিক অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছু বলিলে হঠাৎ লোকের মনেও লাগে না, কিন্তু একটু সাবধান হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, নিষ্কর্ম হইয়া পরহিতান্বেষণ না করিলে উপাসনা কি নীতি কিছুই রক্ষা পায় না। অতএব এ বিষয়ে কখনই শিথিল যত্ন হইবে না। অল্প বয়সেই পরহিত চেষ্টা ভাল দেখায়। পরহিতকারিণী স্ত্রীলোক শিক্ষিতাদিগের মধ্যে এখনও অতি বিরল। আমাদিগের মধ্যে তিনি ধন্য হইবেন অন্যের মঙ্গলের জন্য যাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হইবে।

যাহা বলিলাম যদি ইহার মধ্যে কোন কথা মনের সঙ্গে ঐক্য হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণ করিও। ঈশ্বর তোমাকে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন।

আর্য্যনারী সমাজের কার্য্যবিবরণ।

গত ১০ই পৌষ আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ হয়;—

"হে আর্য্য নারী, কারাবদ্ধ হইয়া ম্লান বদনে তুমি কেন কাঁদিতেছ, তুমি স্বাধীন হও। অধীনতার শৃঙ্খল তোমার পায়ে, হাতে, তোমার চক্ষু অধীন, রসনা অধীন। তোমার দেহ মন সকলি অধীন তুমি সকল বিষয়ে দাসী, দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রয়েছ। ভগবানের ইচ্ছা ইহা নয়। কারামুক্ত জীবের ন্যায় স্বাধীন ভাবে ভগবানের উদ্যানে বেড়াও। তোমার ভাল ইচ্ছা চরিতার্থ হয় না, সুরুচি চরিতার্থ হয় না। হে ভগ্ন হৃদয় আর্য্যনারী কেন এভাবে কারাগারে বসিয়া আছ? ঘরের প্রাচীরের মধ্যে কে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে? শয়তানের গর্ত্তের ভিতর কে তোমায় টানিয়া লইয়া বাঁধিয়াছে? তোমার দেহ গৃহে কেন এরূপ বদ্ধভাবে দিন কাটাইতেছ? দেহ অন্তঃপুর হইতে বাহির হও। তুমি কেন পুরুষের অধীন থাকিবে? এদেশে স্ত্রীর অধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়। ঐ দেখ, তোমার ঈশ্বর দেহপিঞ্জর হইতে তোমার জীবন পক্ষীকে স্বাধীন করিয়া দিবেন, তোমার মোহ পাপ শৃঙ্খল খুলিতেছেন; ঐ দেখ, তোমার স্বাধীনতার রাজ্য আরম্ভ হইয়েছে বুঝি। এইবার প্রমুক্তভাবে মার নাম গাবে। এবার বুঝি তোমার কপাল ফিরিল। তোমার মা তোমাকে লইয়া স্বর্গের উদ্যানে বেড়াবেন তোমার সঙ্গে কথা বলিবেন। তুমি তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবে, তিনি কখনও বাগান হইতে প্রেমের গোলাপ লইয়া বলিবেন "বৎসে ফুল পাড়িয়া আমাকে দাও" কখনও শত শত কোমলকণ্ঠ পক্ষীকে মা ডাকিবেন মার আহ্বানে প্রেমপক্ষীগণ তোমার মাথার উপর বসিবে, কত সুগানে তোমার পরিতোষ করিবে, তোমার মুখে জননী আনন্দসুধা ঢালিয়া দিবেন। মার কাছে যাইতে পারাই কন্যার স্বাধীনতা। সংসারের দাসী, পাপের মোহের দাসী সেখানে যাইতে পারে না। "শৃঙ্খল কাট হোক্ তবেত আমি মাকে দেখিব মার কাছে যাইব।" তোমার মা আসিয়াছেন তোমাকে হাত ধরিয়া আনন্দধামে লইয়া যাইতে। তুমি বলিতেছ, "মা আসিয়াছেন, কিন্তু আমার হাত, পা, বাঁধা, যাবার সামর্থ্য নাই। ইচ্ছা হয় যাই, শুনি, দেখি, বলি; কিন্তু সব বদ্ধ কেমন করিয়া যাইব? চলিতে পারে না আর্য্যনারী, আগে স্বাধীন হও, তবেত যাইবে। আর্য্যনারী প্রার্থনা কর মা সব গ্রন্থি কাটিয়া দিবেন। যোগ বিনয় পরোপকার সত্যবাদী হওয়া এসব আমোদের কারণ হইবে কিসে? "আমরা

আর্য্যনারী আমরা কি পাঁচজনে স্বাধীন ভাবে মার উদ্যানে বেড়াইতে পারি না? পাঁচজন পুরুষ সহায়তা না করিলে আমরা কি অন্ধের মত পড়িয়া থাকিব? বাহির হইব; কোথায় ঈশ্বরের রাজ্যে। ইন্দ্রিয় নগর, বাসনার আলয় এসব আর্য্যনারীর কারাগার বাহিরে যোগ প্রেম, ভক্তির বাগান রহিয়াছে, যাই বার যো নাই। জননী কেমন মনোহর আনন্দ এবং শান্তি বাগানকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। নিষ্ঠুর প্রাচীর আমাকে বাহিরে যাইতে দেয় না। যোগের বাগানে সাধু যোগীগণ ধ্যান করেন; যোগানন্দের উৎসব আছে তাহা হইতে পান করেন। আমার স্বাধীনতা কে নষ্ট করিল? আমি আপনি। অধীনতার শৃঙ্খল কে গড়িয়াছে? আমি নিজে। আমি নিজ হস্তে চক্ষু বাঁধিয়াছি। কর্ণে পাপ পুরিয়া দিয়াছি, স্বর্গের কথা শুনিতে পাই না। আমার সর্ব্বনাশ আমি করিয়াছি আমাকে শয়তানের বাড়ীতে বদ্ধ করিল কে? স্বামী, পিতা, ভাই, বন্ধু, পরিবার? না। কে আমাকে কয়েদি করিয়া রাখিল? ভগবানের কন্যা আমি, কার শক্তি আমাকে বন্দী করে, আমি নিজে হাত পা শৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমাকে কারাগারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি।" কি দুঃখ, কি দুঃখ! এখন যদি ভগবান, আসেন তবে যদি বল গৃহরুদ্ধা আর্য্যনারী, তার কোন অধিকার নাই তবে অন্যায় হইবে। ঐ যে তুমি যাবে বলিয়া ঈশ্বর সুন্দর রথ লইয়া আসিয়াছেন। তুমি "ইডেন" নামক উদ্যানে যেতে পার না বলিতেছ আর তার চেয়ে কত সুন্দর ঐ যে স্বর্গের বাগানে যাবেনা কেন? যেখানে যোগী ঋষি সাধু সাধ্বীগণ সন্ধ্যার সময় বেড়ান, তুমি সেখানে বেড়াইতে যাও না। ওখানে যাইবার তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তুমি বল পাঁচজনের সহিত তোমাকে কথা কহিতে দেয় না, তোমার প্রাণের ভিতর পাঁচশত সাধু আত্মা রহিয়াছেন; কেন তাঁহাদের সহিত কথা কও না? আপনার স্বাধীনতা আপনি নষ্ট করিলে। পৃথিবীর অধীনতা, অধীনতা নহে, মোহের অধীন হওয়াই যথার্থ অধীন। কিন্তু এখন উঠ। মার আজ্ঞা আসিয়াছে নববিধানের রথ আসিয়াছে। সাধু নগরে যাইবার জন্য যা যা পরিবে তোমার নূতন অলঙ্কার আসিয়াছে, তাহা পরিয়া চল। যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হও। মার সঙ্গে মার হাত ধরিয়া সকল জায়গায় বেড়াও। সব দেখে শুনে লও। তিনি তোমাদের অধিকার তোমাদের ভাবনা তোমাদের হস্তে দিবেন, দিয়া তোমাদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিবেন।"

২৪ শে পৌষ আর্য্যনারী সমাজের পুনরধিবেশন হয়। উক্ত বারে নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ হয়—

"উৎসবের পূর্ব্বে এসভা প্রস্তুত হইবার সভা। যেমন প্রস্তুত হইবে লাভ তদ্রূপ হইবে। প্রস্তুত না হইলে নিশ্চয় ক্ষতি হইবে। যদি সেই স্নেহময়ী জননী নাম এখন হৃদয়ে ভাল করিয়া সাধন কর, সমুদয় হৃদয়ের তারগুলি যদি ভাল করিয়া বাঁধিয়া "মা" নামের তারের সঙ্গে মিলাইয়া রাখ, উৎসবের সুর ভাল হইবে। এখন যদি হৃদয় সুর বিহীন হইয়া রহিল মা যখন আসিবেন কিরূপে বাজাইতে পারিবে?

হরি যিনি উৎসব প্রেরণ করিতেছেন তাঁর রাজ্যে কত আয়োজন হইতেছে। কত ব্যাপার হইতেছে। উৎসবের রথ টানিয়া আনিবে বলিয়া কত ঘটনা অশ্ব প্রস্তুত হইতেছে। উৎসবের জন্য প্রেমবারি বর্ষণ হইবে বলিয়া কত ঘটনা জাল আকাশে ঘনীভূত হইতেছে। উৎসবের সময় আলোক দিবার জন্য কত সূর্য্য প্রস্তুত হইতেছে। সংসার স্নিগ্ধ করিবার জন্য কত চন্দ্র গগণে উঠিতেছে, কত ফুল ফুটিতেছে, গান করিবার জন্য কত পাখী বাসা করিতেছে। ধন্য জননী তোমার সন্তানদিগকে সুখী করিবে বলিয়া কত আয়োজন করিতেছ। দুর্ভাগিনী নারী জানেনা তাহাদের জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। ভগবান জানেন না কি কত দুঃখী তৃষিত হৃদয় রহিয়াছে? জানেন, তাই এত আয়োজন হইতেছে। হৃদয়ে প্রবেশ কর, দেখিতে পাইবে মার অঙ্গুলি কত ব্যস্ত। আর্য্যনারীর কপালে কত সুখ শান্তি আছে। এবার খুব উৎসাহ কর; মা নিজে কন্যাদের কাছে এসে নববিধানের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। কত সুধা দিবেন; তাঁহার সুধা নদী হইতে মেয়েরা কলস পূর্ণ করিয়া ঘরে আনিবে বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন; এ সময়ে যেন আমাদের মন নিরাশ হইয়া সংসারে পড়িয়া না থাকে। প্রেমময়ী নিস্তব্ধ ভাবে কত কাজ করিতেছেন। কাহাকে জানিতে দেন নাই, গোপনে বিরলে বসিয়া সব প্রস্তুত করিতেছেন। কার মনের কি রকম রঙ্ কি রকম বস্ত্র পরিলে ভাল দেখায় তাহাই দিবেন। যাহার হৃদয়ে যে ভূষণ পরিলে ভাল দেখায় তাহাই দিবেন। তাঁর রাজ্যের বস্ত্র অলঙ্কারে নারী হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। সকলের মনে প্রেম পুণ্য দিবেন বলিয়া কত আয়োজন করিতেছেন। মন প্রস্তুত হও মোক্ষদায়িনী আসিতেছেন, আনন্দময়ী আসিতেছেন। প্রস্তুত হও। মা যখন আসিবেন আদর করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবে, আর উৎসবের সময় পবিত্র প্রেমে উন্মত্ত হইবে। মার মত কেউ ভাল বাসিতে পারে না; এত যত্ন করিয়া কেহ দিতে পারে না। অতএব "মা আসিতেছেন, মা আসিতেছেন" এই কথা ভাব। হৃদয় ঘর পরিষ্কার কর, উজ্জ্বল কর। তাঁর বসিবার স্থান প্রস্তুত

কর। আর্য্যনারী তোমার সুখের জন্য ভগবতী আসিতেছেন; দ্বারে গিয়া দাঁড়াও, কখন তিনি আসিবেন প্রতীক্ষা কর, আসিবা মত্র করযোড়ে প্রণাম করিয়া বরণ করিয়া ঘরে ডাকিয়া লও। যেন আসিয়া না দেখেন তাঁর কোন কন্যা নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু যখন তিনি আসিবেন, যেন দেখেন সকল মেয়ে নূতন কাপড় পরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যেমন মা আসিলেন শঙ্খ ধ্বনি হইল, ঘরে কল্যাণ শান্তি বিস্তার হইল।"

লেডি জেনে গ্রে।

ইংলণ্ডের তৎকালীন নানা প্রকার রাজ্য বিপ্লব নিষ্ঠুর কাণ্ড কুটিল রাজনীতিজ্ঞগণের জটিল স্বভাব, নানা ষড় যন্ত্র অন্যায় ব্যাপার এই সকলের মধ্যে উক্ত সুন্দর স্বভাব নারীর জীবন যেন সুকোমল কুসুম কলিকার ন্যায় ক্ষণকালের জন্য শোভা বিস্তার করিয়াছিল। এবং যেন জনতা মধ্যে ভূপতিত পুষ্পের ন্যায় নিষ্ঠুর চিত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা দলিত হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার জীবনের সৌরভ এখনও বিনষ্ট হয় নাই। তাহা এখনও আনাদের মন তৃপ্ত করে, তাঁহার জন্য সকলের সহানুভূতি এখনও উন্মুক্ত। তাঁহার নির্দ্দোষ জীবনের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিলে সকলের হৃদয়ই আপনা আপনি সমদুঃখী হইবে। পাঠিকা বিনা দোষে দুঃখ দুর্ভাগ্য অনেকের জীবনে ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা ধীর ভাবে বহন করিবার এরূপ ক্ষমতা অনেকের হয় না।

বিদ্যা, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য, উচ্চপদ, ধর্ম্ম নিষ্ঠা, একাধারে ইহাদের সম্মিলন প্রায় দেখা যায় না। লেডি জেন গ্রের ভাগ্যে তাহাই হইয়াছিল। তিনি অতি অল্প বয়স হইতে অসাধারণ পাঠানুরাগী ছিলেন। সতর বৎসর বয়স না হইতে তিনি পাঁচ ছয়টি বিদেশীয় ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শিল্প কার্য্যে ও বাদ্যে তাঁহার সুন্দর রূপ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার একজন আত্মীয় বলিয়াছিলেন, যদি তাঁহার জীবন দীর্ঘ হইত তিনি স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেন, অগ্রগণ্য বিদ্বান পুরুষদিগের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন।

লেডি জেন মারকুস্ অফ্ ডরসেট নামক একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকের জ্যেষ্ঠ কন্যা। বাল্যকাল হইতে তিনি স্বভাবতঃ নির্জ্জনতা প্রিয় ছিলেন। তিনি অধিক লোকের সঙ্গ, আমোদ প্রমোদ, আড়ম্বর, এ সমুদয় ভাল বাসিতেন না। যখন গৃহের আর সকলে আমোদ প্রমোদে নিযুক্ত হইত তিনি একাকিনী বসিয়া পাঠানুধ্যায়নে নিবিষ্ট থাকিতেন। বিদ্যালোচনা তাঁহার নিকট একটি সুখের এবং আমোদের কার্য্য ছিল। কঠিন বিজ্ঞান শাস্ত্রাদি পাঠ তাঁহার নিকট

আকর্ষণের সামগ্রী ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা উদ্দীপ্ত ও বিকসিত করিবার সাহায্যের নিমিত্ত তিনি একজন উপযুক্ত সাধু শিক্ষক লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতামহীর সহিত ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের নিকটসম্পর্ক ছিল; এই সম্পর্কই তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। অষ্টম হেনরির উত্তরাধিকারী এবং যুবা পুত্র রাজা এডওয়ার্ড যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, তখন ডিউক অফ্ নর্দাম্বারল্যাণ্ড নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি রাজ্য লোভে লোলুপ হইয়া নানা চক্রান্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত যুবা এড্ওয়ার্ডকে নানা কৌশলে জেন্‌কে তাঁহার ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী রূপে নির্ণীত করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। এড্ওয়ার্ড জেনের সদ্গুণের নিমিত্ত তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন সুতরাং তিনি সহজেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। অল্প আয়াসেই উক্ত ডিউকের মনোরথ সিদ্ধি হইল। প্রকৃত পক্ষে এবং ন্যায় মতে এড্ওয়ার্ডের অবর্ত্তমানে তাঁহার দুই ভগিনী রাজকুমারী মেরী এবং এলিজাবেথ ইহাঁরা রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন। যাহা হউক ডিউক আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য জেনের সহিত আপনার চতুর্থ পুত্র লর্ড ডড্লির বিবাহ দিলেন। তিনি এই মনে করিয়াছিলেন জেন ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইলে ইংলণ্ড সাম্রাজ্য তাঁহার পরিবারে অন্তর্ভূত হইবে তাঁহারও যথেষ্ট ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। রাজা এড্ওয়ার্ড অতি অল্প দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। জেনের বিবাহের দুই মাস পরে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি জেন্‌কে আপন উত্তরাধিকারী নির্ণীত করিয়া যান। ডিউকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। লেডিজেনকে যখন তাঁহার স্বামীর পিতা জ্ঞাত করিলেন যে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী; সন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক জেন আশ্চর্য্য এবং রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তিত ভাবে থাকিয়া বলিলেন "আমি যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে বোধ হইতেছে যে রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে রাজকুমারী মেরী এখন রাজ্যের প্রকৃত অধিকারিণী। যে ক্ষমতা এবং পদে বাস্তবিক আমার কোন অধিকার নাই তাহা গ্রহণ করা আমি ন্যায় সঙ্গত বা ধর্ম্ম সঙ্গত মনে করি না। এবং এই অন্যায্য গুরুভার গ্রহণ করিয়া আমার জীবনকে ভারবহ করিতে ইচ্ছা করি না।" অবশেষে তিনি মনুষ্য জীবনের ঘটনা সমূহের অস্থায়িত্ব এবং অস্থিরতা ও উচ্চ পদের বিপদ ও অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করিয়া যে ভাবে ছিলেন সেই অবস্থায় জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা, মাতা

স্বামী, শ্বশুর, ইত্যাদি সকলের দ্বারা বার বার অনুরুদ্ধ ও আদিষ্ট হইয়া অবশেষে অনিচ্ছাক্রমে রাজমুকুট গ্রহণ করিলেন। রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া কিছুমাত্র সুখী হইলেন না। এদিকে রাজকুমারী মেরী আপনার প্রাপ্য অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যথার্থ তিনিই ইংলণ্ডের প্রকৃত রাজ্ঞী, এই জন্য তিনি অনেক প্রধান প্রধান লোকের সহায়তা লাভ করিলেন, সাধারণ লোকেরাও তাঁহার রাজ্য লাভের পক্ষপাতী ছিল। লেডি জেন কয়েক দিবস মাত্র রাজ্ঞী পদারূঢ় হইয়াছেন এমন সময় মেরী রাজধানী লণ্ডননগরে দলবল সমভিব্যাহারে সমারোহের সহিত প্রবেশ করিলেন, লণ্ডন নিবাসীগণ উৎসাহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিল। এদিকে জেনের পিতা এবং শ্বশুর অদৃষ্ট চক্রের এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বাধ্য হইয়া তৎকালের জন্য তাঁহাদের অভিসন্ধি ত্যাগ করিলেন। মেরী সিংহাসনারূঢ় হইয়া লেডি জেন এবং তাঁহার স্বামীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

(ক্রমশঃ

রোগীর সেবা।

সকল দেশ এবং সকল জাতির মধ্যেই রোগীদিগের সেবা নারীজাতির একটী প্রধান কর্ত্তব্য রূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু রোগীর সেবা পাঠিকাগণ যত সহজ মনে করেন তত সহজ নহে। এ কথা সত্য বটে যে স্নেহ এবং যত্ন থাকিলে পরসেবা সহজ হইয়া আসে। তত্রাপি ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে যত্ন, স্নেহ, সুনিয়ম, ধর্ম্ম, সদ্‌বুদ্ধি ও সৎপরামর্শ দ্বারা পরিচালিত না হইলে, অনেক সময় অনিষ্টের কারণ হয়। কোন উৎকট পীড়ার চিকিৎসা করা যেমন কঠিন, সেবা করা তদপেক্ষা অধিক কঠিন। কারণ রোগীর প্রকৃত সেবা করিতে গেলে চিকিৎসকের অভিপ্রায় ও রোগীর অভাব সমভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। চিকিৎসকগণ প্রায় সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁহাদিগের হস্তে অনেক রোগী, রোগ দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদিগের সহানুভূতি করিবার শক্তি বহু পরিমাণে নিস্তেজ হইয়া যায়; তাঁহারা অনেক সময়ে আপনাদিগের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে অবকাশ পান না, অথবা পারেন না, অথবা করেন না। সুতরাং যাহারা রোগের সেবা করে তাহাদিগের পক্ষে আনুপূর্ব্বিক চিকিৎসকের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলা কঠিন হইয়া উঠে। অপরদিকে আবার রোগীর অভাব বুঝিতে পারা আরো কঠিন। রোগী বিষম পীড়ার প্রহারে হীন বল, হতচৈতন্য। তাহার শুষ্ক জড়ীভূত জিহ্বা মনের ভাব ও দেহের ক্লেশ বাক্যে বলিতে অক্ষম। তাহার প্রলাপ, তাহার আর্ত্তনাদ, রোগের ভীষণ আক্র-

মণের পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তাহা হইতে রোগীর অপ্রকাশিত অভাবের পরিচয় প্রায় কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা কুপথ্য, যাহা অসেব্য, যাহা অনুচিত, যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হইবে, যাহাতে মৃত্যু নিকট হইবে রোগী বুদ্ধি বিবেচনা হত হইয়া তাহাই বারম্বার প্রার্থনা করে। সেবিকারা যদি তদনুসারে তাহার পরিচর্য্যা করেন তাহা হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়। আবার চৈতন্য থাকিতেও পীড়িত ব্যক্তি মনের কথা বলিতে পারে না। তাহার চক্ষু বিকারের অনৈসর্গিক অগ্নিতে দাহ্যমান, অথবা আসন্ন মৃত্যুর স্পর্শে হীনপ্রভ ও অন্ধপ্রায়, সেই কটাক্ষ বিহীন, নিমেষ বিহীন চক্ষু দৃষ্টির দ্বারা অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল মধ্যে মধ্যে অকারণ অশ্রুজলে অব্যক্ত কষ্টের পরিচয় দেয়, কেবল অনির্দ্দিষ্ট দয়া ও সহানুভূতির লালসায় পার্শ্বস্থ লোকদিগের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। যে ভাষার প্রতি আপামর সাধারণ, আবাল বৃদ্ধ সকলেরি অধিকার আছে, যে ভাষার ব্যবহারে মানুষের সকল সুখ দ্বিগুণিত, সকল দুঃখ দূর হয়; যে ভাষা সকল সঙ্গীত অপেক্ষা সুমিষ্ট, সকল কবিতা অপেক্ষা সুললিত, অসহায় রোগী সেই ভাষা ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া কেবল বলহীন হস্তে ইঙ্গিত করে। যাঁহারা রোগের সেবা করেন তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন সেই অস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন? অথচ তদ্ভিন্ন আর রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব বুঝিবার অন্য উপায় কিছুই নাই।

পরের অভাব, পরদুঃখ সাগরে যে আপনার সত্তা ও স্বার্থ একেবারে বিসর্জ্জন না করিয়াছে সে ভিন্ন রোগীর সেবা আর কেহ করিতে পারে না। অন্যের যাতনা দেখিলে যাহার প্রকৃতি অগ্নি স্পৃষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উথলিত হয় সেই রোগীর সেবা করিতে পারে। তোমার এবং আমার নিকট রোগীর সেবা কঠোর কর্ত্তব্য, কিন্তু ঈদৃশ লোকের নিকট তাহা আদরের ও আরামের বিষয়। রোগের শয্যার নিকট শত্রুর শত্রুতা পরাজিত হয়, নাস্তিকের নাস্তিকতা নীরব হয়, কঠোর রোগের পরিচর্য্যাতে হস্তক্ষেপণ করিলে মানুষ নিজের কলহ বিবাদ, সন্দেহ, স্বার্থপরতা সমুদয় বিস্মৃত হয়। রোগীর সেবাতে নিযুক্ত হইলে মনে এক প্রকার বিচিত্র সন্তোষের সঞ্চার হয়, শরীর মনে এক প্রকার বিচিত্র অধ্যবসায়, বল, ও শীতলতার আবির্ভাব হয়। রোগীর সেবাতে নিযুক্ত হইলে সহস্র সহস্র অমিলের কারণ সত্বে মানুষের সহিত মানুষের যথার্থ সম্বন্ধ কি তাহা অনুভব ও সম্ভোগ করিতে পারা যায়। সকলেরই পক্ষে, বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে, মধ্যে মধ্যে রোগের সেবাতে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ সদ্গুণ ও সুনিয়ম আবশ্যক।

যাঁহারা রোগের সেবাতে নিযুক্ত হইতে চাহেন তাঁহাদিগের মিতভাষী হওয়া উচিত। স্নেহ ও মায়া পরবশ হইয়া রোগীকে তাহার রোগ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহার বিষম অনিষ্ট করা হয়। রোগের অবস্থা বিষয়ে চিকিৎসককে প্রশ্ন করা উচিত, রোগীকে নহে। রোগীর সমক্ষে তাহার রোগ বিষয়ে আলোচনা করা অতিশয় অবিধেয়। রোগের গুরুত্ব অনুভব করিয়া কথা দ্বারা, কি ভাবের দ্বারা, কি ইঙ্গিতের দ্বারা কি স্নেহের আতিশয্যে রোগীরে তাহার নিজের আরোগ্য সম্বন্ধে নিরাশ করিলে কি পর্য্যন্ত ক্ষতি করা হয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। রোগীর নিকট ক্রন্দন, কি চিৎকার, কি আর্ত্তনাদ, অতিশয় অবিধেয়, কিসে রোগের উপশম হইবে তাহা না ভাবিয়া আত্মীয়গণ নিজের মনের ভাবনাও দুঃখ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হয়েন, ইহাতে পীড়িত ব্যক্তির কোন লাভ না হইয়া বরং মৃত্যু নিকট হয়। কেহ তাঁহার মুখে গঙ্গাজল ঢালিয়া দেন কেহ তাহার কর্ণে তুলসী পত্র গুঁজিয়া দেন, কেহ তাহার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া নানা প্রকার বিকট মূর্ত্তী ধারণ করেন, ও নানাসুরে ক্রন্দনের ধ্বনিকে সমুত্থিত করেন। রোগী একে নিজের পীড়ার যন্ত্রণায় আকুল, তার উপর আত্মীয়দিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত। রোগীর বাস গৃহ নিঃশব্দ হওয়া উচিত, সুশৃঙ্খলা ও শান্তিতে পূর্ণ হওয়া উচিত। সর্ব্বপ্রকার রোগীর সাহস ও আশা বৃদ্ধি হওয়া উচিত। যেরূপ যত্নে রোগীর শরীরের সেবা করা হয় তদপেক্ষা অধিক যত্নে তাহার মনস্তুষ্টির আয়োজন আবশ্যক।

সাগর বক্ষে চন্দ্র গ্রহণ।

আজ বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা, পৌষ মাসের দ্বিতীয় দিবস। আমার আত্মীয় বন্ধু পরিবার, সকলে নিরাপদে বহুদূরে, গৃহে বাস করিতেছেন, আর আর আমি একাকী অবান্ধব এই বিস্তীর্ণ আরব সাগরে ভাসিতেছি। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সূর্য্যের তেজ কমিয়া গেল, মস্তক শীতল হইল। এই আরব সাগরে শীত নাই, আকাশ চিরদিনই উষ্ণ, রৌদ্র চিরদিনই প্রখর, সাগর সকল সময়েই অস্থির। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সূর্য্যের মুখ লোহিত হইয়া উঠিল, অসহ্য জ্যোতি মৃদু, আরক্তিম, তরল হইয়া মেঘের সঙ্গে মিশাইয়া গেল, নীলজলে গলিত হইল। সূর্য্যের আকার আয়ত হইল, আয়ত আরক্তিম সূর্য্যচক্র দিগন্তে জলধির পশ্চিম প্রান্তে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। নিম্নার্দ্ধ ঈষৎ লম্বীকৃত হইয়া সাগরের নীল জলকে স্পর্শ করিল, অল্পে অল্পে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইল। অর্দ্ধ নিমজ্জমান অরুণ আকাশ

হইতে নামিয়া গোলাকার বিশাল জলে ভাসিতে লাগিল, লুকাইতে লাগিল, ক্রমে প্রকাণ্ড জ্যোতির্ম্ময় পরিধির কেবল রেখা মাত্র অবশিষ্ট রহিল। সাগরে সূর্য্যাস্ত হইল, কিন্তু হেমবর্ণ জ্যোতি রাশি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সূর্য্যের জ্যোতি গেলনা, শোভা গেল না, শক্তি গেলনা, বরং আরো সুকোমল ও সুন্দর হইয়া সমুদায় প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিল। এইরূপ মহাত্মাগণ কাল সাগরের প্রান্তে অদৃশ্য হইলে তাঁহাদিগের চরিত্রের জ্যোতি ও শোভা পৃথিবী এবং স্বর্গকে পরিশোভিত করে, তাঁহাদিগের শরীর অস্তমিত হয় কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হয়।

সূর্য্যাস্ত হইবা মাত্র চন্দ্রোদয় হইল। সূর্য্যজ্যোতির অবসানে চাঁদের জ্যোতির বিকাশ হয়, তবে কি জীবনের অবসানে অনন্তের বিকাশ হইবে না? পূর্ণ চন্দ্রমা পরিধি প্রান্তে ক্ষয়ের রেখা, রাহুর স্পর্শ, গ্রহণের চিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক চন্দ্র আকাশে উদয় হইল। চন্দ্রমার উপর রাহুর অধিকার প্রথমে তত বুঝিতে পারা গেল না। কিন্তু কিয়ৎকালের মধ্যে তাহা স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। চন্দ্র যতই উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল ততই তাঁহার পরিধি ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল, জীবনের প্রকাশের প্রারম্ভে ক্ষয়ের রেখা নয়নগোচর হয় না বটে; কিন্তু সকল প্রকার উন্নতি গূঢ় ভাবে ক্ষয়কে আলিঙ্গন করিয়া প্রকাশ পথে উদয় হইয়া থাকে, এবং যে পরিমাণে মনুষ্য বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে সেই পরিমাণে অপর দিকে সে ক্ষয় ও খরচ হইয়া যাইতে থাকে। যাহাহউক সমুদ্র বক্ষ হইতে আমি চন্দ্রমার নানা অবস্থা দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে চন্দ্রের মুখ মলিন হইতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভায় রজত রূপধারী জল রাশি ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না তিমির গ্রাসে আচ্ছন্ন দেখিয়া আকাশ নিহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগণ অল্পে অল্পে সভয়ে আপনাদের লুকায়িত মস্তক প্রকাশ করিতে লাগিল। চন্দ্রমা আরো ক্ষীণ লাবণ্য ও সঙ্কীর্ণকায় হইয়া গেলেন, এবং অচিরে তিন চারি ঘণ্টার ভিতর গ্রহণ চন্দ্রকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিল। জ্যোৎস্না ও শান্তিবর্ষী বিশুদ্ধ শশধর ক্ষীণ রক্ত বর্ণ শুষ্ক পত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আকাশ ও সাগর ঘন অন্ধকার বক্ষে আবৃত হইল। সকল দিক নিঃশব্দ হইল। অগণ্য নক্ষত্র পুঞ্জ নভোমণ্ডলকে পূর্ণ করিল, এবং তাহার মধ্যে নিষ্প্রভ চন্দ্রমা গম্ভীর অবগুণ্ঠনে আপনার মুখ ঢাকিয়া প্রকৃতির পরমাশ্চর্য্য শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন. আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া নানা চিন্তায় মগ্ন হইলাম।

লতা পুষ্পের আকর্ষণ।

পাঠিকার কি বাগান আছে ? আমাদের বিবেচনায় যদি দেবতাদিগের উপযুক্ত কোন কার্য্য থাকে, তবে তাহা বাগান করা। বাগানের কার্য্য করিলে শরীর ভাল থাকে, মন সচ্ছন্দ হয়, চিত্তের মধ্যে সরুচির সঞ্চার হয়। বাগান করিলে বায়ু সেবন করা হয়, রৌদ্র সেবন করা হয়, সৌরভ সেবন করা হয়, নির্ম্মল বৃষ্টিতে স্নান করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে ভ্রমণ করিতেন কেন ? ঈশা বনমণ্ডিত গিরিশিখর অন্বেষণ করিতেন কেন ? হাফেজ উদ্যান দেখিলে উন্মত্ত হইতেন কেন ? শকুন্তলা সহচরী মুনিকন্যাদের সঙ্গে লতায় জল সেচন করিতেন কেন ? বৃক্ষ পুষ্পের সঙ্গে মনুষ্য স্বভাবের সম্পর্ক আছে, আত্মীয়তা আছে, গভীর সাদৃশ্য আছে। লতা কুঞ্জ মানুষের সঙ্গে কথা কয় ; তাহার বর্ণে, তাহার পত্রে, তাহার গন্ধে, এক প্রকার বিচিত্র ভাষা আছে যাহা শ্রবণ মাত্র মন প্রাণ তৃপ্ত হয়। লতা প্রথমে ক্ষীণ থাকে, ক্ষুদ্র থাকে, তার পর রস, বৃদ্ধি, পুষ্টিলাভ করে; সহকার তরুকে বিবাহ করে, উভয়ে হেলিয়া দুলিয়া বসন্ত সমীরণের সঙ্গে গান করে; পত্র কুসুমকে প্রসব করে, প্রাচীরকে আলিঙ্গন করে, এবং পরিশেষে ছিন্ন হইয়া ভূমিতলে শয়ন করে ও শুষ্ক হয়। মানুষের হাসি মানুষের অনেক সময় ভাল লাগে না, কিন্তু লতাশিশুর হাসি দেখিলে কার মন প্রসন্ন না হয় ? এক জন সুন্দরীর বর্ণ ও সৌন্দর্য্য আর এক জন সুন্দরীর নিকট বিষতুল্য অপ্রীতি কর। কিন্তু লতা পুষ্পের বর্ণ ও সৌন্দর্য্যের নিন্দা করেন এমন ভয়ানক প্রকৃতির সুন্দরী পাঠিকাদিগের মধ্যে কে আছেন ? বৃক্ষের ও আকর্ষণ আছে, লতারও আছে, পুষ্পের আছে। শাক্যমুনি বোধিদ্রুম অশ্বত্থ তলে এক কালে বসিয়া প্রতিভা লাভ করিলেন ; ঋষি তপস্বী বৃক্ষছায়ার লোভে গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন ; গভীরতম ধর্ম্মশাস্ত্র অরণ্য মধ্যে উচ্চারিত হইত বলিয়া তাহার নাম "আরণ্যক" হইল। যেখানে নিবিড় লতা সেইখানেই পক্ষীর সঙ্গীত লহরী, নগরের সুন্দর উচ্চ শোভাযুক্ত প্রাসাদ শিখরে কেবল কাকের দৌরাত্ম্য। প্রাসাদের উচ্চতা ও ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া বুলবুলকে বনবাসী লতা বিহারী হইতে কে শিখাইল ? উজ্জ্বল সুগন্ধ পুষ্প ফুটিলেই মধুকরকে সংবাদ দেয় কে ? সুচিত্রিত প্রজাপতিদিগকে গোলাপরূপ দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে কে ? মনে কর তোমার রৌদ্রদগ্ধ ছাদের উপর একটী টবে একটী ক্ষুদ্র গাছে তাহাতে একটী মোতিয়া ফুটিয়াছে। প্রাতঃকাল না হইতে হইতে, তোমার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে, যে মধুমক্ষিকাটী আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া

কি বলিতেছে তাহাদিগকে কে সেখানে আকর্ষণ করিল? যতই বনের গভীরতা ততই পক্ষী কণ্ঠের মধুরতা ও পক্ষের শোভা। দেবালয় ও দেবারাধনার জন্য সর্ব্বত্র পুষ্পের এত ব্যবহার কেন? পুষ্পের নামে গৃহস্থ প্রিয়তমা কন্যার নামকরণ করে; পুষ্পের নামে সুন্দরী সুন্দরীর সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করেন। কাহারো নাম "গোলাপ", কাহারো নাম "মল্লিকা", কাহারো নাম "লিলি", কাহারো নাম "ভাইওলেট্"। পুষ্প কামিনীর কবরীতে, যোগীর কমণ্ডলুতে, রোগীর শয্যাতে। সাধ্বীর সতীত্ব যেমন, বিদুষীর বিদ্যা যেমন, কুমারীর কৌমার্য্য যেমন, স্বর্গারোহণান্তে তাহাদের বিমল যশ পৃথিবীতে বিস্তার করে ও সকল লোকের চিত্তকে আমোদিত করে, তেমনি প্রকৃতির নিয়মে পুষ্প রত্ন যখন পরিশুষ্ক হইয়া আসে তাহার সৌরভ আতর, গোলাপ ইত্যাদি নানা আকারে রক্ষিত হইয়া চিরকাল মানুষের হৃদয়কে সন্তোষ বিতরণ করে। পুষ্পের প্রভাব বিষয়ে নিম্নে আমরা একটী উপন্যাস বলিব।

একদা দুই সহোদরের মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়; বিষয় লইয়া এত বিরোধ হয় যে আদালত ভিন্ন তাহার নিষ্পত্তি হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক দিন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য কার্য্যালয়ে যাইবে মনে করিল। পথিমধ্যে গমন করিতেছে, দেখিল এক জন পুষ্প বিক্রেতা অপরূপ শোভাযুক্ত কতকগুলি পদ্ম বিক্রয় করিতেছে। দেখিবামাত্র আকৃষ্ট হইয়া সেই ব্যক্তি তিনটী পদ্ম অধিক মূল্যে কিনিল; ক্রমশঃ ভ্রাতৃস্থানে উপনীত হইয়া দেখে ভ্রাতা দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় ক্রোধান্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। কনিষ্ঠকে দর্শনমাত্র শপথ করিয়া বলিলেন "আদালত ভিন্ন আমাদের মনান্তর কিছুতেই মিটিবে না। আমি যত দূর সাধ্য তোমাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করিব। তুমি কনিষ্ঠ হইয়া আমাকে অমান্য করিলে, আমার সম্পত্তি হরণ করিতে চেষ্টা করিলে, আমি আইন অনুসারে তোমাকে শাস্তি দিব।" কনিষ্ঠ ভীত ও অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বলিলেন "দাদা আমার বক্তব্য না শুনিয়া বিরক্ত হইবেন না।" তাঁহার শব্দ শুনিবামাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুনরায় তাহার প্রতি কোপ দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন তাঁহার হস্তে তিনটী অর্দ্ধ স্ফুটিত চমকার লাবণ্যযুক্ত পদ্ম পুষ্প রহিয়াছে। দেখিবামাত্র সেই বিষয়াসক্ত কুঞ্চিতচিত্ত ব্যক্তির মনে কিঞ্চিৎ ভাবান্তর হইল। ক্ষণকাল অন্যমনস্ক হইয়া কনিষ্ঠকে সম্বোধন করত বলিলেন "ঐখানে একখানা চৌকী রহিয়াছে উপবেশন কর।" কনিষ্ঠ বসিলেন, ফুল তিনটী টেবিলের উপর রাখিলেন। অপর ব্যক্তি উপস্থিত বিষয় বিস্মৃত প্রায় অন্যমনস্ক হইয়া

তাঁহার কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি "এই ফুলগুলি কোথায় পাইলে?" "পথে বিক্রয় হইতেছিল, আমার পরিবার অত্যন্ত পদ্মপুষ্প ভাল বাসেন, তাই তাঁহার জন্য লইয়া যাইতেছি।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া বলিলেন "আমার পরিবারও পুষ্প ভক্ত। তোমার কি মনে আছে যখন তুমি নিতান্ত বালক ছিলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি দিঘীতে প্রাতঃকালে এইরূপ পদ্ম সঞ্চয় করিতে যাইতাম। তুমি সন্তরণ জানিতে না, আমি জানিতাম। এক দিন ফুল হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় আমার কটিদেশে সংলগ্ন তোমার হস্ত স্খলিত হইয়া গেল, তুমি অমনি জলমগ্ন হইলে। আমিও তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তোমাকে ধরিলাম, আমার এক হস্ত ফুলের ভরে বদ্ধ, অপর হস্ত তুমি এমনি বলপূর্ব্বক ধরিলে যে উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া মরিবার উপক্রম হইল। আমি কোনমতে তোমাকে কূলে আসিয়া উপস্থিত করিলাম। তুমি ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া করুণস্বরে বলিলে "দাদা তুমি আমার প্রাণ দান করিলে, আমি এজন্মে কখন তোমাকে অমান্য কি অস্নেহ করিব না, একথা কি তোমার মনে আছে?" কনিষ্ঠের মুখের দিকে তিনি দৃষ্টি করিয়া দেখেন তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে, সে নত মস্তকে সমুদায় শ্রবণ করিতেছে। জ্যেষ্ঠ প্রবল চেষ্টায় আপনার অশ্রুজল নিবারণ করিয়া বলিলেন। "আমি কি বিষয় সম্পত্তি গ্রাহ্য করি? গেলই বা আমার দুই চার শত টাকা। আমার কত আসিতেছে কত যাইতেছে। আমার ক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ এই যে এতদিন যত্নে স্নেহে প্রতিপালন করিলাম যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সে আমাকে এখন প্রতারণা করিতে চায় আমার নামে নালিস করিতে চায়।" এই বলিয়া তিনি করে কপোল ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিলেন, কনিষ্ঠ শীঘ্র অশ্রু সম্বরণ করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিল "দাদা আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার সকল অধিকার পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতেছি।" অতঃপর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহাদের মনান্তর মিটিয়া গেল। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের হস্তে তিনটী পদ্মের মধ্যে একটী উপহার দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথে যাইতেছেন দেখিলেন রাস্তার মোড়ে একটী কুৎসিৎ কৃষ্ণবর্ণা, নীচ জাতীয় বালিকা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বস্ত্রে শত গ্রন্থি, দেহ এবং মস্তক ধূলিতে বিবর্ণ, মুখে রোগের চিহ্ন। সে সতৃষ্ণ নয়নে অবশিষ্ট দুইটী পদ্মের প্রতি দৃষ্টি করিতেছে। ভ্রাতার সহিত আশাতীত সম্মিলনে এই ব্যক্তির চিত্ত আর্দ্র ও আন্দোলিত হইয়াছিল। তিনি

এই দীনবসনা বালিকাকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ফুলের দিকে চাহিয়া রহিয়াছ কেন?" কন্যা অপ্রতিভ হইল, এবং ভয়াকুল অস্ফুট বচনে বলিল "আমার ছোট বোনের বড় জ্বর বিকার হইয়াছে, তার নাম লক্ষ্মী, তার বাঁচিবার আশা নাই, আমার বাপ নাই, আমার মা কায করিতে গিয়াছে। কায না করিলে আমরা খাইতে পাই না। আমি লক্ষ্মীকে একাকী ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি। তার কান্না শুনিলে আমার প্রাণ কাঁদে, তাহাকে বুঝাইলে সে বুঝে না। তোমার হাতে ঐ সুন্দর ফুল দেখিয়া মনে হইল যে যদি লক্ষ্মীকে তুমি একটী ফুল দেও সে হয়ত আর কাঁদিবে না।" পুষ্পবাহক এই সরল বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন। বালিকার হস্তে একটী পদ্ম ও একটী টাকা দিয়া বলিলেন তোমাদের ঘর কতদূর? চল আমি সেখানে যাইব। বালিকা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। একখানি সঙ্কীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে, মলিন ছিন্ন শয্যাতে রোগে শীর্ণ একটী ক্ষুদ্র বালিকা একাকিনী শয়ন করিয়া আছে। আগন্তুকের চরণের শব্দ পাইবামাত্র জাগরিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল "মা এলি? মা উত্তর দে না। মা বুঝি নয়? দিদি এলি? দিদি উত্তর দে। আমার জন্যে কি কিছু এনেছিস?" জ্যেষ্ঠা বালিকা বলিল "তোর জন্য কত কি এনেছি। লক্ষ্মী চক্ষু খুলিয়া দেখ কেমন সুন্দর ফুল।" লক্ষ্মী চক্ষু খুলিল; পুষ্প দেখিল, তাহার বিবর্ণ অধরে হাস্যালোক দেখা দিল. সে ক্ষীণ হস্ত প্রসারণ করিল, এবং পুষ্পের সৌরভে আমোদিত হইল। সেই মুহূর্ত্ত অবধি তার কঠিন পীড়া কমিতে আরম্ভ হইল। দুই তিন দিন পরে আমাদের বন্ধু পুষ্পবাহক তাহাকে পুনরায় দেখিতে গেলেন। দেখিলেন সে জ্বর মুক্ত হইয়া কুটীরের বাহিরে বসিয়া আছে, তাহার পার্শ্বে একটী জলপূর্ণ মৃৎপাত্রে তাঁহার প্রদত্ত পদ্মটী সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া হইয়া হাসিতেছে। বালিকাও তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল।

যখন আমাদিগের বন্ধু পীড়িত বালিকার কুটীর হইতে বাহিরে যান, তাঁহার হস্তে একটী মাত্র পদ্ম অবশিষ্ট ছিল। তিনি নিজ গৃহে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, এক জাতীয় বীরনারী রূপে পরিগণিত হইতেন। তিনি তীব্র ভাষিণী, স্বামী শাসনে সুদক্ষা। স্বামী গৃহে প্রবেশ মাত্র তিনি সহস্র কর্ম্ম ফেলিয়া দ্বারে উপনীত হইলেন, বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, ভ্রূভঙ্গী ও মুখভঙ্গী করিয়া স্বামীতাড়না রূপ যে উন্নত কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। স্বামীর চিত্তে তখন নানা ভাব আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি পথভ্রমণ ও রৌদ্রের প্রভাবে শ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং

বক্তৃতার কোন সুদীর্ঘ উত্তর না দিয়া সহাস্য বদনে কাঁচের পাত্রোপরি হস্ত-স্থিত মনোহর পুষ্প রত্নটী সংরক্ষা করিলেন। সহধর্ম্মিণী ইহা দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন “ওকি! এ ফুল আবার কোথা হইতে আনা হইল। ফুল কিনিতে গিয়া বুঝি এত বেলায় বাটী আসা হইয়াছে?” অনন্তর পদ্মের আঘ্রাণ লইলেন, তাহা পাত্র হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং কবরীতে সংলগ্ন করিয়া সহাস্য বদনে অপরাধী স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল, স্বামীর প্রতি তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হইল। আর যখন স্বামীর প্রতি নারীর চিত্ত প্রসন্ন হয়, তাহার নিকট সমুদয় সংসার প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে।

হে পাঠিকা পুষ্প চয়ন কর, পুষ্পকে শ্রদ্ধা ও প্রেম কর। উদ্যান কার্য্যে রত হও, পুষ্পের ন্যায় কোমল, পবিত্র ও সৎকীর্ত্তি সৌরভে পূর্ণ হও।

স্বর্ণরেণু।

“ঈশ্বর” শব্দ সকলে ব্যবহার করে বটে, কিন্তু ইহার মানে অতি অল্প লোকেই জানে। তত্ত্বজ্ঞের নিকট নিকট “ঈশ্বর” শব্দের অর্থ বুঝাইয়া লও।

সকল লোকের সঙ্গে আলাপ ও সদ্ভাব রাখিতে পার, কিন্তু জানিও যাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে এমন লোক সংসারে অতীব দুর্লভ। তোমার আমার ভাগ্যে প্রকৃত “বন্ধু” লাভ করা প্রায় অসম্ভব।

সে সামগ্রী কি যাহা সকল সামগ্রীর ভিতর আছে, অথচ কিছুরই মত নয়, সে সৌন্দর্য কি যাহা সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিহিত, অথচ কোন সুন্দর বস্তুর ন্যায় নহে? সে সৌরভ কি যাহা সকল সৌরভের মূল, অথচ যাহার আঘ্রাণ পাওয়া যায় না? এবং সে আলোক কি প্রকার যাহা সকল উজ্জ্বলতার কারণ অথচ কোন প্রকার জ্যোতির সঙ্গে উপমিত হইবার নহে? যদি এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পার তাহা হইলেই তুমি আস্তিক, নতুবা তুমি নাস্তিক।

আতিথ্য যত সংক্ষেপ হয় ততই ভাল; আত্মীয়তা যত দীর্ঘ ও পুরাতন হয় ততই ভাল।

যে ব্যক্তি নিন্দা শুনিয়া আপনাকে লঘু মনে করে, এবং প্রশংসাতে স্ফীত হয়, তাহার ন্যায় অপদার্থ আর কে আছে?

কোন সামগ্রী নষ্ট করিও না; এক কণা তণ্ডুল, ও এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র অবধি নষ্ট করিও না, তাহা হইলে সময়ে ধনী হইবে।

কাহারো সদ্ভাব লাভে অমনযোগী হইও না। নীচতম ব্যক্তিকেও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিও। কাহাকেও অধম মনে করিও না। তাহা হইলে সময়ে বহু লোকের সহায়তা লাভ করিবে।

যেমন পদ্মের উৎপত্তি পঙ্কে, নদীর উৎপত্তি পস্তরময় পর্ব্বত শিখরে, তেমনি ধর্ম্মের উৎপত্তি অধার্ম্মিক মনুষ্যের কঠিন ও মলিন মনের মধ্যে।

সুমিষ্ট কথায়। ইহাতে অর্থব্যয় নাই, কিন্তু লাভ যথেষ্ট। যে তাহা শ্রবণ করে তাহার সুখ হয় এবং যে তাহা বলে সে ব্যক্তিও সুখী হয়। কোন সময়ে অজ্ঞাতসারে একটি সামান্য মিষ্ট কথায় এক জনকে চিরকালের জন্য আপনার করিয়া লওয়া যায়, এবং হয়ত একটি কর্কশ বাক্যে কাহারও মন কঠোর হইয়া চিরদিনের জন্য শত্রু করিয়া দেওয়া যায়। মিষ্ট কথা বলিতে পরিশ্রম করিতে হয় না, কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না, তাহা বলিতে অবহেলা করি কেন?

কথিত আছে পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর নক্ষত্র রূপে আকাশকে শোভিত করেন। ইহার অর্থ আছে। নক্ষত্রের ন্যায় সুন্দর পদার্থ অতি অল্পই আছে। ধার্ম্মিকের জীবনও সুন্দর। অন্ধকার রজনীতে নক্ষত্রালোকে পথিককে পথ প্রদর্শন করে; ভ্রান্ত মনুষ্যগণ পুণ্যাত্মাগণের জীবনের আলোকে পথ দর্শন করিতে পারে। নক্ষত্র দেখিলে সুখ হয়; পুণ্যাত্মাগণও পৃথিবীতে সুখ শান্তি বিস্তার করিয়া থাকেন। নক্ষত্রের শোভা উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময়, অথচ নয়ন স্নিগ্ধকারী। ধার্ম্মিকের জীবনও সেইরূপ।

LETTER.

My Dear Sister,—

There are lots of cats in our house. I dislike cats, and wish they would all go away. But they do not go away. They pur, they mew, they brush against my legs, they coil around my feet when I come home from school. I sometimes scream at their misconduct. They quarrel, and scratch, and bite each other. But one thing I have always noticed in cats. The males only quarrel with males, and females with females. I have never yet seen a tom cat fighting with a puss, though she were ever so reserved and ill-tempered. Nor have I seen a puss flying at a gentleman cat though he were ever so forward, as I have seen her doing at a member of her own sex. We had a litter of kittens the other day. When cats are very small, they have no jealousy; they play together, eat together, and keep each other warm. Up to a certain age they are alright; they do not fight, though they sometimes gnarl, and paw, and show a little mischief. But as soon as they grow up the males hate the males, and the females hate the females. Are they not exceedingly like us women? I have seldom seen a woman who deeply and intensely liked another woman. I find women always watching each other, and finding fault with each other. They gossip, they insinuate they quarrel, they tear each other's reputation. Certainly my dear sister, women ought to be better than cats.

Your affectionate,

Younger Sister——

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১০ম সংখ্যা] ফাল্গুন, সন ১২৮৭। [৩য় খণ্ড

মনুষ্যবিভাগ।

মনুষ্যদেহের নির্ম্মাণ প্রণালী যদিও সাধারণতঃ এক প্রকার কিন্তু দেশভেদে ও জাতিভেদে শরীরের বাহ্যিক আকার ও গঠনে অনেক ভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের লোকেরা শ্বেতকায় কোন স্থানের লোকেরা কৃষ্ণ বর্ণ। কোন প্রদেশনিবাসিগণের কেশ কৃষ্ণবর্ণ কোন জাতির কেশ পিঙ্গল স্বর্ণ বা তাম্রবর্ণ। মুখের আকৃতিতে ও চরিত্রের গঠনেও নানা বিভিন্নতা দেখা যায়। বিজ্ঞান-বিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সমগ্র মনুষ্য জাতিকে পাঁচ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; ককেসিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, আফ্রিকান বা কাফ্রিবংশ, আমেরিকান এবং মালয় বংশ। কেহ কেহ ককেসিয়ান মঙ্গোলিয়ান এবং আফ্রিকান এই তিন শ্রেণীমাত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা আমেরিকান এবং মালয় বংশকে মঙ্গোলিয়ান শ্রেণীমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ককেসিয়ান জাতির আকৃতি অপর সকল বংশ অপেক্ষা সুশ্রী, বর্ণের বিশেষ লক্ষণ শুভ্রতা। নাসিকা প্রায় উন্নত, ললাট প্রশস্ত, দেশ ভেদে কেশ কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণ ও সুচিকণ হয় ও বর্ণ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণ হইয়া থাকে ইহারা স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেচনার অতি শ্রেষ্ঠ। ফিন্‌লণ্ডনিবাসিগণ ব্যতিরেকে ইউরোপীয় আদিম আধুনিক সকল জাতি, এসিয়া মধ্যে হিন্দুবংশ, পারসীক, আরবীয়, য়িহুদি, তুরুস্ক, আসিরিয়া ও ফিনিসিয়া নিবাসিগণ ককেসিয়ান শ্রেণীর অন্তর্গত। আফ্রিকার অন্তর্গত মিসর ও আবিসিনীয়া নিবাসী এবং মুর নামক জাতি, ককেসিয়ান বলিয়া পরিগণিত। মঙ্গোলিয়ানগণ দেখিতে পিঙ্গলবর্ণ বা ঈষৎ পীতাভ বর্ণ হইয়া থাকে। ইহাদের কেশ কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ এবং ঋজু অর্থাৎ সোজা হয়, শ্মশ্রু প্রায় ঘন হয় না। চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা স্থূলাকার এবং খর্ব্ব, হনুদ্বয়

প্রশস্ত এবং অনুন্নত, মস্তক অপেক্ষাকৃত চতুষ্কোণ, ললাট অবনত। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় ইহারা নিকৃষ্ট নহে কিন্তু নূতন পন্থা ও উন্নতির উপায় আবিষ্কারের ক্ষমতা অপেক্ষা ইহারা অনুকরণের-শক্তির নিমিত্ত অধিক প্রসিদ্ধ। মঙ্গোলিয়ান শ্রেণীর অন্তর্গত কোন কোন জাতি শিল্প ও সুকুমার বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। চীন, চীনতাতার, তাতার ইত্যাদি স্থান বাসিগণ মঙ্গোলিয়ান; চীন নিবাসিগণ শিল্পকার্য্যের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ। তাহারা সাটিন এবং রেশমের বস্ত্রের উপর অতি সুচারু কার্য্য করিয়া থাকে এবং নানা প্রকার হস্তিদন্তখচিত সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করে যাহা সচরাচর "বন্দের শাড়ী" বলিয়া খ্যাত তাহা চীনদিগের হস্ত নির্ম্মিত। তদ্ভিন্ন একটি সুদীর্ঘ প্রশস্ত প্রাচীর ও একটি দীর্ঘ কৃত্রিম সরিৎ তাহাদের হস্ত কৌশলের বিশেষ পরিচয় দেয়। উক্ত নদী প্রায় ৩৫০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং প্রাচীর দৈর্ঘ্যে সাতশত ক্রোশ ও এত বিস্তৃত যে ছয় জন অশ্বারোহী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাহার উপর দিয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর সাতটি, অদ্ভুতকীর্ত্তির মধ্যে ইহা একটি বলিয়া পরিগণিত হয়। এই প্রাচীর চীনতাতার ও চীনের মধ্যে স্থাপিত। শত্রুদিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য চীনবাসিগণের দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

আফ্রিকান বা কাফ্রি বংশ কৃষ্ণবর্ণ তাহাদের কেশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, ও মেষ ইত্যাদি পশু লোমবৎ আকুঞ্চিত। ললাট অবনত, নাসিকা খর্ব্ব ও স্থূলাকার, ওষ্ঠাধর স্ফীত, এবং মুখের নিম্নাংশ অর্থাৎ চিবুক সম্মুখ ভাগে উত্থিত। ইহারা প্রায় অত্যন্ত কুৎসিত হয়। মিসর আবিসিনিয়া বার্ব্বরি আলজিরিয়া ইত্যাদি ককেসিয়ান জাতির অধিকৃত প্রদেশ সকল ভিন্ন আফ্রিকার অপর সকল স্থানে কাফ্রিদিগের বসতি। আমেরিকান বংশ আমেরিকার আদিম নিবাসী। কেবল উক্ত স্থান নিবাসী এস্কিমো জাতি তাহাদের অন্তর্গত নহে। ইহারা তাম্রবর্ণ, ইহাদের কেশ দীর্ঘ, কিন্তু ঘন নহে। চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ এবং কোটর প্রবিষ্ট, হনুদ্বয় উচ্চ, দীর্ঘ নাসিকা, মুখ ব্যাদান সুবিস্তৃত এবং শরীর সুগঠিত হইয়া থাকে।

মালয়বংশ কাফ্রি এবং আমেরিকগণ হইতে বিভিন্ন। ইহারা বুদ্ধিমান্। ইহাদের বর্ণ পিঙ্গল, স্থূল কৃষ্ণবর্ণ কেশ, হনুদ্বয় উচ্চ, ললাট বিস্তৃত ও অনুন্নত। প্রশান্ত মহাসাগরস্থ বোর্ণিও, সুমাত্রা, জাবা, ফিলিপাইন পুঞ্জ নিউজিলণ্ড ও ভারত সাগরীয় আফ্রিকার সমীপবর্ত্তী ম্যাডাগেস্কর ইত্যাদি দ্বীপে উহাদের বসতি।

উপরিউক্ত কয়েকটি প্রধান বংশে মনুষ্য জাতিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে আধুনিক সময়ে ককেসিয়ানগণ সভ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম

ও সকল জাতি অপেক্ষা ক্ষমতাবান্। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোচ্চ জাতি-গণ উক্ত শ্রেণী মধ্যে সন্নিবিষ্ট।

প্রমীলার শিক্ষা।

প্রমীলা এক জন প্রসিদ্ধ এবং সম্পত্তি-শালী চিকিৎসকের কন্যা। তিন বৎসর হইল এক ধনশালী ব্যক্তির এক মাত্র পুত্রের সহিত বিবাহ হই-য়াছে। প্রমীলার স্বামী কৃতবিদ্য যুবক; সভ্যতা, স্ত্রীজাতির উন্নতি, বিদ্যাশিক্ষা এবং স্বাধীনতার পক্ষপাতী। প্রমীলা পিতার যত্নে লেখা পড়া শিখিয়া-ছিলেন শিল্পকার্য্য বাদ্য ইত্যাদিতেও কিঞ্চিৎ পারদর্শীতা লাভ করিয়া-ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সংসার কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞাও অশিক্ষিতা ছিলেন। পিতার গৃহে আদরের কন্যা ছিলেন তাঁহাকে গৃহধর্ম্মের কোন কার্য্যে শিক্ষা দিতে কেহ মনোযোগ করে নাই আবশ্যকও মনে করে নাই। প্রমী-লার রূপ গুণের পরিচয় পাইয়া নগরস্থ বিখ্যাত ধনী যদুনাথ বাবু আপন যুবা পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছু কাল পুর্ব্বে যদু বাবুর পত্নী বিয়োগ হইয়াছিল। গৃহে গৃহিণী নাই। পুন-রায় দার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার দুইটি কন্যা ছিল দুইটিই বিবা-হিত, এবং শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিত। পুত্র সর্ব্বকনিষ্ঠ। তাঁহার নাম সুরেশ। সুরেশের পর গৃহিণীর আর সন্তান হয় নাই। বিবাহ কালে প্রমীলার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ছিল। তাঁহার পিতা দেশাচারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কন্যাকে বয়স্থা করিয়াছিলেন। যাহা হউক প্রমীলা সুপাত্রে পরিণীতা হই-লেন। পিতৃ গৃহেও যেমন আদরের কন্যা শ্বশুরালয়েও সেইরূপ যত্নের বধূ। কোন অভাব নাই, কোন চিন্তার বিষয় নাই। সংসারের ভার কি জানেন না। সংসারের দায়ীত্বও কষ্ট কি জানেন না। সৌভাগ্য ও সুখ স্রোতে দিনের পর দিন ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমোদ বিদ্যার চর্চ্চা নব নব বন্ধু সমবয়স্কা ইত্যাদির সহিত আলাপে সময় অতিবাহিত হইতে লা-গিল। বিবাহের দুই বৎসর পরে তাঁ-হার একটি সুন্দর পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল। তাহার জন্মোপলক্ষে বিধি মতে নানা সমারোহ উৎসব দান মঙ্গলাচরণ হইল। সন্তানবত্ব লাভ করিয়া প্রমীলা এবং তাঁহার স্বামী সুখী হইলেন বটে কিন্তু মাতার যে কোমল পবিত্র অথচ গভীর দায়ীত্ব তাহা তখনও প্রমীলা অনুভব করিতে পারিলেন না। ধনাঢ্যগণের গৃহের রীতি অনুসারে শিশু অধিকাংশ সময় দাসীদিগের নিকট থাকিত, মাতৃদুগ্ধের পরিবর্ত্তে বেতন ভোগী দাসীর স্তনদুগ্ধে প্রতিপালিত হইত। এ রীতি কি অস্বাভাবিক! সন্তানের শরীর রক্ষার

নিমিত্তই যে দুগ্ধ ঈশ্বর মাতৃবক্ষে সঞ্চারিত করিয়াছেন নিজ সন্তানের শরীর পোষণ না হইয়া এক জন বেতনভোগী দাসীর দুগ্ধে সে শিশু প্রতিপালিত হয় ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি মাতা পীড়া বা অপর কোন কারণে শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ দান করিতে অক্ষম হয়েন তবে উপরিউক্ত প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। কিন্তু অকারণ স্বীয় দুগ্ধপোষ্য শিশুকে অপরের দ্বারা পালন করা কতদূর অস্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কি ইংলণ্ডে কি এখানে ধনশালী পরিবারের মধ্যে সচরাচর ঐ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। যত শীঘ্র এই প্রথা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় ততই ভাল। বোধ হয় ইয়োরোপীয়দিগের অনুকরণেই এখানেও উক্ত রীতি প্রচলিত হইয়াছে। কারণ ভাল হউক মন্দ হউক বিদেশীয়দিগের প্রথার অনুকরণ করিতে ভারতবর্ষীয় কোন কোন জাতি বিশেষতঃ বাঙ্গালি যেমন অগ্রসর এমন আর কে?

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্ব বাঙ্গলার নদী।

পূর্ব্ব বাঙ্গলার নদী সকলের বিষয় ভাবিলে পশ্চিম বাঙ্গলার লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তথাকার অনেকে নদীর ভয়ে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় যাইতে চাহেন না, আত্মীয় বন্ধুদিগকে সে দেশে যাইতে নিবারণ করেন। কলিকাতার লোকেরা ভাগীরথীর তরঙ্গ দেখিয়াই ভীত হন, নৌকারোহণে, কেহ কেহ বা জাহাজে পর্য্যন্ত চড়িতে সাহসী হন না। ভয়ঙ্করী মেঘনা, পদ্মা ও যমুনার তরঙ্গমালা দেখিয়া যে তাঁহারা অধিকতর ভয়াকুল হইবেন তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পূর্ব্ব বাঙ্গলার মাঝীগণ ঝড় তুফানের মধ্যেও সে সকল ভয়ঙ্কর নদীতে অকুতোভয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চালায়, আরোহীদিগকে এক স্থান হইতে স্থানান্তর ও পর পারে লইয়া যায়। পূর্ব্ব বাঙ্গলার কুলবধূগণ নদীতে যেরূপ সাহস প্রকাশ করেন, পশ্চিম বাঙ্গলার বীরপুরুষেরও তদ্রূপ সাহস হয় না।

একজন ইউরোপ ভ্রমণকারী বাঙ্গালী বাবু বলিয়াছেন যে পূর্ব্ব বাঙ্গলার ন্যায় প্রকাণ্ড নদী ইয়ুরোপের কোন স্থানে নাই, আমেরিকা ব্যতীত অন্য কোন দেশে নাই। পূর্ব্ব বাঙ্গলাকে জালের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ নদী সকলে ঘেরিয়া রহিয়াছে। বর্ষাকালে বহু গ্রাম নগর নদীজলে প্লাবিত হয়, অনেক গ্রাম নদী বক্ষে ভাসমান হইয়া সমুদ্র বক্ষঃস্থিত দ্বীপের ন্যায় শোভা পায়। শত শত গ্রাম স্রোতোবেগে ও তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। নদী ভাঙ্গনীতে কত ধনী জমীদার ফকির হইয়া গিয়াছেন। আজ দেখ পদ্মাকূলে জনা-

কীর্ণ নগর বা গ্রাম শোভা পাইতেছে, কাল যাইয়া দেখ সেখানে স্থলের চিহ্নও নাই, পদ্মার গর্ভে সমুদায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সেখানে অতলস্পর্শ জল, প্রকাণ্ড তরঙ্গ ও ভীষণ আবর্ত্ত। রাজনগরস্থ মহারাজ রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তি স্তম্ভ সকল ও সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণীর এইক্ষণে চিহ্নও নাই, পদ্মা সমুদায় গ্রাস করিয়া কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। পদ্মার আক্রমণ হইতে গোয়ালন্দ ষ্টেশন রক্ষা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইল, বড় বড় ইঞ্জিনিয়েরগণ কত বুদ্ধি কৌশল খাটাইলেন। পাহাড় ভাঙ্গিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া পাথর সকল আনিয়া জলে ফেলিলেন, শক্ত করিয়া প্রাচীর বাঁধিলেন, পদ্মা হুড়মুড় করিয়া সমুদায় ভাঙ্গিয়া ষ্টেশনের অট্টালিকা সকল চূর্ণ করিয়া কোথায় ডুবাইয়া লইয়া গেল তাহার চিহ্নও নাই। কোম্পানির আঠার উনিশ লক্ষ টাকা যেন চক্ষের পলকে পদ্মার গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। পদ্মাকূলস্থিত কালী পাড়া লৌজঙ্গ প্রভৃতি বড় বড় সমৃদ্ধ গ্রামের এইক্ষণ চিহ্নও নাই। গ্রাম নগর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পদ্মার ন্যায় যমুনা নদীও সুনিপুণা। আজ প্রকাণ্ড গ্রাম ভগ্ন করিল, কাল সেই গ্রামের উপকরণ দ্বারা অপর পারে সুবিস্তীর্ণ চড়া ভূমি স্থাপন করিল, পর বৎসর পুনর্ব্বার সেই চড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এই দুই নদীর এই সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য। ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে যমুনা নদী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার বয়ঃক্রম এক শত বৎসরেরও ন্যূন হইবে। তৎপূর্ব্বে যমুনা নদী ছিল না। ব্রহ্মপুত্রের এক প্রবল স্রোত আসিয়া গ্রাম নগর ভাঙ্গিয়া এই প্রকাণ্ড নদী উৎপাদন করিয়াছে। যেস্থান দিয়া পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া অকূল সাগরের ন্যায় প্রবাহিত। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে নদীর চিহ্নও ছিল না। বিধাতার কি আশ্চার্য্য খেলা। মেঘনাও প্রকাণ্ড নদী, তাঁহার তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। কিন্তু তাঁহার স্রোতোবেগ ও আবর্ত্ত তাদৃশ প্রখর ও ভয়াবহ নহে। তিনি স্বীয় ভগিনীদ্বয় পদ্মা যমুনার ন্যায় চঞ্চলপ্রকৃতি ও কুলঘাতিনী নহেন। মেঘনা নদীর তীরস্থ গ্রামবাসী লোকেরা অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক মনে কাল যাপন করে। পূর্ব্ববাঙ্গলার পদ্মা যমুনা মেঘনা এই তিনটি নদীই প্রধান, এই তিন নদী হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত নদী উৎপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পদ্মা জাহ্নবীর যমুনা ব্রহ্মপুত্রের কন্যা, চেরাপুঞ্জী পর্ব্বত শ্রেণীর কয়েকটি ক্ষুদ্র নদীর প্রবাহ হইতে মেঘনা উৎপন্ন হইয়া স্থানে স্থানে জালছিড়া কাঁচিকাটা প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া সাগরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। যমুনা গোওরালন্দে আসিয়া পদ্মাকে আলিঙ্গন,পদ্মা ঢাকা

জিলার অন্তর্গত বলাসিয়া নামক স্থানে আসিয়া মেঘনাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। অনেক স্থানে যমুনা ও পদ্মার অপর পার প্রায় নয়ন গোচর হয় না। পারে যাইতে দুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সময় যায় হয়। বর্ষাকালে অনেক সময় প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া নৌকা যোগে পার হইতে হয়। মেঘনার চৌড়া অনেক স্থানে তদপেক্ষা বৃহৎ, দুইপ্রহরে ও তাহার কুল পাওয়া কঠিন হয়। এক পার হইতে অপর পার কিছুই নয়নগোচর হয় নাই। নওয়াখালির জিলার এক স্থানে মেঘনা নদীর মুখে কটালের সময়ে দুই বিপরিত দিক্ হইতে সমুদ্রের দুইটি প্রকাণ্ড স্রোত আসিয়া পরস্পরকে প্রতিঘাত পূর্ব্বক মহা আস্ফালন ও আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রদর্শন করে। তাহা দেখিলে অত্যন্ত আনন্দ পাওয়া যায়। ঢাকার চতুষ্পার্শ্বে ধলেশ্বরী বুড়ীগঙ্গা লক্ষা প্রভৃতি অনেক নদী ঘেরিয়া রহিয়াছে। এই সকল নদী তাদৃশ ভয়ানক নহে। লক্ষা নদীর জল সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছ ও লঘুভারও স্বাস্থ্যকর। ময়মনসিংহ জিলার মধ্য দিয়া ব্রহ্ম পুত্র নদী পূর্ব্ব পশ্চিমে যমুনা ও মেঘনা প্রবাহিত। মেঘনা নদীতে যেরূপ নানা জাতীয় প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়, এরূপ অন্য কোন নদীতে নহে। পদ্মা রাজসাহী ফরিদপুর পাবনা ও ঢাকা জিলার উপর দিয়া প্রবাহিত। পশ্চিম বঙ্গালার পাঠিকারা নদীর তামাসা দেখিতে একবার নৌকারোহণে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় আসিবেন।

সুসাহস।

পুরুষ সাহসী হইলে লোকে তাহার সুখ্যাতি করে। কিন্তু স্ত্রীচরিত্রে যে কোন প্রকার সাহস সম্ভব ইহা কেহ মনেই করেন না, সাহস সাধারণতঃ একটি পুরুষোচিত গুণ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা পুরুষ চরিত্রের অধিক উপযোগী হইতে পারে. কিন্তু কোন কোন সময় স্ত্রীলোকের চরিত্রে সাহস অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়। সাহস দুই জাতীয় বলা যাইতে পারে। শারীরিক সাহস, অর্থাৎ যাহাতে শরীরের বল শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়। এ প্রকার সাহস সকল জাতীয় স্ত্রীপ্রকৃতিতে সম্ভব নয়, শোভাও পায় না। যে সাহস বিপদকালে মনের স্থিরতা রক্ষা করিতে পারে, এবং কি করা উচিত তদ্বিষয়ে সুবিবেচনা পরিষ্কাররূপে উত্তেজনা করিতে পারে, যে সাহসে হৃদয়ের দৃঢ়তা মনের শান্তভাব কখনই বিচলিত হয় না, সেই সাহস স্ত্রীলোকের প্রকৃতির উপযোগী। বাস্তবিক সাহস কাহাকে বলা যায়? কোন বিশেষ লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য শারীরিক ক্লেশ ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করিবার নাম সাহস। স্বভাবতঃই নারীগণ ভীরু-

স্বভাব, অতি সামান্য কারণে তাঁহাদের মন ভীত ও উৎকণ্ঠিত হয়। ভয়-বৃত্তি তাঁহাদের মনে অত্যন্ত প্রবল। অকারণে তাঁহাদের মন উত্তেজিত করিয়া দেওয়া যায়, এবং একবার ভয় উত্তেজিত হইলে কল্পনা আসিয়া নানা রূপ বিভীষিকার ছবি চিত্তের মধ্যে প্রকাশিত করে। অনেকের স্বভাবে ভয়ের এরূপ প্রবলতা দেখা যায় যে একটি চোরের গল্প শুনিলে তাঁহাদের শরীর আড়ষ্ট হয়। মনে হয় পশ্চাতে বুঝি চোর দণ্ডায়মান। রাত্রিকালে অন্যের অঞ্চল ধারণ করিয়া নিরাপদ হওয়া ভিন্ন উপায় থাকে না। অন্ধকার এবং রজনীর সঙ্গে ভয়ের এমনি যোগ আছে যে দিবসে যে স্থানে স্বচ্ছন্দে একাকী থাকা যায়, রাত্রিকালে আলোক লইয়া সঙ্গী লইয়াও সে স্থানে নিঃশঙ্ক থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে, এমন অনেক শিক্ষিতা সভ্য নারী আছেন যাঁহারা বলেন "ভূত প্রেত" বিশ্বাস করেন না, কিন্তু কাহারও মুখে একটি ভূতের গল্প শুনিলে অজ্ঞাতসারে "ভূতের ভয়" আসিয়া তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া ফেলে। এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা গাড়ি বা নৌকারোহণ করাকে ভয়ানক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া থাকেন। চলিতে চলিতে গাড়ি যদি একটু এক দিকে হেলিল, বা ঘোড়া যদি একটু চঞ্চল হইল, মনে করেন বুঝি এইবার অপঘাতে প্রাণ যাইবে। নৌকা যদি একটু বাতাসে দুলিল ভয়ে কম্পিত হন। এইরূপ ভীক স্বভাবাদিগকে ইংরাজিতে nervous বা শিথিল স্নায়ু বলে। শিথিল স্নায়ু হওয়া অনেক স্ত্রীলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ভয়বৃত্তি দমন না করিতে পারিলে তাহা এত দূর প্রবল হইতে পারে যে ভয়ের সময় লজ্জা ভদ্রতা বিবেচনা সমুদায় হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বিপদের ভয়ে লোকে সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকে। বিপদের সময় ভয়ে আকুল হইলে নিজ দোষে উপস্থিত বিপদ দ্বিগুণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। হয়ত একটু সুস্থির থাকিলে অল্প আয়াসেই সে বিপদ দূর হয়। কত সময় ভয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। বিপদ কালে মনের ও ব্যবহারের স্থিরতা রক্ষা করা সামান্য গুণ নহে। সকল স্ত্রীলোকেরই ভয় দমনের অভ্যাস করা উচিত। সঙ্কটের সময় আর কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকুক এই টুকু করিবার অভ্যাস রাখা উচিত যে অন্ততঃ বাহিরেও সুস্থির থাকিব। ভয়েতে ভয়ের এক গুণ কারণ দশ গুণ হইয়া উঠে; ভয়ের অধীন হইলে শরীর মন উভয়ের ক্ষতি হয়। অতএব সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া মনকে সাহসী করা উচিত। অভ্যাসের ন্যায় শিক্ষক আর কে আছে। অভ্যাস দ্বারা যেমন সকল প্রবৃত্তির দমন করা যায় ভয়বৃত্তিকেও সেইরূপ পরাজয় করা যায়। দেহবলে ও বাহুবলে পুরুষের সমকক্ষ না হইতে

থাকুন বিপদের সময় মনের শান্তি রক্ষা করিয়া পাঠিকা সুসাহসের পরিচয় দান করুন। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে শারীরিক ভীরুতার পরিচয় দিয়াও অনেক মহিলা প্রকৃত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সাহসের অর্থ এই যে কোন একটী উচ্চ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য কঠিন দৈহিক ক্লেশ ও মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইবে, সকল প্রকার বিপদকে তুচ্ছ করিতে হইবে। ধর্ম্ম রক্ষা, সতীত্ব রক্ষা, স্বামিসেবা, সন্তান সেবা, পরোপকার এ সকল উচ্চ বিষয় ইহার জন্য যে কত নারী পৃথিবী মধ্যে ক্লেশ বহন করিয়াছেন, অকাতরে প্রাণ দিয়াছেন, দৈহিক বিপদ ও দীনতাকে তুচ্ছ করিয়াছেন, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নির্ম্মল স্বাভাবিক স্নেহের অনুরোধে কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য স্ত্রীলোকে যেরূপ নিজের বিপদ ও ক্লেশকে তুচ্ছ করিতে পারে, পুরুষ তাহার অর্দ্ধেকও পারে না। পরস্পরকে প্রহার করিতে, অন্যের রক্তপাত করিতে, সকল প্রকার শারীরিক বলের পরিচয় দিতে পুরুষেরা বিলক্ষণ অগ্রসর। কিন্তু এপ্রকার সাহস কি ব্যাঘ্র ভল্লুকের প্রকৃতিতে নাই? আমিষভোজী পশুদিগের যেমন সাহস সেরূপ সাহস ভীমেরও ছিল না, এলেকজাণ্ডারেরও ছিল না। কিন্তু যে সাহসে সাবিত্রী, সুজাতা, ফাতিমা, ইউনা, মণিকা, মেরী জগদ্বিখ্যাত হইলেন, দেব প্রকৃতি ভিন্ন আর সে সাহস কোথায় দৃষ্ট হয়? এবংবিধ স্বর্গীয় সাহস পরিত্যাগ করিয়া যে লজ্জাহীনা নারী পুরুষবেশে, পুরুষপ্রকৃতির অনুকরণ করিয়া দৈহিক বলের অহঙ্কার করিয়া জীবন যাপন করে, আমরা তাহাকে নারী কুলকলঙ্কিনী পিশাচশ্রেণী ভুক্ত করি।

স্ত্রীজাতির চরিত্রে যে সাহস নাই এরূপ মত যেন কেহ প্রচার না করেন। আমাদিগের অনুরোধ পাঠিকাগণ নীচ ভয় প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া বাহ্যিক বিপদের মধ্যে আপনাদের দেহ মনকে শান্ত রাখুন। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত বীরত্ব যেন ধর্ম্ম, সত্য, সতীত্ব ও জীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য রক্ষার সময় প্রকাশ পায়।

লেডিজেনগ্রে।

গত প্রকাশিতের পর।

লেডিজেন কারাগার বদ্ধ হইয়াও আপনার মনের শান্তি ও স্থিরতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরের উপর আশ্চর্য্য নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল। দুরবস্থায় পড়িয়া মন চঞ্চল হইল না। তিনি আপনি সুস্থির থাকিয়া স্বামীর চিত্ত যাহাতে বিপদে শান্ত হইতে পারে তজ্জন্য উদ্বিগ্ন ও যত্নবতী হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ্ঞীর আদেশে তাঁহার শ্বশুরের প্রাণ দণ্ড হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নিয়মানুসারে ধর্ম্মযাজক দ্বারা ধর্ম্ম মত পরিবর্ত্তনের জন্য উপদিষ্ট হইয়া-

ছিলেন, এবং প্রাণরক্ষা হইবে এই আশায় ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার পরিচয় দিয়া গেলেন।

তৎকালে স্পেনের সম্রাটের পুত্র ফিলিপের সহিত মেরীর বিবাহের কথা স্থির করিবার জন্য স্পেন হইতে একজন রাজদূত রাজসভায় উপস্থিত ছিল। এই দুরন্ত ব্যক্তি জেন ও তাঁহার স্বামীর প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত রাজ্ঞীকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মেরী কিঞ্চিৎ দয়াপরবশ হইয়া তৎকালের নিমিত্ত তাহা হইতে ক্ষান্ত রহিলেন।

ইংলণ্ডে স্পেন সম্রাটের পুত্রের সহিত রাজ্ঞীর বিবাহের পক্ষপাতী কেহই ছিল না। কারণ জনসাধারণের এই আশঙ্কা ছিল যে ইংলণ্ডের ক্ষমতার উপর স্পেন হস্তক্ষেপ করিবে। এই বিবাহনিবারণের নিমিত্ত ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। একজন ক্ষমতাশালী রাজ-কর্ম্মচারী বিদ্রোহীদের অধিনায়ক হইয়া মেরীকে আক্রমণের উদ্যোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মেরীর ক্ষমতার নিকট পরাভূত এবং বন্দী হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে এই বিদ্রোহে দুই নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণনাশের কারণ হইল। রাজসভায় কতিপয় প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শে মেরীর মনে এই বিশ্বাস হইল যে জেন এবং তাঁহার স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশেই উক্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হইয়াছে। এই সন্দেহে তিনি নিরপরাধী জেন ও তাঁহার স্বামীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। জেন এই দারুণ আজ্ঞা শুনিয়া বিশ্বাস বলে বিচলিত হইলেন না। কিন্তু প্রিয়তম স্বামীর জীবন রক্ষা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মেরীর চিত্তে দয়ার উদ্রেক করিবার নিমিত্ত তিনি করযোড়ে মিনতি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোমল প্রার্থনায় পাষাণচিত্ত ও দ্রব হয়, কিন্তু মেরীর কঠিন চিত্ত দয়ার্দ্র হইল না। অনেক মিনতির পর মেরীর মন ঈষৎ ফিরিবার উপক্রম হইয়াছে এমন সময় তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী এই প্রস্তাব করিলেন যে, "মহারাজ্ঞি, যদি জেন এবং তাঁহার স্বামী কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করুন।" মেরী সম্মত হইয়া জেনের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে স্থিরব্রতা জেন আপনার এবং প্রিয় পতির প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে ও ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের প্রাণবধের আজ্ঞা হইল। জেন ও তাঁহার স্বামী পৃথক স্থানে রক্ষিত হইলেন। স্বামীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ কালে তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে বারবার ধর্ম্মে স্থির নির্ভর রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর জীবনের অবশিষ্ট কয়েক দিবস তিনি কারাগারে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও উপাসনাতে

অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের প্রাণ বধ হয়। রাজ কর্ম্মচারীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বধ্যভূমিতে যাত্রা কালে পথিমধ্যে দেখিলেন তাঁহার স্বামীর রক্তার্দ্র মৃত দেহ বাহকগণ অন্যত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার তৎকালীন স্বাভাবিক স্থিরতা বিনষ্ট হইল, তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া অশ্রু জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের মৃত্যুচিন্তা তাঁহাকে কিছু মাত্র কাতর করে নাই কিন্তু এই ঘটনায় স্বভাবতঃ তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া তিনি সমবেত বিচারক ও দর্শক বর্গকে সম্বোধন করিয়া শান্তভাবে আপনার মনের ভাব বলিয়া গেলেন। অবশেষে বধ্য কাষ্ঠের সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া কিছু ক্ষণ ভক্তির সহিত ধর্ম্ম সঙ্গীত উচ্চারণ করিলেন। পরে উপস্থিত দাসীর সাহায্যে কণ্ঠ এবং গলদেশের আবরণবস্ত্র উন্মোচন করিলেন। তদনন্তর তাহারা তাঁহার চক্ষুদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া দিল। ঘাতক নিয়মানুসারে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তিনি প্রসন্নচিত্তে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। চক্ষুদ্বয় আবৃত থাকাতে বধ্যকাষ্ঠের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এক জন একটি ব্যক্তি তাঁহাকে উক্ত কাষ্ঠের নিকট লইয়া গেল, তখন জেন তদুপরি মস্তক স্থাপন করিলেন এবং করযোড়ে বলিলেন, "হে প্রভু তোমার হস্তে আমি আমার আত্মাকে সমর্পণ করিতেছি।" এই বলিয়া নীরবে ঘাতকের অস্ত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দের আরম্ভে তাঁহার জীবন শেষ হয়। তাঁহার বিদ্যা, ধর্ম্মে নিষ্ঠা, মৃত্যুকালে অকুতোভয়তা, আলোচনা করিলে এখনও চিত্ত মুগ্ধ হয় ও বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত মন আপনা আপনি দুঃখিত হয়।

একজন বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন, "শৈশবের নির্দ্দোষ ভাব, যৌবনের সৌন্দর্য্য, বয়স্কের দৃঢ়তা, এবং বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য এ সমুদয় অষ্টাদশ বৎসর বয়সে জেনের ভাগ্যে ও চরিত্রে ঘটিয়াছিল। তিনি রাজবংশে জন্মিয়াছিলেন, বিদ্যায় পণ্ডিতের তুল্য ছিলেন, ধর্ম্মে পুণ্যাত্মাগণের সমকক্ষ ছিলেন, কিন্তু অন্যের অপরাধে পরিণামে ঘৃণিত হত্যাকারীর তুল্য কঠিন দণ্ডে তাঁহার জীবন শেষ হইল।"

পশু সংস্কারের তীক্ষ্ণতা।

পরিচারিকার কোন পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা পশুদিগের সুতীক্ষ্ণ এবং আশ্চর্য্য সংস্কারের উদাহরণ প্রকাশিত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে আরও কতিপয় প্রকৃত ঘটনা পাঠিকাদিগকে আমোদিত করিবার নিমিত্ত এই প্রবন্ধে প্রদত্ত হইতেছে।

কোন সময়ে একটি কুকুর পড়িয়া

গিয়া পদ ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। এই অবস্থাতে সেই কুকুর এক জন দয়ার্দ্রচিত্ত চিকিৎসকের নয়নগোচর হইলে তিনি তাহাকে গৃহে লইয়া গিয়া নানা চেষ্টায় তাহার ভগ্ন পদকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলেন। এবং যত দিন না কুকুর আরোগ্য লাভ করিল নিজ গৃহে তাহাকে স্থান দিলেন। অবশেষে কুকুর সুস্থপদে প্রস্থান করিল। কিন্তু চিকিৎসককৃত উপকার বিস্মৃত হইল না। কিছু দিন পরে উক্ত কুকুরের সহিত আর একটি ভগ্নপদ কুকুরের সাক্ষাৎ হইল। সে এই শেষোক্ত কুকুরের ও তাহার পূর্ব্বের তুল্য অবস্থা ঘটিয়াছে দেখিয়া কুকুর জাতির ভাষায় মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ঐ দয়ালু চিকিৎসকের আলয়ে গমন করিল। নিজের ন্যায় বন্ধুর পদ আরোগ্য হয় ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যখন কুকুরদ্বয় চিকিৎসকের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কুকুর অবরুদ্ধ দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া গৃহ প্রবেশের নিমিত্ত অনবরত চীৎকার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী ইহার কারণ অবগত হইবার জন্য গবাক্ষ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। কুকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। চিকিৎসকও কুকুরকে চিনিতে পারিলেন এবং স্বয়ং আসিয়া দ্বার খুলিলেন। তখন কুকুর নানা ইঙ্গিতে নানা উপায়ে তাঁহার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক শীঘ্রই কুকুরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাহার সমভিব্যাহারী কুকুরের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। কুকুর আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই ঘটনায় কুকুরের বুদ্ধি এবং উপকার করিবার ইচ্ছা উভয়ই আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ইংলণ্ডে অনেক ভদ্রলোক তাঁহাদের পালিত কুকুরদিগকে ডাক ঘর কিম্বা সংবাদপত্র বাহকদিগের নিকট হইতে সংবাদপত্র লইয়া আসিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং কোন কোন কুকুর দোকান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াও আনিতে শিক্ষিত হয়। এই সকল কুকুর সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছেঃ—

একজন ভদ্রলোকের কুকুর শিক্ষানুসারে প্রত্যহ প্রাতে ডাকঘর হইতে তাহার প্রভুর নিমিত্ত "টাইম্‌স" নামক সংবাদ পত্র আনিত; কিন্তু একদিন সে শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিল। তাহার প্রভু আবার তাহাকে ডাকঘরে প্রেরণ করিলেন কিন্তু পুনরায় কুকুর সংবাদপত্র না লইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন কুকুরস্বামী পোষ্টমাষ্টারের নিকট অন্য উপায়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে

তিনি এই উত্তর প্রেরণ করিলেন যে "সেদিন" টাইমস্ " সংবাদ পত্র কোন কারণে ডাকঘরে পৌঁছে নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কুকুরকে অন্য এক সংবাদ পত্র প্রদত্ত হইয়াছিল কিন্ত সে গ্রহণ করে নাই!"

কোনস্থানে দুইজন প্রতিবাসীর দুইটি কুকুর ছিল। সাক্ষাৎ হইলেই কুকুর দ্বয় পরস্পরের সহিত বিবাদ করিত। ইহাদের মধ্যে একটি একজন কাপ্তেনের পালিত ছিল। এই কুকুর মধ্যে মধ্যে সহর হইতে শিক্ষামত মাংস ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কুকুরেরা কি উপায়ে দ্রব্যাদি ক্রয় করে পাঠিকারা জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। তাহাদের কণ্ঠে একটি ঝুড়ি রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যে দোকান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে হইবে সে দোকান কুকুরের পরিচিত করিয়া দিতে হয়। এবং আবশ্যকীয় সামগ্রীর বিষয় বিক্রেতাকে জানাইবার নিমিত্ত ঝুড়ির সহিত পত্র প্রেরিত হয় তৎসঙ্গে মূল্যও প্রেরণ করা যায় বিক্রেতা প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঝুড়িতে স্থাপন করে, কুকুর তাহা লইয়া যায় দোকানি মনোযোগ দিয়া শিক্ষা দিলে কুকুর অনায়াসে উক্ত উপায়ে সামগ্রী সকল ক্রয় করিয়া আনে। উপরিউক্ত কুকুর এক দিন এইরূপে মাংস লইয়া প্রভুর গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে এমন সময় পথে আর কতকগুলি কুকুর মাংসলোভে তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রভুভক্ত কুকুর অনেক ক্ষণ আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ করিল কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হইয়া শত্রুদিগকে মাংস সমর্পণ করিতে হইল। কিন্তু কিঞ্চিৎপরিমাণ মাংস সে চেষ্টা পূর্ব্বক রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই অবশিষ্ট মাংস খণ্ড লইয়া সে তাহার প্রতিবাসী পূর্ব্ব শত্রু কুকুরের নিকট গমন করিল এবং উক্ত মাংস তাহার নিকট স্থাপন করিয়া আহারার্থ তাহাকে প্রদান করিল। বোধ হয় এইরূপে তাহার সাহায্য এবং বন্ধুতা প্রার্থনাই এই কুকুরের উদ্দেশ্য ছিল। পরাজিত কুকুর এই প্রকারে তাহার শত্রুর মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া, (কি উপায়ে জানি না) মনোগত ভাব তাহাকে জ্ঞাত করিল। কারণ আহারান্তে তাহারা বন্ধুভাবে নগরে গমন করিল এবং পথে যে সকল কুকুর মাংসক্রেতা কুকুরকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিল উভয়ে তাহাদিগকে নানা রূপে উৎপীড়ন ও ত্যক্ত করিয়া শাস্তি দিতে লাগিল। গৃহে প্রত্যাগমনের পর উহারা পরস্পরের সহিত আর কখনও বিবাদ করে নাই, এবং সখ্যভাবে কাল কাটাইতে লাগিল।

কুকুর জাতির সংস্কারের তীক্ষতার অনেক দৃষ্টান্ত শ্রবণ করা যায়। এক্ষণে আমরা অশ্ব হস্তী গর্দ্দভ ইত্যাদি জন্তুর তীক্ষ সংস্কার দয়া ও বুদ্ধির উদাহরণ

স্বরূপ দুই চারিটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিব। আয়র্লণ্ড প্রদেশে লিমারিক নামক স্থানে কতকগুলি অশ্ব মাঠে চরিতেছিল সেই মাঠের চারিদিকে বেড়া দেওয়া ছিল। কোন সময় অশ্বদল বেড়া ভগ্ন করিয়া স্বাধীনতা পাইয়া মহা আনন্দেও বেগে দৌড়িতে লাগিল। এবং এক ক্ষুদ্র গলির মধ্যে উপস্থিত হইল। গলির মধ্যে কতকগুলি বালক বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল, অশ্বদল সমাগত প্রায় দেখিয়া তাহারা ভয়ে পার্শ্বস্থ ঝোপ ও বৃক্ষের অন্তরালে পলায়ন করিল। কেবল একটি অতি ক্ষুদ্র বালিকার পদস্খলন হইয়া সে পলায়নে অসমর্থ হইল এবং পথের মধ্যে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। এমন সময় ঘোটক দল তথায় উপস্থিত হইল।

কিন্তু দলের অগ্রগামী অশ্ব ক্ষুদ্র বালিকাকে পতিত দেখিয়া গতি থামাইল। সুতরাং পশ্চাদ্গামী অশ্বগণও গমনে নিরস্ত হইল, অগ্রগামী অশ্ব তখন দন্ত দ্বারা বালিকার গাত্রবস্ত্র ধারণ করিয়া তাহাকে উত্তোলন করিল এবং ধীরে ধীরে তাহাকে পথের পার্শ্বে তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে রাখিয়া দিল এবং দলের সহিত পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বেগে দৌড়িয়া গেল। ঘোটককে এরূপ দয়া কে শিখাইল?

স্কটলণ্ড প্রদেশে এক জন কৃষকের একটি প্রিয় ঘোটক ছিল। একদিন কৃষক কিছু দূরস্থ কোন বন্ধুর আলয়ে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল এবং তথায় অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিয়াছিল। গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময় কৃষক মদ্যের প্রভাবে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। তৎকালে তাহার হস্ত হইতে লাগাম স্খলিত হইল। ঘোটকটি অত্যন্ত তেজীয়ান্ ছিল, সে স্বচ্ছন্দে প্রভুকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিত কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সে সমস্ত রাত্রি প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সতর্ক ভাবে নিকটে দণ্ডায়মান রহিল। প্রাতে কয়েক জন লোক কৃষককে পথি মধ্যে ঐ অবস্থায় পতিত দেখিয়া তাহার সাহায্যের নিমিত্ত নিকটবর্ত্তী হইল, কিন্তু বিশ্বাসী অশ্ব তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া যদি প্রভুর অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায় কোন মতে নিকটে যাইতে দিল না। অবশেষে তাহারা দূর হইতে কৃষককে জাগ্রত করিল, তখন অশ্ব অবাধে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিল।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, এবার এস্থলেই স্থগিত রহিল।

আর্য্যনারী সমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

"আর্য্যনারী সমাজ" ১৮০১ শকাব্দার ২৭ শে বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুই বৎসরের অধিক হইল ইহার কার্য্য চলিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য বঙ্গদেশীয় নারী

সমাজ পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করা। প্রাচীন আর্য্যবংশীয়া হিন্দুমহিলা দিগের বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার অনুসারে সংস্কার কার্য্য সমাধা করা, সামাজিক উন্নতি ধর্ম্মমূলক হওয়া এবং যত দূর পারা যায় তাহাতে জাতীয় ভাব রক্ষা করা, দেহ মন আত্মা তিনের উন্নতি সাধন করা, এবং তাহাদের পবিত্রতা রক্ষা করা, সামাজিক ও গৃহকর্ম্মে সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করা, অর্থাৎ সন্তান দিগকে সংশিক্ষা দেওয়া, পতিসেবা, মিতাচার এবং মিতব্যয়, রন্ধন, দয়ার অনুষ্ঠান, ব্রতগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সুদক্ষ এবং ব্রতী হওয়া, জ্ঞানোপার্জ্জন, নিয়মিত ঈশ্বর পূজা, সৎপ্রসঙ্গ, নির্জ্জনচিন্তা, প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করা, পরিমিত আহার পান, বায়ু সেবন ইত্যাদিতে স্বাস্থ্য রক্ষা করা, এইগুলি শিক্ষা দেওয়া উক্ত সমাজের উদ্দেশ্য। যাহাতে নারীগণ সংসার ও ধর্ম্মের মিলন করিয়া ধর্ম্মানুমোদিত পথে সংসার নির্ব্বাহ করেন তাহা আর্য্যনারী সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করা যায় সময়ে এই সমাজ সুফল প্রসব করিবে।

গত মাঘ মাসে ইহার প্রথম সাম্বৎসরিক হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে প্রাতে ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব এবং অপরাহ্ণে সভাস্থ মহিলাগণের সম্মুখে সুবিজ্ঞ কাদার লাফোঁ কর্ত্তৃক বৈদ্যুতিক ক্রিয়া প্রদর্শন হয়। গত মাঘ হইতে এখন পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে। পক্ষান্তে একবার সভাপতি মহাশয়ের ভবনে সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সভার ২২ জন সভ্য, তন্মধ্যে ১৫ জন কলিকাতার, অবশিষ্ট ৭ জন ঢাকা, আসাম, আরা, বগুড়া ইত্যাদি অঞ্চলের। সভার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত দুই জন "কর্ম্মচারিণী" নিযুক্ত আছেন। সভা হইতে দারিদ্রদিগকে মাসিক অর্থ দান করা হইয়া থাকে। গত নবেম্বর মাস হইতে ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ স্ত্রী বিদ্যালয় আর্য্যনারী সমাজের অধীন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্যের অধিকাংশ ভার আর্য্যনারী সমাজের সভ্যাগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সপ্তাহে দুইবার সভাপতি মহাশয়ের ভবনে ও কোন কোন সময়ে অন্যান্য সভ্যাদের আলয়ে একত্র সায়ংকালীন উপাসনা হইয়া থাকে। তৎকালে প্রধান কর্ম্মচারিণী মহাশয়া কর্ত্তৃক উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সময়ে সময়ে সভ্যাগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রতাদি গ্রহণ করিয়াথাকেন। এই সভা হইতে স্ত্রীগণের উপযোগী একটি পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল, এখনও তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

আর্য্যনারী সমাজে গত বৎসর নিম্নলিখিত বিষয় সকলে উপদেশ ও আলোচনা হইয়াছিল। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? নারীজীবনের উন্নতি, সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান, প্রাচীন আর্য্য সতী নারীদিগের

চরিত্রের অনুকরণ করা, স্ত্রী স্বাধীনতা, দেহ মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান কৌশল দর্শন, করা, নববিধান, যোগতত্ত্ব, যোগসাধন, ঈশ্বরের বিবিধ নিরাকার রূপ, ঈশ্বর বাণী শ্রবণ, ঈশ্বরপতি, দম্পতির প্রকৃত সম্বন্ধ বৈরাগ্য, প্রকৃত স্বাধীনতা, উৎসবের জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদিঃ—

মাঘোৎসব উপলক্ষে আর্য্যনারী সমাজ হইতে কোন বিশেষ দিবসে দরিদ্র-দিগকে যথেষ্ট বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি বিত-রিত হইয়াছিল এবং সভ্যগণ স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া দরিদ্রগণকে মিষ্টান্ন ইত্যাদি আহার করাইয়াছিলেন। দানের নিমিত্ত ব্রাহ্মিকাগণের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তাহাতে ৫৪ টাকা নগদ এবং তদ্ভিন্ন যথেষ্ট পুরাতন বস্ত্র ও চাল সংগৃহীত হয়।

ঈশ্বর প্রসাদে এই সমাজ দিন দিন উন্নতি লাভ করুক এবং সংস্থাপকের শুভ উদ্দেশ্য সফল হউক।

কৌমার্য্য।

(শৈশব ও যৌবনের সন্ধি।)

মৃদুল তরঙ্গ তুলি
বায়ুর হিল্লোলে ছুলি
মধুর শৈশবনদী বহিছে সত্বরে।
রবি কর সনে মিলি
নাচি নাচি করে কেলি
রজত চন্দ্রিকাবাস লীলা ছলে পরে॥
আপনার মনে ধায়
নাহি জানে কোথা যায়
সম্মুখ পশ্চাৎ কভু না করে বিচার।
অস্ফুট মধুর রবে
মোহিত করিছ সবে
কে না জানে শিশু কণ্ঠ কত মনোহর?
নদীকূল আলো করি
ফুটেছে পুষ্পের সারি
নবীন হরিত বর্ণ পল্লব মাঝারে।
অমল শৈশবফুল
পারিজাত সমতুল—
আমোদিছে বায়ুস্রোত সুরভির ভারে॥
মার কোলে শিশু হাসে
সলিলে কমল ভাসে
দুই ছবি অনুরূপ শোভার আকর।
শিশুর আনন হেরি
হাসে মন সবাকারি
জীবনের উষাকাল এমনি সুন্দর॥
সুরবে সুবেগে নদী
সব বাধা বিঘ্ন ভেদি
অবিরাম চলিতেছে সংসার প্রান্তরে।—
ফেন মালা বুকে পরি
গভীর কল্লোল করি
তরঙ্গিনী আর এক আসিছে অদূরে॥
উন্নত তরঙ্গগণ
উঠিছে পড়িছে ঘন
মহাশব্দে করাঘাত করে দুই কূলে।
যৌবন উন্মত্ত রঙ্গে
করে রণ বায়ু সঙ্গে
আপন বিক্রমে গর্ব্বে ধাইছে সবলে॥
দূর ব্যাপী প্রবাহিনী

ভানুকরে তেজস্বিনী
তরুণ যৌবন ছবি অতি সুকুমার।
সম্মুখে শৈশবে হেরি
আদরে বাহু প্রসারি
প্রমোদে তটিনীদ্বয় হলো একাকার॥
তরুণ জীবন শোভা
জগতের মনোলোভা
কিশোর যৌবনে কিবা মিলন সুন্দর।
উভয় সঙ্গমস্থলে
দাঁড়ায়ে আপনা ভুলে
কে তুমি তরুণি বালা কান্তি মনোহর?
নবীন নীরদ প্রায়
আবরি সুঠাম কায়
সুদীর্ঘ কেশের ভার দোলে বায়ু ভরে।
সুবর্ণ কাঞ্চন বিভা
নবীন আনন আভা
শুকতারা হাসে যেন সুনীল অম্বরে।
কিশোর যৌবনে কিবা
হয়েছে সুচারু শোভা
সংসার বিকার আজো করেনি মলিন॥
মুখ খানি নিরমল
সুহাসিত সুকোমল
না জানে জীবন পথ কত যে কঠিন॥
শোভিছে নয়নদ্বয়
ফুল্ল ইন্দীবর প্রায়
তরল মধুর জ্যোতি প্রকাশ করিছে
কিহেতু চারু ললনে,
তব নয়নের কোণে
অজ্ঞাতে বিষাদ রেখা উদয় হয়েছে?
সুনীল গগণ ভালে
সুবর্ণ প্রদোষ কালে
তিমিরের মৃদু ছায়া পড়িয়াছে যেন।
অথবা শারদাকাশে
যবে হেম ভানু হাসে
আচম্বিতে মেঘরেখা দেয় দরশন॥
কেন চকিত নয়নে
বিশাল তটিনী পানে
চাহিছ এমন করে, কি ভাবিছ মনে?
পশ্চাতে ফিরি আবার
নিরখিছ বার বার
কেন বা এমন করে শৈশবের পানে?
যৌবনের স্রোতস্বতী
সুগভীরা বেগবতী
বহিছে কেমন রঙ্গে তব পদতলে।
কল্লোলি মধুর স্বরে
আনন্দের সমাচারে
শ্রবণ যুগল তব তুষিছে সরলে॥
তটিনী আদর করি
তোমারে বহন করি
কল্পনার সুখরাজ্যে লইয়া যেতেছে।
তবে তরুণি ললনে
তব নয়নের কোণে
অকারণ চিন্তা মেঘ কেন বা উদিছে?
তোমার চারু আননে
হর্ষ বিষাদ মিলনে
ক্ষণে আশা ক্ষণে ভয় কেন বা প্রকাশে
রবি করে ঝলমল
করিছে বিমল জল
দেখিছ কি ছায়া কোন তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে?
বহিছে কি শব্দবহ
তটিনী কল্লোল সহ
অন্যের অশ্রুত ধ্বনি তোমার শ্রবণে?

তাই কি বিষাদ রেখা
নয়নে দিয়াছে দেখা
খেলিছে চিন্তা লহরী তোমার আননে ?

কেন চকিত নয়নে
বিশাল তটিনী পানে
চাহিছ এমন করে, কি ভাবিছ মনে ?

পশ্চাতে ফিরি আবার
নিরখিছ বার বার
কেন বা এমন করে শৈশবের পানে ?

যৌবনের স্রোতস্বতী
সুগভীরা বেগবতী
বহিছে কেমন রঙ্গে তব পদতলে।

কল্লোলি মধুর স্বরে
আনন্দের সমাচারে
শ্রবন যুগল তব তুষিছে সরলে !

তটিনী আদর করি
তোমারে বহন করি
কল্পনার সুখরাজ্যে লইয়া যেতেছে

তবে তরুণী ললনে
তব নয়নের কোণে
অকারণ চিন্তা মেঘ কেনবা উদিছে ?

তোমার চারু আননে
হর্ষ বিষাদ মিলনে
ক্ষণে আশা ক্ষণে ভয় কেন বা প্রকাশে ?

রবি করে ঝলমল
করিছে বিমল জল
দেখিছ কি ছায়া কোন তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে?

নির্দ্দোষ তব জীবন
মোহে জগতের মন
সবাই যে করে তব মঙ্গল কামনা।

তরুণ জীবন স্রোত
তব চক্ষে সুললিত
কত যে বিপদ ভবে তুমিত তা জাননা॥

কত আশা মরীচিকা
ক্ষণ মাত্র দিয়া দেখা
নিরাশে ফেলিয়া যায় আঁধার হৃদয়।

রোগ শোক জরা আসি
সুখ স্বাস্থ্য বল নাশি
যৌবন উৎসাহ তেজ হরে লয়ে যায়॥

বীণার ঝঙ্কার প্রায়
বাজিয়া নীরব হয়
জীবন সুখ স্বপন মরমে মিশায়।

মধুর শৈশব ঊষা
যৌবনের সুখ আশা
দেখিতে দেখিতে কাল সাগরে লুকায়॥

কল্পনা লীলার ছলে
সুখ হার দেয় গলে
মুহূর্ত্তেকে ছিঁড়ে যায় কালের পরশে।

অমানিশা অন্ধকারে
ডুবায় যে প্রভাকরে
না উদিতে জীবনের মধ্যাহ্ন আকাশে॥

শৈশব তরুর ডালে
সাজে নানা ফল ফুলে
নানা বর্ণ পক্ষিকুল সুখেতে ঘুমায়।

দারুণ শীতের প্রায়
করাল বার্দ্ধক্য হায়
মনোরম শোভা তার হরে লয়ে যায়॥

সংসার কানন মাঝে
চরণে কণ্টক বাজে
অবসন্ন হয় প্রাণ কুপথ ভ্রমণে।

তাই বলি এসংসার
নহে সুখের আগার
হয়েছে কি সুখী কেহ নিশার স্বপনে ?
তুমিগো তরুণী বালা
ভরিয়া হৃদয়ডালা
সুখের প্রভাতে কর কুসুম চয়ন।
লও হাতে নিরমল
শুদ্ধতার শতদল
কোন অস্ত্র ধরে হেন শকতি মোহন ?
বিপদ দুখ আঁধারে
রেখো গো যতন করে
শৈশবের মধুরতা, নির্দ্দোষ জীবন।
কালের কালিমা আসি
ধর্ম্মের উজ্জ্বল হাসি
যেনগো ক্ষণেক তরে না করে মলিন॥
কত তৃষিত হৃদয়ে
সেই হাসি বিকাশিয়ে
শীতল করিবে ঢালি শান্তির শিশিরে।
কত আঁধার হৃদয়ে
ঘোর কর প্রায় হয়ে
উজলিবে সেই হাসি বিজন সংসারে॥
অনন্ত আনন্দে হেরে
ভাসে সর্ব্ব চরাচরে
অনন্তের হাসা ছটা তোমার জীবনে
হাসির প্রতিভা তাঁরি তুমিগো ললনে।

স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগের শিক্ষা প্রণালী একরূপ হওয়া উচিত কি না ?

যে প্রণালীতে পুরুষদিগের শিক্ষা হয় সেই প্রণালীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা হওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে আমরা আমাদিগের মত প্রকাশ করিতে চাই। সম্প্রতি মাননীয়া কুমারী শ্রীমতী মিস্ কব্ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। আমাদের প্রস্তাবিত প্রশ্ন মীমাংসার পক্ষে সেই পুস্তক হইতে অনেক সহায়তা পাওয়া যায়। বিবেচনা করিতে হইবে স্ত্রীলোকের জীবন প্রধানতঃ কোন্ কার্য্যের উপযোগী ? পৃথিবীর সাধারণ কর্ম্মস্থানে অথবা আফিসে রাজকীয় কার্য্য সমাধা করিয়া কয়জন মহিলা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়েন ? জনসমাজের হিতসাধন করিবার জন্য কয়জন স্ত্রীলোক আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন ? ডাক্তার হইতে, উকীল হইতে, অধ্যাপক হইতে, ধর্ম্মযাজক হইতে, সূত্রধর হইতে, কয়জন স্ত্রীলোককে আহ্বান করা যাইতে পারে ? দুই চারি জন, অধিক হয়ত শত জনের মধ্যে দশ জন, এই সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। অপর সকলে, অর্থাৎ অবশিষ্ট পঁচানব্বই জন, কিরূপে জীবন যাপন করিবেন ? তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য কি হইবে ? সকলেই জানে স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ম্মস্থান পরিবারের ভিতর। যে সকল কার্য্যে পরিবার মধ্যে উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য বাড়ে, সন্তান সন্ততি সুনিয়মে শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হয়,

প্রধানতঃ স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য তাহাই। অতএব শিক্ষা দিতে হইলে এরূপ প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা হওয়া উচিত যদ্দ্বারা এই সমস্ত কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পুরুষদিগের জন্য কর্ত্তব্য অন্য প্রকার। সুতরাং পুরুষদিগের ভাবি উন্নতি বিবেচনা করিয়া যে যে দেশে যে যে শিক্ষা প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে পুরুষোপযোগী বলিতে হইবে। সেই প্রণালীতে স্ত্রীলোকগণ শিক্ষিত হইলে হয় তাহারা আপনাদিগের প্রধান শিক্ষণীয় কার্য্যে অশিক্ষিত থাকিবে, নতুবা তাহারা প্রকৃতির বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবে। যে দেশে সকল স্ত্রীলোক কুসংস্কার, কুরুচি, সাংসারিকতা, ও অজ্ঞানতার বশবর্ত্তিনী হইয়া অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভাবে জীবন যাপন করেন, সেখানে একজন বিদুষী নারী পুরুষোচিত বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রকাশ করিয়া লোকের নিকট সহজেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারেন। মহিলা জাতি, ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, ব্যাকরণ বীজগণিত শিক্ষা করিয়া কৌমার্য্যকাল পরিসমাপ্ত করেন, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া পতি পুত্রের প্রতি, প্রতিবাসী কুটুম্বদিগের প্রতি, পরিণত গৃহিণীর সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবককে পাকশালার কার্য্যে, অথবা শিশুপালনে, অথবা রোগী সেবাতে যদি নিযুক্ত করা যায়, তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সুপাচক হইবেন, শিশুপালনে সুপটু হইবেন, ও রোগীর প্রতি যথোচিত ব্যবহার করিতে শিখিবেন তাহার সম্ভাবনা কি? তবে যদি বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া এরূপ আকার ধারণ করে যে ব্যাকরণ বীজগণিতের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপ্রকৃতিতে প্রবল যে সমুদয় প্রবৃত্তি তাহার যথোপযুক্ত উৎকর্ষসাধিত হয়, এবং সংসারকার্য্যে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য যাহা যাহা তৎপালনে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎ পরিমাণে স্ত্রী শিক্ষার যথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শিক্ষিত মহিলা যে অশিক্ষিতা গৃহিণী অপেক্ষা গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, কেননা, পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি সকল অবস্থায় এবং সকল কার্য্যেই মানুষকে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু জীবনের বিশেষ বিশেষ বিভাগে বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, তজ্জন্য বিশেষ শিক্ষার আবশ্যকতা হয়। যেমন সাধারণ বিদ্যালয়ে ছাত্র কতক দিন অবধি পাঠাভ্যাস করিয়া তাহার পর কোন বিশেষ শিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করে, কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ এঞ্জিনিয়ার

ঈদৃশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের উপযোগী শাস্ত্র চর্চ্চা করে, তেমনি কতক দিন অবধি বালক এবং বালিকাদিগের শিক্ষা প্রণালী সাধারণ ভাবে এক প্রণালীতে চলিতে পারে। তাহার পর বালিকাদিগের জীবনে স্ত্রী প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইবা মাত্র শিক্ষা প্রণালী স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক। ছাত্রগণ যাহা শিখিবেন ছাত্রীগণ যে তাহার কিছুই শিখিবেন না, শিক্ষা প্রণালী একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত আকার ধারণ করিবে আমরা তাহা বলিতেছি না। এমন অনেক বিষয় আছে যাহা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই সমান শিক্ষণীয়। ইতিহাস, পদার্থ বিদ্যা মনোবিজ্ঞান, সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র, এই সকল বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই শিক্ষা সমান প্রণালীতে চলিতে পারে। কিন্তু এমন বিষয়ও যথেষ্ট আছে যাহাতে উভয়ের পক্ষে এক শিক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিলে স্ত্রী প্রকৃতির প্রতি অত্যাচার করা হয়। অঙ্কশাস্ত্রে যে কোন স্ত্রী সুপণ্ডিতা হইতে পারেন না আমরা তাহা মানি না। কোন কোন বালিকা গণিত এবং ক্ষেত্রতত্ত্বে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ বালিকা অঙ্কবিদ্যায় উন্নতি প্রকাশ করিতে পারে না। দুই একটি খনা লীলাবতী রচনা করিবার জন্য যে সহস্র বালিকার কোমল প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া সরল জ্ঞান ও স্বাভাবিক শিক্ষা হইতে পথ দূর করা হইবে ইহা আমরা অত্যন্ত অন্যায় মনে করি। অতএব বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত ইহাতে সন্দেহ নাই।

পারসীকদিগের বিবাহ বর্ণনা।

(বোম্বাই ভ্রমণ)

পারসীক বা পার্সি জাতির নাম অনেকেই বোধ হয় শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকৃত ও আদি নিবাস ভূমি পারস্য। মুসলমানদিগের অত্যাচারে পারস্যবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বোম্বাই প্রস্থান করে এবং তদবধি উক্ত স্থানেই বসতি করিতেছে, বোম্বাই বাসী পার্সী সম্প্রদায় এখন পর্য্যন্ত অগ্নির উপাসক। অবশিষ্ট পারসীক জাতি যাহারা পারস্যবাসী তাহারা মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে পার্সীগণ এক বৃহৎ সম্প্রদায়, তথাকার রাজপথে যেমন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটীগণের বিভিন্ন আকৃতি দৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের বেশ ভূষা ও পরিচ্ছদের নূতনত্ব বিদেশীয়দিগের নয়নে পতিত হইবে তেমনি পার্সি পুরুষ স্ত্রী, বালক বালিকাও দেখা যাইবে। পাঠিকারা বোধ হয় অবগত আছেন পার্সী জাতি আর্য্যবংশীয়। সুতরাং ইহাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ও যোগ আছে বলিতে হইবে। ইহারা সাধা-

রণতঃ সুশ্রী ও গৌরবর্ণ ও অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্টাচারী। সুরুচি, সভ্যতা ও পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণে আধুনিক সুসভ্য "ইয়ংবেঙ্গল"ও তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহে। পার্সিদিগের বালক-বালিকাগণ দেখিতে অতি সুন্দর। এবং তাহাদের সুরুচিসঙ্গত পরিচ্ছদে সে সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়। পুরুষদি-গের পরিচ্ছদের বিষয় আমরা কিছু বলিব না, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ যে বেশ ভদ্র ও graceful বা শ্রীব্যঞ্জক তাহা অস্বীকার করা যায় না। অন্ততঃ বাঙ্গালি ও মারহাট্টী গুজরাটী স্ত্রীগণের বেশ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। কে বল বয়স্থাগণের মস্তকে রুমাল বন্ধন পরিচ্ছদের শ্রী কিঞ্চিৎ লাঘব করিয়া থাকে। কিন্তু বালক বালিকাগণের মস্তক সেরূপে আবৃত থাকে না তাহা-দের বেশ অন্য প্রকার। বস্তুতঃ পার্সি শিশুগণ নয়নরঞ্জনদৃশ্য। স্ত্রীলোকগ-ণের মধ্যে একটি খুঁত এইদেখিতে পাওয়া যায় যে কতক বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের সৌন্দর্য্যে ও মুখশ্রীতে লাবণ্য ও কোমলতা বেশ থাকে কিন্তু সাধারণতঃ বয়-স্থাগণের আকৃতিতে একটু উগ্রভাব মিশ্রিত হইয়া কোমলতা বিনষ্ট করে। যাহা হউক পার্সীগণ যে একটি সুশ্রী জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই। পরিচা-রিকার পূর্ব্ব কোন সংখ্যায় সংক্ষেপে বোম্বাইবাসী মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী ও পার্সি স্ত্রীলোকগণের অপর ব্যবহার বেশ ভূষার বিষয় লিখিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে আমরা শেষোক্তদিগের সম্বন্ধে পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করি-লাম। ভরসা করি পাঠিকাগণের নিকট তাহা অনাদৃত হইবে না। ফলতঃ পার্সিগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ে সভ্যতায় ও বিদ্যার চর্চ্চায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে ও দিন দিন অগ্রসর হই-তেছে। উক্ত জাতির মহিলাগণ শি-ক্ষিতা হইতেছেন এবং শিল্পকার্য্যেও বিলক্ষণ দক্ষা। এখানকার নারীগণ সামান্য একটু কার্পেটের জুতা টুপি আসন বুনিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। বোম্বাই বাসিনী নারীরা বিশেষতঃ পার্সি ভদ্র মহিলারা মখমল ও বনাতের উপর জরির কার্য্য করিয়া অতি সুন্দর পাড় প্রস্তুত করেন।

বোম্বাই অবস্থানকালে আমরা এক-জন ভদ্র ও সম্পন্ন পরিবারের বিবাহে নিমন্ত্রিত হই। তৎপূর্ব্বে পার্সিদিগের কোন অনুষ্ঠান কখনও নয়নগোচর হয় নাই, সুতরাং উৎসাহিত ও উৎসুক হইয়া বিবাহের অপরাহ্ণে আমরা এক জন প্রতিবাসিনী পার্সি ভদ্র মহিলার সহিত বিবাহ স্থলে গমন করিলাম। আমরা চিরকাল জানি বিবাহ কন্যার পিতৃগৃহেই সম্পাদিত হয়, সুতরাং তথায় নীত হইব মনে করিতেছিলাম। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাদের গাড়ী এক প্রশস্ত উদ্যানে উপস্থিত হইল। দেখিলাম তাহার দুই দিকে দুই স্বতন্ত্র অট্টালিকা স্থাপিত

রহিয়াছে। আমরা বরপক্ষীয়দিগের দ্বারা নিমন্ত্রিত, সুতরাং বরপক্ষীয় নিমন্ত্রিত আত্মীয় কুটুম্ব স্ত্রীলোকগণ যে আলয়ে সমবেত হইয়াছিলেন তথায় উপনীত হইলাম। অপর গৃহে কন্যাপক্ষীয়গণ একত্রিত হইয়া ছিলেন। সাধারণতঃ পার্সিদিগের বিবাহ আপনাদিগের বাসগৃহে না হইয়া ঐরূপ প্রকাশ্য স্থানেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। দুই গৃহের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত ও সুপরিস্কৃত তৃণাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে বা উদ্যানে বহুসংখ্যক পুরুষগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বিবাহ ইত্যাদি শুভকর্ম্মে বোধ হয় শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়, কারণ উপস্থিত সকল পুরুষগণ নির্ম্মল শুভ্র বসন পরিধান করিয়াছিলেন। বিবাহকালীন সুমিষ্ট ইংরাজি বাদ্যধ্বনি তালে তালে বাজিয়া উৎসাহ কার্য্যের আমোদের সহায়তা করিতেছিল। এবং সমবেতগানে কর্ণ আমোদিত করিতেছিল। আমরা গৃহে প্রবেশ করিলে বরের ভগিনী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদিগকে সমাগত মহিলাগণের মধ্যে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। পার্সি মহিলাবৃন্দ বিদেশীয় নারীদিগের নূতন আকৃতি পরিচ্ছদ দর্শনে আমাদের প্রতি কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আমরাও তাঁহাদের বিচিত্র বেশ ভূষা ও সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তিনী দুই একটি তরুণীর নিকট সকলের পরিচয় লইতে লাগিলাম। ও যথাসাধ্য হিন্দিভাষায় আলাপ করিতে লাগিলাম। উপস্থিত নারীমণ্ডলীর মধ্যে কেহই প্রায় কুরূপা ছিলেন না। এবং বেশ ভূষার পারিপাট্যে তাঁহাদের শ্রী বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহাদের পরিধেয় সাড়ী সকলের বর্ণবিচিত্রতায় একরূপ সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল। কেহ লাল, কেহ কাল, কেহ নীল, কেহ শ্বেত, কেহ পীত, কেহ হরিত, নানা রূপ উজ্জ্বল বর্ণের রেশমি কাপড়ে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ একটি তরুণীর প্রতি চক্ষু বার বার আকৃষ্ট হইতেছিল। তাহার সপ্রতিভ প্রফুল্ল ব্যবহার, মুখের সুন্দর শ্রী ও বর্ণের আশ্চর্য্য ঔজ্জ্বল্য চক্ষুকে মোহিত করিতেছিল। এরূপ বর্ণের শ্রী সচরাচর দেখা যায় না। বোধ হয় শ্বেতাঙ্গী ইংরাজ মহিলাকেও উক্ত তরুণীর নিকট পরাজিত হইতে হয়। লোকে কথায় বলে "গোলাপ ফুলের ন্যায় বর্ণ" তাহাই যথার্থ প্রত্যক্ষ হইল। অবশেষে শুনিলাম এই সুরূপা বরের ভ্রাতার পত্নী এবং ষোড়শ বৎসর বয়স্কা। পার্সিনারীদিগের ব্যবহারের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহারা বাঙ্গালি নারীর তুল্য প্রায় অপ্রতিভ হয় না। যাহাকে ইংরাজিতে awkward বলে সে ভাব তাহাদিগের নাই। সাধারণতঃ বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের

স্বভাবে একটি ভাব আছে যাহা আপনার বিদ্যাবুদ্ধিকে লুক্কায়িত রাখিতে চায়। এবং লজ্জা অনেক সময় তাঁহাদিগকে জড়সড় ও অপ্রতিভ করিয়া ফেলে। আমরা এ ভাবের নিন্দা করিতেছি না কেবল পার্সী মহিলাদিগের মুক্তভাবের সহিত তুলনা করিতেছি। বোধ হয় তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত স্বাধীনতা ইহার এক কারণ। বোম্বাই বাসিনী নারীগণ এ দেশের ন্যায় "পিঞ্জরবদ্ধ" নহেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়াগণ স্বাধীন হইয়াও পারসীকাগণের ন্যায় সপ্রতিভ নহেন।

কিছুক্ষণ পরে অপর অট্টালিকা হইতে কতিপয় মহিলা এক একটি নারিকেল হস্তে এবং অপরাপর মঙ্গলাচরণের সামগ্রী লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আগমন করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে বরপক্ষীয়াগণ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। শুনিলাম সমাগত নারীদিগের অগ্রগামিনী যিনি তিনি কন্যার মাতা। বরের মাতা বর্ত্তমান ছিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে বরের ভগিনী একখানি মূল্যবান্ রেশমী সাড়ি কন্যার মাতাকে অর্পণ করিলেন, এই বস্ত্র তিনি, পরিধান করিলে উপস্থিত সকল নারী এক একটী নারিকেল হস্তে কন্যাপক্ষীয়দিগের আলয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন, আমরাও সেই শ্রেণীভুক্ত হইলাম, এবং আমাদের হস্তেও নারিকেল প্রদত্ত হইল। বর তাঁহার দুই গারি জন আত্মীয়ের সহিত আমাদের অগ্রে গমন করিলেন। ক্রমে আমরা অপর গৃহদ্বারে উপনীত হইলাম। তথায় কন্যাপক্ষীয় কোন মহিলা বোধ হয় মঙ্গলাচরণ এবং বরের অভ্যর্থনার জন্য চাল এবং নারিকেল খণ্ড ছড়াইলেন এবং দুইটি ডিম্ব বরের দুই পার্শ্বে নিক্ষেপ করিলেন। পরে আমরা গৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল, যে ঘরে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইবে তথায় আমরা নীত হইলাম। অনন্তর কন্যার বেশভূষা করিয়া দেওয়া হইল। কন্যাটী ষোড়শ বৎসর বয়স্কা, দেখিতে অতি সুশ্রী মুখের ভাব কোমল এবং সুহাসিত, তাহাকে একখানি জরির পাড়যুক্ত শুভ্র বর্ণের রেশমের কাপড় পরান হইয়াছিল। পাঠিকাগণ, যদি আমাদের মত গ্রহণ করেন তবে আমরা এই পরামর্শ দিব যাঁহারা যেন বম্বে হইতে উক্ত রূপ সাড়ি আনাইয়া পরিধান করেন। বারানসী জরি ক্রেপ ইত্যাদি সাড়ি অপেক্ষা উহার শ্রী অধিক। কন্যার সজ্জা পরিসমাপ্ত হইলে বরকন্যা যথাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন। বর কিছু গম্ভীর প্রকৃতি এবং বয়সে কন্যা অপেক্ষা ১৫ ১৬ বৎসরের বড়। কিন্তু শুনিলাম উপযুক্ত ও সম্পন্ন ব্যক্তি এবং বর কন্যা পরস্পরের ইচ্ছানুসারে বিবাহ হইতেছে। পার্সিদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে অত্যন্ত অল্প বয়সে, এমন কি ৪।৫ বৎসর বয়সে কন্যার পরিণয় হয়, আবার বয়স্থা কন্যারও স্বইচ্ছায় বিবাহ হয়।

অভ্যাগত নারীগণ এবং বরকন্যার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় পুরুষগণ চতুর্দ্দিকে আসন গ্রহণ করিলেন, আমরাও সেই ঘরে উপবেশন করিলাম। আমাদের দেশের ন্যায় বর কন্যাকে আল্পনা দেওয়া পীড়িতে বসান হয় নাই। একখানি

সতরঞ্চির উপর দুই খানি চেয়ার স্থাপিত হইল, তাহাতে বরকন্যা উপবিষ্ট হইলেন, বিবাহকালে অন্য জাতিকে স্পর্শ করিবার নিয়ম নাই, এই জন্য সতরঞ্চি খানি আমাদিগের পদতল হইতে গুটাইয়া রাখা হইল। তিন জন পার্সি পুরোহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বিবাহ কার্য্য আর কিছুই নহে, কেবল পুরোহিতগণের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি সম্মুখে দণ্ডায়মান্ হইয়া আশীর্ব্বাদসূচক কতকগুলি শ্লোক অথবা মন্ত্র প্রথমে পারসীক পরে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তিনি এবং তাঁহার পার্শ্বস্থ অপর দুই জন পুরোহিত বরকন্যার মস্তকে নারিকেলকণা এবং তণ্ডুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রগুলির মধ্যে দুই একটী মনে আছে যথা— (বরের প্রতি) "বজ্রকায়োভব," (কন্যার প্রতি) "সুলোচনাভব"। একবার বরের প্রতি অপর বার কন্যার প্রতি এই রূপে ভিন্ন ভাবের নানা মন্ত্র উচ্চারিত হইতে ছিল। মন্ত্রগুলি শুনিতে বেশ ভাল লাগিতেছিল। কিছুক্ষণ এইরূপ করিয়া বিবাহ হইয়া গেল। শুনিলাম দ্বিপ্রহর রজনীতে আবার ঐরূপ অনুষ্ঠান হইবে, তবে বিবাহ কার্য্য শেষ হইবে। প্রথম বার বিবাহ অনুষ্ঠানের পর নিমন্ত্রিতগণ আহার স্থলে আহুত হইলেন। আহার সময়ে পুরুষ ও নারীগণ স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। আহার প্রণালী এইরূপ ;—দীর্ঘ টেবিল ও তাহার উভয় পার্শ্বে চৌকি স্থাপিত হইল। টেবিলের উপর খণ্ড খণ্ড কদলীপত্রের উপর আহার সামগ্রী এবং জলপাত্রে পানীয় সামগ্রী, (তন্মধ্যে মদও ছিল!) রক্ষিত হইল। নারীগণ সারি সারি উপবিষ্ট হইলেন। (এবং যদিও তাঁহারা কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে বিলক্ষণ পটু।) হস্তদ্বারা আহার করিতে লাগিলেন। তৎসময়ে বরের এই কার্য্য যে মদের বোতল হস্তে করিয়া প্রতি নিমন্ত্রিতের নিকটে গমন করিয়া একটি বিশেষ বাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক মদ পরিবেশন করেন। ইহা একটি প্রচলিত প্রথা। আমাদিগের প্রতিও এই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য আমরা তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। আমরা বা সকলের সহিত একত্র আহার করিতে সঙ্কোচ করি এই জন্য পৃথক্ স্থানে আমাদিগকে নানাবিধ মিষ্টান্ন ইত্যাদি আহারার্থ প্রদত্ত হইল। আমরা অনুরোধ রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ জল যোগ করিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বাস স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত সুরূপা তরুণীর সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাহার শিষ্টাচারে আরও সন্তোষ লাভ হইয়াছিল।

স্বর্ণরেণু।

বিদ্যা কাহারো মস্তককে উচ্চ করে, কাহারো মস্তককে নত করে, গুরুতর বিদ্যাতে মনুষ্য নত হয়, হীনতর বিদ্যাতে অহঙ্কৃত হয়।

অপমানের মধ্যে মনের মহত্ত্ব রক্ষা করিতে শিক্ষা কর।

যে বিদ্যা নারীকে দৈনিক কর্ত্তব্য পালনে সুপটু ও সমুৎসুক করে, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা।

মনুষ্যের সকল দোষ দূর হয়, অহঙ্কার দূর হয় না।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ সংখ্যা] চৈত্র, সন ১২৮৭ [৩য় খণ্ড

আলোক।

"আলোক" এই কথা উচ্চারণ করিলেই ইহার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্য বুঝায়, বর্ণের বিচিত্রতা ও শোভা বুঝায় চক্ষুর দৃষ্টি বুঝায়। কারণ আলোক বিনা পুষ্পের সুকোমল বর্ণ, বৃক্ষ পত্রের শ্যামল বর্ণ, তৃণের হরিতবর্ণ, পক্ষীর বিচিত্র রূপ, শিশুর মুখের হাসি, বন্ধুদিগের স্নেহদৃষ্টি, আকাশের নীলিমা, এ সকলই মিথ্যা। আলোকই এ সকলের প্রকাশের আকর। আলোক সকল সৌন্দর্য্যের প্রধান উৎপত্তির কারণ। আলোক না থাকা আর জন্মান্ধ হওয়া সমান। পৃথিবী যদি দিবানিশি অন্ধকারে আবৃত থাকিত তবে মানুষের জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইত। আলোক ঈশ্বরের বিশেষ দয়ার প্রকাশ। কারণ জীবের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, উন্নতি, আরাম, ইহার উপর অনেক নির্ভর করে। ধর্ম্মের প্রকাশের সঙ্গে জ্ঞানের প্রতিভার সঙ্গে আলোকের তুলনা হয়। ঈশ্বরের একটি নাম জ্যোতির্ম্ময়। পুরাতন আর্য্য জাতি উষারূপ আলোকের বন্দনা করিতেন। পারসীকগণ আলোকময় অগ্নির পূজা করেন। রোম এবং গ্রীসে প্রাচীন কালে vesta নামক সতীত্বের এবং পারিবারিক সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরে অবিরাম অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। কুমারীগণ এই অগ্নি রক্ষার ব্রত অবলম্বন করিতেন। আলোকের সমাদর সকল দেশে। আলোক সৃষ্টির কি অপূর্ব্ব পদার্থ।

সকলেই বোধ হয় জানেন পৃথিবী যে আলোক প্রাপ্ত হয় সূর্য্য তাহার উৎস বা আধার। ক্রমাগত এই আধার হইতে আলোক রাশি বা রেখা বর্ষিত হইতেছে। আলোক কি পদার্থ, এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিত অনেক অনুমান করিয়াছেন। ইহা যে পদার্থই হউক না কেন, নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কগণের এবং অপরাপর তেজোময় পদার্থের একটি গুণ বলিতে হইবে। আমরা দৃশ্যমান গ্রহ উপগ্রহ ও জড়

পদার্থদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। এক শ্রেণী জ্যোতিবিশিষ্ট। যেমন অগ্নি সূর্য্য ইত্যাদি;—অপর শ্রেণী জ্যোতিবিহীন। শেষোক্তগণ প্রথমোক্তগণ হইতে আলোক গ্রহণ করে। তন্মধ্যে জ্যোতিবিহীন কোন কোনটির আলোক প্রতিভাত করিবার শক্তি আছে; যেমন চন্দ্র আলোকবিহীন, অথচ সূর্য্য হইতে জ্যোতিগ্রহণ করে এবং সেই জ্যোতি আবার পৃথিবীতে প্রতিভাত বা বিস্তার করে। কিন্তু এই রূপ আলোক অপেক্ষা স্বভাবতঃ জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ বা পদার্থের আলোক উজ্জ্বল। পূর্ব্বে লোকের এইরূপ সংস্কার ছিল যে আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সময় দরকার হইত না। কিন্তু এখন স্থির হইয়াছে যে শব্দের তুল্য আলোকের এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাইবার জন্য অল্পাধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। আলোকের গতি বৃষ্টিধারা বা শিলাবৃষ্টি হইতেও অনেক দ্রুত। পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯৫০০০০০০ (নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) মাইল বা চার কোটি, পঁচাত্তর লক্ষ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এত দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সূর্য্যালোক ৭॥ সাড়ে সাত মিনিটে পৃথিবীতে উপনীত হইয়া থাকে। অতএব আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৯২০০০ এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া থাকে। কাহার কাহারও মতে ১৯০০০০ মাইল ভ্রমণ করে। যাহা হউক, এক মিনিটের ষাটি অংশের এক অংশ যে নিমেষ কাল ব্যাপী সেকেণ্ড, সেই সময়ের মধ্যে এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহা শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠা যায় না। বিশ্বস্রষ্টার রাজ্যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিতেছে ইহাও তাহার একটি। আলোকরেখা সরল ভাবে সকল পদার্থের উপর পতিত হয়। এ নিমিত্ত যে সকল অস্বচ্ছ পদার্থের উপর আলোক প্রতিভাত হয় তাহার পশ্চাতে ছায়া পড়িয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে অস্বচ্ছ দ্রব্যে আলোক বাধা প্রাপ্ত হইয়া ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না। সুতরাং তাহার অন্তরালে অন্ধকার হইয়া থাকে। কিন্তু দূরব্যাপী বলিয়া আলোক সেই অন্তরালের দুই পার্শ্ব দিয়া বিকীর্ণ হইতে থাকে।

রাত্রিকালে আমরা পৃথিবীর ছায়ায় থাকি। এই ছায়া এত দূর বিস্তৃত হয় যে চন্দ্র যখন ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মধ্যে আগমন করে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। আলোক যখন তাহার আধার হইতে উৎপন্ন হইয়া বিকীর্ণ হইতে থাকে তখন যতই অধিক দূরবর্ত্তী হয় ততই তাহার ঘনতা বা উজ্জ্বলতা হ্রাস হয় কিন্তু বিস্তৃতি বৃদ্ধি হয়। এইরূপে বাতি হইতে আলোক যত দূরে যায় তত ক্ষীণ হইয়া যায় কিন্তু অধিক স্থানব্যাপী হয়।

আলোক দেখিতে শুভ্রবর্ণ কিন্তু ইহার ভিতর সাতটি বিভিন্ন বর্ণ সম্মিলিত। যথা—নীল, লাল, পীত সবুজ, বেগুণী গভীর নীল এবং কমলালেবুর তুল্য বর্ণ। এই গুলি সাতটি মূল বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট সকল বর্ণ পরস্পরের সহিত মিশ্রিত হইলে উৎপন্ন হয়। এই ৭টি বর্ণ যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে একত্রিত করা যায় তাহা হইতে শুভ্রবর্ণ বা বর্ণহীনতার উৎপত্তি হয়। কোন কোন পদার্থের এরূপ গুণ আছে যে আলোক তদুপরি পতিত হইলে বিভক্ত বা ভগ্ন হয়। এই অবস্থায় আলোকের বিভিন্ন বর্ণ নয়নগোচর হইয়া থাকে। যেমন কাচ, জল, তৈল, বরফ ইত্যাদি; এই জন্য বেলোয়ারি ঝাড়ের কলমে আলোক পড়িয়া নানারূপ সুন্দর বর্ণ দেখা যায়। ইহা সকলেই বোধ হয় দেখিয়াছেন। জলের ও উক্ত গুণ আছে বলিয়া বৃষ্টির সময় বা পরে বা অগ্রে সূর্য্যালোকে একারণে রামধনুর উৎপত্তি। রাম বা ইন্দ্রধনুকের অপরূপ শোভা কেবল আলোকের খেলা। আলোক জল বায়ু কাচ এই কয় স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া অন্যান্য দ্রব্যের উপর প্রতিভাত হইতে পারে। এই গুণে আলোক আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুরাশির চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, যখন এইরূপে আলোক সরলভাবে উক্তরূপ কোন স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া অপর কোন পদার্থে বক্রভাবে প্রতিভাত হইয়া তাহার গতি নানা দিকে যায় তখনই তাহা বিভক্ত বা ভগ্ন হয় এবং বর্ণের বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়া থাকে। ঝাড়ের কাচ নির্ম্মিত কলম সকল crystal বিভিন্ন দিকে, এই জন্য বক্রগতিতে আলোক প্রতিবিম্বিত হয়। সরল রেখায় সহজভাবে যে আলোক বিকীর্ণ হয় তাহা শুভ্রবর্ণ দেখায়। জলকণার আধার ঘন মেঘের ভিতর দিয়া সূর্য্য কিরণ প্রতিভাত হইয়াই রামধনু সৃষ্টি করে। পুষ্প, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি সকলের বর্ণের উৎপত্তি আলোকের প্রকাশে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ বস্তুর বর্ণ আর কিছুই নহে কেবল আলোকের এক একটি বর্ণ এক এক বস্তু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে প্রতিভাত হয় মাত্র। তবে জড় বস্তু সকল বিভিন্ন রূপ বর্ণ কেন আকর্ষণ করিয়া প্রকাশ করে বলা যায় না। বোধ হয় এক এক পদার্থের এক এক বর্ণের সহিত যোগ এবং তাহা আকর্ষণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে আকাশকে অতি গভীর নীলবর্ণ এমনকি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে আলোক বিস্তৃত এবং বিশাল অন্ধকার রাজ্যভেদ পূর্ব্বক যখন পৃথিবীর সন্নিকটস্থ হয় তখনই বায়ুরাশির বিভক্তকারী গুণে এবং দ্রব্য সমূহের উপর প্রতিভাত হওয়াতে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। যেমন স্বচ্ছ বস্তুর উপরিভাগে

অসমান হইলে আলোক বিভক্ত ও ভগ্ন হয় সেইরূপ যদি স্বচ্ছ বস্তুর উপরিভাগ মসৃণ হয় তাহা হইলে আলোকের এমন গুণ আছে যে তন্মধ্যে প্রতিভাত বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রকাশ করিতে পারে। এই জন্য জলাশয় ইত্যাদি যখন স্থির থাকে তাহার মধ্যে চন্দ্র আকাশ সূর্য্য বৃক্ষাদির স্পষ্ট এবং অনুরূপ ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়।

উদ্ভিদাদির বৃদ্ধির পক্ষে যেমন উত্তাপ বায়ু এবং জলের প্রয়োজন সেইরূপ আলোক ও আবশ্যকীয়। বৃক্ষ ইত্যাদির জন্ম বা অঙ্কুর হইবার পক্ষে আলোকের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু বৃদ্ধির পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। বায়ু মধ্যে অক্সিজন এবং কার্‌বন্ এই দুই পদার্থ আছে। মনুষ্য রক্ত শোধন করিয়া প্রাণ রক্ষার উপায় অক্সিজন, যাহা নিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে যায়। এবং বৃক্ষাদির প্রাণ রক্ষার উপায় কার্‌বন্ গ্রহণ করা। কার্‌বন্ বা দূষিত বায়ু মানুষের পক্ষে বিষ তুল্য, তাহা নিঃশ্বাসের সহিত অনবরত দেহ হইতে নির্গত হইয়া যাইতেছে। আবার অক্সিজন যেমন আমাদের প্রাণ সেইরূপ বৃক্ষদের পক্ষে অনিষ্টকারী; কার্‌বন্ তাহাদের জীবন। এই কারবন্ আলোক সাহায্যে গলিত ও অবস্থান্তরিত না হইলে উদ্ভিদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং আলোক বিনা বৃক্ষের জীবন রক্ষা হয় না। বৃক্ষাদির বর্ণের শ্রী আলোকের উপর নির্ভর করে। যে সকল বৃক্ষ যথেষ্ট আলোক পায় না তাহারা বিবর্ণ ক্ষীণ এবং নিস্তেজ হয়। আমরা কেবল আলোকের সাধারণ বিবরণ সংক্ষেপে শেষ করিলাম। আলোকই জীবন, আলোকই শোভা আলোকই শ্রী, আলোক দাতা পরমেশ্বর ধন্য।

আতিথেয়তা।

দয়া যেমন হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম, আতিথেয়তা ও তদ্রূপ। অতিথির সেবা গৃহস্থের একটি প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া এদেশে প্রাচীন কাল হইতে পরিগণিত। বাটীতে অতিথি আসিলে লোকে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া মহা পাপ মনে করিত, সকল অসুবিধা সত্ত্বেও অতিথি সেবা করিতে হইবে এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তাহার আহার পানে যত্ন করা তাহাকে আশ্রয় দেওয়া সর্ব্বাগ্রে উচিত জ্ঞান করিত। বড় বড় রাজগণও অতিথি সেবায় নিযুক্ত হইতেন। গৃহে মুনিগণ আগত হইলে স্বহস্তে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিতেন। অতিথি যিনি হউন না কেন তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে। আতিথেয়তার বিঘ্ন হইলে অতিথির অভিসম্পাত প্রদানের পর্য্যন্ত অধিকার ছিল। আমরা দ্রৌপদী দেবীর অতিথি সেবার কথা শ্রবণ

করিয়াছি। তিনি রাজগৃহিণী হইয়াও প্রতি দিন লক্ষ অতিথিকে স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিতেন না। যেব্যক্তি অতিথিকে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করিত সে অপরাধী হইত। প্রদত্ত অন্নে যদি এক-গাছি চুল থাকিয়া আহারে বিঘ্ন ঘটাইত তবে অন্নপ্রদাতার পাপ হইত। আতিথেয় ধর্ম্মের আদর যে কেবল প্রাচীন হিন্দুর গৃহে ছিল তাহা নহে। সুসভ্য ইংলণ্ডীয়দিগের মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে অভ্যাগত অতিথির প্রতি যত্ন অভ্যর্থনার প্রথা প্রচলিত আছে।

এদেশে কি আতিথেয়তার আদর এখন আছে? দুই একজন প্রাচীনাকে দেখা যায় যাঁহারা জাতীয় ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ গৌরব রক্ষা করেন কিন্তু আর্য্য জাতির পুরাতন গৌরব ও ধর্ম্মের সহিত বোধ হয় আতিথেয়তা ও বিলুপ্ত হইতেছে। বাড়ীতে কেহ আসিলে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় অনেকে তাহা জানেন না এবং জানিতে হয়ত গ্রাহ্য ও করেন না। অভ্যাগতের প্রতি সমুচিত যত্ন প্রদর্শনে অনেকের মনোযোগ নাই। অতিথির সেবা যে একটি শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য তাহা কয়জনে মনে করেন? সাধারণতঃ লোকে আপনার রুচি অনুসারে অভ্যাগতের প্রতি ব্যবহারই করিয়া থাকেন। যখন ইচ্ছা হইল যত্ন করিলেন, কথা বলিলেন, অভ্যর্থনা করিলেন। যখন ইচ্ছা হইল না অগ্রাহ্য করিলেন, অমনোযোগ করিলেন, কথা বলিলেন না এই রূপ এখনকার ব্যবহার। আহার পানের কথা দূরে থাকুক সামান্য কথার আতিথেয়তাও সকল সময় প্রয়োজন মনে হয় না। অতিথির নিমিত্ত কষ্ট পরিশ্রম করা দূরে থাকুক মুখের যত্ন প্রকাশও রুচির উপর নির্ভর করে। আমাদের বোধ হয় আধুনিক নারীগণ বড় রুচির অধীন হইয়া চলেন। এই জন্য রুচির সহিত যাহা মিলে তাহাই অধিকাংশ সময় করিয়া থাকেন এবং যাহাতে রুচি হয় না তাহাতে অবহেলা আসিয়া পড়ে। গৃহে কেহ আসিলে তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিলে সেও সন্তুষ্ট হইয়া যায়, নিজের ও সন্তোষ হয়। কারণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিণাম মনের তৃপ্তি। ভাল লাগুক, না লাগুক, রুচি হউক না হউক অভ্যাগত অতিথির প্রতি যত্ন আদর অভ্যর্থনা প্রকাশ করা বিধেয়। এই রূপ করিতে করিতে আতিথেয় প্রকৃতিগত গুণ ও অভ্যাস হইয়া পড়িবে। অবশেষে আর চেষ্টা করিয়া কষ্ট বোধ করিয়া করিতে হইবে না। স্বভাবতঃই অভ্যাগতের প্রতি প্রীতি ব্যবহার ও চিত্ত প্রসন্ন হইবে ও তাহাকে যত্ন করিতে ইচ্ছা হইবে। পাঠিকা, আপনি প্রাচীনাদিগের অতিথি সৎকারের কথা জানেন, এখনকার ভদ্র ইংরাজ মহিলাগণ ও

অতিথিকে আদর করিতে বিমুখ নহেন, আপনি ইঁহাদিগের অনুকরণ করুন। মনে করুন আপনি কোথাও গিয়াছেন, যাঁহার গৃহে গিয়াছেন তাঁহার ব্যবহারে যদি আপনার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পায় আপনার কিরূপ বোধ হইবে? আতিথেয় ধর্ম্ম ভদ্রতা সঙ্গত, সভ্যতার অনুমোদিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আর্য্যের ধর্ম্ম; অতিথিকে অবহেলা করিবেন না। আমরা আপনাকে প্রতিদিন দ্রৌপদীর ন্যায় প্রত্যহ লক্ষ অতিথিকে রন্ধন করিয়া আহার করাইতে বলিতেছি না, প্রতি অভ্যাগতের চরণ ধৌত করিয়া দিতে ও অনুরোধ করিতেছি না, কেবল গৃহে যিনি আগত হইবেন তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না, অনাদর দেখাইবেন না; আপনার ব্যবহারে তিনি যেন সন্তুষ্ট হইয়া যান। অন্য আদর প্রকাশের ক্ষমতা বা উপায় না থাকে কথার আদর করিতে নিরস্ত থাকিবেন না, তাহাই যথেষ্ট হইবে।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

কুইন ভিক্টোরিয়া বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ড স্কট্‌লণ্ড এবং আয়র্লণ্ডের রাজ্ঞী, ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞী। ইনি ১৮১৯ খৃঃষ্টাব্দে ২৪ শে মে লণ্ডন নগরে কেন্‌সিন্‌টন প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার পিতার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্থ জর্জ্জ ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম এডওয়ার্ড অফ কেণ্ট ছিল। ভিক্টোরিয়া যখন আট মাসের মাত্র তখন ডিউক অফ কেণ্টের মৃত্যু হয়। সুতরাং রাজকুমারীর লালন পালন এবং শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার মাতার উপর ন্যস্ত হইল। তাঁহার মাতা ইহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের সিংহাসনে ভিক্টোরিয়ার অধিকারের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তিনি বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে রাজ্ঞী পদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ডিউক অফ্ কেণ্ট মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বুদ্ধিমতী পত্নীকে কন্যার অভিভাবিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া সমুদায় ভার অর্পণ পূর্ব্বক যথার্থ বুদ্ধির কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন। বলিতে গেলে মাতার যত্নেই মহারাজ্ঞী তাঁহার উচ্চ পদের গৌরব রক্ষা করিতেছেন, এবং রাজ্য মধ্যে সুশাসন, সুনিয়ম স্থাপন করিয়া সকল বিষয়ে রাজ্যের উন্নতির সহায় হইয়া পৃথিবী মধ্যে ও তাঁহার প্রজাকুল মধ্যে প্রশংসনীয়া ও ভক্তি সম্ভ্রমের পাত্রী হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধর্ম্মনিষ্ঠা এসমুদয় বাল্যকালের সুশিক্ষার ফল। তিনি যে কেবল রাজ্য শাসন কার্য্যে সুদক্ষা তাহা নহে। তিনি বিস্তৃত রাজকার্য্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত, গৃহ পরিবার মধ্যে সেইরূপ। রাজ্ঞী বলিয়া নারী জীবনের অন্য অন্য কর্ত্তব্য পালনে তিনি অনুপযুক্ত বা অমনোযোগী

সহেন। তিনি স্নেহময়ী পত্নী, সৎমাতা ও সৎকন্যার আদর্শ। তিনি দাস দাসীর নিকট দয়াশীলা কর্ত্রী ও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীদিগের প্রতি সর্ব্বদা অতি সদয় ও বদান্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার দয়ার দৃষ্টান্ত অনেক শ্রবণ করিয়াছি। তিনি সর্ব্বদা প্রজাগণের মধ্যে কুশল ও উন্নতি বিস্তার করিতে যত্নবতী। তাঁহার রাজত্ব কালে ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রকাণ্ড ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থান তাঁহার অধীন। তিনি ন্যায় শাসন বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছেন। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় পুণ্যবতী ও দয়াশীলা রাজ্ঞী ইংলণ্ড সিংহাসনে অতি অল্পই আরোহণ করিয়াছেন। সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন।

ডচেস্ অব্ কেণ্ট (রাজ্ঞীর মাতা) উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কন্যাকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাজ্ঞীর মাতা ইংলণ্ডের সাধারণ রীতি লঙ্ঘনপূর্ব্বক শিশু কন্যাকে স্বীয় স্তন্য দুগ্ধে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নিজে কন্যার স্নান এবং বস্ত্র পরিধান কার্য্যও সম্পাদন করিতেন।

যখন কন্যা স্বহস্তে আহার করিতে শিখিলেন তখন মাতা নিজ পার্শ্বে লইয়া আহার করিতে বসিতেন। এবং কন্যাকে সহজ ও সামান্য আহার করাইতেন। এইরূপে বাল্যকাল হইতে রাজ্ঞী মিতাহার ও বাধ্যতার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডিউক অব্ কেণ্ট তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। ডচেস্ বালিকা কন্যাকে এই বিষয় জ্ঞাত করিয়াছিলেন এবং ক্রীড়াসামগ্রীতে অর্থ ব্যয় না করিয়া তাহা মৃত পিতার ঋণ মোচনের জন্য সঞ্চয় করিতে উৎসাহিত করিতেন। এই প্রকারে মাতা তাঁহার মনে বাল্যকাল হইতে ন্যায় বিচার, বিবেচনা ও দৃঢ়তা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে পিতার প্রতি ভালবাসা ভক্তি উদ্দীপ্ত করিতে যত্ন করিতেন। ইহাতে যে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া শৈশব হইতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা প্রকাশ করিতেন। অতি বাল্যকালে তিনি ফ্রেঞ্চ জর্ম্মন এবং ইংরাজি এই তিন ভাষায় কথোপকথন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষা কালে তাঁহার মাতা বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় তত্ত্বাবধান করিতেন। শৈশব হইতে রাজ্য লাভ পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া মাতার সঙ্গ ছাড়া কখন হয়েন নাই, একত্র আহার ও একত্র শয়ন করিতেন। যদি অন্যায় প্রত্যাশা কন্যার মনে উদয় হয় এই নিমিত্ত ডচেস্ সতর্কতার সহিত চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যাকে তাঁহার রাজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা জ্ঞাত করেন নাই। তাঁহার একাদশ বৎসর বয়সে চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যু হইল। এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার

তৃতীয় জ্যেষ্টতাত উইলিয়ম রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এখন হইতে তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি অর্থাৎ অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভবিষ্যত রাজ্যের উত্তরাধিকারীণীর উপযুক্ত নানা বিভাগের শিক্ষা প্রদত্ত হইতে লাগিল। নানা ভাষা, গণিত বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা, চিত্র বিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সুশিক্ষিত হইলেন। তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রম পূর্ণ হইলে, রাজা উইলিয়মের মৃত্যু হইল। সুতরাং অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা ভিক্টোরিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের কর্ত্রী হইলেন এবং তদবধি সকল রূপে তাঁহার মাতার ও প্রজাবর্গের প্রত্যাশা ও মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

প্রমিলার শিক্ষা।

এইরূপে প্রমিলার ক্ষুদ্র শিশু দাসীদিগের নিকট বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মাতার নিকট শয়ন করে না মাতার দুগ্ধ পান করে না সে শিশু মাতাকে চিনিবে কিরূপে? বলিতেগেলে এশিশু এক প্রকার মাতৃহীন। দাসীর ক্রোড়ে থাকিয়া দাসীর দ্বারা প্রতিপালিত ও রক্ষিত হইয়া দাসীরাই তাহার চক্ষে পরিচিত হইল। দাসীগণের সঙ্গ এবং ক্রোড় তাহার প্রিয় হইল। এক বৎসর গত হইয়া গেল শিশু হাসিতে শিখিল, বালোচিত্ অস্ফুট অর্দ্ধস্ফুট নানারূপ মধুর শব্দ করিতে শিখিল। বসিতে শিখিল হামা দিতে লাগিল দুই চারিটি কুন্দ দন্ত তাহার মুখ শোভিত করিল। তাহার নাম হইল। প্রমিলা নভেল উল্টাইয়া অভিধান খুঁজিয়া তাহার নাম জ্যোৎস্নাকুমার রাখিলেন। শিশুর পিতামহের সে নাম বড় মনের মত হইল না। তিনি সেকেলে লোক প্রাচীন, ভক্ত ও ধর্ম্মনিষ্ঠ! "স্ত্রীস্বাধীনতা," "দেশের উন্নতি," "সমাজ সংস্কার" এসকলের ধার ধারিতেন না। প্রত্যহ ইষ্টদেবতার শতনাম গ্রহণ ও পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। কুলীন কন্যা বলিয়া বয়স্থা কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহদিয়া ছিলেন। এখনকার নিয়মে সুরেশকে কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছিলেন। তিনি যদিও নিজে অতি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন তথাপি সুরেশের আমোদ প্রমোদ ও ইচ্ছামত কার্য্যে কোন বাধা দিতেন না। কারণ ঐটিই তাঁহার এক মাত্র পুত্র. অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ও বংশ রক্ষা করিবার উপায়। তাহাতে আবার মাতৃহীন। সুরেশের আধুনিক ইংরাজি রকম মত সকল যদি কখন মনে আঘাত করিত বৃদ্ধ এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন যে "এখনকার ছেলেরা এই রকমই হয়।" "আর, ছেলেমানুষ একটু বয়স হইলে ভাল মন্দ বুঝিবে। এখন যা ভাল লাগে করুক, কদিনইবা আমি সংসারে আছি, কেন ওর পথে কণ্টক

হইব ?” বিবাহের পর সুরেশের বাসের নিমিত্ত একটি নূতন মহল প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। আপনি পুরাতন মহলে পূজা অর্চ্চনা, বিষয় কর্ম্ম, রামায়ণ মহাভারতপাঠ, কথকতা শ্রবণ, এই সকলে নিযুক্ত থাকিতেন। সুতরাং আপনার ইচ্ছানুযায়ী “সংস্কার কার্য্য” সমাধা করিতে সুরেশের বিশেষ বাধা ছিল না। তাঁহার পরিচিত অন্য অন্য কৃতবিদ্য যুবক বৃন্দ, কেহ বা পত্নী সমভিব্যাহারে কেহ বা পত্নীর নিকট দন্তস্ফুট করিতে না পারিয়া একাকী সুরেশের গৃহে প্রায় যাতায়াত করিতেন। গৃহবধূ প্রমিলা ইহাদের নিকট পরিচিত হইলেন। এমন কি অবশেষে সমাজ সংস্কারক দলের বক্তৃতার গুণে ও অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের অভ্যস্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়া ইংরাজি ধরণে ইহাঁদের সহিত একত্র আহারাদি করিতেও আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এসকল ব্যাপার বোধ হয় গোপনেই হইত। কারণ যদুবাবুর কর্ণ গোচর হইলে তিনি যে ইহার অনুমোদন করিতেন বোধ হয় না। সুরেশের ও তখন পর্য্যন্ত এত বীর্য্য হয় নাই যে পিতার আদেশের বিরুদ্ধে কোন রূপ “সংস্কার কার্য্য” সম্পন্ন করেন। প্রমিলা প্রথমে প্রথমে স্বামীর অনুরোধে তাঁহার বন্ধু বর্গের সমুখে গান করেন, তাহাদিগকে বাদ্য শ্রবণ করান, তাহাদের সহিত আলাপাদি করেন, আহার করেন। অবশেষে এই গুলি অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। আপনা আপনি ইচ্ছার সহিত করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতি অপরাহ্ণে সুরেশের বন্ধুবর্গও তাঁহাদের পত্নীদিগের সহিত এই রূপে সময় অতিবাহিত করেন; এবং নভেল পড়িয়া ঘুমাইয়া বেশ বিন্যাস করিয়া দিবস অতিবাহিত করেন। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত ঈশ্বরদত্ত অমূল্য সন্তান রত্নের প্রতিপালন কার্য্যে অমনোযোগ করেন। সুরেশ বাবুর মনে হয় ইহাই স্ত্রীজাতির উন্নতির অবস্থা। এ সমাজ সংস্কারের কার্য্য বেশ চলিতেছে। হায় ইহাই যদি স্ত্রীজাতির জীবনের উন্নতি হয় তবে এমন উন্নতি হইতে আমাদের দেশ যেন রক্ষা পায়। অন্তঃপুরবদ্ধা ধর্ম্মনিষ্ঠা বঙ্গনারী যে সন্তানপালন, স্বামী ও পরিজন বর্গের সেবা এবং ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদি করিয়া জীবন যাপন করেন, তাঁহার জীবন কি অপরাধে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে?

প্রমিলা যে পুত্রকে ভাল বাসেন না তাহা নহে। যখন দাসীরা শিশুকে সুন্দর বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া চক্ষুদ্বয়কে কজ্জলরঞ্জিত ও বেশ বিন্যাস এবং পরিষ্কার করিয়া আনিয়া দেয় তখন তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা তাহাকে আদর করেন, ক্রোড়ে করেন, তাহার ব্যবহার দেখিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে আমোদিত হন। কখন কখন আমন্ত্রিত আত্মীয়দিগের নিকট লইয়া যান। কিন্তু সন্তানের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ

এই ঐ পর্য্যন্তই ছিল। কেবল বৃদ্ধ যদু বাবু পৌত্রকে অনেক সময় নিকটে রাখিতে ভালবাসিতেন। এই জন্য শিশু তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা চিনিত। তাঁহাকে দেখিলেই অতি আগ্রহের সহিত যাইবার জন্য ব্যস্ত হইত। যদুব বু নভেল নাটক এসব কখনও পড়েন নাই সুতরাং জ্যোৎস্নাকুমার নামের মাধুর্য্য ও রস তাঁহার প্রাচীন হৃদয়ে উপলব্ধি হইল না। তিনি বালককে কালীকুমার বলিয়া ডাকিতেন। প্রমিলা এনাম শুনিলে নাসিকা তুলিতেন।

সন্তানের প্রতি প্রমিলার এরূপ ব্যবহারের নিমিত্ত আমরা সুরেশকে অধিক দোষী বলিতে পারি না। কারণ মাতার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব মাতা যদি বুঝিয়া না লইলেন অপরে কি করিবে? গৃহের শান্তি গৃহের ধর্ম্ম গৃহের কুশল রক্ষা করিবার প্রধান ভার গৃহিণীর উপর, গৃহকর্ত্তার উপর নহে। শিশু সন্তানের পালন ও রক্ষা কার্য্য মাতা সম্পন্ন করিবেন পিতা নহে। মা যদি সুনাপায়ী অবগণ্ড শিশুকে বেতনভোগা দাসী হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন পিতার দোষ কি? তবে পিতার ও দায়িত্ব আছে। কিন্তু শিশু পালন ও গৃহের কর্ত্তব্য রক্ষা পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য নহে। পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র অধিক প্রশস্ত কেবল গৃহ প্রাচীরে বদ্ধ থাকিলে চলে না। কিন্তু নারীর সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য গৃহের মধ্যে, পরিবার মণ্ডলীর সীমান্তর্গত। গৃহধর্ম্মের কোন কার্য্য উপেক্ষিত হইলে নারীর অধিক দোষ। অতএব আমরা প্রমিলাকে অধিক অপরাধী জ্ঞান করিতেছি।

নবীন যাত্রীর আহ্বান।

(অনুবাদিত)

হে নবীন যাত্রিবর, তুমি কোথায় যাইতেছ? তুমি শান্ত এবং দুর্ব্বল। এই সুন্দর কুসুমিত উপত্যকার উপর বিশ্রাম কর, কারণ ঐ পথ অত্যন্ত দীর্ঘ ও অপরিচিত। "না আমি বিলম্ব করিতে পারিব না আমি সুখ স্থানের যাত্রী। ঐ যে দুরবর্ত্তী স্থান দেখা যাইতেছে তথায় আমার গৃহ।"

"হে যাত্রিবর, তুমি অনেক পথ পর্য্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়াছ। কিছু ক্ষণের জন্য এই স্থানে বিশ্রাম কর। দেখ এই মনোহর স্থান সুন্দর নদী দ্বারা কেমন সুশোভিত হইয়াছে।" 'আমার পদ পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াছে, আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি শুনিতে পাইতেছি যে একটী শব্দ আমাকে আহ্বান করিতেছে আমি তাহার অবাধ্য হইতে পারি না।"

"তোমার স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, হে যাত্রিবর, তোমার চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় হরিত শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ আছে, তুমি তাহা হইতে ফল উৎ·

পাটন পূর্ব্বক আহার কর ঐ সকল ফল অতি সুমিষ্ট। "পৃথিবীর লোকের নিকট সুমিষ্ট বটে কিন্তু ঐ সমুদয় ফল পাপে পরিপূর্ণ। বঞ্চক! নিবৃত্ত হও আমি পাপের আস্বাদন লইতে চাই না।"

"হে ধর্ম্ম পথের নবীন যাত্রী, ঐ যে নদী দেখিতেছ উহা অত্যন্ত গভীর ও বেগবতী উহার প্রবল তরঙ্গ তোমাকে ডুবাইয়া কোথায় লইয়া যাইবে।" "আমি তরঙ্গকে ভয় করি না। আমি দৃঢ় পর্ব্বতের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, স্বর্গ হইতে আমার জন্য আহ্বান আসিতেছে।"

"আমি তোমাকে আর দেখিতে পাইতেছি না হে যাত্রিবর, তুমি কি গিয়াছ? চিরকালের জন্য গিয়াছ? যে শব্দ তুমি শুনিতে পাইতেছিলে তাহা কি তোমাকে লইয়া গিয়াছে?" "আমি চিরদিনের জন্য নিরাপদ হইয়াছি। আমি স্বর্ণময় দ্বার অতিক্রম করিয়া স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছি। এখন আমি পরিত্রাতার হস্ত চুম্বন করিতেছি। এবং চির সুখের আলয়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছি।"

দিবসের কার্য্য।

দিন কাটান বড় সহজ নহে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রে শয়ন পর্য্যন্ত প্রায় ১৬।১৭ ঘণ্টা সময় আমাদের হস্তে। এতটা সময় ভাল করিয়া চালাইতে হইবে। আমরা তাহাদের কথা বলিতেছি না যাহাদের সমস্ত দিন অনবরত অবিশ্রাম সংসারে খাটিতে হয়। তাহাদের দিন চলা কঠিন নহে, ভারবহ নহে। তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না যাঁহারা কোনরূপে তাস পিটিয়া গল্প করিয়া আমোদ করিয়া বেশ ভূষা করিয়া নিদ্রা যাইয়া ঝগড়া করিয়া দিবস অবসান করেন। এবং রজনীতে অক্লেশে অকাতরে শয্যাশ্রয় গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সময় ও শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যায়। কিন্তু এরূপে সময় অতিবাহিত করা অন্যায় কি না তাহা বিবেচনাশীল মনুষ্য মাত্রেরই বুঝিতে পারা উচিত। তাঁহাদের পক্ষেই দিন কাটান চিন্তার বিষয় যাঁহারা ভাল করিয়া সময় যাপন করিতে ইচ্ছা করেন। সমস্ত দিন যাহা করা উচিত ছিল করিয়াছি কি না এচিন্তা রজনীতে যাঁহাদের হৃদয় আন্দোলিত করে, যাঁহাদের এক এক দিবস শেষ হয় আর মনে হয় জীবনের কার্য্যের বুঝি কিছু হইল না বৃথা বুঝি সময় গেল তাঁহাদের সতর্ক হইয়া দিন যাপন করিতে হয়। দিবসের কার্য্য ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। কোন রূপে সময় কাটাইয়া দিতে সকলেই পারে। একখানি ভাল উপন্যাস পড়িয়া দিন শেষ করা যায় দিবা নিদ্রাতে ৪ ঘণ্টা কাটান যায়, তাস খেলিয়া দুই ঘণ্টা অতিবাহিত করা যায়, গল্পে গল্পে কত সময়

যাপন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই রূপে দিনের পর দিন কাটাইলে বাঁচিয়া থাকার ফল কি? ইহাতে শরীর মন নিস্তেজ হইয়া যায়, জড়ের ন্যায় হয়। অলস জীবন ধারণ করা আর জীবন্মৃত হওয়া প্রায় একই। সকলেরই প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত প্রতিদিবসের কার্য্য ঠিক করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কখন কি করিতে হইবে, গৃহ কার্য্য কত ক্ষণ করিব, জ্ঞানচর্চ্চায় কত ক্ষণ সময় দিব, ধর্ম্মানুষ্ঠানে কত ক্ষণ কাটাইব, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কত সময় দিব, শরীরের সেবায় কত সময় কাটাইব, এই সমুদয় নিদ্রা ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে একরূপ স্থির করিয়া লইয়া সেই অনুসারে যাহাতে দিবস অতিবাহিত হয়, তাহাতে যত্ন করিতে হইবে। এই রূপে দিনের কার্য্য স্থির করিয়া লইলেই যে সকল সময় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে তাহা নহে। অনেক সময় এমন হইবে যে কিছুই করিতে ভাল লাগিবে না। কোন কর্ম্মেই মনঃসংযোগ হইবে না, তখন কেবল আলস্যের বশবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু একবার এইরূপ ইচ্ছার অধীন হইতে গেলে কার্য্যে আরও অপ্রবৃত্তি হইবে। আরও ভাল লাগিবে না। অতএব সে সময় চেষ্টা করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যদি নিতান্তই একটা কোন বিশেষ কার্য্যে মনঃসংযোগ না হয় তৎপরিবর্ত্তে আর কিছু করিবে। কিন্তু আলস্য স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে অনিষ্টের সম্ভাবনা। এখন স্ত্রীলোকেরা নানারূপ বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কখনও পাঠ করুন, কখন শিল্প কার্য্য করুন, কখনও লিখিয়া সময় ক্ষেপণ করুন। কেবল বৃথা যেন দিনের পর দিন কাটাইয়া না যান। যেন মনে থাকে কিরূপে দিন যাপন করি তদ্বিষয়ে দায়িত্ব আছে। দিন নিজের নহে। নিজের অভিরুচির মধ্যে সময় ক্ষেপণের প্রণালী নিক্ষেপ করা উচিত নহে। সময়ের সদ্ব্যয় যাহাতে হয় তাহাতে যত্ন থাকে যেন। ইহাতে কোন কোন সময় একটু ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় তাহাও ভাল। নির্দ্দিষ্ট রূপে দিবসের কার্য্য করিতে করিতে অবশেষে আর অলস হইয়া থাকিতে প্রবৃত্তি হইবে না। সৎকার্য্যে ভালরূপে দিবস কাটাইতে পারিলে মন সরস সজীব থাকে এবং দিন দিন উন্নত হয়।

পরিচ্ছদ।

পৃথিবীতে কত রকম পরিচ্ছদ এবং বেশ ভূষার বিচিত্রতা আছে বলা যায় না। এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার, আফ্রিকায় এক রূপ, আমেরিকায় অন্য রূপ, বস্ত্র পরিধানের প্রণালী বিবিধ প্রকার। এক প্রদে-

শের মধ্যেই আবার এক এক বিভাগে এক এক রূপ। বাঙ্গালিরা যে রূপ পরিচ্ছদ পরে পশ্চিমে সে রকম পরিবে না। মহারাষ্ট্রীদিগের পোষাক যে রূপ পঞ্জাবীদিগের সেরূপ নহে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও পশ্চিম বাঙ্গালার মধ্যেও আবার বস্ত্র পরিধানের প্রণালী স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে রুচি এবং প্রণালী এক দেশের সহিত অপর দেশের প্রায় মিলে না। পরিচ্ছদের পারিপাট্যের প্রতি সভ্য-জাতির সকলেরই বিশেষতঃ স্ত্রীলোক-দিগের বিশেষ দৃষ্টি। ইংলণ্ড পারিস ইত্যাদি সভ্যতম স্থান সকলে dressing বা পরিচ্ছদ পরিধান দিবসের একটি বিশেষ কার্য্য। দিবসের কেন অনেক বিলাসনার নিকট জীবনের একটি প্রধান ব্যাপার। তথায় বৎসর বৎসর পোষা-কের প্রণালী বা ফেসান পরিবর্ত্তিত হয়। কেশ বন্ধনের পর্য্যন্ত নূতন নূতন প্রণালী সৃজিত হয়। এই অনুসারে সকল ভদ্র নারীদিগকে চ-লিতে হয়। যাঁহারা না চলেন তাঁহারা সভ্য নারী সমাজে উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয়েন না। ফলতঃ এই বিবিধ প্রকার ফেসা-নের বস্ত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে গিয়া তথাকার কত নারী স্বামীকে সর্ব্বস্বান্ত হইবার পথে লইয়া যান। প্রাণপণে পরিচ্ছদ বিষয়ে সভ্যতা ও ফেসান রক্ষা করিতে হয়। ইংলণ্ডে ভদ্র পরিবারের প্রধান খরচ স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদে।

আধুনিক বাঙ্গালিদিগের বস্ত্র পরি-ধানের প্রণালী আলোচনা করিয়া দে-খিতে গেলে কোথায় সে গিয়া পরিণত হইবে স্থির করা যায় না। বলিতে গেলে বাঙ্গালিদের প্রকৃত জাতীয় পরি-চ্ছদ ধুতি চাদর। এখন তাহাতে নানা পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে। কেহ চাপ্‌কান ইজের পরিতেছেন, কেহ কোট পেণ্টলুন পরেন, কেহ সাম্‌লা মাথায় দেন, কেহ বা টুপি মাথায় দেন, আবার কেহ বা ইংরাজি ধরণের অনু-করণে হ্যাট কোট পরেন। কোন কোন সেকেলে আপিসের বাবু ধুতির উপর চাপ্‌কান, তাহার উপর মাথায় সাম্‌লা এইরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া থাকেন। কেহ বা আবার চোগা চাপ্‌কান পরেন, কেহ বা ধুতি উড়ানী চায়নাকোটে সুসজ্জিত হয়েন। এক স্থানে দশ জন বাঙ্গালি একত্রিত হইলে এক জন বিদেশীয়ের পক্ষে তাহারা যে এক দেশীয় ইহা চি-নিয়া লওয়া কঠিন। কারণ যাহার যে রূপ রুচি তিনি সেই রূপ পরিচ্ছদ ধারণ করেন। একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী নাই। এই সকল বিচিত্রতা অবশেষে কোন অবস্থায় গিয়া দাঁড়াইবে বুঝিতে পারা যায় না। পুরুষদিগের পরিচ্ছদ ত এইরূপ, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পরি-চ্ছদ কি প্রকার? ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন আমাদের দেশের স্ত্রীদিগের বস্ত্র পরিধান প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে। বোধ হয় ভারতবর্ষীয় সকল জাতীয় নারীগণের পরিচ্ছদ ইহা

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ভদ্র রুচি সঙ্গত। অন্তঃপুর বদ্ধ বলিয়াই হউক বা অন্য কারণেই হউক এ দেশের নারীদিগের বস্ত্র পরিধানকে কোন রূপেই decent বা ভদ্র রুচি সঙ্গত বলা যায় না। এক খানি সাড়ি মাত্র তাঁহাদের অঙ্গাবরণ ও অবলম্বন তাহাতে কি রূপে উপযুক্ত পরিচ্ছদ হইবে? সুখের বিষয় এই যে এ দেশে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির সহিত নারীগণের পরিচ্ছদও পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং অনেক উৎকৃষ্ট আকার ধারণ করিতেছে। এখন অনেকেই আপনাদের জাতীয় পরিচ্ছদকে যথেষ্ট ও উপযুক্ত জ্ঞান করেন না। কিন্তু পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও বস্ত্র পরিধান সম্বন্ধে কোন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি সেই রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন।

অল্পকালের মধ্যে নারীগণের মধ্যেও পরিচ্ছদের বিচিত্রতা উপস্থিত হইয়াছে। কেহ কেহ বা ইংরাজি ধরণেরও অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

যাহা হউক এ বিষয়ে এই বলিবার আছে যে সাধারণতঃ এক দেশীয় পরিচ্ছদের প্রণালী এক প্রকার হওয়াই ভাল। তাহাতে জাতীয় ভাব রক্ষা পায়। আর সকলেই যদি নিজ নিজ রুচি অনুসারে বস্ত্র পরিধানের প্রণালী সৃষ্টি করেন তাহা হইলে সকলের পক্ষে সুরুচি রক্ষা হওয়া কি সহজ? কারণ সকল নারীর যে সুরুচি থাকিবে তাহা সম্ভব নহে। অনেক সময় উন্নতি করিতে গিয়া হয়ত কেহ কেহ এরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ফেলিবেন যে তাহা শ্রীব্যঞ্জক হওয়া দূরে থাকুক তাহাতে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে।

এখন পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পুরাতন প্রথা তিরোহিত হইয়া নূতন রীতি সকল স্থাপিত হইতেছে, অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে, অতএব সাবধান হইয়া পরিচ্ছদের সংস্কার করা ভাল এবং যাহাতে যত দূর সম্ভব জাতীয়ভাব ও সাধারণ মিল রক্ষা পায় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আর্য্যনারী সমাজের কার্য্য বিবরণ।

গত ২২শে মাঘ আর্য্যনারী সমাজের অধিবেশন হয়। নিয়মিত প্রার্থনা এবং সঙ্গীতের পর নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল:—

"হে আর্য্যনারী তুমি আপনার গৌরব যদি আপনি বুঝিতে না পার অন্য লোকে কেন তোমাকে গৌরব দিবে? তুমি আপনার মুখ দর্পণে দেখ, বিলাসের জন্য বেশ বিন্যাস কর কিন্তু চিত্তশুদ্ধির জন্য। শুদ্ধ জ্ঞান দর্পণে মুখ দেখা বোধ করি তুমি অনেক দিন শুদ্ধ বিবেক দর্পণে মুখ দেখ নাই।

দেখিলে বুঝিতে পারিবে কিসের জন্য তোমার মুখ সুন্দর। বুঝিতে পারিবে তুমি নীচ মলিন নও। আত্মানুসন্ধানের পর দেখিতে পাইবে তোমার মাথার উপর গৌরবের মুকুট আছে। আর যদি এরূপে না ভাব, না দেখ, তবে বলিয়া বেড়াইবে "আমি নীচ ক্ষীণ মলিন অবলা।" কিন্তু যে পথ ধরিতে বলিতেছি তাহা ধরিলে নিজের গৌরব বুঝিবে। তোমার স্বভাবের গঠনের ভিতর সকল সাধ্বীগণের গৌরব লুকায়িত আছে; প্রাচীন কালের ঋষি কন্যাদিগের গৌরব তোমার রক্তের মধ্যে আছে। যত সাধ্বী স্ত্রী তোমাদের ভিতর লুকাইয়া আছেন। তাঁহারা ত ইহলোক একেবারে ছাড়িয়া যান নাই। বর্ত্তমান আর্য্যনারীদিগের স্বভাবের মধ্যে তাঁহারা আছেন। যখন পূজা সাধনা করিবে ইহা চেষ্টা করিয়া দেখিও হৃদয়ের ভিতর সাধ্বীনারীগণ আছেন কি না। সাধু সাধ্বীদিগের জীবন পড়িবার জানিবার আবশ্যক কি? তোমরা অন্তরে অন্বেষণ কর। গিয়া দেখ সমস্ত আর্য্যনারী তোমাদের ভিতর নিহিত কি না আশ্রমবাসিনী নারী যাঁহারা পবিত্র ভাবে জীবন কাটাইতেন তোমাদের ভিতর তাঁহাদেরই রক্ত আছে। এদেশের প্রাচীন গৌরব লইয়া তোমরা জন্মিয়াছ। হাজার চেষ্টা করিলেও তাহা ছাড়িতে পারিবে না। তোমরা হাজার কেন নীচ হইয়া যাও না তোমাদের ভিতর প্রাচীন পবিত্র আর্য্যনারীর রক্ত আছে। যোগধর্ম্ম ভক্তির ধর্ম্ম তোমার বুকের ভিতর। তুমি কেন যোগী হইতে পারিবে না? সাধু সাধ্বীদিগকে ঈশ্বর কেন পাঠাইয়া থাকেন? কেবল শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে বলিয়া? তাঁহাদিগকে কেবল সুখ্যাতি করিয়া বিদায় করিবে বলিয়া? না। তাঁহাদিগকে ভোজন করিবে বলিয়া। তাঁহাদের স্বভাবের সহিত স্বভাবকে মিলাইবে বলিয়া। একজন ভক্ত বলিয়া গিয়াছিলেন "আমার রক্ত মাংস তোমরা খাও।" কেন বলিয়াছিলেন? তিনি জানিতেন যত ভক্ত সাধু সাধ্বী তাঁহাদের সদ্গুণ আহার করিয়া রক্তের সহিত মিলাইতে হইবে। আর্য্যনারী তোমার জীবন সতী নারীর জীবন, তোমার রক্ত সতীর রক্ত। সব প্রাচীনা আর্য্যনারীর রক্ত তোমার ভিতর রহিয়াছে। তবে কেন তোমার পক্ষে ভাল হওয়া কঠিন হইবে? তবে দর্পণে মুখ দেখ। যত সতী নারী তোমাদের ভিতর। তাঁহাদের গুণ চরিত্র ধর্ম্ম তোমাদের। প্রত্যেক নারীর মধ্যে প্রাচীন আর্য্যনারীরা আছেন, তাঁহাদের ভক্তি, সুনীতি, গৌরবের মুকুট তোমাদের। ভিতর থাকিয়া তাঁহারা তোমাদের প্রাণ পরিতুষ্ট করিবেন। স্বর্গের সুধা তোমাদের হৃদয়ে রাখিয়া পান করাইবেন। ভাল করিয়া মুখ

দেখ। লোকে তোমাকে যেন সুন্দরী বলে? সজ্জা বেশ ভুষ র জন্য নহে। তোমাদের মুখে প্রাচীন সতী নারী-গন আছেন। তোমাদের গৌরব মহিমা তাঁহাদের জন্য। হৃদয়ের দ্বার খোল। দেখ যত সতী নারী বসিয়া আছেন। তোমার ভাবা উচিত যে "আমি সামান্য নারী নহে। এখন গৌরবান্বিত সতী স্ত্রীদিগের বংশে জন্মিয়াছি, ঈশ্বর করুন আমি যেন প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিতে পারি।" আর্য্যনারী তুমি আপনার জীবনকে উচ্চ কর, নীচপথ ত্যাগ কর, বৈরাগ্য লও, যোগ ধর্ম্ম শিক্ষা কর, ভিতরে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের গৌরব রক্ষা কর। ইহাই আর্য্যনারীসমাজের উপদেশ।"

গত ১৫ ই ফাল্গুন আর্য্যনারী সমাজের পুনরধিবেশন হয়। তাহাতে বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। আগামী বারে তাহা প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

(প্রাপ্ত)

একটি মনের কথা।

প্রিয়বন্ধু! অনেক দিবস পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে মনে অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। অনেক দিবস যাবৎ কোন বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা শুনা না হওয়াতে সর্ব্বদাই চিত্ত বিষণ্ণ থাকে, এবং মনের কথা বলিতে না পারায় হৃদয়ে আরাম হয় না। যাহা হউক ভগ্নি, তুমি যদি আজ এসেছ তবে খাণিক ক্ষণ আলাপ করিয়া মনকে শান্ত করি। এক দিনকার অপূর্ব্ব সুখের কথা তোমায় বলি, সে সুখের মত সুখ আর কোথায় পাইলাম না। তাই স্মৃতি পথের গভীর চিত্রে তাহা অঙ্কিত আছে, তুমি শুনিলে বোধ হয় সুখী হইবে।

এক দিন একাকী গৃহে বসিয়াছিলাম, মন যেন কেমন উদাস উদাস হইতেছে চক্ষু যেন অনন্ত আকাশ ভিন্ন আর কোন দিকে যাইতেছে না, গৃহ মধ্যে বসিয়া আছি বটে কিন্তু আমার চিত্ত আমায় ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে, এক এক বার যেন চমকিত হইয়া উঠি কিন্তু মন কোথায়? অনেকক্ষণ এই ভাবে বসিয়া আছি, এমন সময় পূর্ব্বাকাশে সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা উদিত হইয়া গবাক্ষ মধ্য দিয়া আসিয়া আমার সর্ব্ব শরীরে জ্যোৎস্নারাশি ঢালিয়া দিল সুশীতল সমীরণে আমার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল আমি সেস্থান হইতে উঠিলাম দেখিলাম দূরে সুন্দর নদী রজত বস্ত্র পরিধান করিয়া অস্ফুট মধুর শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। যেন হৃদ স্থিত গভীর সুখের সুমধুর গীতি উন্মাদিনী নদী মোহিত করিবার নিমিত্ত সুস্বরে গান করিতে করিতে অতলস্পর্শ সমুদ্র জলে নিজ ক্ষুদ্র কলেবর মিশাইবার

জন্য নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। আমি ও যেন কোন অদৃশ্য শক্তিতে চালিত হইয়া অনন্যমনে নদীতটে গমন করিলাম। মস্তকোপরি অসীম সুনীল নভোমণ্ডল অসংখ্য তারকা-মালা বক্ষে লইয়া মস্তকে সুন্দর চন্দ্রমা কিরীট পরিধান করিয়া অনন্তের অসীমত্ব প্রকাশ করিতেছে, নদী তীর-বর্ত্তী বিশাল তরুদল শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া মলয় মারুতকে আলিঙ্গন করিতেছে। সম্মুখে এই মনোহারিণী তটিনীর অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আমার চিত্তসরোবরে প্রবলবেগে আনন্দলহরী প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমার মনে যে সমস্ত বিষাদ ছিল সম স্তই দূর হইল। উত্তপ্ত শরীর শীতল হইয়া আসিল, আমি নদীকূলে উপ-বেশন করিলাম। মহেশের মহিমা দর্শন করিয়া মনে কি যে হইতে লা-গিল, তাহা কি রূপে প্রকাশ করিব? যদি হৃদয়াঙ্কিত সেই খোদিত চিত্র তোমার সম্মুখে ধরিতে পারিতাম তবে দেখিতে, বুঝিতে পারিতে কি সুখে চিত্ত ভাসিতেছিল। অনেক প্রকারের চিন্তা মনে উদিত হইল। মনে হইল যে আমাদের ভ্রাতারা কত সুখের অধিকারী, আমরা কেন সে সব সুখ হইতে বঞ্চিত হইব? বিধাতা কি আমাদের জন্য সেসব সুখ নির্দ্দিষ্ট করেন নাই? তবে কি তিনি ছেলে মেয়ে উভয়ের মধ্যে কেবল ছেলেদেরই ভালবাসেন? না, তিনি দুজনকেই সমান স্নেহ করেন, দুজনকেই সমান সুখের অধিকার দিয়া-ছেন। আমরা নিজেরাই সে সব সুখ দূরে ফেলিয়া দিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি, বলিতেছি বিধি আমাদের প্রতি প্রতিকূল। ভাইয়েরা তাঁকে পাইবার নিমিত্ত তাঁর অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য কত ব্যাকুল, আমরা কি করি? আমাদের নাম কেন সংসারী, স্বার্থপর হইল? বুঝিয়াছি। আমরা চাই কি না সুখ? সংসারের ধন মান সুখ সম্পদ্ হউক তাহাতেই আমরা সুখী হইব। স্বামী, সন্তান, বন্ধু বান্ধবের সেবা করিলেই আমি সুখী, অন্যের কি হইল না হইল তাহাতে আমার কি? ভাইয়েদের মনে কি এসব ভাব আসে না? তাঁহারা কি সংসারের কিছুই চান না? চান তবে কি না পৃথিবীর আদি হইতে এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে ভাই-য়েরা যেমন সময় সময়, যার নাম সাধন করিবার জন্য তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁর নাম পৃথিবীতে ঘোষণা করিবার জন্য দলবদ্ধ হন আমাদের স্বজাতিরা কবে সে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন? এতবড় উচ্চ দৃষ্টান্ত পাইবার আশা করি না কিন্তু কৈ ভাইয়ের উপযুক্ত ভগ্নী কোথায়? তবেই জানা গেল আমাদের সাংসারিক কতা অধিক আমাদের স্বার্থপরতা অধিক। মন তবে কেন তুমি উপ-যুক্ত ভগ্নী হইবার জন্য সচেষ্ট হই-বেনা? ব্রহ্ম কন্যা হইবার কি তো-

মার এখনও সময় হয় নাই? অসার ধূলি খেলায় এই সার মানবজীবন আর কত কাল নষ্ট করিবে? আমাদের নামে আর একটি দোষ দেখা যাইতেছে। সেটি এই ভাইয়েরা বলেন যত দিন মেয়েদের বিবাহ না হয়, যত দিন সংসারের সঙ্গে নির্লিপ্ত থাকেন, তত দিন স্বার্থপরতা সাংসারিকতা বড় অধিক দেখা যায় না, ততদিন ঈশ্বরে ভক্তি, সাধুভক্তগণকে শ্রদ্ধা, সৎসঙ্গ সদালাপে অনুরাগ দেখা গিয়া থাকে। বিবাহ হইলে আর তাহা বড় দেখা যায় না। হয়ত অভ্যাসবশতঃ এক আধ বার ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেন, কি কখন দুই একটা সদালাপ করিয়া লোক ভুলাইতে চান। আবার সন্তানাদি হইলে আর তাহাও দেখা যায় না। ইহা কি সত্য? এ অভিযোগের শেষ কি হইবে না? মাটীর পুতুল লইয়া কি চিরজীবন ভুলিয়া থাকিব? আমিত দেখিয়াছি যে কি সুখের সময় কি দুঃখের সময় কি সজনে কি নির্জ্জনে সকল সময় সকল অবস্থাতেই, তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুতেই মনে সুখশান্তি হয় না। হৃদয়ে কেমন একটা ক্লেশের অনল জ্বলিতে থাকে; মাকে ছেড়ে সন্তানের আরাম কোথায়? মন! তুমি কেন স্বার্থপর থাকিবে? পরসেবা ব্রতে কেন জীবনকে উৎসর্গ কর না? কত সাধ্বী ভগ্নীত পরসেবায় জীবনকে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সব ভগ্নীদের দৃষ্টান্ত কেন গ্রহণ কর না? যে সব ভগিনী মাকে ছেড়ে কেবল বিলাস বাসনার দাসী হয়ে জীবন কাটাইতেছেন, তাঁহাদের জন্য কেন তুমি ব্যথিত হইবে না? এক মার সন্তান হইয়া এক জনকে দুঃখে ভাসিতে দেখিয়া তুমি সুখী হইবে কি রূপে? আমাদের এখন কি করিতে হইবে? স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া সাধন করিতে হইবে, নতুবা কল্যাণ কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে আমার চিত্ত বিগলিত হইল, আমি অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। যেন কি এক আশ্চর্য্য যাদুকর আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিল। আমি ভাবিলাম অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন গৃহে ফিরিয়া যাই, কিন্তু কে যেন কানে কানে বলিতেছে," এখন না আরও খানিক বোস্, আরও কত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতে পাইবে;" বসিলাম, স্বজাতির কল্যাণের কথা মনে যেন তরঙ্গ তুলিতে লাগিল, আমি হতবুদ্ধি। কে এমন সুবুদ্ধি মনে প্রদান করিল? কে চিত্তে এমন মধুর চিন্তা আনয়ন করিল। ধন্য দেব, তুমিই ধন্য। কাঙ্গালিনী মেয়েদের প্রতি তোমার কতই করুণা, মা কবে তোমার দয়া উপলব্ধি করিয়া জীবনে তোমায় লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইব?

ব্রহ্মকুমারীর আত্মবিবরণ।

দেখিতে দেখিতে আমার বাল্যাবস্থা সমাপ্ত হইল। প্রাতঃকালে যে গোলাপ

মুকুলকে অপ্রস্ফুটিত ভাবে ঈষৎ হাস্য করিতে দেখিলে, সে যেমন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সূর্য্যালোকপ্রভায় সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, ও উদ্যানের রাজরাণী হইয়া তোমার নয়নকে বিস্মিত করে, তেমনি দিন কতক পূর্ব্বে আমাকে যাহারা বালিকা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল তাহারা হঠাৎ কৌমার্য্যের শ্রী সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত দেখিয়া অপরিমত স্নেহ সমাদরে আমার পরিচর্য্যা আরম্ভ করিল। জীবন পথের কোন্ অলক্ষিত সন্ধিস্থলে আয়ুচক্রের কোন্ সূক্ষ্ম রেখা অতিক্রম করিলে শৈশবকমল যৌবনের অস্থির তরঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত হয় তাহা আমি বলিতে পারিনা। যদি জানিতে পারিতাম তাহা হইলে সাবধান হইতাম। শৈশবের সুষুপ্তির পর জাগিয়া দেখি তরুণাবস্থার বেগবতী তরণী আরোহণ করিয়া মধুময় জীবন স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি। দুই কূলে সুখের সোণার কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে, জলের উপর ভোগের স্বর্ণ হংস ক্রীড়া করিতেছে; আকাশে আমোদের পাখী গান করিতেছে; সুখের বসন্ত আমার চারিদিকে সমীরণ রূপে প্রবাহিত হইতেছে। আমি নিদ্রিত কি জাগরিত বুঝিতে পারিলাম না, ঠিক যেন কোন প্রকার সুরাপান করিয়াছি। যেন কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছি। এইরূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া কিছু দিন চলিয়া গেল। যাহা দেখিতাম, তাহাই ভালবাসিতাম; যে ভাল বাসিত তাহারি হস্তে অকপটে হৃদয় বিক্রয় করিতাম। শৈশবসঙ্গিনীদের সঙ্গে অগাধ প্রেমে বদ্ধ ছিলাম, লতা পুষ্প বৃক্ষাদিকেও ভাই ভগ্নীর ন্যায় প্রেম করিতাম, পক্ষী ও পশুদের প্রতি অতুল স্নেহ জন্মিত। গৃহে একটী কেনারী পক্ষী ছিল সে আমার হস্তে ভিন্ন আর কাহারো হাতে খাইত না, গৃহে একটী মেষ শাবক ও হরিণশিশু ছিল সে আমি ভিন্ন আর কাহারো নিকট ধরা দিত না।

যে গৃহে বাস করিতাম তাহার অনতি দূরে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অট্টালিকা ছিল। তাঁহার পরিবারগণ মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকেতনে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যাদিগের সঙ্গে আমার যথেষ্ট সদ্ভাব ছিল। বাল্যকাল অবধি ইহাঁদিগের সহিত মিলিত হওয়ায় পরিশেষে অতিশয় আত্মীয়তা হইয়াছিল। এই পরিবারে একজন বালক বাস করিত, তাহার নাম মনোহর রায়, সে গৃহস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র। সে প্রায় আমার সমবয়স্ক ধীরস্বভাব, ও সুন্দরমূর্ত্তি, তাহাকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, প্রথমাবধি এই বন্ধুতা শৈশবকালসুলভ নিষ্কলঙ্কতাতে পরিপূর্ণ ছিল। লোকে আমাদের সদ্ভাব দেখিয়া প্রশংসা করিত। পরে যখন ক্রমে ক্রমে আমার বয়োবৃদ্ধি হইল, মনের অন্যান্য ভাবের সঙ্গে এই বন্ধুতার প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত

হইয়া গেল, মনোহরকে দর্শন অবধি আমার মনোমধ্যে এক প্রকার বিচিত্র ভাবের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। তাহার সামান্য কথার মধ্য দিয়াও এক অপূর্ব্ব মধুভরা কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে। তাহার সামান্য দৃষ্টির মধ্য দিয়া কি এক প্রকার অলক্ষিত বিদ্যুৎ আমার সমস্ত শরীর মনের ভিতর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে। হঠাৎ কাহারো পদসঞ্চার শুনিলে চিত্ত চমকিত হয়, বোধ হয় যেন মনোহর আসিতেছে। তাহার সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, নির্জ্জনে হাস্য করিতে ইচ্ছা হয়, অশ্রুপাত করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সমস্ত ভাবের মধ্যেই অন্তঃকরণে এক প্রকার ভয়েরও আবির্ভাব হইত। মনের ভিতর ঠিক যেন কে বলিত "ভাল করিতেছ না। সাবধান হও! যে পথে যাইতেছ ইহাতে পাপে পড়িবে, অমঙ্গল হইবে, মারা যাইবে।" এই অলক্ষিত শব্দ শ্রবণ মাত্র আমার হৃদয়ের ভিতর কেমন করিত, মুখ শুষ্ক হইত, আর মনোহরের সহিত সাক্ষাৎ করিব মনে করিতাম না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিতাম না। মনোহরের প্রতি আমার যেরূপ ভাব ছিল, তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক স্নেহ সে আমার উপর প্রকাশ করিত। সে ক্রমাগত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অবকাশ অন্বেষণ করিত। ক্রমাগত মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিত। আমি কিয়ৎ পরিমাণে যদি মনের ভাব গোপন করিতে চাহিতাম, সে তাহাতে অধীর হইয়া ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করিত। তাহাকে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ দেখিলে আমার ধৈর্য্য ও আত্ম সম্বরণের শক্তি জীর্ণ হইত, বিলুপ্ত হইত। কিন্তু যখন মনোহরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম তাহার পরক্ষণেই গভীর চিত্তবিকার আমার হৃদয় মধ্যে উপস্থিত হইত। পূর্ব্ব কথিত আন্তরিক শব্দ কঠোর গ্লানির আঘাতে আমাকে অনৈসর্গিক ভয়ে ও ক্লেশে অভিভূত করিত। আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম মনোহরের সঙ্গে আর আলাপ করিব না, এই রূপে বারম্বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পর এক দিন সন্ধ্যার পর গৃহ পার্শ্বস্থ উদ্যানে অনেক ক্ষণ প্রিয় সখার সহবাস সম্ভোগ করিলাম, তিনি আমাকে লইয়া বিদেশ গমনের প্রস্তাব করিলেন, আমার সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব করিলেন, হঠাৎ আমার করস্পর্শ করিলেন, আমি সচকিত হইয়া আমার হাত টানিয়া লইলাম। তিনি এ রূপ ব্যবহার পূর্ব্বে কখন করেন নাই। তাঁহার স্পর্শ পরিত্যাগ করিলাম বটে কিন্তু তাহাতে পরম সুখী হইলাম। ঠিক এই মুহূর্ত্তেকে কাহার পদসঞ্চারের শব্দ কর্ণগোচর হইল। আমরা উভয়েই চমকিত ও ত্রস্ত হইলাম, উঠিয়া দাড়াইলাম, আমি গৃহাভিমুখে চলিলাম, মনোহর বিদায় লইলেন। কিন্তু আমি একাকিনী হইবামাত্র পদ

সঞ্চারের শব্দ আমার অত্যন্ত নিকট হ-ইল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইলাম। পশ্চাৎ হইতে আগত ব্যক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল "হুর্ভাগা সন্তান স্থির হও!" আমি ফিরিয়া দেখি একজন সুদীর্ঘ বিশীর্ণকায় পাণ্ডুবর্ণ পুরুষ। তিনি দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, জটাজড়িত লম্বমান কেশ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছে, পরিধানে গৈরিক বসন; হস্তে দণ্ড, তাঁহাকে দেখিবা মাত্র আমার মনে ভয় ভক্তি ও বিশ্বাস যুগপৎ উদয় হইল। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় তাকাইয়া থাকিলাম, তিনি পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন " স্থির হও আমার কথা শ্রবণ কর," তাহার কথা শান্ত ও সুমধুর। আমার শ্রবণ করিয়া বোধ হইল পূর্ব্বে কোন স্থানে ও কোন সময়ে শুনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি মনে পড়িল না। পরক্ষণেই বলিলেন " আমি পূর্ব্বে আর একবার তোমার হতভাগিনী মাতাকে এই রূপে সাবধান করিয়াছিলাম, তুমি তখন শিশু। আমার কথা না শুনিয়া তাহার কি অবস্থা হইয়াছে তুমি বিলক্ষণ জান। আর আমি তোমাকে আবার সাবধান করিতে আসিয়াছি। তুমি যে পথে দাঁড়াইয়াছ তাহাতে এখনও তোমার শরীরে বিশেষ রূপে পাপ সঞ্চারিত হয় নাই বটে, কিন্তু হইবার বড় বিলম্ব নাই। আমি পৃথিবীর অনেক হুর্ভাগা হুর্ভাগিনীকে দেখিয়াছি, তাহাদের ইতিহাস ভাল জানি। আমি বহুদিন অবধি তোমার ব্যবহার দূর হইতে দেখিয়াছি, তোমার সর্ব্বনাশের মুহূর্ত্ত নিকট বর্ত্তী দেখিয়া তোমার সম্মুখে উপনীত হইলাম। তুমি যাহাকে তোমার পরম বন্ধু ও প্রিয় সখা মনে কর সে তোমার ভয়ানক শত্রু, শীঘ্রই তাহা বুঝিতে পারিবে। তোমার মঙ্গল কামনা না করিয়া আত্মসুখের জন্য সে তোমার শরীর আত্মাকে নরকাগ্নিতে ডুবাইতে চায়, তাহাও অচিরে তোমার বোধগম্য হইবে, এখন যদি ভাল চাও এই মনোহর রায়কে কালসর্পের ন্যায় তোমার অনিষ্টকারী বৈরী রূপে বিশ্বাস করিয়া জন্মের মত ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ কর।" আমি লজ্জা ভয়ে দুঃখে বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম " আপনি কে? আপনি কিরূপে আমার জীবন বৃত্তান্ত জানিলেন?" আগন্তুক ক্ষণকাল নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া উত্তরীয় দ্বারা চক্ষু মোচন করিলেন ও ধীর শব্দে বলিলেন "আমি তোমার নির্ব্বাসিত পিতা, আমি পৃথিবীতে থাকিয়া মৃত্যুলোকে বিচরণকরি, আমি জগতের হিতের জন্য দেহ প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি; কিন্তু আমি আর তোমার কষ্ট সহিতে পারি না। আমি ব্যাকুল চিত্তে ক্রমাগত তোমার পশ্চাৎ ভ্রমণ করি, তুমি তাহা জাননা। আমি তোমার আসন্ন অমঙ্গল দেখিলে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করি, তুমি কিছুই বুঝিতে পার না।

ক্রমশঃ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে পতিসেবা পতির আজ্ঞানুসরণ স্ত্রীর জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সতী নারী সর্ব্বতোভাবে পতির বশীভূত হন ও পতির মনোরঞ্জনে রত থাকেন। অনুশাসন পর্ব্বে ও মন্বাদি শাস্ত্রে নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উচ্চ উচ্চ কথা আছে, আমরা পাঠিকাদিগের জন্য অনুশাসন পর্ব্ব হইতে কয়েকটি শ্লোক এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

" ব্রতং চরতি যা নিত্যং
দুশ্চরং লঘু সত্বরা।
পতিচিত্তা পতিহিতা
সা পতিব্রতভাগিনী ॥ "

যে নারী পতির প্রতি অনুরক্তা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আত্মাকে সংযত করত নিত্য দুশ্চর ব্রত আচরণ করেন, তিনিই ব্রত ভাগিনী হন।

" পুণ্যমেব তপশ্চৈব
স্বর্গশ্চৈব সনাতনং।
যা নারী ভর্ত্তৃপরমা
ভবেৎ ভর্ত্তৃব্রতা সতী ॥ "

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন এবং স্বামীর ব্রতই যাঁহার এক মাত্র ব্রত তাঁহার সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে একমাত্র তপস্যা।

অনন্যচিত্তা সুমুখী
সা নারী ধর্ম্মাচারিণী।
পরুষাণ্যপি নোক্তা
দৃষ্টা বক্রেণ চক্ষুষা ॥ "

যে অনন্যমনা নারী স্বামী ক্রুদ্ধ চক্ষুতে দেখিলে ও তাঁহাকে কঠোর কথা বলেন না, তিনিই ধর্ম্মাচরণ করেন।

" ভর্ত্তৃপূজ্যা বরারোহা
সা ভবে দ্ধর্ম্মচারিণী।
দরিদ্রং ব্যাধিতং দীন
মধ্বনা পরিকর্ষিতং ॥ "

যে নারী স্বামীর শ্রদ্ধা ভাজন এবং দরিদ্র রোগী ও দীনগণকে স্বহস্তে সেবা করেন তিনিই ধর্ম্মাচরণ করেন।

" পতিব্রতা পতিপ্রাণা
সা নারী ধর্ম্মভাগিনী।
শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ
করোত্যবিমনা সদা ॥ "

যে নারী পতিব্রতা পতিপ্রাণা এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে পতির সেবা ও শুশ্রূষায় তৎপর, সেই নারীই ধর্ম্ম ভাগিনী হন।

" যা সাধ্বী নিয়তাচারা
সা ভবে দ্ধর্ম্মচারিণী।
শ্রুত্বা দম্পতী ধর্ম্মংবৈ
সহধর্ম্ম কৃতং শুভং ॥ "

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতী ধর্ম্ম শ্রবণ পূর্ব্বক তদ্ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন তিনিই ধর্ম্মচারিণী হন।

" শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ
দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতী।
বশ্যভাবেন সুমনাঃ
সুব্রতা সুখদর্শনা ॥ "

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্ট চিত্তে স্বামীর অধীনা হইয়া তাহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন।

আর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে।

" ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা,
সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং
গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া ॥

স্ত্রী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা ও শুদ্ধা সখীর ন্যায় হিতকর্ম্মে রতা হইবেন, এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও গৃহকার্য্যে দক্ষা হইবেন।

পতি অসাধু হইলে সতী যে তাহার আজ্ঞানুসরণ করিয়া চলিবেন তাহা নয়। অসৎ পতি অসৎ কার্য্যেই মতি দান করিবে। সতী তাহার অনুসরণ করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বতোভাবে পরম পতি ঈশ্বরের আশ্রিতা হইয়া থাকিবেন। পার্থিব পতির অভিপ্রায় ও আদেশ, পরম পতির অভিপ্রায় ও আদেশের বিরোধী হইলে তাহাতে তিনি কিছুতেই যোগ দান করিতে পারেন না। পতি অসাধু ও অধার্ম্মিক হইলে ও সতী তাহাকে অন্তরের ভাল বাসা প্রদান করিবেন এবং কোমল প্রীতিযোগে তাহাকে ধর্ম্মের দিকে ও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার জীবন ভাল করিতে প্রাণ পণে যত্ন করিবেন। কিছু-তেই তাহার পাপকে প্রশ্রয় দিবেন না, তাহার পাপাদেশ ও পাপ ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবেন না।

যোগিনী কুসুম লতা।

এ গভীর রজনী, অন্ধকার অবনী,
বিজন উদ্যান মাঝেকে তুমি গো দাঁড়ায়ে
তুলি ফুলআননে, বিমোহিত নয়নে,
দেখিছ কুসুমলতা, কার পানে তাকায়ে।
বিকশিত বদনে, অনিমেষ নয়নে,
আকাশ উপরে বালে, নিরখিছ কাহারে।
হে কুসুম ব্রততি, বল করি মিনতি,
আছে কিগো কেহ ওইআকাশের মাঝারে।
হারাইয়ে চেতনা, ভুলি দুঃখ যাতনা,
অসীম আকাশে সই গেছ বুঝি মিশায়ে।
যাও আরো চলিয়া, এজগত ছাড়িয়া,
অনন্ত আকাশ মাঝে থাক বালে মিলায়ে।
যুগে যুগে কত, যোগী ঋষিগণ,
ধেয়ানে যাঁরে না দেখিতে পায়।
তুমি গো সরলে, ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে,
কেমনে দেখিতে পাইলে তাঁয়।
ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে, আর কিছু নাই,
চিদানন্দ ময় সকলি তোর।
নিরাকার রূপ সাগরে ডুবিয়া,
হইয়াছ সেই ভাবেতে ভোর।
চাহিনা পূর্ণিমা, মধুর জোসনা,
থাক্ অমানিশা দিক্ আঁধারি।
গভীর নিশীথে, পশিয়া আঁধারি,
আজি ব্রহ্মধন করিব চুরি।
থাকুক জগত, থাকুক সংসার,
হে কুসুমলতে, কিছু না চাই।
আঁধারে পশিয়া, আকাশে মিশিয়া,
যদি পূর্ণ ব্রহ্মে দেখিতে পাই।
নির্ম্মম সংসারে, চাহি না থাকিতে,
চাহিনা হেথায় থাকিতে আর।
আঁধার ভেদিয়া, যাইব চলিয়া,
পাব দরশন যেখানে তাঁর।
শূণ্যময় এই, হৃদয় ফেলিয়া,

হৃদয় দেবতা আছে কোথায়।
বলে দেও মোরে, তারকার ফুল,
কোথা গেলে পরে পাব তাঁহায়।
খুঁজিব আকাশ খুঁজিব পাতাল,
খুঁজিতে বাকি না রাখিব আর।
আঁধার ভেদিয়া, যাইব চলিয়া,
পাব দরশন, যেথানে তাঁর।

স্বর্ণরেণু।

মহদ্‌গুণ।

দরিদ্র হইয়া নীচচিত্ত না হওয়া।

ধনী হইয়া ঈর্ষ্যাশূন্য হওয়া।

প্রার্থী হইয়া তোষামোদ না করা।

অপ্রত্যাশী হইয়া পরোপকার করা।

দুর্ব্বল হইয়া বলীকে বশীভূত করা।

বলবান্ হইয়া দুর্ব্বলকে সহানুভূতি দেওয়া।

ধার্ম্মিক হইয়া নিরভিমানী হওয়া।

নিরভিমানী হইয়া নিজ মহত্ত্ব রক্ষা করিতে পারা।

নীরব হইয়া নিজ দোষ শত্রুর মুখে শ্রবণ করা।

সাধুনিন্দা শুনিয়া নিরস্ত না থাকা।

নিজ দারিদ্র্যের পরিচয় অন্যের নিকট ব্যক্ত না করা।

নিজ ঐশ্বর্য্যের পরিচয় অন্যের নিকট ব্যক্ত না করা।

বিনা ক্রোধে দাসদাসীদিগকে শাসনে রক্ষা করা।

বিনা অহঙ্কারে লোকের নিকটে পূজ্য হওয়া।

অকারণে নিজ মতামত প্রকাশ না করা।

ভয়ের অনুরোধে নিজ মতামত সংগোপন না করা।

আহারের সময় অন্ন ব্যঞ্জনের নিন্দা না করা।

রোগের সময় অক্রোধ হওয়া ও চিত্তের শান্তি রক্ষা করিতে পারা।

চিন্তাশীল হইয়া কার্য্যক্ষম হইতে পারা।

কার্য্যক্ষমতার সঙ্গে গভীর চিন্তার সামঞ্জস্য করিতে পারা।

বহু হাস্য করিয়া লঘুচিত্ত না হওয়া।

হাস্য না করিয়া প্রসন্নচিত্ত থাকা।

রূপবতী হইয়া বিলাসিনী না হওয়া।

রূপহীনা হইয়া হৃষ্টচিত্তা হওয়া।

লোভে পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজন কি অভোজ্য ভোজন না করা।

পুরুষ হইয়া গোঁপের উপর নির্ম্মম হওয়া।

স্ত্রীলোক হইয়া অলঙ্কারের উপর অনুরাগিণী না হওয়া।

নিদ্রাকে, নয়নকে, হাস্যকে ও শব্দকে সংযত করিতে পারা।

ক্রোধ রাখিয়া ক্রোধকে বিনাশ করা।

আত্মীয়দিগের উপর স্বাভাবিক মায়া রাখিয়া নিশ্চল হওয়া।

ধনের অভাবে বিশ্বাসের অভাব না হওয়া।

আত্মচালন না করা কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হওয়া।

পরিচারিকা।

মাসিক পত্রিকা।

১২শ সংখ্যা]   বৈশাখ, সন ১২৮৮।   [৩য় খণ্ড

আকর্ষণ।

জড়পদার্থের যে গুণ দ্বারা পরমাণু-সকল এবং এক দ্রব্য অপর দ্রব্যের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইয়া আছে তাহাকে আকর্ষণ বলে। পদার্থবিদ্-দিগের মতে সমুদয় পদার্থ পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি। সকল দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ যাহা তাহার নাম পরমাণু। অতএব পদার্থ সকল পরমাণু সমুহের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেবল বিভিন্ন আকারে নির্ম্মিত। স্বর্ণ রৌপ্য বৃক্ষ, মৃত্তিকা, নরদেহ, পুষ্প, ফল, গৃহ, ইষ্টক, কাষ্ঠ, জল, এ সমুদয়ই সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই সকল পর-মাণু কোন বিশেষ দ্রব্যের আকারে নির্ম্মিত হইতে গেলে পরস্পরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যে গুণে তাহা হয় তাহার নাম আকর্ষণ। আকর্ষণ নানা প্রকার, তন্মধ্যে তিন প্রকারের বিষয় বিবৃত হইতেছে। যে গুণ দ্বারা এক দ্রব্য দূর হইতে আর কোন দ্রব্যকে আকর্ষণ করে তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। পৃথি-বীর এই আকর্ষণে বৃক্ষ হইতে ফল পড়ে, মেঘ হইতে জল পড়ে। পৃথি-বীর এই শক্তিতে প্রাচীর, গৃহ বৃক্ষ লতা ইত্যাদি ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া আছে। অত্যন্ত লঘু পদার্থ যে বায়ু রাশি তাহাও পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

এই মাধ্যাকর্ষণ সর্ব্বপ্রথমে নিউটন দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। বৃক্ষ হইতে একটি ফল পড়িয়া যাইতে দেখিয়া তাহার কা-রণ জিজ্ঞাসু হইয়া নানা উপায়ে মাধ্যা-কর্ষণের আবিষ্কার করেন। পরমাণু যে দ্রব্যের যত অধিক তাহার আকর্ষণ শক্তি তত অধিক। কেবল যে আয়তন বৃদ্ধি হইলে অধিক পরমাণু থাকে তাহা নহে; কারণ এক খণ্ড সোলা আর তদ্রূপ এক খণ্ড লৌহ এই দুই বস্তু গুরুত্বে অনেক বিভিন্ন হইবে। লৌহের পরমাণ সকল সংখ্যায় অধিক এবং সোলা হইতে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এই জন্য তাহা অধিক

ভারি। আকর্ষণেই দ্রব্যের গুরুত্ব জন্মায়। যে দ্রব্যকে পৃথিবী যত আকর্ষণ করে তাহা তত ভারি হয়। সকল দ্রব্যই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই সমুদয় পদার্থের গতি নিম্নদিকে; আকৃষ্ট বস্তু সকল কোন অবলম্বনকে আশ্রয় না করিয়া থাকিলে ভূতলে পতিত হয়। যেমন গলিত বৃক্ষপত্র ইত্যাদি। হস্ত ইত্যাদি অবলম্বনকে কোন বস্তু আশ্রয় করিয়া থাকিলে তাহা পড়িতে পায় না এবং নির্ভর করিয়া থাকে ও পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া ভারের বোধ জন্মায়। সকল বস্তুকেই যদি পৃথিবী আকর্ষণ করে তবে পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থিত পদার্থ সমূহ ভূতলে পতিত হইয়া যায় না কেন? অট্টালিকা বৃক্ষ ইত্যাদি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে কেন? ইহার কারণ আছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অন্য অন্য প্রকার আকর্ষণ আছে। আর দুই প্রকার আকর্ষণের শক্তিতে দ্রব্য সকল পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও পতিত হইতে পারে না। যোগাকর্ষণ দ্বারা পরমাণ সকল পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইয়া আছে। এ শক্তি মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় দূরব্যাপী নহে। যখন পরমাণু সকল পরস্পরের অতি নিকটস্থ তখনই যোগাকর্ষণের প্রভাবে সংযুক্ত হয়। যোগাকর্ষণ না থাকিলে চন্দ্র সূর্য্য বৃক্ষ পুষ্প মনুষ্য সৌন্দর্য্য এই সকল ভিন্ন প্রকারের বস্তুর বিভিন্ন রূপ সৌন্দর্য্য ও আকার কিছুই থাকিত না। কেবল কতকগুলি অসম্বদ্ধ অণুর রাশি পৃথক্ ভাবে পড়িয়া থাকিত। যোগাকর্ষণের গুণে সেই সকল পরমাণু একত্রে আবদ্ধ হইয়া নানা দ্রব্য গঠিত করিয়াছে। বিষম যোগাকর্ষণ দ্বারা দুই বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য পরস্পরকে স্পর্শ করিলে সংযুক্ত হইয়া যায়। ইহার গুণে সুরকি চূণ ইত্যাদি পৃথক্ প্রকার দ্রব্যের সংযোগে গৃহ নির্ম্মাণ হয়। ইহা বিষম যোগাকর্ষণের কার্য্য। ভূমণ্ডলের সমুদয় পদার্থে যোগাকর্ষণ, বিষম যোগাকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ এই তিনের কার্য্য দেখা যায়। কোথাও বিষম যোগাকর্ষণ এবং যোগাকর্ষণ প্রবল, কোথাও বা মাধ্যাকর্ষণ প্রবল। অট্টালিকা ইত্যাদি উপরোক্ত দুই আকর্ষণে এত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে যে যদিও পৃথিবী ক্রমাগত তাহার প্রত্যেক ভাগকে আকর্ষণ করিতেছে তথাপি ভগ্ন করিতে পারে না। এস্থলে উপরোক্ত দুই শক্তি অধিক প্রবল না হইয়া যদি মাধ্যাকর্ষণ প্রবল হইত তবে গৃহ চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইত। সাধারণতঃ কঠিন দ্রব্যের যোগাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, এ জন্য কঠিন দ্রব্য চূর্ণ হয় না; তরল দ্রব্যের যোগাকর্ষণ শক্তি অল্প এ নিমিত্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া জল ইত্যাদি ভূতলে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই সকল আকর্ষণ গুণে

আকাশের গ্রহ উপগ্রহ মণ্ডলী আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত আছে। মধ্যবিন্দু হইয়া সূর্য্য সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, আবার পরস্পর দ্বারা সকলে আকৃষ্ট হইতেছে। তাহাতে সমতা রক্ষা হইতেছে সকলে নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে এক গ্রহ আর এক গ্রহের উপর পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত। আকাশে মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত করিত। বিশ্বস্রষ্টার রাজ্যে তাহা হইবে কেন? তিনি জড়রাজ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তি সকল নিহিত করিয়া তাহা দ্বারা সুনিয়মে সুশৃঙ্খলে সমুদয় চালনা করিতেছেন, রক্ষা করিতেছেন।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া পিতৃব্য রাজা উইলিয়মের মৃত্যুতে ইংলণ্ড সাম্রাজ্যের অধিকারিণী হইলেন। ঐ বর্ষের জুন মাসের ২০ শে তিনি যথানিয়মে রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন। এই উপলক্ষে কেন্‌সিনটন প্রাসাদে বিশেষ রাজসভা হয়। রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী এবং শতাধিক nobles অর্থাৎ উচ্চবংশীয় ব্যক্তি তথায় সমবেত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহার মাতা এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন, এবং যথারীতি সিংহাসন গ্রহণ করিলেন। তাহার কিছু দিন পরে রাজ্ঞী রাজমুকুট গ্রহণ করেন। এই ব্যাপারের পর ১৭ই জুলাই তিনি সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ্যভাবে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে অন্যান্য উন্নতির সহিত একটি বিশেষ উন্নতি এই যে তিনি ইংলণ্ডীয় সমাজে কোনরূপ কুরীতি বা অনীতির প্রশ্রয় দেন না। তাহাতে অনেক শিথিলতা দূর হইয়াছে। একুশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। প্রিন্স এলবার্ট সর্ব্বতোভাবে রাজ্ঞীর উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার নাম ইংলণ্ডবাসী সকলেরই প্রিয় এবং তাঁহার স্মৃতি এখনও সমাদৃত। প্রিন্স এলবার্ট জর্ম্মণি রাজ্যের অন্তবর্ত্তী সেস্ককোবর্গ নামক প্রদেশের রাজকুমার ছিলেন। তাঁহার পিতামহ এবং রাজ্ঞীর মাতামহ একই ব্যক্তি সুতরাং রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার নিকট সম্পর্ক ছিল। তাঁহাদের উভয়ের পরিণয় সর্ব্ব প্রকারে সুখের হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া স্বইচ্ছায় পরিণীত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য রাজ্যের প্রজাবর্গও এ বিবাহের পক্ষপাতী ছিল। সভ্যতম প্রদেশ সকলে যেমন সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, রাজ পরিবারের মধ্যে বিশেষতঃ যাঁহারা রাজ্যের উত্তরাধিকারী বা অধিকারী তাঁহাদিগের মধ্যে সে স্বাধীনতা

নাই। কারণ সর্ব্বপ্রকারে রাজনীতি সঙ্গত এবং প্রজাবর্গের অনুমোদিত না হইলে তাঁহারা ইচ্ছামত পাত্র বা পাত্রীর সহিত পরিণীত হইতে পারেন না। এই জন্য অনেক সময় এই প্রকার বিবাহ অসুখে এবং অনৈক্যে পরিণত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজ্ঞীর বিবাহিত জীবন সুখের হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে রাজ্ঞীর অকালে বৈধব্যের দারুণ কষ্ট বহন করিতে হইয়াছিল। আমাদের রাজ্ঞীর সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি সন্তান। তন্মধ্যে পাঁচটি কন্যা এবং চারিটী পুত্র। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম সন্তান জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স এক্ষণে চল্লিশ বৎসর। এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার বয়ক্রম ২৪ বৎসর। সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজকুমার এবং রাজকুমারী ভিন্ন আর সকলেই বিবাহিত। জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী জর্ম্মণ যুবরাজের পত্নী। কালক্রমে বিস্তীর্ণ জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী হইবেন। সকলের পরিণয়ই রাজ পরিবারের সহিত সংঘটন হইয়াছে, কেবল চতুর্থ কন্যা মার্‌কুইস্ অব্ লরণ নামক এক ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকের সহিত পরিনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের স্বইচ্ছায় এ বিবাহ হইয়াছে। মার্‌কুইস্ বর্ত্তমান কালে উত্তর আমেরিকায় ইংরাজাধিকৃত কানেডর গবর্ণর। ইংলণ্ডরাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ এলবার্ট ডেনমার্ক রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়ে প্রসন্ন এবং উভয়ে ব্যবহারের নিমিত্ত সাধারণের প্রিয়। মৃত রুসিয়ার সম্রাটের এক মাত্র কন্যার সহিত দ্বিতীয় রাজকুমারের বিবাহ হইয়াছে।

মহারাজ্ঞী দুইটি বিশেষ শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, একটি তাঁহার স্বামীর মৃত্যু, অপরটি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয় কন্যা রাজকুমারী এলিসের মৃত্যু। স্বামীর বর্ত্তমানে তিনি যেরূপ প্রফুল্ল ছিলেন তাহা আর নাই। যদিও তিনি ধীরভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত তাঁহার প্রতি অর্পিত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তথাপি বৈধব্য তাঁহার উপর যেন বিষাদের ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। তাহা কিছুতে তিরোহিত হয় নাই। তাহার নিদর্শন স্বরূপ এখনও বৈধব্যের শোকচিহ্ন ধারণ করিতেছেন।

তাঁহার রাজ্য উৎকৃষ্ট প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে শাসিত হয়। ভারতবর্ষ তাঁহার পরাজিত রাজ্য হইলেও সকল প্রকারে দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিতে তিনি তৎপর। বিদ্যা সভ্যতা বাণিজ্য নানা বিষয়ে মহারাজ্ঞীর রাজত্বকালে ভারত উন্নতির পথে চলিয়াছে। তাঁহার জীবনে দয়া দাক্ষিণ্য ন্যায়পরতার শত শত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াই নিজের অর্থে পিতার ঋণ শোধ করিয়াছিলেন। দরিদ্রের প্রতি তিনি বদান্য, পীড়িতের প্রতি সদয়। তিনি কতবার স্বয়ং

চিকিৎসালয়ে গিয়া যুদ্ধে আহত রোগী-দিগের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। এমন কত দৃষ্টান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে যে ভৃত্যাদিগের প্রতিও নিজ সন্তানদিগকে অন্যায় ব্যবহার করিতে দিতেন না। ছদ্মবেশে কত দরিদ্র পরিবারে গিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি প্রজাগণের ভক্তি ভাল-বাসা অচলা। সকলেই একবাক্যে বলে "মহারাজ্ঞী দীর্ঘজীবী হউন, তাঁহার জয় হউক।" ঈশ্বর তাঁহার নিদর্শন স্বরূপ রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন, এই গান প্রত্যেক প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্য কার্য্যে লোকে উৎসাহের সহিত করিয়া থাকে।

সে বৎসর দিল্লীতে যে মহাসমা-রোহের সহিত দরবার হইয়াছিল তাহাতে রাজ্ঞী ভারতবর্ষের "সাম্রাজ্ঞীর" পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ৬২ বৎসর। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

রাজভক্তি যদি একটি বিশেষ কর্ত্তব্য হয় তবে এমন রাজ্ঞীর ন্যায় রাজভক্তি অর্পণের উপযুক্ত অতি অল্পই হইয়া-ছিল।

রচনা লেখা।

শিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে অনেকেই প্রায় "রচনা" লিখিয়া থাকেন। কিন্তু লিখিবার প্রণালী কয়জনে জানেন? দেখা যায় "স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা" "স্ত্রীশিক্ষা" "বঙ্গ নারীর দুরবস্থা" "ঈশ্বরের মহিমা" তাঁহার নিকট প্রার্থনা, এই কয়কগুলি বিষয় লইয়া সকলে নাড়াচাড়া করেন। লিখিতে হইলেই ঐ কয়েকটীর মধ্যে একটী লিখিবার বিষয় হয়। কত লোকে কতবার যে এই বিষয়গুলি লিখিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ইহাতে নূতনত্ব কি থাকিবে লিখিবার প্রয়োজনইবা বিশেষ কি থাকিবে? ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে অগ্রেসর। নিজে বুঝিতে পারুক বা না পারুক ঐ বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইবে। "স্বাধীনতা স্বাধীনতা" একটি কথা উঠিয়াছিল, এখনও রহিয়াছে, তাহা লইয়া সকলে মহা ব্যস্ত। স্ত্রীস্বাধীনতা কি হয়ত অনেকে জানে না, অথচ সে বিষয় লইয়া চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে হইবে। আমরা কাহাকেও রচনা লেখা সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করিতে চাই না। তবে তদ্বিষয়ে সাবধান করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহাদের লেখা ভাল হয় প্রণালী ভাল হয় ইহাই উদ্দেশ্য। কেবল রচনা করিলেই হইল ইহা মনে করিয়া কেহ যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন। প্রথমে বিবেচনা করিতে হইবে লিখিবার উদ্দেশ্য কি কি? নিজের উন্নতি, মনের ভাব প্রকাশ, তাহা পাঠে অন্যের উপ-কার এবং মনোরঞ্জন করা এই সকল কারণে লিখিবার প্রয়োজন। অতএব

যাহাতে লিখিয়া এই সকল উদ্দেশ্য সফল হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি ও যত্ন থাকিবে। বিশেষতঃ প্রকাশ্য কোন পত্রিকায় লিখিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া ভাল। লিখিতে শিখিবার এবং লেখা ভাল করিবার দুই একটি সঙ্কেত বলা যাইতে পারে, তাহা গ্রহণ করিলে বোধ হয় যাঁহারা লিখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের উপকার হইতে পারে। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম প্রথম লিখিতে আরম্ভ করিবার সময় সম্পূর্ণরূপে আপনার ক্ষমতার উপর নির্ভর না করিয়া কোন ভাল পুস্তক বা লেখকের লিখিত বিষয়ের ভাব লইয়া বা তাহা অবলম্বন করিয়া নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতা চালনা পূর্ব্বক লিখিলে সহজ হয় এবং ভালও হয়। ইংরাজি পুস্তকাদি হইতে অনুবাদ করিয়া লিখিলেও হয়, তাহাতে ক্রমে লিখিতে শিক্ষা করা যায়। এইরূপ সাহায্য লইলে অভ্যাসে এবং পাঁচটা বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিতে করিতে লিখিবার ক্ষমতা স্ফূরিত হয়। উপযুক্ত লেখকদিগের লেখার প্রণালী অনুকরণ করিলে উপকার ও শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু অনুকরণে আবার কোন কোন সময় বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। আজকাল কোন কোন নূতন লেখক বিখ্যাত উপন্যাস লেখক বঙ্কিমবাবুর অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহাদের প্রণীত পুস্তক সকলে এত অধিক কবিত্ব ও ভাব এবং শব্দ লালিত্য প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহা পড়িতে ভাল লাগা দূরে থাকুক বিরক্তি জন্মে। কেবল অনুকরণে লেখা ভাল হয় না। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "অনুকরণে মহত্ত্ব নাই, নূতন পন্থা আবিষ্কারেই মহত্ত্ব।" বিখ্যাত লেখকদিগের বিশেষত্ব এই তাঁহারা নূতন ভাব ও ভাষার বিচিত্রতা এবং লালিত্য প্রকাশে এবং সৃজনে তৎপর। তবে তাঁহাদের লেখা পড়িয়া তাহা হইতে ভাষা শিক্ষা করিলে এবং কোন স্থানে অনুকরণেও উপকার হয়। যাহাদের স্বাভাবিক লিখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহাদের ইহাতে প্রয়োজন নাই। তাঁহারা অন্যের অনুকরণ না করিয়াও লেখার মনোহারিত্ব ও নূতনত্ব রক্ষা করিতে পারেন। প্রথমাবস্থায় উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে লিখিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং অবশেষে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে লিখিতে সক্ষম হওয়া যায়। আর একটী পরামর্শ এই, যে যে বিষয় নিজে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা না গিয়াছে, পরিষ্কাররূপে নিজের হৃদয়ঙ্গম না হইয়াছে তাঁহাতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। কারণ না বুঝিয়া কেবল কতকগুলি বড় বড় শব্দ যোজনা করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলে কি হইবে? জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আবার কেবল জ্ঞানেও চলিবে না। ভাবের প্রয়োজন। ভাবই লেখার প্রাণ। সেই ভাব

হৃদয়ে। শব্দ পাণ্ডিত্যেও নহে, জ্ঞানেও নহে। যাহা লিখিবে তাহা মনের ভাবের সহিত লিখিবে, ভাবের উচ্ছ্বাসেই লেখার বিশেষ গৌরব ও সৌন্দর্য্য। যাহার মন যত গভীর তাহার ভাবের প্রকাশও তত সুন্দর। সে ব্যক্তিই উত্তম লেখক হয়। অতএব লিখিতে হইলে যেমন বিদ্যার প্রয়োজন, জ্ঞানের প্রয়োজন, সেইরূপ বরং তদপেক্ষা অধিকরূপে ভাবের প্রয়োজন। ভাবে অতি সামান্য রূপে উচ্চারিত কথার মাধুর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভাব যে কেবল লেখার প্রাণ তাহা নহে, কথারও প্রাণ, কার্য্যেরও প্রাণ, চক্ষুরও প্রাণ। অতএব মনের ভাবকে প্রশস্ত উচ্চ ও সুন্দর করিতে শিক্ষা করিতে হইবে। আর একটি সঙ্কেত এই, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি লেখার ভাষা একরূপ থাকিবে, কোথাও বৃহৎ বৃহৎ কথা কোথাও সহজ সহজ কথা থাকিলে শ্রুতিমধুর হয় না। আর একটি উপায় অভ্যাস। অভ্যাস না রাখিলে সব ক্ষমতা, বিদ্যা, জ্ঞান, বিনাশ হয়। অভ্যাসে অনেক উন্নতি হয়। একজন মহাপুরুষ বলিয়া গিয়াছেন—"যাঁহার আছে তাঁহাকে আরও প্রচুররূপে দেওয়া হইবে, আর যাহার নাই, তাহার যাহা ছিল তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে।" ইহার ভাব এই যে যাহাকে ঈশ্বর যে ক্ষমতা দিয়াছেন সে যদি তাহার চালনা না করে তবে যে টুকু ক্ষমতা ছিল অনভ্যাসে তাহাও বিনষ্ট হইবে আর যে যত চালনা করিবে তাহার ক্ষমতার ততই বৃদ্ধি ও বিকাশ হইবে।

"ভাল লাগে না।"

"ভাল লাগে না" এ রোগের আস্বাদন কে না পাইয়াছেন। সকলেরই এ অবস্থা সময়ে সময়ে হয়। কাহারও অধিক কাহারও কম, কিন্তু হয় না এমন লোক বোধ হয় নাই। কখনও কারণে হয় কখনও বা অকারণ হয়। কেন ভাল লাগিতেছে না বুঝিতে পারা যায় না অথচ ভাল লাগে না। কোন বিশেষ কারণ নাই অথচ "ভাল লাগে না।" যাঁহার কোন অভাব নাই তাঁহার মন ও এ ভাব হইতে মুক্ত নয়। যাঁহার শত অভাব তিনিও ইহা কি জানেন। "মন হু হু করে" একথা স্ত্রীলোকদের মুখে বারবার কে না শুনিয়াছেন? ভাল "লাগিতেছে না" এ কথাটা আমাদের কর্ণের এবং মনের নিকট কত পরিচিত। এই "ভাল লাগে নার" নিমিত্ত ছেলেরা মার কাছে অকারণ বা অল্প কারণে মার খায়। দাসীরা বকুনি খায়। পাড়া প্রতিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ হয়। নভেল পড়িতে রুচি হয়। তাস খেলিতে প্রবৃত্তি জন্মে। দিনে ঘুমাইতে ইচ্ছা হয়। গৃহ কার্য্যে অমনোযোগ হয়। জ্ঞানচর্চ্চায় অরুচি হয়। সামান্য

পরিশ্রমে বিরক্তি জন্মে। "ভাল লাগে না" বলিয়া মন অল্প কারণে উত্তপ্ত হয়, স্বভাব খিট্ খিট্ হয়। "ভাল লাগে না" বলিয়া লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না, আবার একলা থাকিতে ইচ্ছা হয় না, সময় শীঘ্র কাটে না। মনে উৎসাহ হয় না, শরীরের বলক্ষয় বোধ হয় আয়ুও ক্ষয় হয়। তবু "ভাল লাগে না" ছাড়া যায় না। "ভাল লাগে না" এই জন্য আলস্য আসে, জড়তা আসে, মন নিস্তেজ হয়, শরীর নির্জীব হয়। "ভাল লাগে না" এই জন্য কিছু করিতে ইচ্ছা হয় না, অথচ কর্ম্মহীন হইয়া বসিয়া থাকাও যায় না। "ভাল লাগে নার" অনেক গুণ অথবা দোষ। শুনা গিয়াছে ইংলণ্ড ইত্যাদি স্থানে যখন টিপ্ টিপ্ করিয়া সমস্ত দিন বৃষ্টি পড়ে, সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, আকাশের শোভা দেখা যায় না, বাটীর বাহির হওয়া যায় না, কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না তখন কত লোকে "ভাল লাগে না" বলিয়া আত্মহত্যা করে। এই "ভাল লাগে না" কি ভয়ানক! অভাব বুঝিতে পারিতেছি না অথচ ভাল লাগিবে না তবে ইহা দূর করিবার উপায় কি? চৈত্রের প্রবল বায়ু শব্দে মন হু হু করে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের প্রতাপে প্রাণ হু হু করে, উষাসমীরণের সহিত দূর হইতে কোন হোবতের মৃদু সুমিষ্ট বাদ্য ধ্বনি কর্ণ স্পর্শ করে, তাহাতে প্রাণ উদাস হয়, নিশীথ কালে দুরস্থ বংশীধ্বনিতে মন কেমন করে, আর সমস্ত দিন আকাশ ঢাকিয়া যখন কেবল "টিপ্ টিপ" করিয়া বৃষ্টি পড়ে, থামে না তখন "ভাল লাগে না।" কতরকমে মন উদাস হয়। কত রকমের ভাল লাগে না আছে। যখন ভাল লাগে না তখন যেন মনে হয় কি অভাব রহিয়াছে, পূরিতেছে না, কি হারাইয়াছি তাহা পাইব না, কি যেন চলিয়া গিয়াছে তাহা আর আসিবে না, কি যেন ছিল তাহা আর নাই। কি যেন চাই তাহা পাই না, কি যেন হবে তা যেন জানি না, কি যেন পাইয়াছিলাম তাহা যেন কে লইয়া গিয়াছে, কি যেন পূর্ণ ছিল এখন যেন শূন্য। কতরকমই মনে আসে। যখন অভাবের কারণ বুঝা যায় না তখন তাহা পূর্ণ হইবার উপায় কি? "ভাল লাগে না" দূর কিসে হয়?

পাঠিকা আপনারা কেহ কি "ভাল লাগে নার" ঔষধ বলিয়া দিতে পারেন?

গোলাপ ও আতর।

আইস হে পাঠিকা সখি অদ্য প্রাতঃকালে আমরা গোলাপ ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে যাই। গাজিপুর নগরে আসিয়া যদি গোলাপের ক্ষেত না দেখিলে তবে চক্ষের সার্থকতা হইবে কিসে? আতর, গোলাপ, ফুলেল প্রভৃতি

সুগন্ধি তৈল এবং সুবাসিত জলের জন্য এই গাজিপুর বহুকালাবধি বিখ্যাত। পাঠিকাদিগের মধ্যে আতর গোলাপ কেওড়া প্রভৃতি কে না ভাল বাসেন? কিন্তু কি প্রণালীতে এই সকল সৌরভময় পদার্থ নির্ম্মিত হয় তাহা অনেকেই অবগত নহেন। অতএব হে পাঠিকা সখি, অদ্য আমরা এই বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। সর্ব্বাগ্রে এবং অতি প্রত্যুষে আমাদের গোলাপের ক্ষেত দেখিতে যাওয়া উচিত। একটী প্রকাণ্ড মাঠে, অনুমাণ ৪০ বিঘা ভূমিতে, ক্রমাগত গোলাপ বৃক্ষের চারা নয়ন গোচর হইবে। কৃষক অনেক যত্নে জমী প্রস্তুত করে। মৃত্তিকাতে একখণ্ড প্রস্তর নাই, ইষ্টক কণ্টক বা অন্য কোন প্রকার পদার্থ নাই। মৃত্তিকা নবনীর মত সরল কোমল ও শিথিল, ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ। এই বহু যত্নে প্রস্তুত ভূমির উপরে ঘনশ্রেণী নিবদ্ধ সহস্র সহস্র খর্ব্বাকার পত্রে পূর্ণ গোলাব বৃক্ষের সারি। প্রত্যেকটী বৃক্ষে প্রতি প্রাতঃকালে দশ পনেরটীর অধিক ফুল ফুটিয়া থাকে। যদি অতি প্রত্যূষে আমরা এই প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে যাই দেখি বহুদূর পর্য্যন্ত যতদূর দৃষ্টি যায় লক্ষ লক্ষ গোলাব পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া শোভা পাইতেছে ও সৌরভ বিস্তার করিতেছে, প্রাতঃ সমীরণের সঙ্গে সেই সৌরভ মিশ্রিত হইয়া, ঊষার বর্ণের সঙ্গে সেই বর্ণ মিশ্রিত হইয়া, যেন ভূতলে স্বর্গ ধামকে আনয়ন করিয়াছে। সমস্ত রাত্রি কৃষকগণ জাগরণ করিয়া বহু শ্রমে এই কুসুমরাজীকে রক্ষা করে, কেন না অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের ন্যায় এই কুসুমঐশ্বর্য্য অপহারী অনেক চোর আছে। ফুলপ্রহরী নিদ্রালু কৃষকের নয়নকে প্রতারণা করিবার জন্য এই সমুদায় কুসুমচোর শৃগাল ও কুকুরের ন্যায় উভয় হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে গোলাপ ক্ষেত্রে বিচরণ করে এবং রজনীর অন্ধকারে সহস্র সহস্র কুসুম ও মুকুল আহরণ করে। হায় এই সৌন্দর্য্যঘাতি কবিত্ব বিহীন দানবদিগের দ্বারা যে অকালে কত গোলাপ শিশুর প্রাণ নষ্ট হয়, কত গোলাপ কুমারীর হৃদয় ভগ্ন হয় তাহা কে গণনা করিবে। প্রাতঃকাল ৭টা বাজিবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষ লক্ষ গোলাপ কৃষকদিগের দ্বারা সঞ্চিত হয় ও সমস্ত দিন পুষ্প শূন্য গোলাপ বৃক্ষদল পরস্পরের ছায়াতে শোভা হীন হইয়া বিশ্রাম করে।

প্রাতে এত ফুল সঞ্চিত হইয়া কোথায় প্রেরিত হয়? গন্ধীদিগের গৃহে। গন্ধী কে? যে আতর গোলাপ ইত্যাদি প্রস্তুত করে তাহার নাম গন্ধী। পাঠিকা চল আমরা একজন গন্ধীর গৃহে গমন করি, সে কি করিতেছে দেখি এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে কি প্রণালীতে আতর গোলাপ প্রস্তুত করে, গন্ধীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি সুস্তা-

কৃতি গোলাপরাশি এক কোণে সঞ্চিত রহিয়াছে। গন্ধী এ সকল পুষ্প কৃষকের নিকট ক্রয় করিয়াছে। একলক্ষ গোলাপের দাম ৪০।৫০ টাকা হইবে। কতক পুষ্প গন্ধী নিশাচর গোলাপ চোরের নিকটও কিনিয়াছে। গন্ধীর গৃহপ্রাঙ্গনে শ্রেণীবদ্ধ তিন চারিটি অতি প্রকাণ্ড উনন দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক চুল্লীর উপরে এক একটী বৃহদাকৃতি তাম্র নির্ম্মিত মৃত্তিকালেপিত ডেকৃচি। তাহার ভিতর ১৫ সের পুষ্প ও ১৫ সের জল সহজে ধরিতে পারে। উক্ত পরিমাণে পুষ্পকে জলের সঙ্গে পেষণ করিয়া এই আয়ত আধারের মধ্যে রাখিতে হয়। তার পর ডেকৃচির মুখ ঢাকা দ্বারা বন্ধ করিতে হয় ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিতে হয়। ঢাকার উপরি ভাগে একটী গোল ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের ভিতর একটী বক্রাকৃতি নল সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। নলের এক মুখ ডেকৃচির সঙ্গে সংলগ্ন, কিন্তু অপর মুখ কোথায়? ডেকচি শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগে তিন চারিটা গামলা মৃত্তিকা খনন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটী ডেকের পশ্চাদ্ভাগে এক একটী গামলা বসান আছে। এই গামলা জলে পরিপূর্ণ। জলের মধ্যে তাম্র নির্ম্মিত, কুঁজার আকৃতি একটী আধার ডুবান থাকে। কুঁজার মুখে যে ছিদ্র আছে তাহার ভিতর উপরোক্ত নলের অপরাগ্র ভাগ সংলগ্ন হইয়া দৃঢ়রূপে মৃত্তিকা দ্বারা বদ্ধ করা হইয়াছে। যখন চুল্লি মধ্যে প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তখন তাহার উত্তাপে ডেকচির মধ্য স্থিত ফুল ও জল সুপক্ক হইয়া প্রচুর বাষ্প উদ্গার করে। সেই বাষ্প নলের ভিতর দিয়া বারিপূর্ণ গামলায় নিমগ্ন উপরি উক্ত তাম্রকুঁজার মধ্যে প্রবেশ করে। উষ্ণ বাষ্প গামলার শীতল জলের শৈত্যে শীতল হইয়া জলের আকৃতি ধারণ করে। এই প্রকারে ডেকৃচিমধ্যস্থিত ফুল ও জলের সার বাষ্পাকৃতি ধারণ করিয়া তাম্র কুজার মধ্যে সঞ্চিত হয় ও পুনরায় জলের অবস্থায় পরিণত হয়। নিয়মিত কাল পরে কুজা বাষ্প জনিত জলে পূর্ণ হইলে গামলার ভিতর হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। এই জলের নাম গোলাপ জল। যদি কুঁজার মধ্যস্থিত গোলাপজল উষ্ণাবস্থাতেই একটী আয়ত পাত্রে ঢালিয়া ফেলা হয়এবং সেই পাত্র সমস্ত রাত্রি হিমেতে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যূষে তদুপরি সরের ন্যায় একপ্রকার তৈলময় পদার্থ ভাসিতে থাকে। এই পদার্থ অতি যত্নে ও সাবধানে সংগৃহীত হইলে আতর নাম ধারণ করে। যে আতর আমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করি তাহা এ পদার্থ নহে। ফুল হইতে উক্ত প্রকারে উদ্ধৃত "খারা অথবা খলিস আতর এক ভরি ৮০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহার তিন

চারি বিন্দু মাত্র চন্দনের তৈলে মিশ্রিত হইয়া সচরাচর আতর নামে প্রত্যেক ভরি চারি পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু পাঠিকা এরূপ মনে করিবেন না যে গোলাপ ভিন্ন অন্য কোন পুষ্পে আতর জন্মে না। নানাজাতীয় আতর নানাজাতীয় পুষ্প ও পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি মৃত্তিকা হইতেও এক জাতীয় আতর জন্মিয়া থাকে। যে কোন পদার্থের বিশেষ সৌরভ আছে তাহা হইতেই আতর বিনির্গত করা যাইতে পারে। সচরাচর নিম্ন লিখিত এই কয় প্রকার আতর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা গোলাপ, মল্লিকা, মতিয়া, যূথি, চামেলি, চন্দন, খস্‌খস, কাষী, লেবু, হেলা, মসালা, আম্র মুকুল, বকুল, চম্পক, মার্চ ইত্যাদি। দুগ্ধের পক্ষে নবনীত যাহা গোলাপ জলের পক্ষে আতর তাহা। যেমন দুগ্ধ হইতে মাখন উঠাইয়া লইলে সে দুগ্ধের আদর ও মূল্য অল্প হইয়া যায়, তেমনি গোলাপ জল হইতে আতর বাহির করিয়া লওয়া হইলে সে গোলাপ জলের মূল্য অল্প হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ আতর তাহাই যাহা অন্য তৈলের সহিত মিশ্রিত হয় না, শ্রেষ্ঠ গোলাপ জল তাহা যাহা হইতে আতর বাহির করিয়া লওয়া হয় না, আর শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র তাহা যাহার ভিতর ধর্ম্মের সার প্রকৃতির জলে মিশ্রিত হইয়া সৌন্দর্য্যের স্ফাটিকাধারে উজ্জ্বলতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রমিলার শিক্ষা।

কিছু দিন গত হইল। প্রমিলার সন্তান দুই বৎসর অতিক্রম করিল, মধুর শব্দে কোন কোন কথা বলিতে শিখিল। দাসীগণ যত টুকু জানে সেইরূপে তাহাকে পালন করিতে লাগিল। কখনও যত্ন করে কখনও অবহেলা করে, কখনও জরি সাটিনের পোষাক পরায় কখনও শূন্য অঙ্গে রাখে। ভালমন্দ বড় বিবেচনা করে না। শিশু যা দেখিয়া খাইতে চায় আদর করিয়া তাহাই দেয়। সময়েরও বড় ঠিক নাই যখন খাইতে চায়, দেয়। হয়ত একদিন খুব ভাল করিয়া স্নান করায় আবার দুই দিন জলস্পর্শ করায় না। দাসীদের অভিরুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে শিশুর শরীর রক্ষার নিয়ম চলিতে লাগিল। মাতার তত্ত্বাবধান না থাকিলে দাসীরা কতদূর নিয়ম রক্ষা করিতে পারে? আর তাহাদের বিবেচনায় কত দূর আসিবে? অনবধানতা ও ত্রুটি সময়ে সময়ে আসিয়া পড়িবেই। তবে যখন শিশুকে প্রমিলা বা সুরেশের নিকট লইয়া যায় তখন তাহাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সজ্জিত করিয়া দেয়, তাঁহারা ভাবেন শিশু সকল সময় সেই ভাবে থাকে। মাতার যে সকল

সময় শিশুকে লইয়া থাকিতে হবে বা তাহার সকল পরিচর্য্যা নিজহস্তে করিতে হইবে তাহা আমরা বলিতেছি না। দিন রাত্রি শিশু যে মার কোলে থাকিবে, মার নিকট ছাড়া আর কাহারও নিকট যাইবে না মর হাতে ভিন্ন আহার করিবে না কাপড় পরিবে না, এ অভ্যাস করান ভাল নয়। তবে যত দূর সম্ভব তাহার আহার নিদ্রা, স্নান ইত্যাদি বিষয়ে মাতার তত্ত্বাবধান থাকিবে। যাহাতে ভৃত্যগণ ভাল করিয়া এ বিষয়ে তাহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য নতুবা শিশুপালন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। গৃহিণীর দৃষ্টি থাকিলে দাস দাসীগণও কার্য্যে অবহেলা করিতে সাহস করে না। নতুব যদি দেখে গৃহিণী এ সকল বিষয়ে শিথিল তাহারাও শিথিল হয়। এবং নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তির অধীন হইয়া গৃহ কার্য্যে নিযুক্ত হয়। ইংলণ্ডে যেমন এক প্রকার মাতাও গৃহিণী আছেন যাঁহারা আলস্য বিলাস স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া শিশুপালন দাসীদের হস্তে সমর্পণ করেন, গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ ভার ভৃত্যদের উপর দেন, আবার অপর প্রকার গৃহিণী আছেন যাঁহাদের গৃহধর্ম্ম সুশৃঙ্খলা ও সুরুচিতে সম্পন্ন হয়। তাঁহারা সন্তানপালনকে নীচ কার্য্য মনে করেন না, গৃহ কার্য্য তত্ত্বাবধানকে অযোগ্য কর্ম্ম জ্ঞান করেন না। আমাদের কুইন ভিক্টোরিয়ার মাতা তাঁহার কন্যাকে নিজ স্তন্য দুগ্ধে পোষণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আমরা ইংরাজদিগকে পরিচ্ছদপ্রিয় এবং তদ্বিষয়ে অনুচিত ব্যয়শীল বলিয়া নিন্দা করি কিন্তু সকলের প্রতি সে দোষ আরোপ করা যায় না। বরং কোন কোন স্থলে আমরাই সে দোষে দোষী। ইংলণ্ডে এমন অনেক গৃহিণী আছেন যাঁহারা একটা মূল্যবান্ পোষাক রূপান্তরিত করিয়া দশ বৎসর তাহাতে কাটাইতে পারেন। তাহা দেখিতেও ভাল থাকে অথচ বার বার অর্থব্যয় করিতে হয় না। এক শিশুর জন্য অর্থব্যয় করিয়া যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইল তাহা পরে পরে চারি পাঁচ সন্তানের শৈশব কালে ব্যবহার হয়। যাহাদের পরিচ্ছদের আড়ম্বর অধিক, তাহাদের অধিক ব্যয় হয়। সেরূপ আবার যাহারা "গোচাল" হয় এক বৎসরে যাহা প্রস্তুত হয় তাহাতে পাঁচ বৎসর কাটাইয়া ব্যয়ের আধিক্য নিবারণ করে। অথচ মলিন ছিন্ন বস্ত্রে দিন কাটায় তাহাও নয়। বাঙ্গালীদের অনেকের গৃহে দেখা যায় ছেলেদের ভাল ভাল সাটিনের জামা হইল, গৃহিণীর বিশৃঙ্খলতায় তাহা দুই দিনে ধূলি ধুসরিত হইয়া মলিন হইয়া তার পর বৎসর ব্যবহারের উপযোগী রহিল না। ইংরাজদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ ইংরাজ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এরূপ

অন্যায় ব্যয়ের দৃষ্টান্ত প্রচুর, কিন্তু এদেশে ও তাহার অভাব নাই।

একদিন শিশু জ্যোৎস্নার অসুখ হইল। সে দিন প্রাতঃকালে দাসী তাহাকে স্নান করাইয়া দিয়াছিল। তখন শীতকালের আরম্ভ, যে ঘরে স্নান করাইতেছিল তাহার উত্তর দিকে একটা জানেলা ছিল অমনোযোগ এবং অজ্ঞানতা বশতঃ দাসী তাহা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে নাই। তাহার পূর্ব্ব রাত্রে শিশুর অল্প জ্বরভাব হইয়াছিল দাসী বুঝিতে পারে নাই। স্নানকালে সেই অর্দ্ধমুক্ত জানালার মুখে শিশু উপবিষ্ট হইয়াছিল। তাহার অনাবৃত দেহে শীতল তীব্র বায়ু আসিয়া স্পর্শ করিতেছিল। স্নানের পর শিশু ক্লান্ত হইয়া নিদ্রা গেল। তাহার পর হইতে তাহার একটু কাশি সর্দ্দি এবং তৎসঙ্গে অল্প জ্বরভাব হইল। তখন ও দাসীরা বড় মনোযোগ করে নাই। মনে করিল কিছু নয় আপনি সারিবে। সমস্ত দিন এইরূপে গেল অপরাহ্ণে তাহার অসুস্থতা বৃদ্ধি হইল, কাশি অধিক হইল এবং সে গলদেশের ভিতরে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। দুগ্ধ ইত্যাদি পানের সময় শিশুর অনিচ্ছা এবং কষ্ট বোধ দেখিয়া দাসীরা তাহা বুঝিতে পারিল। তখন একজন দাসী প্রমিলাকে এই সংবাদ দিতে গমন করিল। প্রমিলা তখন বেশভূষা করিতেছিলেন সে দিন কোন বন্ধুর আলয়ে "পার্টি" ছিল তাহার পর বন্ধুদের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রালোকে বোটে করিয়া নদী ভ্রমণ করিবেন এইরূপ কথা ছিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইতেছিলেন। দাসীরা তাঁহার যাত্রাকালীন আয়োজন এবং বেশভূষার সহায়তা করিতেছিল। এমন সময় একজন দাসী তাঁহার নিকট গিয়া বলিল যে "খোকার অসুখ হইয়াছে। গা গরম হইয়াছে এবং কাশিতেছে গলার ভিতর ও বেদনা হইয়া থাকিবে দুধ খাইতে চাহে না।" প্রমিলা তখন সজ্জিত হইয়া বৃহৎমুকুরের সম্মুখে আপনাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন, দাসীর কথা কর্ণে উত্তমরূপে প্রবেশ করিল না। বলিলেন "কি হইয়াছে রে?" দাসী আবার বলিল। এমন সময় সুরেশ অপর দ্বার দিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "শীঘ্র প্রস্তুত হও। আর একটুও "টাইম" নাই। ৬ টার সময় পৌঁছিবার কথা এখন আর এক কোয়ার্টারও নাই। গাড়ি "ওয়েট" করিতেছে।" প্রমিলা বলি-বলিলেন "আমার হইয়াছে। ঝি বলিতেছে খোকার অসুখ করিয়াছে, তাহাকে একবার দেখিয়া গেলে হয়।" সুরেশ—কি হইয়াছে?

প্র—"কাশি আর অল্প জ্বর হইয়াছে বুঝি।"

সু—"এখন দেরি হইবে, আমি ডাক্তারকে চিটি লিখিয়া পাঠাইতেছি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেই হইবে। বেশী কিছু

অসুখ হয় নাইত, এখন শীতের সময় ছেলেদের এক আদটু অমন অসুখ হইয়া থাকে। চল এখন”

প্র—“আচ্ছা চল ডাক্তারকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দাও। (ঝির প্রতি) ডাক্তার আসিলে খোকাকে ভাল করিয়া দেখাস্। আমি খানিক পরে আসিব।” ইহা বলিয়া অপরিণামদর্শী যুবক যুবতী দাসীদের হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া আমোদের পার্টিতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় সুরেশ একজন ভৃত্যকে চিকিৎসকের গৃহে প্রেরণ করিয়া গেলেন। কিন্তু ঐ সময় চিকিৎসক স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সুরেশের ভৃত্যের সাক্ষাৎ হইল না। সে তাঁহার কোন ভৃত্যকে বলিয়া আসিল যে “ডাক্তার বাবু আসিলে তাঁহাকে আমাদের বাড়ী যাইতে বলিও। বাবু যাইতে বলিয়াছেন খোকাবাবুর অসুখ হইয়াছে।” সে বলিল “আচ্ছা”। মুখে সংবাদ দিয়া ভৃত্য ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়িতে সুরেশ পত্র লিখিতে পারেন নাই। প্রমিলার পিতা তখন কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। সেই জন্য সুরেশ অন্য চিকিৎসককে ফেমিলি ডাক্তার বা চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যদুনাথ বাবুও সে সময় পল্লীগ্রামে কোন জমিদারির তদারক করিয়া গিয়া ছিলেন। সুতরাং গৃহের তত্ত্বাবধায়ক আর কেহ নাই। সুরেশ প্রমিলা দুজনেই অনুপযুক্ত, সংসার ধর্ম্মে অশিক্ষিত।

(ক্রমশঃ)

আর্য্য নারী সমাজের কার্য্য বিবরণ।

গত ২০এ চৈত্রে যে উপদেশ হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নববিধানের যে সকল ধর্ম্মবীজ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে পুরুষের ভ্রাতৃত্ব এবং নারীর ভগিনীত্ব একটী বিশেষ মত। নারীর ভগিনীত্ব এখন বাস্তবিক একটী বীজস্বরূপ। কালক্রমে ইহা অঙ্কুরিত হইবে, এবং ইহা বৃহৎ বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া ফল ফুলে পরিণত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের প্রসাদে অনেক ভ্রাতৃমণ্ডলী দেখিলাম; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ভগিনীমণ্ডলী আরম্ভ হয় নাই। আর্য্য নারীগণ, ভগিনীমণ্ডলী স্থাপন করিবার জন্য তোমরা আপন আপন কার্য্য আরম্ভ কর। ঈশ্বর পিতা হইয়া যেমন পুত্রদিগের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন, সেইরূপ তিনি রাজরাজেশ্বরী মা হইয়া কন্যাদিগের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করিবেন। ঈশ্বরের রাজ্য, ঈশ্বরের পরিবার এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে। কেবল পুরুষদিগের দ্বারা তাঁহার রাজ্য পূর্ণ হয় না। তিনি নরনারী উভয়কে সঙ্গে লইয়া

তাঁহার পবিত্র প্রেম পরিবার গঠন করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর মনুষ্য পরিবারের অর্দ্ধাংশ পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি সমস্ত শরীরের কল্যাণ কামনা করেন। এখন শরীরের অর্দ্ধভাগে অর্থাৎ কেবল কএক জন পুরুষের মধ্যে বৈরাগ্য ও ধর্ম্মানুরাগ দেখা যায়। সুতরাং এখন ঈশ্বরের পূর্ণ পরিবার গঠিত হইতে পারিতেছে না। বৈরাগ্য ও সংসারাসক্তিতে কিরূপে মিলন হইবে? ব্রহ্মভক্ত পুরুষ এবং সংসারাসক্ত স্ত্রীর সঙ্গে কিরূপে যোগ হইবে? এই জন্য ভগিনীগণ, বারম্বার তোমাদিগকে ব্যাকুলতার সহিত বলিতেছি, তোমরাও শীঘ্র শীঘ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মার পূজা আরম্ভ কর। অন্ততঃ তোমরা কএক জন আর্য্যনারী একত্র হইয়া নিয়মিত রূপে মনের অনুরাগের সহিত মার পূজা করিলে এবং কায়মনোবাক্যে মার ইচ্ছা পালন করিলে তোমাদিগের মধ্যে অচিরেই একটী ভগিনী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটী পূর্ণাকৃতি ভগিনী মণ্ডলী ভিন্ন কখনও স্ত্রীজাতির পরিত্রাণের পথ পরিষ্কৃত হইবে না। যেমন পুরুষেরা কতকগুলি মূল মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কতকগুলি ব্রত পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ আর্য্যনারীগণ, তোমরাও কএকটী প্রধান দীক্ষা মন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া এবং কএকটী বিশেষ ব্রত পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাদিগের মধ্যে ভগিনী মণ্ডলী স্থাপন কর। এই নববিধানের সময় বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহের সহিত একটী ভগিনী মণ্ডলী প্রস্তুত না করিলে তোমরা কেহই প্রকৃত রূপে সুখী হইতে পারিবে না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই ভগিনী মণ্ডলী প্রস্তুত করিবার জন্য তোমরা আপন জীবন উৎসর্গ কর। তোমাদের মণ্ডলীর মূল সত্য থাকিবে, নির্দ্ধারিত ব্রত নিয়ম থাকিবে, কর্ম্মচারিণী থাকিবে। তোমরা যদি উপযুক্ত রূপে এই মণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া সুচারুরূপে ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পার ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই দেশের কল্যাণ হইবে। মণ্ডলীর অর্থ কি? কএক জন লোক আপন আপন অনুরাগ ও ইচ্ছানুসারে কএকটী বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হওয়া। একত্র উপাসনা করা, একত্র সঙ্গীত করা, একত্র সৎপ্রসঙ্গ করা, পরস্পরকে ভালবাসা এসকল মণ্ডলীর লক্ষণ। কেবল উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে না; কিন্তু প্রত্যহ উপযুক্ত প্রণালীতে নিয়মিত রূপে গৃহধর্ম্ম সাধন করিবে। সরল প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে গূঢ় ধর্ম্মবল লাভ করিয়া সংসারের নানাপ্রকার বিপদ প্রলোভন রাশি জয় করিবে। পুরুষেরা যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর বৈরাগ্য সোপানে আরোহণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে

সংসারকে জয় করিতেছেন তোমরাও সেইরূপ, উচ্চতর বৈরাগ্য এবং হরি প্রেমোন্মত্ততা লাভ করিবার জন্য বিশেষ সাধন করিবে। যেমন শাক্য সিংহ ও গৌরসিংহের পদতলে বসিয়া নির্ব্বাণ বৈরাগ্য ও হরিপ্রেমোন্মত্ততা শিখিবে সেইরূপ বৃদ্ধ সক্রেটসের সঙ্গে আলাপ করিয়া আত্মজ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান শিখিবে। পৃথিবীর কোন সাধুমহাজনকে তোমরা অশ্রদ্ধা করিবে না। কি জাতীয়, কি বিজাতীয় সমুদয় সাধুদিগকে তোমরা সরল হৃদয়ে শ্রদ্ধা করিবে। সাধুর প্রতি অনাদরকে একটী গুরুতর পাপ বলিয়া জানিবে। যেমন মহর্ষি ঈশার নিকট পিতাপুত্রের অভেদভাব এবং প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক শিক্ষা করিবে সেইরূপ তোমরা মুসার নিকটে প্রত্যাদেশ এবা বিবেকের কথা শুনিবে। এক একজন সাধুর নিকট যেমন তোমরা ঈশ্বরের এক একটী স্বভাব অথবা স্বরূপ দর্শন করিবে এবং তাহা নিজের চরিত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে সেইরূপ তোমরা গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মপরায়ণা ও পতিপ্রাণা সাধ্বী ও সতীদিগের নিকটেও জগজ্জননীর বিচিত্র প্রকৃতি দর্শন করিবে এবং সে সকল আপন আপন জীবনে পরিণত করিতে যত্ন করিবে। পৃথিবীর সাধু মহাজনগণ এবং সতীগণ কি কেবল ভ্রাতৃমণ্ডলীর জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন? না। পৃথিবীর সাধুগণ বিশেষতঃ সতীগণ নারীজাতির কল্যাণের জন্য জন্মিয়াছিলেন। আর্য্যনারীগণ, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ নারীদিগের উচ্চ জীবন চরিত্র শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মোৎসাহ শতগুণ প্রজ্বলিত হওয়া উচিত। যখন যিহোভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মুসা আপনার অনুগত প্রজাপুঞ্জ সঙ্গে লইয়া মিসর দেশ হইতে যাত্রা করিয়া অঙ্গীকৃত দেশে যাইতেছিলেন কথিত আছে, তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ এক প্রকাণ্ড সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা অনায়াসে সেই সমুদ্র পার হইলেন; কিন্তু যখনই শত্রুদল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সমুদ্রের নিকটে গেল তৎক্ষণাৎ আবার হুঙ্কার করিয়া সমুদ্রের জলরাশি উত্থিত হইয়া শত্রুদিগকে ডুবাইয়া ফেলিল। তাহারা আপনারা এবং তাহাদিগের গাড়ী ঘোড়া সমস্ত ডুবিয়া গেল। এই অলৌকিক ঘটনার মধ্যে স্পষ্টরূপে ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণা মিরিয়াম আনন্দে নৃত্য করিয়া সর্ব্বোত্তম যশোভার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হে আর্য্যনারীগণ, সেই ঘটনা সেই ধার্ম্মিকদিগের বিপদ হইতে উদ্ধার এবং শত্রুদিগের দণ্ড, এবং মিরিয়ামের আনন্দধ্বনি ও নৃত্যগীত কি তোমাদিগের জন্য নহে? এই ঘটনার ভাবার্থ এই যে, সাধুরা ঈশ্বরের সাহায্যে প্রকাণ্ড

বিঘ্ন সাগর পার হইলেন; কিন্তু অবিশ্বাসী শত্রুদল তাহাতে ডুবিয়া মরিল। ভগিনীগণ, এখন দেখ এই নববিধানের প্রসাদে তোমাদের ভাই ভগিনীগণ অধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতা রূপ মীসর দেশ হতে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছেন; ইঁহাদিগের সম্মুখেও কত কত প্রকাণ্ড বিঘ্ন সাগর শুকাইয়া যাইতেছে যাহাতে নাস্তিক ও অল্পবিশ্বাসীগণ ডুবিয়া মরিতেছে। এ সকল ঘটনার মধ্যে সত্যের প্রেমের জয়, ঈশ্বরের জয় দেখিয়া কি বর্ত্তমান সময়ের মিরিয়ামেরা আনন্দ সঙ্গীত করিবেন না? বর্ত্তমান সময়ের মিরিয়াম সকল কোথায়? ভগিনীগণ তোমরাও মিরিয়ামের ন্যায় ঈশ্বরের জয়, নববিধানের জয় দেখিয়া আনন্দ সঙ্গীত কর পৃথিবীর প্রত্যেক ব্রহ্মপরায়ণা সাধ্বীনারী তোমাদিগের বন্ধু ও দৃষ্টান্ত। মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যকে যেরূপ উচ্চ বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছিলেন, তোমরা কি বর্ত্তমান সময়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট সেইরূপ উচ্চভাবের পরিচয় দিতে পার না? যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে যে অমরত্বের সুসংবাদ দিয়াছিলেন তাহা কি কেবল মৈত্রেয়ীর জন্য? তোমারা কি সেই অমৃতের অধিকারিণী নও?

মহর্ষি ঈশা মেরী ও মারথা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াছিলেন; "ধন্যা মেরী, কেননা তিনি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকটে বসিয়া প্রভুর অমৃতময় উপদেশ শ্রবণ করেন, এবং প্রভুর নিকটে থাকিতে ভাল বাসেন, এবং তিনি সহজ বিশ্বাস এবং নির্ভরের পথ ধরিয়াছেন। মারথা বহুকর্ম্মান্বিত হইয়া আমার সেবা করিতেছেন সত্য; কিন্তু পরিত্রাণের জন্য যে একাগ্রতা এবং প্রভুর প্রতি অবিভক্ত অনুরাগ আবশ্যক তাহা তাঁহার নাই।" তোমাদিগের মধ্যে মারথা অনেক; কিন্তু মেরী দুই এক জনও পাওয়া ভার। তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই বহু কর্ত্তব্য ও অনেক ক্রিয়াকলাপের পথে চলিতেছে; কিন্তু তাহাতে পরিত্রাণ না হইয়া অহঙ্কার বৃদ্ধি হয়। কর্ত্তব্য কিম্বা সদনুষ্ঠানের অহঙ্কারে পৃথিবীর অনেক পুরুষ এবং অনেক স্ত্রীলোক ঈশ্বর এবং প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইতেছে এই জন্য মহর্ষি ঈশা এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া এই কথা বলিতেছেন, "ধন্যা তিনি যিনি মেরীর ন্যায় সহজ বিশ্বাস ও অনুরাগের পথ ধরিয়াছেন।" আর্য্যনারীগণ, তোমরাও মেরীর ন্যায় ঈশ্বরকে একান্ত মনে বিশ্বাস কর, তাঁহার উপর নির্ভর কর এবং তাঁহার প্রেরিতদিগকে সমাদর কর।

তোমরা বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্যা সুজাতার কথা শুনিয়াছ। তিনি ভক্তির সহিত বুদ্ধদেবকে যে পরমান্ন দিয়াছিলেন তাহা বুদ্ধদেব ভক্তির সহিত আহার করিলেন। ভক্তিভাবে যিনি অন্ন দেন তিনি ধন্য হন এবং যিনি সেই অন্ন ভোজন করেন তিনিও ধন্য হন এবং তাহাতে তাঁহার শরীর পবিত্র হয়। তোমরাও সেই রূপ ভক্তিভাবে পরস্পরের সেবা কর। ঈশ্বরের অভিপ্রায় জানিয়া তোমরা যে কোন সৎকার্য্য করিবে পরিশেষে তাহা কীর্ত্তির আকারে পরিণত হইবে। তোমরা পৃথিবীর সমুদয় সাধু এবং সাধ্বীদিগের সদ্দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। যত দেশে যত সময়ে পৃথিবীর মহাজন ও সাধ্বী সকল যত সৎকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন সে সমস্ত তোমাদের, তোমরা সে সমস্ত

ধর্ম্মতত্ত্ব সাধন কর। কেবল পুরুষদেরই যে জ্ঞান বৈরাগ্য সাধনের আবশ্যক তাহা নহে তোমরাও রীতি পূর্ব্বক জ্ঞান, বৈরাগ্য সাধন করিবে। আর্য্য-নারীগণ, তোমরা যে ভগিনীমণ্ডলী প্রস্তুত করিবে, তাহার পরিচ্ছদ তাহার সমস্ত ব্যবহার, স্বতন্ত্র হইবে। তোমাদিগের কথার স্বরে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। বৈরাগিনী কিরূপে হইতে হয়, ঈশ্বরের পরিচারিকা, কর্ম্ম-চারিণী কিরূপে হইতে হয় তোমাদিগকে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। প্রত্যহ তোমরা নারীজাতির মঙ্গল অন্বেষণ কর। দুঃখিনী বঙ্গবাসিনীদিগের জন্য অশ্রুপাত কর। দল বাঁধিয়া কার্য্য কর। খুব মনের সাধে ছাদের উপরে, গাছতলায় সৎপ্রসঙ্গ কর, ধর্ম্ম সাধন কর। জীবন অবসান হইবার পূর্ব্ব মনের সাধে হরিভক্তি সাধন কর। হরির দাসী তোমরা। ভ্রাতৃমণ্ডল হরি-পুত্রের ব্যবহার দেখাইয়াছেন, ভগ্নী-মণ্ডলী এবার হরিকন্যার ব্যবহার দেখাইবেন। এই সেই সময় যখন হরি-পুত্রের পার্শ্বে হরিকন্যা বসিয়া হরি পূজা করিয়া স্বর্গের শোভা দেখাইবেন।

শিশু সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর সুকুমার শিশুর শরীর ও আত্মার পুষ্টি ও কল্যাণের জন্য স্তনে সুমধুর দুগ্ধ, হৃদয়ে সুকোমল স্নেহ প্রদান করিয়াছেন। যে মাতা সন্তানের প্রতি কর্কশ ব্যবহার ও কটূক্তি করেন এবং তাহাকে প্রহার করেন, তিনি শিশুর স্বর্গীয় কোমল প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলেন। মাতা সন্তানকে শাসন করিতে হইলে কোমল ভাবে শাসন করিবেন, দয়াময় ঈশ্বরের এইরূপ অভিপ্রায়। শিশু মাতার প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া থাকে, সন্তানের কল্যাণ অকল্যাণ মাতৃ দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে। মাতা সদাচার সৎস্বভাব ও প্রিয়ভাষিণী হইলে, সন্তানও সচরাচর তদ্রূপ হইয়া থাকে, জননী কত্রমূর্ত্তি অপ্রিয় ও অসত্যভাষিণী হইলে শিশুও সেইরূপ হয় অনেক মাতা স্বর্গীয় কুসুম তুল্য শিশুকে নিজের কুদৃষ্টান্তে ও কুব্যবহারে চির জীবনের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। শিশুর প্রতিপালনে যে কত দূর দায়িত্ব জননীর তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শিশু সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতার কর্ত্তব্য নামক মুসলমানদের পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ টুকু আমরা এস্থানে গ্রহণ করিলাম, যে সকল পাঠিকা শিশু সন্তানের মাতা তাঁহারা একবার এ বিষয়টি যেন মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করেন।

"সন্তানকে অসৎ লোকের সঙ্গে মিশিতে দিবে না। অসৎ সঙ্গে পড়িলে অবাধ্য, নির্লজ্জ চোর, প্রতারক হইয়া উঠিবে, পরে বহুকালেও সে সংশোধিত হইবে না। বিদ্যালয়ে সমর্পণ করিয়া তাহাকে ধর্ম্ম পুস্তক শিক্ষা দিবে। পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের সদাচার এবং ঋষি ও ধার্ম্মিক লোকদিগের জীবন আলোচনার প্রতি যাহাতে তাহার অনুরাগ জন্মে তাহা করিবে। আদিরস সম্বন্ধীয় কবিতা প্রভৃতির আলোচনা করিতে দিবে না। এই ভাবের ভাবুক শিক্ষক হইতে তাহাকে দূরে রাখিবে। যে শিক্ষক উক্ত ভাবের কবিতা শুনাইয়া বা পড়াইয়া ছাত্রের মনে উৎসাহ জন্মাইয়া দেয়, সে শিক্ষক নর দৈত্য, সে বালকের অন্তরে অকল্যা-

ণের বীজ রোপণ করে। বালক সৎস্বভাব ও সৎকর্ম্মশীল হইলে তাহার প্রশংসা করিবে, সুশীল বালকের যে বস্তুতে সন্তোষ তাহা তাহাকে দিবে। অন্য লোকের নিকটে তাহার প্রশংসা করিবে। শিশু অপরাধ করিলে দুই এক বার যেন জানিয়াও জান নাই এই ভাবে থাকিবে। গালি তিরস্কারাদি বহন করার স্বভাব যাহাতে তাহার না হইয়া উঠে তাহা করিবে। বিশেষতঃ যদি সে লুকাইয়া কোন দোষ করে, তজ্জন্য তাহাকে অনেক তিরস্কার করিলে সেই পাপে তাহার আরও সাহস বাড়িবে, সে প্রকাশ্যে তাহা করিতে থাকিবে। বার বার সেরূপ দোষ করিতে দেখিলে, একবার গোপনে তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং বলিবে, সাবধান! এ প্রকার করিবে না, কেহ যেন তোমার দোষ জানিতে না পায়, লোক টের পাইলে মহা অনর্থ হইবে, তোমাকে অতি অপদার্থ মনে করিবে।"

শিশুবরণ।

হে শিশু আমি তোমাকে বরণ করি।

তোমাকে দেখিলে মন আপনা আপনি সুখী হয় প্রফুল্ল হয়, তুমি যখন কুন্দদন্ত বিনির্গত করিয়া মধুর হাস্য করিয়া অস্ফুট অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ কর তখন কে না মোহিত হয়? তোমার মুখ কি সুন্দর।

হে শিশু তোমাকে ধনী কামনা করে, নির্ধন কামনা করে। তুমি যে ঘরে নাই সে ঘর শ্রীহীন, তুমি সকলের বাঞ্ছনীয়, আদরণীয়। আমি তোমাকে বরণ করি।

সংসার কণ্টকোদ্যানে তুমি গোলাপ সদৃশ, সংসার মরুভূমিতে তুমি সুশীতল বারি তুল্য, অন্ধকার আকাশে শুকতারা সদৃশ, মাতার হৃদয়ের চন্দ্র তুমি, পিতার নয়নের মণি তুমি, হে শিশু তোমার মঙ্গল হউক।

দুঃখ জান না তুমি, চিন্তা জান না তুমি। তুমি হাসিবার জন্য আসিয়াছ, হাসাইবার জন্য আসিয়াছ; তুমি হাস্য কর খেলা কর আমি দেখি। হে শিশু তোমার ন্যায় সুখী কে?

তুমি প্রতারণা জান না, সন্দেহ করিতে জান না। কেহ বলিতে পারে না কপট সংসারে তুমি কেন আসিয়াছ?

হে শিশু তুমি পবিত্র, পাপ তোমাকে মলিন করে নাই, করিতে পারে না, অপবিত্রতা কি তাহাও তুমি জান না, তুমি কোন্ লোক হইতে আসিয়াছ? তোমার মনে কুটিলতা নাই, অবিশ্বাস নাই, তোমার ন্যায় নির্ভর কার আছে? তোমার তুল্য সরলতা কার আছে? তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে শিশু, আমি অল্পবুদ্ধি অল্পবিশ্বাসী মনুষ্য। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিরাশ হই চিন্তাকুল হই। কল্যকার জন্য ভাবনা কি তুমি জান না। তুমি গুরু হইয়া আমাকে বিশ্বাস শিক্ষা দাও।

তুমি সকলেরই প্রিয়। সাধুরা তোমার গুণকার্ত্তন করেন, অসাধুরাও তোমাকে আদর করে। হে শিশু আমি তোমাকে ভাল বাসি।

হে শিশু শ্রেষ্ঠ বৈরাগী তুমি। তুমি অনশন বস্ত্রহীন থাকিয়া কি মাতৃগর্ভে যোগ সাধন করিতেছিলে? বসন বিলাস তোমাতে নাই, তুমি বিবস্ত্র হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছ। তোমার নিকট বস্ত্রের প্রয়োজনও নাই। আমাকে বৈরাগ্য শিক্ষা দাও।

হে শিশু তুমি কি শাপভ্রষ্ট হইয়া

অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং মানব কুল পবিত্র করিতেছ? আমি তোমাকে চিনিতে চাই। তোমার রূপ অতুল, তোমার গুণ অনেক, তোমার মুখ কাহার সৌন্দর্য্যে সুন্দর হইয়াছে?

পুষ্প অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ, কারণ পুষ্প নির্জীব, তারকা হইতে তুমি উচ্চ কারণ তারকা জড়পদার্থ; তোমার ভিতর চৈতন্যময় আত্মা বর্ত্তমান; তোমাকে লইয়া মহাদেব ক্রীড়া করেন। তুমি পাপীবংশে কেন জন্মিয়াছ?

হে শিশু তোমার মুখ দেখিয়া কত মদ্যপায়ী পাপাচারী পিতা সংশোধিত হয়, কত দানবী মাতার প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, তুমি কি ছদ্মবেশী স্বর্গ দূত?

পাপ কলঙ্কিত পৃথিবী তোমার বাসযোগ্য নহে। তুমি দিব্যলোকের জীব, তুমি এখানে কেন?

হে শিশু নির্মম সংসার তোমার হৃদয় ভগ্ন করিতে পারে না, কুটিল সংসার তোমাকে কুটিল করিতে পারে না, হে শিশু তুমি কাহার বলে বলীয়ান্?

হে শিশু সাধুরা তোমার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন, তোমার তুল্য হইতে কামনা করেন। তুমি আমার শিক্ষক হও।

হে শিশু তুমি ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তোমারই। আমি তোমাকে বরণ করি।

(প্রাপ্ত)

নারী।

১

শ্মশানে পাখীর সারি,
মরুভূমি মাঝে বারি,
আঁধারে একটি যথা তারকা প্রকাশ;
দুর্দ্দিনেতে প্রতিক্ষণে
নিদয় করকা হানে,
ঈষৎ তরল যথা বিজলি আভাস;
ভূধর কন্দর কোলে
মল্লিকা কুসুম দোলে
অরণ্য জোছনা সম তেমতি সংসারে
নারি তুমি বাস কর অশেষ প্রকারে।

২

মাতৃস্নেহ মূর্ত্তি ধরি,
জগতেতে অবতরি,
দুঃখী সন্তানের দুঃখ ঘুচাও সুন্দরি;
দয়া করে অনুক্ষণ,
যেন গিরি প্রস্রবণ,
কবি কি বর্ণিবে মাগো সে পূত লহরী।
প্রাণের শিকলে বাঁধা,
চক্ষে মোরে রাখ সদা,
অপরের লাগে ধাঁধা ভাবিতে কাহিনী,
তুমি তার অভিনেতা স্নেহের জননি,

৩

কবি নাহি পায় ধ্যানে,
চিত্রকর নাহি জানে,
সে ভাবের প্রতিকৃতি তুমি গো জননি;
শিশুরে লইয়ে কোলে
স্তন সুধা দাও ঢেলে,
স্বর্গেতে দুন্দুভিধ্বনি হয় গো অমনি;
যাদুরে কর গো যাদু,
ও স্নেহ কি এত স্বাদু।
দেয় শিশু করতালি আদরে গলিয়া,
ত্রিদিবের মন্দাকিনী উঠে উছলিয়া।

৪

থাকে নর অন্ধকূপে;
তুমি গো ভগিনীরূপে
টেনে আন কর ধরি সে আঁধার হ'তে;
শেখে নর পবিত্রতা,
ছাড়ে নর কুটিলতা;
ঘোচে চক্ষুরোগ, যার জনম পাপেতে;

স্বরগের হাসি ছটা,
অতুল জোছনা ঘটা
বিভাসিত হয় তার বদন মণ্ডলে ;
হে নারি বিরাজ তুমি সে আনন্দমূলে।

৫

পুনঃ হয়ে সহচরী,
প্রফুল্লমূরত্তি ধরি,
কৃষ্ণপক্ষে চারু পথ নরেরে দেখাও ;
প্রতিপদে অনুক্ষণ
হ'ত সখি নিপতন
তুমি নারি দয়া করি না যদি বাঁচাও ;
ছাড়ে নর অলসতা,
হৃদয়ের কঠিনতা,
আবির্ভাব তেজ সখি এমনি তোমার
ধীরে ধীরে হয় তার করুণা সঞ্চার।

৬

"প্রকৃতি প্রকাশে যাঁরে
প্রকৃতি লুকায় তাঁরে,
করে তাঁর প্রকাশন প্রকৃতি আবার।"
ঠিক্ কথা মহাত্মার,
মহাসত্য আবিষ্কার,
ধর্ম্মবর্ণশিক্ষা যাহে সহজ ব্যাপার ;
এই রঙ্গ ভূমিকায়
অন্ধেও দেখিতে পায়—
এ জড় প্রকৃতি যদি তাঁহারে লুকায়
নারীর প্রকৃতি তবে তাঁহারে জানায়।

৭

হে নাস্তিক মূঢ় নর
ভ্রমি এই চরাচর
না পেয়ে দেখিতে তাঁরে হও রে হতাশ ;
ধুধু ধুধু চারিধার,
দেখ যবে অন্ধকার,
জীবনও হয় তার হায় সর্ব্বনাশ ;
সেই সে সময়ে ফিরে,
হে অবোধ এস ঘরে
দেখিতে সুমুখ সুধু নিজ জননীর,
অনন্ত মায়ার উৎস বদন রুচির।

ঘুচিবে ঘুচিবে দুঃখ,
উদিবে অন্তরে সুখ,
দূরে যাবে নাস্তিকতা বিষাদ আঁধার ;
নারীর আনন মাঝে
যে শুভ্র অক্ষর রাজে,
শত কোটি শাস্ত্র জ্ঞান তার কাছে ছার।
নারী মুখ দরশনে
ভাবি আমি এক মনে
অজানিত জড়শক্তি রচেনি ধরায়
নারী-মুখ সরোরুহ বিরাজে যথায়।

৯

হেন কাজ সম্পাদিতে
জন্ম তব অবনীতে,
হে নারী সে উচ্চ লক্ষ্য যেও না ভুলিয়া ;
সহজেই পশুমোরা,
পশুভাবে হিয়াপোরা,
অনলে আহুতি আর দিও না জ্বালিয়া।
লোভে ক্রোধে মোহোদয়
তোমার যে মূর্ত্তি হয়
সে মূর্ত্তি তুমি নও, সে তব বিকার ;
ছেড় না ছেড় না দেবি দেবত্ব তোমার।

১০

যেই অভিমানে দেবি
প্রকাশে গৌরব ছবি,
শেখ শুভে ভাল করে সেই অভিমান ;
নর যদি মোহ ভরে
কুভাবে ঈক্ষণ করে
তোমার গৌরবে তার গলুক নয়ন ;
ভস্মেতে অনল মাখা
রবে কি নিয়ত ঢাকা ?
আপনি আপন পূজা কর সন্বিধান,
হোক্ দেবি পুনরায় দেশের কল্যাণ।

১১

সুন্দর খেলনা প্রায়,
পোষা হরিণীর প্রায়,
হে নারি তোমার থাকা উচিত না হয় ;

কেবল সৌগন্ধ মাখা,
কেবল মুকুর দেখা,
শিখ না শিখ না উচ্চ শিক্ষা উহা নয় ;
ও ব্রত তোমার নয়,
নহ তুমি নীচাশয়,
সুন্দরের পরাকাষ্ঠা তোমার গঠন,
তাহারে সুন্দর করা নিষ্ফল যতন।

১২

মনকে সুন্দর কর,
গেরুয়া বসন পর,
কমলের শোভা বাড়ে শৈবালের সাথে ;
তোমার শোভন গন্ধে,
সুচরিত মকরন্দে,
আমোদিত হোক্ ঘর দিবা ও নিশাতে ;
চন্দনের সহবাসে
কিছু দিনে হয়ে আসে
চন্দনেতে পরিণত নিসিন্দা যেমতি,
মোদেরো শ্রীমতী হবে এ কালি মুরতি।

১৩

পরিচারিকার ব্রত
পাল দেবি অবিরত,
দাসী হয়ে রাজরাণী হও শতবার ;
নীচ ভিক্ষা অভিলাষী
রাজরাণী হয়ে দাসী,
সাজেনাসাজেনাহওয়া সাজেনাতোমার ;
বিধাতার সাক্ষী তুমি,
পবিত্র এ ধরাভূমি
পেয়ে তোমা ; ভুল না গো স্বধর্ম্ম তোমার
"দেবময় আত্মা" তুমি ভুলনারে আর।

স্বর্ণরেণু।

শত বিন্দু অশ্রু জল মোচন করা অপেক্ষা এক বিন্দু অশ্রু মুছাইয়া দেওয়ার পুণ্য অধিক।

জ্ঞান চর্চ্চা যতই করিবে ততই তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হইবে। অতএব জ্ঞানচর্চ্চা রাখিবে।

নিন্দা হইতে কোন ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে ? যে ব্যক্তি অত্যন্ত পবিত্র চরিত্র কেহ না কেহ তাঁহারও নিন্দা করিবে, আর যে নিন্দাযোগ্য তাহারও দুর্ণাম হইবে। অতএব কেবল লোকের নিন্দার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা ন্যায্য বোধ হইবে তদনুসারে চলা উচিত।

প্রফুল্লতাতে স্বাস্থ্য, বিষাদে জড়তা এবং পীড়া।

শিশুর ন্যায় সরল হইতে শিক্ষা কর, শিশু তুল্য নির্ভর বিশ্বাস শিক্ষা কর এবং শিশু তুল্য পবিত্র হও।

হীরক অপেক্ষা পবিত্রতার মূল্য অধিক, মণি মাণিক্য অপেক্ষা স্ত্রী পবিত্রের সতীত্ব মূল্যবান্। ইহা যত্নে রক্ষিত হউক।

পুরাতন বন্ধুতা এবং স্নেহ লোকে সহজে বিস্মৃত হয়, কিন্তু কেহ ক্লেশ দিলে ও মনে আঘাত করিলে লোকে শীঘ্র ভুলে না। অতএব সাবধান হও তুমি যেন কাহারও ক্ষতি বা ক্লেশের কারণ না হও।

দয়া দুই ব্যক্তির সুখের ও মঙ্গলের কারণ হয়। দয়া প্রকাশে যে দয়া করে তাহার এবং যে দয়া প্রাপ্ত হয় উভয়ের কল্যাণ হয়।

সুখ জীবনের উদ্দেশ্য নহে কিন্তু ধর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য। সুখেরলালসা বিনাশ করা উচিত। সুখ পাইবার লোভে লোকে পাপ করে। সুখের লালসা লোকে আত্মবিস্মৃত হয়। অতএব সুখের কামনা মন হইতে দূর করা উচিত।